আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে জুলাই, ২০২০

রামমন্দির নির্মিত হলে নিশ্চিত করোনা ধ্বংস হবে: দাবি নির্বোধ বিজেপি সাংসদের

করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর থেকে করোনার দাওয়াই টোটকা নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের অদ্ভুত কথাবার্তা কাজ যেন বেড়েই চলেছে। এবার ভারতের রাজস্থানের বিজেপি সাংসদ জাসকৌর মীনা এক বিস্ফোরক উক্তি করেছেন। বিজেপি এই নেত্রী দাবি করেছেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মিত হলেই করোনা ভাইরাস ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিওতে রাজস্থানের এই বিজেপি সাংসদ রাম মন্দির নির্মাণের সঙ্গে করোনার পতনের যোগসূত্র স্থাপন করছেন।

তিনি বলেছেন,"আরে আমরা তো আধ্যাত্মিকতার পূজারি। একবার রাম মন্দির তৈরি হয়ে যাক, দেখবেন নিশ্চিতভাবেই করোনা ভাইরাস ধ্বংস হয়ে যাবে।" বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্যে নেটদুনিয়ায় হাসাহাসি শুরু হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার তথা বিজেপি নেতা রামেশ্বর শর্মা একই কথা বলেছেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "খালি ভারত নয়। করোনার প্রকোপে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। আর এই সময় সবাই মহাপুরুষদের স্মরণ করে। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছে। ভগবান রাম আগেও রাক্ষসদের হত্যা করে মানবজাতিকে রক্ষা করেছেন। যখনই মন্দির নির্মাণ শুরু হবে, তখন থেকেই করোনা ধ্বংস হওয়া শুরু হবে।" অথচ, ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, কোভিড আক্রান্ত হয়েছে রাম মন্দিরের পুরোহিত। আক্রান্ত হয়েছেন 'রাম জন্মভূমির' নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৬ জন পুলিশকর্মী।

করোনা আক্রান্ত পুরোহিতের নাম প্রদীপ দাস। তিনি রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সহকারী। দাস নিজেই জানিয়েছেন করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা। মন্দির ট্রাস্ট জানিয়েছেন, ওই জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৬ জনও পুলিশেরও করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অযোধ্যায় এখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭৫। উত্তরপ্রদেশে করোনা আক্রান্ত ২৯,৯৯৭।

এর আগেও বিজেপির বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা করোনা রুখতে বিভিন্ন রকম 'আজব' পরামর্শ দিয়েছেন। এদের মধ্যে সাধ্বী প্রজ্ঞার দিনে পাঁচবার হনুমান চালিশা পাঠ, অর্জুন রাম মেঘওয়ালের 'ভাবিজি পাপড়' খাওয়া উল্লেখযোগ্য। নেটদুনিয়ায় এদের নিয়েও হাসাহাসি কম হয়নি।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতের অযোধ্যায় শহিদ করা বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। লাদাখে ভারত চীনের মধ্যে চলমান উত্তেজনা, করোনায় লাখ লাখ মানুষের আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি কোনো পিছুটানই হয়তো ভারতকে এই দুর্ভাগ্য থেকে সরাতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ডাক পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার জন্য ৩ এবং ৫ অগাস্টকে কথিত 'শুভদিন' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যে কোনও এক দিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে।

ফটো রিপোর্ট | আফগানিস্তান জুড়ে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে আমিরুল মু'মিনিন এর ঈদ বার্তা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর আমিরুল মু'মিনীন শায়খুল হাদীস মৌলভী হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ্ (হাফিজাহুল্লাহ্) কর্তৃক পবিত্র ঈদুল-আযহা উপলক্ষে প্রকাশিত শুভেচ্ছা বাণী আফগানিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের কাছে ঈদ বার্তা পৌঁছে দেওয়া ও বিতরণ করার কিছু মুহূর্ত...

https://alfirdaws.org/2020/07/31/40925/

শাম | মুরতাদ আসাদ সরকারের "সামরিক সুরক্ষা" বিভাগের প্রধানকে হত্যা

শাম তথা সিরিয়ায় মুরতাদ আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গুপ্ত হামলা বা গেরিলা হামলা আগের বছরগুলোর তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত হচ্ছে মুরতাদ আসাদ সরকারের নিকটতম ব্যাক্তি ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা।

"ওজিএন" এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২৯ জুলাই বুধবার, দ্বীর'আ প্রদেশের "আল-গোলান" শহরে অজ্ঞাত বন্দুকধারী এক ব্যাক্তির হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ আসাদ সরকারের ""সামরিক সুরক্ষা" বিভাগের প্রধান।

উল্লেখ্য যে, এনিয়ে চলিত সপ্তাহে মুরতাদ আসাদ সরকারের উচ্চপদস্থ ১৯ জন কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। যার অধিকাংশ হামলাগুলোই হয়েছে রাজধানী দামেস্ক ও দ্বীর'আ প্রদেশে।

সোমালিয়া | বিমান হামলা চালিয়ে ৩ শিশুকে হত্যা করছে ক্রুসেডার আমেরিকা

দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের জালাব শহরের একটি জনপ্রিয় পাড়ার একটি বাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলায় চালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা। এতে তিন শিশু মারা গিয়েছিল। গত ২৯ জুলাই বুধবার এ বর্বর অভিযান চালানো হয়।

নিহতরা হল, আবু বকর আহমেদ (৮ বছর বয়সী), আবদুল সামাদ হুসেন (১২ বছর বয়সী) এবং আবদুল্লাহ মোহাম্মদ (১৩ বছর বয়সী)। যারা সবাই ক্রুসেডার আমেরিকার বোমা ফেলার পরপরই নিহত হয়েছিলো।

আফ্রিকায় ক্রুসেডার আমেরিকার সামরিক কমান্ড "আফ্রিকোম"এর একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশের একদিন পরই এই বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, যেখানে গত ফেব্রুয়ারিতে তাদের একটি বোমা হামলায় একজন বেসামরিক

(মহিলা) নিহত এবং ৩ জন আহত হওয়ার কথা তারা স্বীকার করেছে, এর আগে ক্রুসেডার আমেরিকা ঘোষণা করেছিল যে এতে ২ জন মুজাহিদ আহত হয়েছে।

এভাবেই আফ্রিকা জুড়ে প্রতিনিয়ত নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে চলছে ক্রুসেডার আমেরিকা, আর তা ধামাচাপা দিতে প্রস্তুত করা হয় নানাধরণের নাট্যমঞ্চ।

পাকিস্তান | ঈদুল আযহার এই শুভ সময়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি সুসংবাদ

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী সংগঠন "আমজাদ ফারুকী রহ." পাকিস্তানের বৃহত্তম ও সর্বাধিক সংগঠিত জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে (টিটিপি) যোগ দিয়েছে।

এছাড়াও ওস্তাদ আহমদ ফারুক শহীদ (রহ.) এর নিকটতম সহযোগী ও প্রাক্তন সামরিক প্রধান এবং তাঁর সহযোগীরা পাকিস্তানের বৃহত্তম ও সর্বাধিক সংগঠিত জিহাদী জামা'আত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে (টিটিপি) যোগদান করেছেন।

তাঁরা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং পাকিস্তানের জিহাদী কার্যক্রমকে তার গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য টিটিপিতে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

এই উপলক্ষে, পাকিস্তানে জিহাদী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যাক্তি, গ্রুপ ও তানযিমকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের প্ল্যাটফর্মের অধীনে সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদী কার্যক্রম আঞ্জাম দেওর প্রতি আমন্ত্রণও জানিয়েছে দলটি।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে মুজাহিদদের মাইন হামলা, হতাহত কতক মুরতাদ সৈন্য

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবাজ মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালেবান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) জানান যে, গত ২৯ জুলাই বুধবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের একটি এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম ও ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ।

এতে গাড়ির ভিতরে থাকা সকল ডলারখোর মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

৩০শে জুলাই, ২০২০

মসজিদকে মদের দোকান বানাচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল

ছবির স্থাপনাটি ফিলিস্তিনের টাইবেরিয়াসে নির্মিত ওমারি মসজিদ। ফিলিস্তিনে নিযুক্ত ওসমানী খেলাফতের শাসক জহির আল ওমার আল জায়দানি ১৭৪৩ সালে খান স্কয়ারে এটি তৈরি করেন। টাইবেরিয়াসের বিখ্যাত মসজিদটি জায়দানি মসজিদ নামেও পরিচিত। মিশরের মামলুক শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী কারুকার্যে তৈরি বিশাল গম্বুজ ও মিনারের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল এটি।

১৯৪৮ সালে আমূল পাল্টে যায় ফিলিস্তিনিদের সবকিছু। ওই বছরের ১৪ মে বিশ্ব ইহুদি সংগঠনের প্রধান ডেভিড বেন গুরিয়ন ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরায়েল নামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। দিনটিকে ইহুদীবাদী ইসরায়েলের সন্ত্রাসীরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে। ১৫ মে দিনটিকে 'নাকবা' বা 'মহাবিপর্যয়' হিসেবে স্মরণ করে ফিলিস্তিনিরা।

ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার পরই ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে নৃশংতা বাড়িয়ে দেয় ইহুদী সন্ত্রাসীরা। যাতে স্পষ্টভাবে সমর্থন দেয় সন্ত্রাসীদের গডফাদার ব্রিটেন ও পশ্চিমারা। ওই সময় ফিলিস্তিনের অর্ধেক বাসিন্দা জীবন বাঁচাতে নিজেরদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

ফিলিস্তিনের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের মতো টাইবেরিয়াসের বাসিন্দারাও সেসময় সিরিয়া, লেবানন ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেন। কমিটি ফর আরব সিটিজেন অব ইসরাইলের মুখপাত্র কামাল খতিব তুর্কি গণমাধ্যম আনাদোলুকে জানান,ঐসময় জায়াদানি পরিবারও পার্শ্ববর্তী নাজারেথ শহরে চলে যায়।

ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করে তাদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পত্তি নিজেদের দখলে নেয় ঘৃণ্য ইহুদী সন্ত্রাসীরা। যাতে অন্তর্ভূক্ত হয় এই ওমারি'র মতো বহু ঐতিহ্যবাহী মসজিদ।

কামাল বলেন, নাকবার পরে জায়দানি পরিবার ওমারি মসজিদকে সংস্কার করে আবারো নামাজ আদায়ের জন্য উপযুক্ত করতে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানায়।

'টাইবেরিয়াস কর্তৃপক্ষ তাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে জানায় তারা স্থাপনাটি সংস্কার করে পুনরায় চালু করবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।' সংস্কার বা খুলে দেয়ার কথা বলা হলেও ওমারি মসজিদে এখনো নামাজ নিষিদ্ধ। প্রবেশ করতে দেয়া হয় না কাউকে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০টি মসজিদ ইসরাইলিরা ধ্বংস করে দিয়েছে বা সেগুলোতে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। আরো ১৭টি মসজিদকে মদের দোকান, হোটেল, জাদুঘর, সিনেমা হলে পরিণত করা হয়েছে।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য, উত্তরাঞ্চলীয় সাফেদ শহরের আল আহমার মসজিদকে কনসার্ট হলে রূপান্তর করা হয়েছে। কৈসরিয়ার আল জাদিদ মসজিদকে বানানো হয়েছে মদের দোকান।

কামাল বলেন, নাকবার আগে যে মসজিদগুলো মুসল্লিতে পরিপূর্ণ থাকতো সেগুলোতে এখন কাউকে প্রবেশই করতে দেয়া হয় না। নিজেদের দখলে নিয়ে মসজিদগুলোকে সিনেগাগা, মদের দোকান, জাদুঘর, ক্যাফে বা রেস্তোরাঁ বানাচ্ছে ইসরায়েল।

মুসলমানদের বিক্ষোভ সত্ত্বেও জাফায় আল ইসাফ কবরস্থান ধ্বংস করে দেয় সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। ইসরায়লি নীতিতে মুসলমাদের অনুভূতিকে কখনোই মূল্যায়ন করা হয় না।

ফিলিস্তিনিরা জীবন বাঁচাতে পালাতে বাধ্য হলে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আইন পাস করে ইসরায়েল। ইসরায়েলি পার্লামেন্টে পাস করা বাজেয়াপ্ত আইনে অনুপস্থিত আরব মুসলমানদের বাড়িঘর, সম্পত্তি দখলে নেয় ইহুদিবাদীরা।

১৯১৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্যই ছিল ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এসময় আরব মুসলিমদের দখলে ছিল ফিলিস্তিনের ৯৭ শতাংশ ভূমি। ইহুদিদের দখলে ছিল মাত্র ৩ শতাংশ।কুখ্যাত ব্রিটিশ সহয়তায় তখন ফিলিস্তিনের ভূমিতে চলতে থাকে ইউরোপ থেকে এনে ইহুদি পুনর্বাসন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ শতাংশে। তখন আরবদের ভূমির পরিমাণ ছিল ৯৫ শতাংশ। ইহুদিদের মাত্র ৫ শতাংশ। ১৯৪৬ সালে ইহুদী সন্ত্রাসীদের দখলে যাওয়া ফিলিস্তিনের ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ শতাংশে।

১৯৪৭ সালে অবৈধভাবে ফিলিস্তিনের ভূমির ৫৫ শতাংশ ইহুদী সন্ত্রাসীদের দেয়ার ঘোষণা দেয় ক্রুসেডার জাতিসংঘ। তখনও ফিলিস্তিনিদের ৯৪ শতাংশ ভূমি ছিলো। জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশই ফিলিস্তিনি। সঙ্গত কারণেই জাতিসংঘের একতরফা, অবৈধ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে ফিলিস্তিনিরা।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশদের সহায়তায় ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করে ইহুদী সন্ত্রাসীরা। নির্মম নির্যাতন শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের উপর। ইহুদিবাদী সেনাবাহিনী সাড়ে ৭ লাখ ফিলিস্তিনিকে নৃশংভাবে বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করে। গুড়িয়ে দেওয়া হয় ফিলিস্তিনিদের ৫৩০টি গ্রাম। দখলে নেয় ঐতিহ্যবাহী ভূমির ৭৮ শতাংশ। বাকি ২২ শতাংশ ভূমি গাজা এবং পশ্চিম তীরে ভাগ হয়।

১৯৪৯ ক্রুসেডার জাতিসংঘ ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উপেক্ষিত থাকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অধিকার।

এখানেই থেমে থাকেনি দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা। ১৯৬৭ সালে পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম, গাজা উপত্যকা দখলের মাধ্যমে পুরো ফিলিস্তিন জবরদখল করে ইসরায়েল। যা আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জোরপূর্বক দখলের ঘটনা।

১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনের সঙ্গে অসলো চুক্তি করেন। যার মূল বিষয় ছিল ১৯৬৭ সালের পূর্বে ফিলিস্তিনিদের দখলে থাকা ভূমিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আলোচনা।

১৯৯৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম তীর এবং গাজার আংশিক নিয়ন্ত্রণ পায় ফিলিস্তিনিরা। নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ এবং যে কোনো সময় সেখানে অভিযান চালানোর ক্ষমতা থেকে যায় দখলদার ইসরায়েলের হাতে।

এখনো পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেছে। অব্যাহত রয়েছে দখলদার ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবরোধ, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, বর্বরতা।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

কুরবানি নিয়ে বিজেপি নেতার মন্তব্যের জবাবে যা বললেন মাওলানা আরশাদ মাদানী

মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেছেন, ইসলামে কুরবানির কোনও বিকল্প নেই, এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্য যা সম্পন্ন করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

তিনি বলেন, যার ওপরে কুরবানি ওয়াজিব তাকে যেকোনো অবস্থায় ওই কর্তব্য পালন করা উচিত। তিনি সূর্যোদয়ের ২০ মিনিটের মধ্যে সংক্ষিপ্ত নামাজ ও খুতবার পরে কুরবানির কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি কুরবানির বর্জ্য এমনভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলতে বলেছেন যাতে কোনও দুর্গন্ধ না ছড়ায়।

মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেন, 'বিগত কিছু দিন ধরে গণমাধ্যম এবং বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুরবানি সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নেতিবাচক এবং বিভ্রান্তিকর প্রচার চলছে।

তিনি বলেন, 'যে স্থানে কুরবানি হয়ে আসছে এবং বর্তমানে সেই জায়গাতেও যদি বড় পশু কুরবানিতে সমস্যা হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই কমপক্ষে ছাগল কুরবানি করতে হবে। করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা, তওবা ও ইস্তেগফার করার আবেদন জানিয়েছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনের আওতার মধ্যে দ্বীন ও শরীয়ার ওপরে আমল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানী।

এরআগে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা অর্জুন সিং মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর 'প্রতীকী কুরবানি' দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের লোনি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নন্দকিশোর গুর্জর মুসলিমদের হুমকি দিয়ে বলেন, এ বছর ঈদে পশু কুরবানি দিতে দেওয়া হবে না। আর যদি কুরবানি দিতে হয়, তাহলে নিজের সন্তানকে দিন। নিরীহ পশুগুলোকে মারবেন না। একটি পশুও যাতে কুরবানি না হয় সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি গাজিয়াবাদ প্রশাসনকে এ বিষয়ে জানাবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতের কর্ণাটকে স্কুলের পাঠ্য থেকে মুসলিম বীর টিপু সুলতানের ইতিহাস বাদ

দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটকের সরকার সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে টিপু সুলতান ও তার বাবা হায়দার আলি সংক্রান্ত অধ্যায়টি বাদ দিয়েছে। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

ওই রাজ্যের বিজেপি শাসিত সরকার এর আগেও পরিকল্পনা করেছিল টিপু সুলতানের বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে। তাই বিষয়টি নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে।

সরকার বলছে, প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের সিলেবাসই অন্তত ৩০ শতাংশ কমানো প্রয়োজন। সংক্ষেপিত সিলেবাস স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়ার পরেই জানা যায়, সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়েছে মহীশুরের শাসক টিপু সুলতান এবং তার বাবা হায়দার আলি সংক্রান্ত অধ্যায়টি।

তবে এ শাসককে নিয়ে গবেষণা পিএইচডি করা মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সেবাস্টিয়ান যোসেফ বলেন, করোনা সংক্রমণকে সামনে রেখে আসলে যেসব বিষয় সরকারের পছন্দ নয়, সেগুলোকেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

তার কথায়, 'করোনা সংক্রমণের কারণে স্কুলের পাঠ্যক্রম কিছুটা কমাতে হবে বলা হচ্ছে। এটা তাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে – যেসব বিষয়গুলো তাদের অপছন্দের, সেগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন হায়দার আলি, টিপু সুলতান আছেন। তিনি বলেন, বাদ দেওয়া প্রতিটি বিষয়ই কর্ণাটক এবং ভারতের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'স্বাধীনতার পর থেকেই স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে একটা সমতা ছিল। কিন্তু যখনই দলীয় চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কিছু বিষয় বাদ দেওয়া হতে থাকবে, তখন তো ইতিহাস অধ্যয়নের বড় ক্ষতি করা হবে।'

কর্ণাটকের বিজেপি শাসিত সরকার এর আগেও টিপু সুলতানের বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল।

টিপু সুলতান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাতে বিব্রত হয়ে ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে অত্যাচারী শাসক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। সেই ধারাই এখন হিন্দুত্ববাদীদের গলায় শোনা যাচ্ছে বলে মনে করেন যোসেফের মতো ইতিহাসবিদরা।

এর আগে যখন ইতিহাস বই থেকে টিপু সুলতানকে বাদ দেয়ার প্রসঙ্গ এসেছিল, সেই সময়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়, যার প্রধান ছিলেন হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক টি. আর. চন্দ্রশেখর।

তিনি বলছিলেন, 'আমরা সরকারকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে টিপু সুলতানের ইতিহাস পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু এবারে করোনার জন্য সিলেবাসে যে কাটছাঁট করা হয়েছে তার আগে সরকার আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে বুধবার শিক্ষা দপ্তর থেকে ফোন করে বলা হয় যে তারা সংক্ষেপিত সিলেবাস আমাদের পাঠাবে। কিন্তু এখন সেটা পাঠিয়ে কী লাভ – সিদ্ধান্ত তো তারা নিয়েই নিয়েছে।'

ব্যাঙ্গালোরের আর্চবিশপ পিটার ম্যাকাডো মনে করেন, যে সব বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে, সেগুলো কমবয়সী ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

করোনার জন্য সিলেবাস কমাতে হবে, সেই যুক্তি ঠিকই আছে। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়গুলো পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়। স্কুলের ছাত্রদের বয়সেই তাদের সব ধর্মের ইতিহাস জানা উচিত।

ঈদ-উল-আযহার আগেই কঠোর নির্দেশনা জারি করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

উত্তর প্রদেশে ঈদ-উল-আযহার আগে পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ চলায় সেখানে সপ্তাহে দু'দিন শনিবার ও রবিবার লকডাউন করা হচ্ছে। এবারের ঈদ-উল-আযহা ১ আগস্ট শনিবার পড়ায় মুসলিমদের মধ্যে ঈদ ও কুরবানি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার উত্তর প্রদেশ পুলিশের মহানির্দেশক হিতেশ চন্দ্র ঈদ-উল-আযহাকে কেন্দ্র করে এক নির্দেশনা জারি করেছে। এতে ধর্মীয় স্থানে সম্মিলিত প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশ্যে পশু কুরবানি ও খোলামেলা গোশত বহন বন্ধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য কামাল ফারুকি বলেছেন, সরকারি নির্দেশিকার পরে এটা স্পষ্ট যে ঈদে পশু কুরবানিতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু সরকারকে এর পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিতে হবে যাতে কোনোভাবেই কুরবানির জন্য মুসলিমদের হয়রানি না করা হয়। কুরবানির জন্য কেবল পশুরই প্রয়োজন হয় না, বরং তা জবাই করতে মানুষজনেরও প্রয়োজন হয়। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের উচিত যারা কুরবানি করবে তাদের আসা-যাওয়ায় যেন বাধা না দেওয়া হয়। মুসলিমদেরও বিধি-নিষেধের বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত।' তিনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সেলিম ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, মুসলিম সম্প্রদায় সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করবে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের ওই নির্দেশনা যথাযথভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। আইন আমাদের কুরবানি করার অনুমতি দেয় এবং সরকারি নির্দেশনাতেও তা বন্ধ করা হয়নি। এ রকম পরিস্থিতিতে মুসলিম সম্প্রদায় কুরবানি করবে ও আইন মেনে চলবে। তবে সরকারের উচিত প্রশাসনকে নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুফতি আব্দুল রাজ্জাক বলেছেন, মুসলিমদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যদিয়ে নির্দেশনা কার্যকর করা উচিত। অহেতুক যাতে কাউকে হয়রানি না করা হয় তা দেখতে হবে। তিনি বলেন, উত্তর প্রদেশে সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে মুসলিমদের সঙ্গে প্রশাসন কীরকম আচরণ করছে, যা উচিত নয়। ঈদের সময়ে বৈধ পশু কুরবানিতে যাতে কোনও হয়রানি না করা হয় তা দেখা সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

পাকিস্তানে গোস্তাখে রাসূলকে আদালতেই গুলি করে হত্যা করলেন এক আশেকে রাসূল

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন খা প্রদেশের পেশোয়ারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননাকারী এক কুখ্যাত ভণ্ডকে আদালত কক্ষে বিচারকের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি বুধবার সকাল সেশন জজ শওকত আলীর আদালতে ঘটেছে।

পুলিশ কর্মকর্তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী আসামী তাহের আহমদ নাসীমকে যখন আদালতে মামলার শুনানির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন হঠাৎ এক আশেকে রাসূল আদালত কক্ষে প্রবেশ করে জাহান্নামের কীট গোস্তাখে রাসূলকে গুলি করে হত্যা করেন। ঐ কুখ্যাত ভণ্ডকে ছয়টি গুলি করা হয়। আলজাজিরা জানায়, তাহির আহমেদ নাসিম নামে ওই ভণ্ড নিজেকে ইসলামের নবী বলে দাবি করেছিল। ২০১৮ সাল থেকে ভণ্ড নবী দাবিদার নাসিমকে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী নিজেদের হেফাজতে রেখেছিল। এরপর গতকাল ২৯ জুলাই এক আশেকে রাসূল বীরত্বের সাথে ঐ ভণ্ড নবী দাবিদারকে হত্যা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, গোস্তাখে রাসূলকে হত্যাকারী আফগানিস্তানের বাসিন্দা। তাঁর নাম ফয়সাল।

উল্লেখ্য, একটি সূত্রমতে ভণ্ড নবী দাবিদার তাহের আহমদ নাসিমের নিকট আমেরিকার নাগরিকত্ব ছিল বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা মনসূর আমানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, তারাও এ ধরনের তথ্য পেয়েছেন এবং এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

তাহের আহমদের বিরুদ্ধে করা এফআইআর থেকে জানা যায়, সারবান্দ থানার নওশেরার বাসিন্দা ইসলামাবাদের এক মাদরাসা ছাত্রের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল। তাতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তাহের আহমদ নাসীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননা করেছে।

পুলিশকে দেয়া এ লিখিত দরখাস্তে বলা হয়েছিল, এ তালিবে ইলমের তাহের আহমদের সঙ্গে ফেসবুকে কথাবার্তা শুরু হয়। এরপর তারা পেশোয়ারে সাক্ষাত করে। যেখানে তাহের আহমদ এমন কিছু কথা বলে যা রিসালাত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে।

নিহত এই ভণ্ড নবী দাবিদার যিন্দিক কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক ছিল বলে জানা যায়।

বিবিসি, আলজাজিরা

২৯শে জুলাই, ২০২০

খোরাসান | তালেবান নিয়ন্ত্রিত লোগার প্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো "পিস অ্যান্ড ব্রাদারহুড' নামে একটি কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "সাংস্কৃতিক কমিশন" গত রবিবার ২৬ জুলাই লোগার প্রদেশের "চরখ" জেলায় 'পিস অ্যান্ড ব্রাদারহুড' (শান্তি ও ভ্রাতিত্বিত্ববোধ) নামে একটি কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

তালেবান জানিয়েছে যে, তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন- শান্তিকর্মী মোহাম্মদ জামান মুজমিল, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ফয়েজ মোহাম্মদ জালান্দ, লেখক ও বিশ্লেষক শফি আজম, রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাকির জালালী, লেখক হিদায়াত পাকতিয়ান, শীর্ষস্থানীয় কবি ও লেখক চিনার তাকওয়ার, মোহাম্মদ আলিম বিসমল, হামিদ মালং এবং আরও অনেক কবি।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন এই কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল এবং কবি, লেখক ও শান্তিকর্মীদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মুজাহিদগণ মিডিয়া কর্মী, তরুণ লেখক, কবি ও বিশ্লেষকদের সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন, তারা সবাই ইমারতে ইসলামিয়ার প্রসংশা করেন এবং ক্রুসেডার আমেরিকার গত ২০ বছরে তালেবান বিরুধী অপপ্রচারের পড়েও তালেবানদের আজকের এই অবস্থা দেখে তারা খুবই অনন্দিত হন।

তারা আরো জানান যে, ২০০১ সালের পরে আমরা যে আবারো এমন একটি সুন্দর দিন এত তাড়াতাড়ি দেখতে পাব তা কল্পনাও করতে পারিনাই।

'পিস অ্যান্ড ব্রাদারহুড' কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য ।

https://alfirdaws.org/2020/07/29/40885/

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত একধিক, ২৭টি ভূমি মাইন গনিমত

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "গাবরী" এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে অবস্থানকারী মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট হামলা চালান "টিটিপি"র স্নাইপার মুজাহিদিন। এতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

বাকি সৈন্যরা পোস্ট ছেড়ে পলায়ন করলে, পোস্টের আশপাশে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর স্থাপন করা ২৭টি ভূমি মাইন গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

একই দিন বিকাল ৫:৩০ মিনিটের সময় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ অন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের "আঙ্গুর আডী" এলাকায়। এখানে অবস্থিত পাকিস্তান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক যুদ্ধসরঞ্জামাদি।

শাম | তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের একজন মুজাহিদের পক্ষ থেকে মুজাহিদ ভাইদের প্রতি বার্তা

আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল (সাঃ) এর উপর। অতঃপর; মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ " আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের"। অন্য আয়াতে বলেছেনঃ "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না জানতে পারি তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারীদেরকে ও সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি"

হে তাওহীদবাদী ভাইয়েরা! আমরা আজ নতুন দুনিয়াতে রয়েছি, যেখান সত্যবাদীকে মিথ্যুক ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আজ আমরা বিশাল এক পরিক্ষার সম্মুখীন, এই পরিক্ষা হচ্ছে দ্বীনের উপর দৃঢ়তা, তাওহীদের উপর স্থিরতা ও নবীদের পথে অটল থাকার। তোমাদের দৃঢ়-সংকল্প যাতে ক্রুসেডার, ধর্মনিরপেক্ষ ও আমাদের জাতির মুরতাদদের আক্রমণে দূর্বল হয়ে না পড়ে। নিশ্চয় আমরা হক্কের উপর রয়েছি এবং শেষ ফলাফল আমাদের জন্যেই। কিন্তু আমাদেরকে পরিক্ষা করা হবে অতঃপর শেষ সফলতা দেয়া হবে।

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দ্বীনের বিজয় হচ্ছে মানহাজের উপর স্থির থাকা এবং আহলে সুন্নাহ ও জামাতের সঠিক আকীদার উপর মৃত্যু বরণ করা। অতঃপর বাহ্যিক বিজয় ও ভূমিতে তামকীন অর্জন করা। আর পরাজয় হচ্ছে কুফুর ও বাতিলের উপর মৃত্যু বরণ করা, যা হচ্ছে স্পষ্ট ব্যর্থতা। তোমাদেরকে যাতে ভূমির হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ও শত্রু দখলদারিত্ব ধোঁকা না দেয়।

যদি ইসলাম শত্রুর আধিক্যের কারণে পরাজিত হত তাহলে ক্রুসেড যুদ্ধেই তা হয়ে যেতো, কিন্তু ইহা তাওহীদবাদী বান্দাদের জন্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিপদ ও পরিক্ষা। "যাতে পৃথক আল্লাহ তা'আলা করে দেন অপবিত্র ও না-পাককে, পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তুপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন, এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত"।

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য। তাই হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ তা'য়ালার ব্যপারে খারাপ ধারনা করবেন না, কারণ তিনিই উত্তম অবিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী।

ইবনে কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ "ইসলামের অপিরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, আলেমদের ঘাটতি, মূর্খদের আধিক্য, সব বিষয়ে অবনতি এবং মানুষের হাতের কর্মের ফলে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে; কিন্তু মুহাম্মদী জাতির একটি দল হক্কের উপর প্রতিষ্টিত রয়েছে, যারা মুশরিক ও বিদাতীদের বিরোদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবেন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জমিনের উত্তরাধিকার বানানোর পর্যন্ত, আর তিনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

খোরাসান | পবিত্র ইদুল আযহা উপলক্ষে ৩দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে তালেবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার পবিত্র ইদুল আযহা উপলক্ষে ৩দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। গত ২৮ জুলাই এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে তালেবান।

ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে, আমাদের স্বদেশবাসীরা যাতে আরও বেশি সুরক্ষা ও আনন্দের সাথে পবিত্র ইদুল আযহার দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারেন, সে লক্ষ্যে ইমারতে ইসলামিয়া তাদের জানবাজ তালেবান মুজাহিদীনকে ইদুল আযহার তিনদিন শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

তবে, শত্রু বাহিনী যদি আক্রমণ চালায় তবে অবশ্যই তালেবান মুজাহিদিনকে তার কঠিন প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

তদুপরি, সমস্ত মুজাহিদিনকে অবহিত করা হচ্ছে যে, এই তিনদিন কাউকে যেন শত্রু নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়, এমনিভাবে শত্রু বাহিনীর কেউ যেন আমাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সকল পক্ষ ইদের দিন তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে সময় কাটাবেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, মনোরম ও সুরক্ষিত পরিবেশ প্রস্তুত করবেন।

বাঁচার তাগিদে খেলনা বিক্রি করছে ইদলিবের বাস্তুচ্যুত মুসলিম শিশুরা

সিরিয়ার সুন্নি মুসলিম গণহত্যার খলনায়ক বাশার আল আসাদ সরকার ও তার মিত্র ক্রুসেডার ইরান-রাশিয়ার বিমান হামলায় ইদলিব শহরের বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিমান হামলার শিকার হয়ে পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা আহত ও পুঙ্গ হয়ে যাওয়ায় বাঁচার জন্য জীবনযুদ্ধে নেমেছে সেখানকার মুসলিম শিশুরা।

আসাদ সরকারের বিমান হামলা বৃদ্ধির ফলে পূর্ব ইদলিবের একটি গ্রাম থেকে দারা, তামের ও আসমা নামে তিন ভাই-বোন পরিবারসহ বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্য গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভবনে আশ্রয় নিয়েছে।

তাদের বাবা বিমান হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। এতে তার একটি হাত অবস হয়ে পড়েছে। ফলে এখন তিনি কোন কাজ করতে পারছেন না। এ অবস্থায় বাঁচার তাগিদে জীবনযুদ্ধে নেমেছে তিন ভাই-বোন। তারা এখন রাস্তার পাশে বসে খেলনা বিক্রি করে। এতে যা আয় হয় তা দিয়েই অর্ধাহারে অনাহারে তাদের জীবন কাটছে।

সিরিয়ায় প্রায় ৫ মিলিয়ন শিশুর বর্তমানে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন। ২.৬ মিলিয়ন শিশু অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কমপক্ষে ২৮ মিলিয়ন শিশু বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সূত্র: আল জাজিরা

ঈদে কোন মুসলিমকে কোরবানি দিতে দেখা গেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে: বিজেপি নেতা

আসন্ন ঈদুল আযহায় ভারতের মুসলিমদের কোরবানি করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে উত্তর প্রদেশের বিজেপি সাংসদ নন্দকিশোর গুর্জর বলেছেন, 'ঈদে কাউকে কোরবানি দিতে দেখা গেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যদি কেউ ভেবে থাকেন, তিনি কোরবানি দেবেনই তাহলে নিজের প্রিয় জিনিস, নিজের সন্তানকে দিন। আমাদের কোনও আপত্তি নেই'। খবর সংবাদ প্রতিদিন ও আজকালের।

আগামী শনিবার পবিত্র ঈদুল আযহা। মুসলিমরা এদিন নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির লক্ষে পশু কোরবানি করেন। কোরবানি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্যবান প্রত্যেক নর-নারীর উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। করোনার মধ্যে এবং উগ্র হিন্দুদের হিংস্রতার মুখে কীভাবে ঈদের নামাজ আদায় করবেন এবং কোরবানি করবেন তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় মুসলিমরা। এমন অবস্থায় এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা দলের সাংসদ।

গাজিয়াবাদের লোনি কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ নন্দকিশোর গুর্জরের দাবি, করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এ বছর ঈদে মুসলিমদের পশু কোরবানি দেওয়া উচিত নয়। আর যদি কোরবানি দিতে হয়, তাহলে নিজের সন্তানকে দিন। নিরীহ পশুগুলোকে মারবেন না। একটি পশুও যাতে কুরবানি দিতে না পারে সে বিষয়ে গাজিয়াবাদ প্রশাসনকে জানাবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গুর্জর বলেন, 'যেভাবে সনাতন ধর্মে এখন আর বলি দেওয়া হয় না। নারকেল ফাটিয়ে আমরা বলিদানের রীতি পালন করি। মুসলিমদের আমি বলব, করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এ বছর কোরবানি বন্ধ রাখুন।'

এর আগে করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী পার্টির এমপি শফিকুর রহমান ঈদে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বিশেষ ছাড় দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ঈদুল আজহায় মুসলিমদের ঈদগাহ এবং মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। মুসলিমরা যাতে কোরবানির পশু ক্রয় করতে পারে সেজন্য ঈদে পশু বাজার খোলার দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি।

পাল্টা জবাবে বিজেপি নেতা ও সাংসদ সঙ্গীত সোম তাকে কারাগারে পাঠানোর হুমকি দিয়ে বলেন, 'যেভাবে আজম খান (সমাজবাদী পার্টির নেতা) কারাগারে ঈদ পালন করেছেন, ওনাকেও সেভাবে কারাগারে ঈদ পালন করতে হবে।'

উল্লেখ্য, কোরবানি উপলক্ষে প্রতিবছরই ভারতীয় মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়ে থাকে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ ভারতে মুসলিমদের ধর্মীয় বিধান পালনে নিষেধাজ্ঞা এবং হয়রানি করা তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল বলে বিশ্বাস করেন মুসলিমরা। সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের এসব আচরণ ও বক্তব্যের মাধ্যমে ভারত একটি হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ঘৃণিত ও সমালোচিত হচ্ছে বলে ইতোপূর্বে মন্তব্য করেছেন দেশ-বিদেশের বরেণ্য ইসলামি স্কলারগণ। আর করোনার দোহাই দিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় হুকুম-আহকাম পালনে বাধা দিলেও হিন্দুরা তাদের ধর্মাচার ঠিকই পালন করে যাচ্ছে। এমনকি বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দিরের নির্মাণ প্রকল্পের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে।

ইয়ামান | মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের ২টি পোস্ট গুঁড়িয়ে দিয়েছে আল-কায়েদা, নিহত ও আহত অনেক

আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ (একিউএপি) এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত।

এনওআরএস এবং সাবাত নিউজ সহ মুজাহিদদের সমর্থিত একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, গত ২৮ জুলাই আল-কায়েদা শাখা আনরুশ শরিয়াহ্ এর জানবায মুজাহিদগণ মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের কাইফা শহরে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের অবস্থানে ৩ দফায় সফল হামলা চালিয়েছেন।

এসময় মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলার পাশাপাশি রকেট ও মিসাইল হামলাও চালিয়েছেন। যার ফলে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের ২টি চেকপোস্টও।

ফটো রিপোর্ট | কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কে যাতায়াতকারী যাত্রী ও গাড়িচালকদের মাঝে বই, বার্তা ও ম্যাগাজিন সরবারহ করছেন তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক কমিশন আফগান জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাকিতায় কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কে যাতায়াতকারী যাত্রী ও গাড়িচালকদের মাঝে তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক বিনামূল্যে বিশেষ বই, বার্তা এবং ম্যাগাজিন সরবারহ করা হচ্ছে ।

https://alfirdaws.org/2020/07/29/40852/

ফটো রিপোর্ট | আফগানিস্তানের লাগমান প্রদেশের তালেবান বীর মুজাহিদিন এর সামরিক মহড়ার দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত লাগমান প্রদেশের আলিশাংক জেলার "শামকাত" এলাকার জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের সামরিক মহাড়ার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছে "আল-ইমারাহ" স্টুডিও এর কর্মকর্তাগণ।

https://alfirdaws.org/2020/07/29/40851/

২৮শে জুলাই, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | জাবুল প্রদেশের আরগান্ডাব জেলার তালেবান মুজাহিদদের কার্যক্রম

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক জাবুল প্রদেশের আরগান্ডাব জেলায় তালেবান মুজাহিদদের কিছু কার্যক্রম ও সামরিক মহড়ার দৃশ্য প্রকাশ করা হয়েছে...

https://alfirdaws.org/2020/07/28/40846/

ফটো রিপোর্ট | জিহাদ ও রিবাতের ভূমি শামে আল-কায়েদা সমর্থিত আনসার আল-ইসলামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

জিহাদ ও রিবাতের ভূমি শামে আল-কায়েদা সমর্থিত আনসার আল-ইসলামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

https://alfirdaws.org/2020/07/28/40811/

খোরাসান | কুন্দুজ প্রদেশ থেকে তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছে ১২৯ সেনা ও পুলিশ সদস্য

আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হতে ১২৯ সেনা ও পুলিশ সদস্য ইমারাতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছে।

তালেবানদের অফিসিয়াল "আল-ইমারাহ" ওয়েবসাইট কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২৮ জুলাই আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছে ১২৯ সেনা ও পুলিশ সদস্য। এসকল সেনা ও পুলিশ সদস্যরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারার পর আন্তরিক তওবার মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ কমিশনের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া কাবুল বাহিনী হতে নতুন করে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের নামের একটি তালিকাও অফিসিয়ালি প্রকাশ করেছে।

https://alfirdaws.org/2020/07/28/40842/

অস্ত্রসহ ধরা খেলো সন্ত্রাসী আওয়ামী যুবলীগ নেতা

বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলিসহ কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের এক নেতা ও তার সহযোগী ধরা খেয়েছে। তারা হলেন- কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জেড এম সম্রাট (৩১) ও তার সহযোগী দ্বীন ইসলাম রাসেল (২৮)।

সোমবার ভোরে কুষ্টিয়া সদর থানাধীন বড় আইলচরা এলাকা হতে তাদের আটক করা হয়।

সম্রাট কুষ্টিয়া শহরের রেনউইক কমলাপুর এলাকার আমিনুল ইসলামের ছেলে এবং রাসেল মজমপুর এলাকার মৃত গোলাম রসুলের ছেলে।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ এর একটি দল কুষ্টিয়া সদর থানার বড় আইলচরা এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় র‍্যাব ৩টি বিদেশি পিস্তল, ৩টি ম্যাগজিন ও ৯ রাউন্ড গুলিসহ কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জেড এম সম্রাট ও তার সহযোগীকে আটক করে। ডেইলি সংগ্রাম

নিউইয়র্কে গুলিবিদ্ধ হয়েই মৃত্যু বেড়েছে ১৭৬ শতাংশ

নিউইয়র্ক সিটিতে দুর্বৃত্তদের তৎপরতা চরমে উঠেছে। ২৬ জুলাই ১৫ দুর্বৃত্তের গুলিতে ৭ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছে। এছাড়া আরেকজন উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। গত সাত দিনে এই সিটিতে গুলির ঘটনা ঘটেছে ৪৭টি।

এতে নিহত হয়েছে ১৪ জন। গত বছরের একই সময়ের ৭ দিনে ১৭টি গুলির ঘটনায় খুন হয় ৫ জন। অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে অপরাধ তৎপরতা বেড়েছে ১৭৬ শতাংশ। নিউইয়র্ক পুলিশের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের ২৬ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৭ মাসে নিউইয়র্ক সিটিতে দুর্বৃত্তরা ৭৪৫টি গুলি ছুড়েছে। আগের বছরের একই সময়ে সে সংখ্যা ছিল ৪৩১ অর্থাৎ বেড়েছে ৭৩ শতাংশ। খুনের ঘটনা গত বছরের এ সময়ে ছিল ১৭৬। এবার খুন হয়েছে ২২৭। দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহতদের মধ্যে এক বছর বয়েসী এক শিশুও রয়েছে।

বন্দুকধারী দুর্বৃত্তদের অপরাধ তৎপরতা সারা আমেরিকাতেই বেড়েছে। এমন অপতৎপরতা বেড়েছে জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে সারা আমেরিকায় গণ-আন্দোলন শুরুর সময় থেকে। পুলিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ৯১১ এ ফোন করলে আগের মত দ্রুত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও তারা আগের মত আন্তরিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন বলে কেউই মনে করছেন না। বিডি প্রতিদিন

গ্যাসের লাইন দিতে দালালকে দিতে হয় ৩০ হাজার টাকা!

'গ্যাস লাইনের সংযোগ নিতে হলে দালালদের ৩০ হাজার টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে গ্যাস লাইন নেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের টাকা দিয়ে গ্যাস সংযোগ নিতে হচ্ছে'। কথাগুলো বললেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ আটি এলাকার একটি ভবনের জনৈক কেয়ারটেকার। তিনি বলেন, স্থানীয় কাউন্সিলরের আত্মীয় শাহরিয়ার তপন ও মোস্তফা মিয়া নামে দুই ব্যক্তি অবৈধভাবে শতাধিক গ্যাস সংযোগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। ওই কেয়ারটেকার বলেন, কেউ যদি এ ঘটনা জানায় তাহলে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাবে কাউন্সিলরের লোকেরা।

সিদ্ধিরগঞ্জের আটি হাউজিং এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের অধীনে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। রাস্তার পাশ দিয়ে গ্যাস লাইন থেকে রাতের আঁধারে চুরি করে অবৈধভাবে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ অবৈধ সংযোগের সাথে জড়িত রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আরিফুল হক হাসানের খালাতো ভাই শাহরিয়ার তপন ও কাউন্সিলরের সহযোগী মোস্তফা মিয়াসহ একটি সিন্ডিকেট। খবর নিয়ে জানা যায়, তিতাস গ্যাসের কোনো কর্মকর্তাকে না জানিয়ে তারা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, হাউজিং এলাকায়

ভবন নির্মাণ করার সামগ্রী (ইট, বালু, সিমেন্ট, রড)-সহ সকল সামগ্রী ওই সিন্ডিকেটের কাছ থেকে নিতে হবে; বাধ্যতামূলক।

এলাকাবাসী জানায়, গত দুই মাস ধরে হাউজিং এলাকায় প্রায় ৪/৫টি সড়ক ও ড্রেন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাস্তার পাশে গ্যাস লাইন থেকে বিভিন্ন বাড়ি মালিক তাদের জমিতে গ্যাস সংযোগ নেওয়ার জন্য তপন ও মোস্তফাকে প্রতিসংযোগে ২৫ থেকে ৩০ হাজার করে টাকা দিতে হচ্ছে। প্রায় শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিয়ে ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চক্রটি। আর সংযোগ না নিলে পরে সিটি করপোরেশন থেকে রাস্তা কেটে গ্যাসের সংযোগ নিতে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানান তারা। এই ভয়েই সবাই তড়িঘড়ি করে তপন ও মোস্তফার ফাঁদে পা দিয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিচ্ছেন।

হাউজিং এলাকার একজন ভাড়াটিয়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হাউজিং এলাকায় কোনো জমি বিক্রি হলে তপন ও মোস্তফা সিন্টিকেটকে দিতে হয় ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা। জমির দাম যাই হোক জায়গা রেজিস্ট্রি হওয়ার আগেই এই বাহিনীর হিসাব আগে চুকাতে হবে- না হয় জমি রেজিস্ট্রি হবে না। তিনি বলেন, এই বাহিনীর কাছে এলাকাবাসী অসহায়।

হাউজিং এলাকার এক বাড়িওয়ালা জানান, রাস্তা ১৬ ফুট প্রশস্ত করার কথা থাকলেও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রাস্তা সাড়ে ১৫ ফুট করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একাধারে ৪/৫ রাস্তা কেটে মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি বলেন, অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই তারা রাস্তাগুলো কেটে ফেলে রেখেছে।

এবিষয়ে জানতে চাইলে শাহরিয়ার তপন ও মোস্তফা মিয়া কালের কণ্ঠকে জানান, আমরা যা করছি তিতাস গ্যাসের লোকদের সাথে সমন্বয় করে করছি। ইট, বালি, সিমেন্টসহ সকল নির্মাণসাসগ্রী তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, আমরা এসকল নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসা করি এ কথা সত্য। তবে আমাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মালামাল নিতে হবে এ কথা সত্য নয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আরিফুল হক হাসানের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে তাকে মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠালেও তিনি কোনো প্রতি-উত্তর করেননি।

তিতাস গ্যাসের নারায়ণগঞ্জের ডেপুটি জেনারেল ম্যানাজার ফয়জুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে জানান, হাউজিং আটি এলাকায় কে বা কারা গ্যাসের লাইন বসাচ্ছে বিষয়টি আমাদের জানা নেই। গ্যাস কম্পানির পাইপ থেকে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। যে সকল দালালরা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই মামলা গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। কালের কণ্ঠ

এ বছরো কোরবানির চামড়ার বাজারে বিপর্যয়!

গত কয়েক বছর ধরে ঈদে চামড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সঙ্কট। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে এবারো বাংলাদেশে কোরবানির পশুর চামড়ার বাজারে গতবারের মতো বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ এবং চামড়ার ব্যবসায়ীরা।

বিশেষজ্ঞ এবং চামড়ার শিল্পের সাথে জড়িতরা বলছেন, এবারো একই ধরণের ঘটনা ঘটার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বরং এবার সেই আশঙ্কা আরো বেশি রয়েছে বলেও মত দিয়েছেন অনেকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গতবারের তুলনায় এবার বাজারে চামড়ার চাহিদা আরো কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আর এটা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার নয় বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১৯ সালে ঈদ-উল আযহার পর কোরবানির পশুর চামড়ার দাম এতোটাই নিম্নগামী হয় যে বিষয়টি অনেকের মাঝেই বিশেষ করে মৌসুমি চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশার তৈরি করে।

উপযুক্ত দামে কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করতে না পেরে অনেকে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা কিংবা ফেলে দেন বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে প্রকাশিত হয়।

সেসময় এসব ঘটনাকে 'বিপর্যয়ের' সাথে তুলনা করেছিলেন অনেকে।

এ বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের জ্যেষ্ঠ গবেষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, "গতবারের তুলনায় এবছর বাজারে চামড়ার চাহিদা আরো কম। কারণ গতবার যে চামড়া কেনা হয়েছিল তার প্রায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এখনো অবিক্রিত পণ্য রয়ে গেছে।"

"প্রক্রিয়াজাত করা এসব চামড়া ট্যানারিগুলোতে এবং কারখানাগুলোতে রয়ে গেছে।"

একই ধরণের শঙ্কার কথা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ হাইড এন্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব টিপু সুলতান।

তিনি বলেন, যদি ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত ঋণ দেয়া না হয় তাহলে গতবারের মতো অবস্থা হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

তার দাবি, "ঋণ পেলে একটা চামড়াও রাস্তায় পড়ে থাকবে না।" বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত করা চামড়ার অন্যতম আমদানিকারক চীন। সে দেশটিও এখন চামড়া নিচ্ছে না। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে চামড়ার পণ্যের উপর যে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তার কারণেও দেশটিতে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা কমে গেছে।

ফলে বাংলাদেশ থেকে চীনে যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করা হয় তা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়বে না বলে মনে করছেন মি. খন্দকার।

"সব মিলিয়ে ট্যানারি বা ফ্যাক্টরিগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে চাহিদা যেমন তেমন একটা নেই, ঠিক তেমনি তাদের আর্থিক পরিস্থিতিও সেইভাবে সহজতর না এখন," তিনি বলেন।

এছাড়া এ বছর কোরবানি কম হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই ধরণের পশুর সংখ্যা আরো বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এসব পশু জীবিত বা এর মাংস প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা যায় কিনা সে বিষয়টিও সরকারের মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

এসব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এ বছর ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম হবে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। আর ঢাকার বাইরে প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দর ২৮ থেকে ৩২ টাকা।

গত বছর ঢাকায় এই দাম ছিল ৪৫-৫০ টাকা, এ বছর দাম কমানো হয়েছে গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৯% কম।

আর ঢাকার বাইরে গত বছর গরুর চামড়ার দাম ছিল ৩৫-৪০ টাকা, যা এবারে প্রায় ২০% কমানো হয়েছে।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাগলের চামড়ার দর নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩-১৫ টাকা। গত বছর এই দাম ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা। গত বছরের তুলনায় ছাগলের চামড়ার দাম কমেছে প্রায় ২৭%। নয়া দিগন্ত

সরকারি সিদ্ধান্তে গরিবের পণ্যে ভাগ বসাচ্ছে কাস্টমস

গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঘর তৈরি এবং ঘরের ছাউনির একমাত্র ভরসা দেশে উৎপাদিত কমমূল্যের ঢেউটিন। পণ্যটির মূল কাঁচামাল আমদানিকৃত এইচআর কয়েল (হট রোলড কয়েল)। করোনা ভাইরাসের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যটির দাম কমেছে। কিন্তু তা না মেনে এবং বিধি লঙ্ঘন করে বর্ধিত মূল্যে শুল্কায়ন করছে চট্টগ্রাম কাস্টম কর্তৃপক্ষ।

এতে চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন দেশের স্টিল মিল ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে অতিরিক্ত শুল্কায়ন মূল্যের কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। ফলে বর্তমান জাতীয় সংকটে অর্থকষ্টে থাকা মানুষের বেশি দামে পণ্য কিনতে হবে।

দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন এবং বাজারে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহের চেইন ঠিক রাখতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা উচিত। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুসরণ করে শুল্কায়ন করাই ন্যায়সঙ্গত। ব্যবসায়ী নেতাদের

অভিযোগ, কম মূল্যে আমদানি করা পণ্য বেশি মূল্যে শুল্কায়ন না করতে চট্টগ্রাম চেম্বারসহ ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে চিঠি দেওয়া হলেও তা আমলে নিচ্ছেন না চট্টগ্রাম কাস্টম কমিশনার।

জানা গেছে, দেশের প্রচলিত শুল্কমূল্য বিধিমালা ২০০০ (এসআরও নং-৫৭/আইন/২০০০/১৮২১/শুল্ক তাং: ২৩/০২/২০০০ইং)-এর বিধি ৫(৪) অনুসারে ‘একই বিধির অধীন অভিন্ন পণ্যের একাধিক বিনিময় মূল্য পাওয়া গেলে উৎসের মধ্যে সবচেয়ে কম বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে আমদানি করা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উচ্চ ‘শুল্কায়িত মূল্য’ অনুসরণ করে বর্ধিত মূল্যে শুল্কায়ন করছে, যা দেশের প্রচলিত শুল্ক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।’

জানা গেছে, ২ মিলিমিটার পুরুত্বের এইচআর কয়েল বর্তমানে গড়ে ৩৯০ ডলার মূল্যে আমদানি হলেও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ৪৩০ থেকে ৪৮০ ডলার ধরে শুল্কায়ন করছে। ১ দশমিক ৮ মিলিমিটারের কয়েল ৪০১ ডলারে আমদানি হলেও ৫০০ এবং ১ দশমিক ৬ মিলিমিটারের ৪০৭ ডলারে ক্রয় করলেও ৫৩০ ডলারে শুল্কায়ন করছে কাস্টম কর্তৃপক্ষ। শুল্কায়ন মূল্য বেড়ে যাওয়ায় রাজস্ব পরিশোধ করতে হচ্ছে অনেক বেশি।

এদিকে অতিরিক্ত মূল্যে শুল্কায়নের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এইচআর কয়েলের আমাদানি কমেছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) এইচআর কয়েল আমদানি হয়েছে ৩৫ কোটি ৭১ লাখ ৭৮ হাজার ১৩৩ কেজি, যা গত বছরের (২০২৯) একই সময়ের তুলনায় ২ কোটি ৬২ লাখ ৭১ হাজার ৭০ কেজি কম। অধিক মূল্যে শুল্কায়ন অব্যাহত থাকলে আগামীতে পণ্যটির আমদানি আরও কমার আশঙ্কা রয়েছে। ২০১৯ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) আমদানি হয়েছিল ৭৬ কোটি ৪৩ লাখ ১২ হাজার ৫২৪ কেজি।

উদ্যোক্তারা বলছেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কমমূল্য প্রদর্শন কিংবা আন্ডার ইনভয়েসের কোনো সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে স্টিল পণ্যের মূল্য সব সময়ই ওঠানামা করে। ওয়ার্ল্ড স্টিল বুলেটিনে তা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এ পণ্যের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার পরও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ কীসের ভিত্তিতে বর্ধিত মূল্যে শুল্কায়ন করছে তা তাদের বোধগম্য নয়। অবশ্য কাস্টম কর্তৃপক্ষ বলছে, সরকারি রাজস্ব আদায় বাড়াতে বেশি দামে শুল্কায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে রাজস্ব বাড়াতে বেশি দামে শুল্কায়নের কথা কোন বিধি বা আইনে উল্লেখ নেই।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ান থেকে দেশের উদ্যোক্তারা এইচআর কয়েল আমদানি করেন। ঢেউটিন উৎপাদন করে বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে আবুল খায়ের গ্রুপ (গরু মার্কা), পিএইচপি গ্রুপ (অ্যারাবিয়ান হর্স), টিকে গ্রুপ (ঈগল মার্কা), কেডিএস গ্রুপ (কেওয়াই মুরগি মার্কা), এস আলম গ্রুপ (মোরগ মার্কা) ও অ্যাপোলো ইস্পাত (অ্যাপোলো রাণী মার্কা)। সূত্র জানায়, উচ্চমূল্যে শুল্কায়নের কারণে অ্যাপোলো ইস্পাতের উৎপাদন প্রায় বন্ধের পথে।

আন্তর্জাতিক বাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম কমেছে মন্তব্য করে চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম আমাদের সময়কে বলেন, বর্তমান আমদানি মূল্য না মেনে বেশি দামে শুল্কায়ন করছে চট্টগ্রাম কাস্টম কর্তৃপক্ষ। ক্ষেত্রবিশেষ দ্বিগুণ দামে শুল্কায়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম চেম্বার থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে অ্যাসেসমেন্ট করতে বলা হয়েছে। কারণ এভাবে অ্যাসেসমেন্ট করলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কমিশনার এখনো ইচ্ছেমতো দামে শুল্কায়ন করছে।

এদিকে ফ্ল্যাট স্টিল কাঁচামালের আমদানি মূল্য নির্ধারণকে অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত উল্লেখ করে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারী নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ায় স্টিলজাত পণ্যের মূল্য কয়েক মাস ধরে নিম্নমুখী। সম্প্রতি চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এটির ওপর টন প্রতি ৫০ থেকে ১৫০ ডলার বাড়িয়ে অতিরিক্ত শুল্ককরাদি আদায় করছে। এইচআর কয়েল শুল্কায়নে প্রতিনিয়ত বর্ধিত মূল্যে শুল্কায়ন নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত।

আমদানি পণ্যের শুল্কমূল্য নির্ধারণ যৌক্তিক জায়গা থেকে নিশ্চিত করা না হলে ফ্ল্যাট স্টিল তৈরি করছে এমন কারখানাগুলো বন্ধের উপক্রম হবে। এ ক্ষেত্রে একদিকে পর্যাপ্ত জোগানের অভাবে বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কর্মসূচিও চরমভাবে ব্যাহত হবে।

চট্টগ্রাম কাস্টমসের কমিশনার মো. ফখরুল আলম আমাদের সময়কে বলেন, সরকারের রাজস্ব আদায়ের দিকে দেখতে হবে। তাই অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুল্কায়ন হচ্ছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশে মুসলিমদের উপর গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলা

ভারতের উত্তর প্রদেশে দৌলা জেলার বাঘপাট গ্রামে গত ২৩ তারিখে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস এবং ভিএইচপির ৬০-৭০ জন কর্মীরা মিলে এলাকার মুসলিম পরিবারের উপর হামলা করে।

https://web.facebook.com/100044892164434/videos/178789220294149/

তারা মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালায়, দরজা জানালা ভেঙে ফেলে এবং পাথর নিক্ষেপ করে।

তাদের হাতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ছিলো, এ হামলায় এখন পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তার হয়নি। উল্লেখ্য, ভারতীয় প্রশাসন এবং পুলিশ হিন্দুদের পক্ষে কাজ করছে। তাই ভারতে কোন মুসলিম নিরাপদ নয়। এখনি যদি ভারতীয় মুসলিমরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে প্রশাসনের বিচারের আশায় বসে থাকে তবে আশংকা করা হচ্ছে ভারতের রাস্তায় রাস্তায় মুসলিমদের হত্যা করা হবে, ঘরে ঘরে হিন্দু মালাউনের বাচ্চারা ঢুকে আমাদের মা-বোনের ইজ্জতের উপর হানা দিবে।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত তৃতীয় আরেক সৈন্য

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ২ মালিয়ান সৈন্য নিহত, আহত তৃতীয় একজন।

আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম" এর জানবাজ মুজাহিদিন ২৮ জুলাই মালির কৌলিকোরো রাজ্যে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং তৃতীয় আরেক সৈন্য আহত হয়। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করলে মুজাহিদগণ পুরো সামরিক ঘাঁটিটি আগুণ দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, এই অভিযান থেকে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

শাম | নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে আনসার আল-ইসলামের তীব্র হামলা

আল-কায়েদা নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের অন্যতম জিহাদী তানযিম "জামা'আত আনসার আল-ইসলাম" এর জানবাজ মুজাহিদিন, গত ২৭ জুলাই সিরিয়ার হামা সিটির "সাহলুল-ঘাব" অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

এসময় মুরতাদ নুসাইরী বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে RGC (আরজিসি) এবং বি 9 অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

খোরাসান | মুরতাদ বাহানীর সামরিক বহর ও চৌকিতে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ২২, ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন ফরাহ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সারকারি বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন, এতে ২২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

"আল-ইমারাহ" ওয়েবসাইট কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত রবি-সোমবার মধ্যরাতে আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশের "আবদুল্লাহ খাইল" এলাকায় কান্দাহার-হেরাত মহাসড়ক হয়ে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক বহর যাত্রা করছিল। আর মুজাহিদগণ সুযোগ বুঝে মুরতাদ বাহিনীর উক্ত সামরিক বহর লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালান।

যার ফলে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়, নিহত হয় আরো ১০ মুরতাদ সৈন্য। আর বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে দ্রুত মহাসড়ক ত্যাগ করে।

একই প্রদেশের বালাবুলুক জেলার "শাইওয়ান" এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতেও তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সামরিক চৌকিটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, আর মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় ১২ মুরতাদ সৈন্য।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ২টি গাড়িসহ অসংখ্য গনিমত লাভ।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের হামলায় মালির ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

গত ২৭ জুলাই মধ্য মালির মোপ্টি প্রদেশে মুরতাদ মালিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক পোস্ট টার্গেট করে এই হামলা পরিচালনা করা হয়। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক পোস্টটি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা পোস্ট ছেড়ে পলায়ন করেছে।

পরে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর উক্ত সামরিক পোস্ট থেকে ২টি গাড়িসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সম্পদ গনিমত লাভ করেছেন।

সোমালিয়া | কেন্দ্রীয় কারাগারে মুজাহিদদের হামলা, তুর্কি ও সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের পৃথক ২টি হামলায় দখলদার তুর্কি ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়েছে।

গতো ২৭ জুলাই সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে এই হামলা পরিচালনা করা হয়।

এর মধ্যে মুজাহিদগণ একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ সরকারের কেন্দ্রীয় কারাগারে। শাহাদাহ্ নিউজ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় কারাগার লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযানের সময় সেখানে দখলদান তুর্কি ও সোমালিয় কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য অবরুদ্ধ ছিল। খবরে বলা হয়, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় অনেক সংখ্যক তুর্কি ও সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর হাদান জেলার পুলিশ প্রধানকে টার্গেট করেও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। হামলায় পুলিশ প্রধান ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের সফল হামলায় অন্তত ৯ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক ৫টি অভিযানে কমপক্ষে ৯ শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সির বরাতে জানা যায়, গত সোমবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুসহ দেশটির বার্দালী, কাসমায়ো ও বাসুসা শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এর মধ্যে বাসুসা শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় ক্রুসেডার পুনটল্যান্ড বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে; আহত হয়েছে আরো ২।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে পুলিশ প্রধানের গাড়ি লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত বোমা হামলায় হতাহত হয়েছে পুলিশ প্রধানসহ তার কয়েকজন দেহরক্ষী।

এমনিভাবে বার্দালী শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত অপর এক হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১।

এছাড়াও কাসমায়ো শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় নিহত ১ জন করে মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত নানগারহার প্রদেশের কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন স্থানীয় মুজাহিদগণ

https://alfirdaws.org/2020/07/28/40801/

ফাইল না ছাড়ার জন্য হিসাবরক্ষককে 'পেটালেন' মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ফাইল না ছাড়ায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) অফিস ভাঙচুর ও হিসাব রক্ষককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে।

রবিবার দুপুরে কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদের এলজিইডি অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

এলজিইডি অফিসের হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৯-২০ অর্থ-বছরের ঠিকাদারদের ১০ শতাংশ জামানত ফেরতের জন্য কয়েকটি ফাইল প্রক্রিয়াধীন ছিল। তার মধ্যে কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বানাজা বেগম নিশির একটি ফাইলও ছিল।

তিনি অফিসে এসে ফাইলটির খবর জানতে চান। এসময় ফাইল প্রসেসিং করে ছাড়া হবে বলে জানাই আমি। অন্যদিকে উপজেলা প্রকৌশলীর শাশুড়ির অসুস্থতার কারণে তিনি অফিসে আসেননি।

কিছুক্ষণ পর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তার স্বামীসহ কয়েকজনকে নিয়ে অফিসে ঢুকেন।

এরপর ফাইলটি কেন ছাড়া হয়নি এই বলে আমাকে মারধর ও অফিসের কম্পিউটার ভাঙচুর করেন। ঘটনার সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি কর্ণফুলী থানার ওসিসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী জয়শ্রী দে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কাজ না দেখে ফাইল ছাড়া সম্ভব না।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে বৃহস্পতিবার আমার কথা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ফাইলটি ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলাম। এরপরও আমার অনুপস্থিতিতে অপ্রীতিকর একটি ঘটনা ঘটালেন। বিষয়টি উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

তবে অফিস ভাঙচুর ও হিসাব রক্ষককে মারধরের ঘটনা অস্বীকার করে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বানাজা বেগম নিশি বলেন, ফাইলটি ছাড়ার জন্য আমার কাছ থেকে ঘুষ চেয়েছেন এজন্য হিসাবরক্ষকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী ও ইউএনও নোমান হোসেনের মোবাইলে ফোন করা হলেও তাদের সাড়া পাওয়া যায়নি। বিডি প্রতিদিন

---

৫ দিনে করোনায় মারা গেছে ৫৫৮৫ আমেরিকান

মহামারী করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ফের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। গত ২১-২৫ জুলাই গড়ে ১১১৭ মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। দেশটিতে আজ সোমবার পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আরও ৪৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক জরিপকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের তালিকায় শীর্ষে থাকা দেশটিতে ৪৩ লাখ ৭১ হাজার ৮৩৯ জন পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। বিপরীতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৯০ হাজার ১২৯ জন।

দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ২৪ লাখ ১৯ হাজার ৯০১ জন। সুস্থ হয়েছেন ১৬ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৪ জন।

তিন নম্বরে থাকা ভারতে মোট ১৪ লাখ ৩৬ হাজার ১৯ জন কভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন, মৃত্যু ৩২ হাজার ৮১২ জনের।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত ৮ লাখ ১২ হাজার ৪৮৫ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৩ হাজার ২৬৯ জন। পাঁচ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। দেশটিতে মারা গেছেন ৬ হাজার ৭৬৯ জন। বিডি প্রতিদিন

সড়ক যেন একটা মিনি পুকুর

সংস্কারের অভাবে আমতলী-তালতলী সড়কের মানিকঝুড়ি থেকে কচুপাত্রা ব্রিজ পর্যন্ত বর্তমানে সড়কের অবস্থা এতোটাই শোচনীয় রূপ নিয়েছে যে সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কে পানি জমে যায়। হঠাৎ কেউ এটিকে দেখলে মনে হবে সড়ক নয় যেন মিনি পুকুর।

খানাখন্দে ভরা ও ভাঙাচোরা এই সড়কে চলাচলরত যানবাহন, চালক, যাত্রী, পথচারী ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরও দুর্ভোগের শেষ নেই। দেশের বিভিন্ন সড়কের মতোই সড়কটির বেশ কয়েকটি স্থানে বড়বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বৃষ্টির কারণে সেখানে পানি জমে পুকুরের আকার নেওয়ায় তখন তা পরিণত হয় মৃত্যু ফাঁদে। প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে আমতলী-তালতলী রুটে চলাচলরত যাত্রীবাহী বাস।

উপজেলা শহর তালতলীর সাথে আমতলীর সড়কপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই সড়কটি। ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য আমতলী-তালতলী সড়কটি গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বশেষ নামমাত্র (পুনর্নির্মাণ) সংস্কারের কাজ করেন উপজেলা প্রকৌশলী বিভাগ। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে দুর্ভোগের অপর নাম মানিকঝুড়ির সাতধারা, আড়পাঙ্গাশিয়া বাজার ও মধ্য তারিকাটা কালভার্ট। আড়পাঙ্গাশিয়া বাজারের মধ্যের পুরো সড়কটির কার্পেটিং ও খোয়া উঠে বালু মাটি বের হয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে একেকটি বড় বড় গর্তের। দেখে মনে হয় এটি যেন সড়ক না মিনি পুকুর। এ ছাড়া সাতধারা ও মধ্য তারিকাটা কালভার্ট এলাকায়ও রাস্তার কার্পেটিং ও খোয়া উঠে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের গর্তের। বৃষ্টির পানিতে এসব গর্তে পানি জমে থাকায় দুর্ভোগের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন যানবাহন ও সাধারণ মানুষ। প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে অভ্যন্তরীণ রুটের বাস চলাচল। দূরপাল্লার বাসগুলো চলাচল করলেও প্রায় সময় সেগুলো সড়কটি খানাখন্দে আটকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

রবিবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে রয়েছে আমতলী-তালতলী খানাখন্দে ভরা সড়কটির অধিকাংশ। দুর্ঘটনার ভয়ে বড় বড় যানবহনগুলো তেমন একটা চলাচল না করলেও ছোট ছোট গাড়িগুলো ধীরে ধীরে যাতায়াত করছে। বৃষ্টির পানিতে মিনি পুকুরে পরিণত হওয়ায় এ সড়ক দিয়ে পথচারীদের চলাচল করতেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় গাড়ির চাকায় পানি ছিটে পথচারীদের জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

আড়পাঙ্গাশিয়া বাজারের সরোয়ার হোসেন, মিলন মিয়া নামের দুজন ব্যবসায়ী বলেন, দু'উপজেলার সেতু বন্ধন এ সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস-ট্রাক, পিকআপ, মাইক্রো, মাহেন্দ্রাসহ হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। দু'বছর পূর্বে রাস্তাটি সংস্কার করা হলেও নিম্নমানের খোয়া দিয়ে সংস্কার করায় বর্তমানে সড়কটি বেহালদশায় পরিণত হয়েছে। মাঝেমধ্যে বাস মালিক সমিতির লোকজন ভাঙাচোরা স্থানে নিম্নমানের ইট ও পিক বিছিয়ে দিয়ে কোনো রকমে সড়কটির সচল রাখার চেষ্টা করে। তা সপ্তাহ ঘুরে না যেতেই আগের অবস্থার চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের একাধিক চালক যাত্রীরা জানান, প্রতিদিন গাড়িতে যাতায়াত করতে ও গাড়ি চালাতে গিয়ে ঝাঁকুনিতে কোমর ব্যাথা হয়ে যায়। জরুরি ভিত্তিতে তারা সড়কটি সংস্কার করার দাবি জানান।

মাহেন্দ্রাচালক বেল্লাল ও কালাম বলেন, দুর্ঘটনার ঝুঁকি মাথায় নিয়েই মিনি পুকুরে পরিণত হওয়া এ সড়কটি দিয়ে আমাদের চলাচল করতে হয়।

যাত্রীবাহী বাস ড্রাইভার আ. সালাম বলেন, খানাখন্দে ভরা এ সড়কটি দিয়ে গত এক মাস পূর্বে যখন গাড়ি চালাচল করতো তখন প্রায় সময় সড়কের ভাঙা স্থানে গাড়িগুলো আটকে যেত।

বরগুনা জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের সভাপতি গোলাম হোসেন কিচলু বলেন, খানাখন্দে ভরা এ সড়কটি সংস্কার করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার মৌখিকভাবে আবেদন জানিয়েছি।

সদ্য যোগদান করা আমতলী উপজেলা প্রকৌশলী মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আমি যেহেতু এখানে নতুন এসেছি। সড়কটির বর্তমান অবস্থা আমার জানা নেই। আমি সবকিছু জেনে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্যারের সাথে আলোচনা করে জরুরি ভিত্তিতে সড়কটির সংস্কার করার পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো। কালের কণ্ঠ

কোরবানির পশুর হাট বন্ধের নির্দেশ রেল কর্তৃপক্ষের

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের একটি কোরবানির পশুর হাট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের নিজস্ব জমিতে এবছর পশুর হাট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে ওই কোরবানি পশুর হাট বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে।

রেলওয়ের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, আসন্ন কোরবানির ঈদকে উপলক্ষ্য করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সাতটি হাটের ইজারা দেয়া হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগ হাটই সিটি কর্পোরেশনের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায়। নাসিক ৪,৬,৮ ও ১০ নং ওয়ার্ডে চারটি পশুর হাট ইজারা দেয় নাসিক। এর মধ্যে নাসিক ৬নং ওয়ার্ডের এসও রোড এলাকার হাটটি রেলওয়ের জমিতে। এই হাটের ইজারাদার নাসিক ৬নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মন্ডলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আতাউর রহমান।

জানা যায়, ইজারাদার আতাউর রহমান হলেও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা করছেন সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মন্ডল। সম্প্রতি ওই হাটটি বন্ধের জন্য নির্দেশ দিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগীয় কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই আদেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ওই চিঠিটির অনুলিপি রেল মন্ত্রীর অবগতীর জন্য মন্ত্রি মহোদয়ের একান্ত সচিব, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়, জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়, প্রধান ভূ-কর্মকর্তা (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দফরের পাঠানো হয়।

চিঠিতে রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগ উল্লেখ করে, ১২ জুলাই তারিখে ঈদ উল আযহা উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সাতটি অস্থায়ী পশুর হাটের ইজারার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নাসিক ৬নং ওয়ার্ড এসও রোড বটতলা চৌরাস্তা বালুর মাঠ ভূমির মালিক বাংলাদেশ রেলওয়ে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী রেলভূমিতে গরুর হাট বসাতে হলে অনুমতি নেয়ার বিধান আছে। এক্ষেত্রে রেলওয়ের কোনো অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য হিন্দুদের পূজোর সময়ে রাস্তা বন্ধ করে মুর্তি রাখা হলেও নিয়ম এসে পড়ে মুসলমানদের উৎসবের উপরই। হিন্দু ঘেষা আওয়ামী লীগের এমন দ্বিমুখী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে সবসময়ই। তাই সাধারণভাবেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না সাধারণ মুসলিম জনগণ।

ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের নামে হাজার কোটি টাকা ব্যয় দেখালেও ফলাফল শূন্য

ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা নিরসনের নামে প্রতিবছর ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা খরচ দেখায় দুই সিটি করপোরেশন। অথচ, নাজুক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা হয়। কখনোই দায় নেয় না সিটি করপোরেশন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জলাবদ্ধতা হলে এক সংস্থা অন্য সংস্থার ওপর দায় চাপায়। কিন্তু যে সংস্থাই দায়ী হোক, সিটি করপোরেশন সঠিক পন্থায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করলে, হাতের কাছে সবার আবর্জনা ফেলার জায়গা দিলে এবং জনগণকে সচেতন করতে পারলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে আসতো।

দেশের অন্য সব সিটি করপোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট করপোরেশন কর্তৃপক্ষের। শুধু ঢাকায় এ দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ ছয়টি সংস্থা পালন করে। তবু জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়নি।

ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের দায়িত্ব ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো)। কিন্তু তারা এটি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সিটি করপোরেশন ঢাকা ওয়াসা বা পাউবোকে দোষারোপ করলেও দায় এই সংস্থারও রয়েছে। কারণ, জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি করপোরেশনও বছর বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে।

গতকাল চেষ্টা করেও এ বিষয়ে ডিএসসিসির মেয়রের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। খালে ময়লা ফেলা নিষেধ। তা অমান্য করে ময়লা ফেলা হচ্ছে খালে। পরিষ্কার না করায় খালটি দিন দিন ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে।

দুই সিটির খরচ

ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের মূল দায়িত্ব ওয়াসার, এতে কোনো বিতর্ক নেই। কারণ, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বড় নালা ও খালগুলো ওয়াসার দখলে। কিন্তু এসব নালা ও খালে পানি যায় সিটি করপোরেশনের নির্মাণ করা অপেক্ষাকৃত ছোট নালা থেকে। দুই সিটির আওতায় এমন নালা আছে প্রায় ২ হাজার ২১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে দক্ষিণের হাতে আছে প্রায় ৯৬১ কিলোমিটার এবং উত্তরের হাতে আছে বাকি ১ হাজার ২৫০ কিলোমিটার। এসব নালা নির্মাণ ও সংস্কারবাবদ দুই সিটি করপোরেশনের খরচের খতিয়ান জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর দপ্তরে।

ওই দপ্তর লিখিতভাবে জানিয়েছে, গত পাঁচ অর্থবছরে ডিএসসিসি প্রায় ৫৯৭ কিলোমিটার নালা নির্মাণ ও সংস্কার করেছে। কিলোমিটারপ্রতি গড়ে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। এতে পাঁচ বছরে সংস্থাটির খরচ হয়েছে ৬০৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। অন্যদিকে একই সময়ে প্রায় ৬৯৬ কিলোমিটার নালা নির্মাণ ও সংস্কার করেছে ডিএনসিসি। প্রতি কিলোমিটারে গড়ে খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ টাকা। আর ৬৯৬ কিলোমিটারে খরচ হয়েছে প্রায় ৭১১ কোটি টাকা।

এই হিসাবে জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই সিটি করপোরেশন শুধু নালা নির্মাণ ও সংস্কারবাবদ খরচ করেছে প্রায় ১ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা। আবার ঢাকা ওয়াসা তিন বছরে খরচ করেছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

এত টাকা খরচ করেও কেন সুফল মিলছে না জানতে চাইলে নগর বিশেষজ্ঞ ও স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নালা নির্মাণ বা সংস্কারে সিটি করপোরেশন যে ব্যয় করে, তা হয়তো যৌক্তিক। কিন্তু এর সঙ্গে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যোগ না হলে এই ব্যয় অপচয়ে রূপ নিতে বাধ্য।

দায় এড়ানোর সুযোগ নেই

আইন অনুযায়ী সিটি করপোরেশনের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। কারণ, সিটি করপোরেশন আইনের তৃতীয় তফসিলে বলা আছে, করপোরেশন 'নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।'

কিন্তু হাজার কোটি টাকা খরচ করে নালা নির্মাণ হলেও এতে কতটা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করে রাখা হয়, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, নালা বা ড্রেনেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি করপোরেশনে আলাদা কোনো বিভাগ বা জনবল নেই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বরাদ্দেরও ঘাটতি আছে। নির্মিত নালা দেখভালের দায়িত্ব পালন করে করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। রুটিন কাজের অংশ হিসেবে এই বিভাগ কিছু কাজও করে। কিন্তু সেটি

পর্যাপ্ত নয় বলে সিটি করপোরেশনের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এমন অবস্থায় এসব নালা কঠিন বর্জ্যে ভরে থাকলে, সেগুলো দিয়ে ঠিকমতো পানি প্রবাহিত হতে পারে না। এতেও এলাকাভিত্তিক জলাবদ্ধতা হয়।

তাই সিটি করপোরেশনেও দায় এড়ানোর সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি বলেন, শুধু নালা নির্মাণ করলেই হবে না, যথাযথভাবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সিটি করপোরেশনের নালাগুলোর সবই সচল আছে, তাতে ময়লা–আবর্জনা নেই, সেটিও বলা যায় না। তাই দায় না এড়িয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে, আর যার যে দায়িত্ব আছে, সেটি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

এমন অবস্থায় সিটি করপোরেশন চাইছে ওয়াসার হাতে থাকা সব নালা ও খালের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে। এ সম্পর্কে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, শুধু দায়িত্ব হস্তান্তর হলেই সমস্যার সমাধান হবে, বিষয়টি এমন নয়। তবে এটি সমস্যা সমাধানের পথে যাত্রা শুরু হিসেবে বিবেচিত হবে।

নাজুক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ঢাকার খাল বা নালাগুলো বছরের বেশির ভাগ সময় ময়লা-আবর্জনায় ভরে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা সময়ে সময়ে সেগুলো পরিষ্কার করলেও কিছুদিন পর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে কোনো এলাকার নালা ও খাল বর্ষার আগে পরিষ্কার না করলে ওই এলাকায় বেশি জলাবদ্ধতা হয়। আবার এলাকার বাসিন্দারাও নালা বা খালে ময়লা ফেলেন। অনেক সময় খাল বা নালার বর্জ্য পরিষ্কারের পর সেগুলো খালের পাড়েই ফেলে রাখা হয়। বৃষ্টিতে সেসব আবার খালে গিয়ে পড়ে খাল ভরাট হয়ে যায়। তবে সিটি করপোরেশনের কর্মপন্থা অনুযায়ী, বাসিন্দাদের উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সিটি করপোরেশনেরই।

দুই সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন ঢাকায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু এগুলো ব্যবস্থাপনায় সিটি করপোরেশন এখনো সফল হতে পারেনি বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক আকতার মাহমুদ। তিনি বলেন, ঢাকার মোট বর্জ্যের ৬০ শতাংশের ব্যবস্থাপনা করতে পারে সিটি করপোরেশন। বাকি ৪০ শতাংশ খাল বা নালায় পড়ে। এতে খাল ও নালার পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা হয়।

তবে দুই সিটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের দাবি, তারা সব বর্জ্যই যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, খালের আবর্জনাগুলো আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্ন করা হয়েছিল ডিএসসিসির ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেনকে। তাঁর এলাকার কালুনগর খালটি আবর্জনায় ভরে আছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। খালে ময়লা ফেলার জন্য তিনি আশপাশের ট্রাক ও টেম্পোস্ট্যান্ড, বাজার, চায়ের দোকানকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, স্থানীয় বাসিন্দাদের দায় ১০ ভাগ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র দেখা গেছে মিরপুর এলাকার কালশী খালেও। গুরুত্বপূর্ণ এই খালটি গত বছর পুনঃখনন করেছে ডিএনসিসি।

পরিষ্কারের সময় এই খালে ৮৮ ট্রাক ডাবের খোসা, ৩৩টি জাজিম, টেলিভিশন, ফ্রিজসহ অনেক ময়লা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলাম। আপনার ভোটাররাই এসব আবর্জনা ফেলেছেন,

এটি বন্ধ করতে আপনারা কী করছেন জানতে চাইলে মেয়র বলেন, 'আমরা জনগণকে বারবার খালের মধ্যে বর্জ্য ফেলতে নিষেধ করছি।'

সম্প্রতি ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে বলা হচ্ছে, সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আবর্জনা ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু খালে ময়লা ফেলার দায়ে কারও দণ্ড হয়েছে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ব্যবস্থা নেয়নি ডিএসসিসি

গত বুধবার স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সঙ্গে ডিএসসিসির মেয়র প্রথম যে খালটির কাছে যান, সেটি কালুনগর খাল নামে পরিচিত। ডিএসসিসির ৫৫-৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত খালটি হাজারীবাগ খাল থেকে উৎপন্ন হয়ে আদি বুড়িগঙ্গার চ্যানেলে মিশেছে। গত বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে খালটির ২ দশমিক ৩ কিলোমিটার অংশ পুনঃ খনন করেছিল পাউবো।

খননকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাউবোর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ওই সময় খালটি বারোয়ারি বর্জ্যে ভরে ছিল। খালে ১৫-১৬ ফুট গভীর পর্যন্ত ছিল আবর্জনার স্তর। আশপাশের লোকজন এই খালকে ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করেছে।

খালটির খননকাজ যখন অর্ধেকের মতো হয়েছে, তখনই এই খালে আবার ময়লা-আবর্জনা ফেলা শুরু হয়। এটি বন্ধের ব্যবস্থা নিতে গত বছরের ১১ জুন ডিএসসিসিতে চিঠি দেয় পাউবো। কিন্তু দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ডিএসসিসি। ফলে গত বুধবার স্থানীয় সরকারমন্ত্রীকে নিয়ে ডিএসসিসির মেয়র যখন খালটির পাড়ে যান, তখন এটিকে আবর্জনার ভাগাড়ের মতোই দেখতে পান।

পাউবোর এক কর্মকর্তা বলেন, খাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁদের জনবল নেই। প্রকল্পের আওতায় তাঁরা খালটি খনন করেছিলেন। এই খালের মালিক জেলা প্রশাসন। এখন যে হারে খালটিতে ময়লা ফেলা হচ্ছে, তা চলমান থাকলে আগামী বছরের মধ্যেই খালে পানির প্রবাহ আবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রথম আলো

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করল কাবুল প্রশাসনের ২২ সেনা ও পুলিশ সদস্য

আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশ থেকে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছে ২২ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ্) ২৭ জুলাই তাঁর এক টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের "নারখ" জেলা থেকে এই দিন কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন ২২ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

তালেবান মুখপাত্র, তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে নতুন যোগদানকারী সৈন্যদের ছবি এবং তাদের নামের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন। মুজাহিদদের দাওয়াহ্ কমিশনের কর্মকর্তাগণ এসকল সৈন্যদের স্বাগত জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সদস্যরা তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিচ্ছে। আর এসকল সৈন্যদের মাসিক একটি পরিসংখ্যানও প্রকাশ করে থাকে তালেবান মুজাহিদদের আস-সামুদ পত্রিকা।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হল তুরস্কের সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মুরতাদ সৈন্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে তুরস্কের সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মুরতাদ সৈন্য।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের উপজাতি অঞ্চলের ওয়ানা শহরের বাসিন্দা আসাদুল্লাহ উজির তুরস্কের সামরিক একাডেমিতে কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার কমান্ডো বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

অবশেষে গত ২৬ জুলাই আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় এক যুদ্ধে তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে অংসগ্রহণ করে এই মুরতাদ সৈন্য। আলহামদুলিল্লাহ্, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ তাকে যুদ্ধের ময়দানেই অভিযানের স্বাধ আস্বাধন করিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ তালেবান মুজাহিদদের হামলায় সে নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বর্তমানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ৬০০ তুর্কি সৈন্য। এছাড়াও তুরস্ক তাদের সামরিক একাডেমি থেকেও হাজার হাজার সৈন্যকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

মালি | মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ভবন ধ্বংস, নিহত ও আহত অনেক

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবাজ মুজাহিদিন মালির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

কাসসাম ও সাবাত নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২৫ জুলাই দুপুর ২:৪০ মিনিটের সময় মুজাহিদগণ মালির কুলিকুর রাজ্যের "মাসিগী" রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম "জেন্ডারমারী ব্রিগেড" এর একটি সামরিক ভবন লক্ষ্য করে শক্তিশালি রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। এতে

মুরতাদ বাহিনীর উক্ত ভবনটির অধিকাংশ স্থানই ধ্বসে পড়ে। ধারণা করা এর ফলে কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে ২৭ জুলাই মধ্য মালির মোপ্টি রাজ্যে মুরতাদ বাহিনীর একটি অবস্থানে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়, বাকি সৈন্যরা উক্ত স্থান ত্যাগ করলে মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

শাম | নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর আনসার আল-ইসলামের হামলা, নিহত ও আহত একাধিক মুরতাদ সৈন্য

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখার নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের অন্যতম জিহাদী গ্রুপ আনসার আল-ইসলাম প্রতিনিয়ত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র অভিযান পরিচালনা করছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ২৬ ও ২৭ জুলাই সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব, বাইত হুসুন সহ এর আশপাশের এলাকাগুলোতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আনসার আল-ইসলামের জানবায মুজাহিদিন এসকল অভিযানের সময় ভারী মিসাইল ও রকেট হামলাও চালিয়েছেন। যার ফলে অনেক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর বেশ কিছু সামরিক চৌকি ও যুদ্ধাস্ত্র।

২৭শে জুলাই, ২০২০

ফিলিস্তিনের মসজিদে আগুন দিয়ে দেয়ালে ইসলাম বিরোধী লেখা অঙ্কন করেছে ইহুদিরা

দখলদার ইহুদিরা পশ্চিম তীরে একটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুন দেয়ার পূর্বে মসজিদটির দেয়ালে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন লেখা অঙ্কন করে।

ডব্লিউএএফএ এর খবরে বলা হয়, দখলদার অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা ২৭ জুলাই ভোরে রামাল্লা শহরের নিকটে একটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়।মসজিদে আগুন দেয়ার পুর্বে ঘৃণ্য ইহুদিরা দেয়ালে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন লেখা অঙ্কন করে।

মসজিদে আগুন দেয়া মানে স্পষ্টই ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন।ফিলিস্তিনের ধর্ম মন্ত্রী মসজিদে আগুন দেয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন।তিনি বলেন মসজিদে আগুন দেয়ার ঘটনাটি দখলদার রাষ্ট্রের উগ্র মানসিকতার প্রকাশ ঘটায়।।

দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলের নৃশংসতার শেষ নেই। এমন একটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়নি, ঘৃণ্য ইহুদিরা মুসলিনদের নির্যাতন করেনি।

দখলদার ইসরায়েলের নাগরিকত্ব ধারণকারী দুই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। গতো ২৬ জুলাই এ ঘটনা ঘটে।

মিডলইস্ট মনিটরের মাধ্যমে জানা যায়,আল- ইয়াফা ও উম্মে আল-ফাহম শহরে দু'জন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সূত্র জানায়, ৩৫ বয়স্ক যুবক খালিদ হামাদকে উম্মে আল-ফাহম শহরে গুলি করে হত্যা করা হয়।অপর একজনকে মারাত্মক আহত করা হয়।খালিদ হামাদকে হত্যা করার কয়েক ঘন্টা পর সন্ত্রসী ইহুদিরা আরও একটি নৃশংস ঘটনা ঘটায়।সন্ধ্যায় ইয়াফা শহরে আলি হাম্মাদ নামে অন্য এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে।

উল্লেখ,অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের ২০%ফিলিস্তিনি নাগরিক।১৯৪৮ সালে নাকাবার পর দখলদার অংশে থেকে যায় এসব মুসলিমরা।

এবার বিশ্ব খ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নিচ্ছে সিসি

এবার বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া আল আজহারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল ও মার্কিনীদের ক্রীড়ানক মিশরের স্বৈরশাসক আবদুল ফাত্তাহ আল সিসি।

নতুন একটি বিল আনা হয়েছে মিশরের পার্লামেন্টে। বিলটি পাস হলে আল আজহারের ফতোয়া বিভাগে মুফতী নিয়োগের অধিকার পাবেন সিসি। মিসরের আইন প্রণেতারা আল আজহারকে স্বায়ত্তশাসন মুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। এটি সফল হলে মিসরে আবদুল ফাত্তাহ আল সিসির ক্ষমতা আরো দৃঢ় হবে।

মিডল ইস্ট আই-এর খবরে বলা হয়েছে, এই প্রচেষ্টা সফল হলে ফতোয়া বিভাগে মুফতি নিয়োগ হবে সিসির নেতৃত্বে। প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে আরো সচ্ছল হবে এবং মুফতিদের মন্ত্রীপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। বিনিময়ে সরকারী এজেন্ডা বাস্তবায়নের সহযোগী হতে হবে।

চাঁদাবাজি করে ধরা খেলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী পুলিশ

সাভারের আশুলিয়ায় চাঁদাবাজি করে এক পুলিশ কনেস্টবলসহ চারজন ধরা খেয়েছে। আজ সোমবার ভোরে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাসও জব্দ করা হয়।

আটকৃতরা হলেন- মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানার শ্যামপুর গ্রামের মৃত তসলিম উদ্দিনের ছেলে মো. মমিনুর রহমান। তিনি বর্তমানে আশুলিয়া থানায় পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত।

অন্যরা হলেন-টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার ছোনকা গ্রামের মো. আবদুল লতিফের ছেলে আবদুল হামিদ (মাইক্রোবাস চালক), গাইবান্ধা জেলার সদর থানার চৌদ্দগাছা গ্রামের মৃত তফেজল মিয়ার ছেলে ওয়াহেদ ও অপরজন জামালপুর জেলার মালন্দ থানার চরগুহিন্দি গ্রামের মো. সরুজ শেখের ছেলে ওয়াজেদ শেখ।

ভুক্তোভোগী নুর উদ্দিন পাটোয়ারী জানান, গত বুধবার (২২ জুলাই) রাতে তার জামগড়ায় নুর মেডিকেল হল নামে ওষুধের দোকানে বিক্রয়-নিষিদ্ধ-ঔষধ রয়েছে দাবি করে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কিছু টাকা আদায় করে ওই চাঁদাবাজরা। গতকাল রোববার গভীর রাতে সেখানে গিয়ে তারা পুনরায় চাঁদা দাবি করে।

আটককৃতদের মাঝে আশুলিয়ার থানার একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে। এ সময় তল্লাশি করে বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র, জাল টাকা, ইয়াবা ও গাঁজাসহ বিভিন্ন মানুষের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ব্যাংকের ১৬ এটিএম কার্ড পাওয়া যায়।'
আমাদের সময়

---

৭ দিনেও দেশে পৌঁছেনি ভারতে মালাউনদের গণপিটুনিতে নিহত বাংলাদেশিদের লাশ

আসামের করিমগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত তিন বাংলাদেশি যুবকের মধ্যে দুজনের পরিচয় শনাক্তের সাত দিন পরও লাশ ফেরত দিচ্ছে না ভারত। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্বজনেরা।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) তরফ থেকে রোববার বিকাল পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) মরদেহের পরিচয় শনাক্তের তথ্য জানানো হয়নি। বাংলাদেশি বিভিন্ন মিডিয়ায় পরিচয় উদ্ধারের রেফারেন্স দিয়ে বিজিবিকে শেষমেষ চিঠি পাঠাবে বিএসএফ।

সাত দিন অতিবাহিত হলেও বিজিবি তাদের কিছুই জানাচ্ছে না। স্বজনরা নিহতদের লাশ দেশে ফেরা নিয়ে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

গত ২৪ জুলাই ভারতের একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা গেছে, সাত দিন আগে দুই বাংলাদেশির মরদেহের পরিচয় উদ্ধার হলেও বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী (বিজিবি) বাহিনীর পক্ষ থেকে বিএসএফকে পরিচয় পাওয়ার তথ্য দেয়া হয়নি।

খোরাসান | সীরাতুন নবী (সা:) শীর্ষক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত গজনি প্রদেশের মাকার জেলায় গত ২৫ জুলাই সীরাতুন নাবী (সাঃ) (রাসূল সাঃ এর জীবনী) শীর্ষক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তালেবানদের শিক্ষা কমিশন।

উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে জেলাটির ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক আলেম, মাদ্রাসার শিক্ষক, তলাবা ও সাধারণ মুসলিমরা।

অনুষ্ঠান শেষে তালেবানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কমিশনের প্রতিনিধিদল বিজয়ীদের-কে পুরস্কার প্রদান করেন এবং সীরাতুন নবী (সাঃ) বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন ও নিজেদের জীবনে এর বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

https://alfirdaws.org/2020/07/27/40747/

২৬শে জুলাই, ২০২০

মালি | জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি হাতে নিয়েছে আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

"আল-কাসসাম" সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, গত ২৫ জুলাই থেকে মালির রাজধানী বামাকো থেকে "গাও" অভিমুখী প্রত্যেকটি বাস ও গাড়িতে সার্চ অপারেশণ চালাচ্ছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে কোন মুরতাদ সৈন্য এবং অস্ত্রধারী যেন ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ঢুকতে না পারে। সন্দেহপ্রবণ এধরণের কোন লোককে দেখলেই মুজাহিদগণ তাকে গ্রেফতার করছেন, পরে জিজ্ঞেসবাদে নির্দোষ প্রমাণীত হলে তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, নয়তো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামী আদালতে।

হঠাৎ নিরাপত্তা বিষয়ে মুজাহিদদের এতটা কঠোর অবস্থান নেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা "গাও" শহরের অনেক নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যা করেছে, যার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল দেশটির মুরতাদ সরকার এবং ক্রুসেডার ফ্রান্স।

সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে যে, রাজধানী থেকে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে প্রবেশের ২১টি সড়কে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করেছেন মুজাহিদগণ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন যে, "জিএনআইএম" কে

২০১৩ সালের পর দেশ জুড়ে এতটা নিরাপত্তা ব্যাবস্থা নিতে দেখেননি তারা। তবে তারা মুজাহিদদের এধরণের ব্যাবস্থাপনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কেনিয়া | ক্রুসেডার সৈন্যদের ২টি ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ও আহত ৩ এরও অধিক

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে পৃথক পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ জুলাই কেনিয়ার সীমান্তবর্তী "হাউজানকো ও কালবায়ু" শহরে অবস্থিত দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে অনেক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অন্যদিকে কেনিয়ান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রথমিকভাবে এই হামলা ২টিতে কেনিয়ার ১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য গুরতর আহত হবার কথা জানিয়েছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের সফল হামলা, নিহত-আহত কয়েক ডজন

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ২৫ জুলাই শনিবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের "ডান্ডি মার্গা" এলাকায় অবস্থিত আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

তিনি আরো জানান যে, উক্ত অভিযানের সময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালানোর পাশাপাশি রকেট ও বিএম মিসাইল হামলাও চালিয়েছেন। পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযান দীর্ঘ ১ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে, মুজাহিদদের তীব্র এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মার্কিন প্রশিক্ষিত বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত-আহত ৩, সামরিকযান ধ্বংস

ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত বাহিনী "বানক্রুফ্ট" এর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ১ সৈন্য নিহত ও ২ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ২৬ জুলাই রবিবার ভোরে সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের "ওয়ার্মাহান" শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ ফোর্স (বানক্রুফ্ট) এর একটি সামরিক বহর লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার প্রশিক্ষিত মুরতাদ "বানক্রুফ্ট" বিশেষ ফোর্সের ১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বহরে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৪ আহত আরো ১ সৈন্য

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী জামা'আত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর মুজাহিদগণ নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহরে ১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং অন্য ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত শনিবার সকল ১০টার দিকে টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহরকে কারম এজেন্সীর একটি এলাকা অতিক্রমকালে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেছেন। উক্ত অভিযানটি ঐদিন দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এসময় টিটিপির মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রের দ্বারা হামলা করার পাশাপাশি ২টি সফল মাইন হামলাও চালিয়েছেন।

ফলাফসরূপ মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্থানীয় অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড নামের জুতা তৈরি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে কারখানা ভাঙচুর চালায়। ঈদের ছুটি বৃদ্ধি, বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা ওই কর্মসূচি পালন করে। এসময় শ্রমিকরা সড়কের চলাচলরত যানবাহন ভাঙচুরসহ কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এসময় তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন পুলিশ-সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন।

শ্রমিক, পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা যায়, কালিয়াকৈরের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে হরিণহাটি অ্যাপেক্স ফুটয়্যার কারখানা শ্রমিকরা আজ রবিবার সকালে কাজে যোগদান করেন। কাজে যোগদানের পর ঈদের ছুটি বৃদ্ধি, ৫ মাসের বন্ধ থাকা হাজিরা বোনাস, বর্তমান মাসের বেতন, ওভারটাইমসহ কয়েক দফা দাবিতে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি শুরু করে।

একপর্যায়ে শ্রমিকরা কারখানার প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে শ্রমিকরা সকাল ৯টা থেকে কারখানার পাশে ঢাকা টাঙাইল মহাসড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। মহাসড়ক অবরোধের ফলে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সড়কে চলাচলরত যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শ্রমিকদের দাবি গত ৫ মাস যাবৎ আমাদের হাজিরা বোনাস দিচ্ছে না। ঈদের ছুটি মাত্র ৩ দিন। ১২ ঘণ্টা ওভারটাইম করেও শুক্রবার ডিউটি করতে হয়। এসব দাবি করলেও আমাদের দাবি-দাওয়া নাকচ করে উল্টো মিথ্যা হুমকি-ধমকি দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।

কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হারুন বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। কারখানায় গিয়ে বিস্তারিত বলা যাবে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের ওসি রেজাউল করিম বলেন, বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অ্যাপেক্স ফুট ওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুরসহ সড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে। কালের কণ্ঠ

আস্থার বড় সঙ্কটে দেশের স্বাস্থ্য খাত

আস্থার বড় সঙ্কটে পড়েছে দেশের স্বাস্থ্য খাত। করোনা পরিস্থিতি স্বাস্থ্য খাতের বেহাল চিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের মধ্যে অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনাল, জেকেজি হেলথকেয়ার, রিজেন্ট হাসপাতাল, সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালসহ বেশ কিছু নামকরা হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। এদের উপর্যুপরি দুর্নীতি ও রোগীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়া, করোনার ভুয়া পরীক্ষা ও পজিটিভ-নেগেটিভ বাণিজ্য, পিপিই ও মাস্ক সরবরাহ নিয়ে ভয়াবহ জালিয়াতি, বেসরকারি হাসপাতালে ভুয়া ডাক্তারের ছড়াছড়ি, করোনা উপসর্গ নিয়ে ভুক্তভোগীরা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়া, দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে করোনা পরীক্ষা করাতে না পারা, হাসপাতালের সামনে রাতযাপন করেও সুচিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াসহ নানা কারণে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর জনগণের এক রকম আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ব্যাপক সমন্বয়হীনতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই আস্থাহীনতার মধ্যে কিছু দিন আগে স্বাস্থ্যসচিবকে অন্যত্র বদলি করা হয়। এরপরই গত ২১ জুলাই দুর্নীতিসহ নানা কেলেঙ্কারি মাথায় নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডিজি ডা: আবুল কালাম আজাদ পদত্যাগ করেন। মন্ত্রীরও অপসারণ বা পদত্যাগের জোরালো গুঞ্জনের ডালপালা মেলেছে। নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে অধিদফতরে নতুন ডিজি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। নতুন ডিজি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে এই আস্থার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবেন কি না তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ মহলে নানা সংশয় রয়েছে। গতকাল নতুন ডিজি ডা: খুরশীদ আলম বলেছেন, দুর্নীতির দায় আমাদের সবার। স্বাস্থ্য খাতের এখন যে অবস্থা, বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্নীতি রোধ করে ঘুরে দাঁড়ানোই আমার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

এ প্রসঙ্গে গোলাম মাওলা রনি নয়া দিগন্তকে বলেন, স্বাস্থ্য খাতের যে একটা সিন্ডিকেট আছে, ওই সিন্ডিকেটের সাথে সরকারের একেবারে স্পর্শকাতর যেসব লোকজন রয়েছেন তাদের অনেকের নাম উঠে এসেছে। এখন দরকার সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত ওই সব লোকজনের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা, তাদের অপসারণ করা। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের নাম ছাইচাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট ও স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের অনেকের ধারণা, যেসব দেশের এজেন্ট এ দেশে আছে তারা আমাদের স্বাস্থ্যসেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য কাজ করে থাকে, যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীরা পার্শ্ববর্তী দেশে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হাত থাকতে পারে। বিদেশনির্ভর চিকিৎসাসেবাও স্বাস্থ্য খাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আস্থার যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে এ জন্য প্রয়োজনে অধিদফতরে মহাপরিচালক হিসেবে ডাক্তারদের নিয়োগ না দিয়ে আমলাকেন্দ্রিক প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমরা দেখেছি, গত ১০ বছর এ খাত ডাক্তাররাই পরিচালনা করছেন, তারাই সব দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। নয়া দিগন্ত

দেড়শ গাছ কেটে ফেলল সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে বন বিভাগের দেড়শ গাছ কেটে ফেলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। এর প্রতিবাদ করায় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে ওই নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় দেবীগঞ্জ ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মো. আনোয়ারুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ও তার লোকজন কোনো নিয়ম না মেনেই শুক্রবার হঠাৎ করে দুটি এক্সকেভেটর মেশিন দিয়ে সেতু সংলগ্ন কয়েক শতক জমির বনভূমির গাছ উপড়ে ফেলেন। খবর পেয়ে রেঞ্জ অফিসারের নেতৃত্বে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বাধা দেন। এ সময় গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীসহ তার লোকজন রেঞ্জ কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলামসহ আবদুর রাজ্জাক সরকার, মোজাফ্ফর হোসেন, বাদশা মিয়া, মিজানুর রহমান, হযরত আলীকে কিল, ঘুষি ও লাঠি দিয়ে মারধর করে। পরে তারা কাটা গাছগুলো লুটে নিয়ে যান।

রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে গাছগুলো কাটলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা না। তারা আমাদের না জানিয়েই গাছগুলো কেটে ফেলেন। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীসহ তার লোকজন আমাদের মারধর করেন।

দেবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী জানান, বিরোধীয় ওই জায়গাটুকু নদী বক্ষের জায়গা, বন বিভাগের নয়। সেখানে কিছু গাছপালা ছিল। এর ফলে নদীটির গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গেছে। নদীর সেতুর দুই পাশের দেড়শ মিটার সংযোগ সড়ক ভেঙে গেছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন ওই সড়ক ব্যবহারকারী লাখো মানুষ। স্থানীয়দের দাবির মুখে মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সবার সিদ্ধান্তক্রমে নদীর গতিপথে বাধা হয়ে থাকা ওই অংশটুকু এক্সকেভেটর মেশিন দিয়ে খনন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কেউ বন বিভাগের কর্মীদের মারধর করেনি বরং তারাই আমাদের এক্সকেভেটর চালকদের মারধর করতে উদ্যত হয়েছিল।

দেবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যয় হাসান বন বিভাগের অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে জানান, সেখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটেছে। আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। গাছ কাটা ও মারধরের বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের সময়

সরকারের প্রশ্রয়ে ওয়াসার কথা বেশি কাজ কম

প্রতিবছর বর্ষা এলেই রাজধানীর রাস্তাঘাট, অলিগলি বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যায়। নগরবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ নিয়ে অসন্তোষের শেষ নেই রাজধানীবাসীর। তবে কোনো কিছুকে গুরুত্ব না দিয়েই বছরের পর বছর ওয়াসা তাদের মতো চলছে। বর্ষা পেরোলে শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। মুখে ফোটে কথার ফুলঝুরি। কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিবছরই রাজধানীর স্যুয়ারেজ সিস্টেম, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন হচ্ছে। এমনকি খাল উদ্ধারে কাজ চলছে। আগামী বর্ষায় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ১০ বছরে কোনো উন্নতি নেই। বর্ষা এলে আবার সেই ভোগান্তি আর জলজট।

প্রায় এক দশক ধরে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে আছেন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান। তার দায়িত্বকালীন প্রতিবারই বর্ষায় রাজধানীর রাস্তাঘাট বৃষ্টি হলেই ডুবছে আবার ভাসছে। ওয়াসার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আগামীবার আর এ অবস্থা থাকবে না। অর্থাৎ আগামীবার আর শেষ হচ্ছে না। রাজধানীজুড়ে দখল হয়ে যাওয়া ওয়াসার খাল পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নিয়েছে ওয়াসা। তবে কাজের কাজ হয়নি। খাল উদ্ধারের সুফল মেলেনি। অথবা উদ্ধার হওয়া খাল পুনরায় দখল হয়ে গেছে।

ভারী বৃষ্টি হলে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা যখন ভয়াবহ আকার নেয় তখন সরকারি দুটি সংস্থা পরস্পরের ওপর দায় চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

খাল উদ্ধারে ব্যর্থতার গ্লানি থেকে বাঁচতে প্রায় এক যুগ ধরে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান সম্প্রতি গণমাধ্যমকে বলেছেন, জলাবদ্ধতার দায়ভার ঢাকা ওয়াসার একার না। ২০১২ সালে বলেছিলাম ঢাকা ওয়াসার কর্মকান্ডের সঙ্গে এটা সম্পর্কিত না। ওয়াটার অ্যান্ড স্যুয়ারেজের সঙ্গে পানি নিষ্কাশন সম্পৃক্ত হওয়ায় খাল পরিষ্কারের দায়িত্ব এক হাতে হওয়া দরকার এবং অবশ্যই সিটি অথরিটির কাছে যাওয়া উচিত। ২০১২ সাল থেকে এটা নিয়ে অনেক কাজ হয়ে আসছে, অনেক কমিটিও কাজ করছে। মেয়রদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে তিনি বলেন, অত্যন্ত ভালো, আমরা খুশি। ২০২০ সালে এসে ২০১২ সালের সিদ্ধান্তটাকে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি। তিনি বলেছেন, এই কাজ ওয়াসার না, এটা মূলত সিটি করপোরেশনের। সহযোগিতা সবাই করবে, ওয়াসাও করবে। কাজেই এটা সিটি করপোরেশনের কাছে চলে যাওয়াটাই ভালো, এক সময় তাই ছিল।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল এক সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হাতে। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ওয়াসার হাতে ন্যস্ত করে। তবে সেটা পুরোপুরি ওয়াসার একার হাতে আসেনি। অন্য ৭টি সংস্থাকে পানি নিষ্কাশন কাজে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে এ বিষয়ে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রকৌশলী ড. এম ফিরোজ আহমেদ বলেছেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য কোনো আলাদা ফান্ড নেই। যে জন্য কোনো সংস্থা দায় নিতে চায় না। প্রথমে ছিল এটা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হাতে, যা পরে ওয়াসার হাতে চলে যায়। ওয়াসার অন্য খাত থেকে টাকা এনে এখানে ব্যয় করতে হয়। যেহেতু এখানে কোনো রাজস্ব পায় না, তাই ওয়াসা কাজ করতে আগ্রহী নয়। এখন সিটি করপোরেশনের কাছে গেলে তারা নিশ্চয় হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় বের করে কাজ করতে পারবে।

ঢাকা ওয়াসা ও সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, রাজধানী ঢাকায় ৪৩টি খাল ছিল। এসব খালের মধ্যে ২৬টি ঢাকা ওয়াসা ও ৮টি ঢাকা জেলা প্রশাসন রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আর ৯টি খাল বক্স-কালভার্ট, রাস্তা ও স্যুয়ারেজ লাইনে পরিণত করা হয়েছে। বাকিগুলো বিলীন হয়ে গেছে। এসব খালে নেই পানি প্রবাহ। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই নগরজুড়ে তীব্র জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তবে সিটি করপোরেশনের এই প্রতিবেদনের খালের হিসাবের সঙ্গে একমত নন নগর পরিকল্পনাবিদরা। তারা জানিয়েছেন খালের সংখ্যা ছিল ৫২টি। বাকি খালগুলোর এখন অস্তিত্ব নেই।

সিটি করপোরেশন ও ওয়াসার করা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, বিদ্যমান খালগুলোর মধ্যে রামচন্দ্রপুর খাল ১০০ ফুটের জায়গায় ৬০, মহাখালী খাল ৬০ ফুটের জায়গায় ৩০, প্যারিস খাল ২০ ফুটের জায়গায় ১০-১২, বাইশটেকি খাল ৩০ ফুটের জায়গায় ১৮-২০, বাউনিয়া খাল ৬০ ফুটের জায়গায় ৩৫-৪০, দ্বিগুণ খাল ২০০ ফুটের জায়গায় ১৭০, আবদুল্লাহপুর খাল ১০০ ফুটের জায়গায় ৬৫, কল্যাণপুর প্রধান খাল ১২০ ফুটের জায়গায় স্থানভেদে ৬০ থেকে ৭০, কল্যাণপুর 'ক' খালের বিশাল অংশে এখন সরু ড্রেন, রূপনগর খাল ৬০ ফুটের জায়গায় ২৫ থেকে ৩০, কাঁটাসুর খাল ২০ মিটারের জায়গায় ১৪ মিটার, ইব্রাহিমপুর খালের কচুক্ষেত সংলগ্ন মাঝামাঝি স্থানে ৩০ ফুটের জায়গায় ১৮ ফুট রয়েছে। অর্থাৎ পানি প্রবাহের সব খাল এখন অর্ধেকের বেশি কোথাও কোথাও প্রায় পুরোটাই দখলে চলে গেছে। এসব খালের অধিকাংশ স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখল করে বহুতল ভবন, দোকানপাট ও ময়লা-অবর্জনা ভরাট করে রেখেছে। ফলে খালে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। নগর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দখল-দূষণের পরেও যে পরিমাণ খাল রয়েছে সেটাও যদি সচল রাখা যেত তাহলে নগরবাসীকে জলাবদ্ধতায় এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

এদিকে এসব খাল ও ড্রেন সচল করার জন্য প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা ব্যয় ধরা হচ্ছে। ওয়াসা এ পর্যন্ত শত কোটি টাকা খরচ করেছে। এ ছাড়া এ বছর সড়ক, ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন নির্মাণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) বরাদ্দ ছিল ৬৬৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আর আগের অর্থবছরে (২০১৮-১৯) ব্যয় করা হয়েছে ৫৯৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয় করা হয় ৭১৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। একইভাবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে এই খাতে গত অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২৭২ টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ১৫৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২২৪ কোটি টাকা। আমাদের সময়

এবার ভারতের উত্তরাখণ্ডের অংশ দাবি নেপালের, চলছে অবকাঠামো নির্মাণ

সম্প্রতি ভারত সীমান্তের বেশ কয়েকটি অংশ নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল। এরই অংশ হিসেবে এবার উত্তরাখণ্ডের তনকপুরের 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ একই দাবি জানিয়ে রীতিমতো অবকাঠামো তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছে সেদেশের মানুষ। খবর পেয়ে ভারতীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে গেলেও স্থানীয়দের তুমুল বাধার মুখে পিছু হটেতে বাধ্য হয়েছেন।

তনকপুরের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিতর্কিত ওই এলাকাটি নিয়ে বিরোধ নিষ্পন্নে ও সীমানা নির্ধারণের জন্য দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই কমিটি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সেই পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়।

এর মধ্যেই গত বুধবার তারের বেড়া দিতে ওই নো ম্যানস ল্যান্ডে প্রায় ২০টির মতো কাঠামো পুঁতে দিয়েছেন নেপালিরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ভারতীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাদের দেখে নেপালের বাসিন্দারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দু'দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেন।

কিন্তু এতে কার্যত কোনো ফলাফল আসেনি। গত শুক্রবারও স্থানীয় নেপালীদের পিলারে তার বসাতে দেখা গেছে।

স্থানীয় এক ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'এতে নেপালের পুলিশ ও প্রশাসনের সমর্থন রয়েছে। নেপালের সীমান্ত বাহিনী যখন আমাদেরকে কয়েকদিনের মাঝে কাঠামো তুলে নেয়ার আশ্বাস দিচ্ছিল, তখনো ওরা (স্থানীয়রা) কাঠামো বসাতে ব্যস্ত ছিল।'

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র

ভারতের সাথে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী নতুন যুগের' সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারতকে তারা ইন্দো-প্রশান্ত অঞ্চল ও বৈশ্বিক পর্যায়ে উদীয়মান প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও গেলো বুধবার এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'আমরা একে অন্যকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৈশ্বিক শক্তি এবং সত্যিকারের ভালো বন্ধু হিসেবে দেখি'। তিনি ইঙ্গিত দেন, চীনের বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরির জন্য ট্রাম্প প্রশাসন এই সম্পর্কটাকে আরও এগিয়ে নিতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বিজনেস কাউন্সিলের ইন্ডিয়া আইডিয়াস সম্মেলনে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় পম্পেও বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্র নীতিতে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।'

এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই মন্তব্য করা হলো যখন দুই দেশ ভারত মহাসাগরে যৌথ নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। ফিলিপাইন সাগরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক মহড়ার পাশাপাশি ওই মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়।

এই দুইটি মহড়া যদিও সমন্বিতভাবে করা হয়নি, কিন্তু চারটি দেশ ইন্দো-প্রশান্ত অঞ্চলে একই সময়ে সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়ায় বিষয়টিকে ঠিক কাকতালীয় হিসেবে দেখছেন না বিশ্লেষকরা।

কোয়াডের নিরাপত্তা বন্ধনকে আরও মজবুত করার জন্য ভারতও চলতি বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিতব্য তাদের বার্ষিক মালাবার নৌ মহড়ায় অস্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। এই মহড়ায় আরও রয়েছে জাপান আর যুক্তরাষ্ট্র।

এর আগে ২০১৮ সালে মহড়ায় অস্ট্রেলিয়ার অংশগ্রহণের বিষয়টিকে নাকচ করে দিয়েছিল ভারত। এ বছর সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে অস্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ হলো ভারত নিজের সামরিক স্ট্র্যাটেজিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে।

সূত্র: নিক্কি এশিয়ান রিভিউ

২৫শে জুলাই, ২০২০

উদ্বোধনের আগেই শেষ নবনির্মিত সড়ক

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় উদ্বোধনের আগেই ধসে পড়েছে নবনির্মিত মির্জারখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক। সোনাকানিয়া ইউনিয়নের হাতিয়ার খাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সড়কটি ধসে পড়ায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে সাতকানিয়া সদর ইউনিয়ন এবং সোনাকানিয়ার অনেক মানুষ। ব্রিজের নিচ থেকে সড়কের পাশ ঘেঁষে বালু উত্তোলন এবং কাজে অনিয়মের কারনে সড়কটি ধসে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অর্থায়নে সোনাকানিয়া ইউনিয়নের মির্জারখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সড়কের ৭০০ মিটার এলাকা কার্পেটিং করা হয়েছে। সড়কটি কার্পেটিংয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫১ লাখ টাকা। ঠিকাদার ইতিমধ্যে সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়নি। এরই মধ্যে গতকাল শুক্রবার দুপুরে সড়কের হাতিয়ার খাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৮-১০ ফুট সড়ক ধসে গেছে। ফলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করে বলেন, সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বশির আহমদ চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ হাতিয়ার খালের ওপর নির্মিত ব্রিজের নিচ ও সড়কের পাশ ঘেঁষে

বালু উত্তোলন করছে। ফলে খালে পানি আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটি সরে গেছে। এতে সড়কটি ধসে গেছে।

তারা আরো জানান, বালু উত্তোলন বন্ধ করা না গেলে হাতিয়ার খালের ওপর ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজটিও রক্ষা করা যাবে না। এজন্য হাতিয়ার খাল হতে ব্রিজের আশপাশের এলাকা থেকে বালু উত্তোলন বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এছাড়া নবনির্মিত সড়কটির কাজেও অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় লোকজন। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে ধসে যাওয়া সড়কটি মেরামত এবং খাল থেকে বালু উত্তোলন বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। কালের কণ্ঠ

মির্জারখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ পাওয়া ঠিকাদার কিরণ শর্মা জানান, আমার কাজ হলো সড়কের কার্পেটিং করা। সড়কের ৭০০ মিটার এলাকা কার্পেটিংয়ের জন্য ৫১ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। আমি ইতিমধ্যে কাজ শেষ করেছি। সড়ক ধসে যাওয়ার সঙ্গে আমার কাজের কোনো সম্পর্ক নাই। কারণ পানির স্রোতের টানে ব্রিজের পাশ থেকে বালু সরে গেলে সড়ক ধসে পড়তে পারে। এতে আমার কিছু করার নাই।

সাতকানিয়া উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পারভেজ সারোয়ার জাহান জানান, শুনেছি মির্জারখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সড়কে হাতিয়ার খালের ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় কিছু অংশ সড়ক ধসে গেছে। আমি আজ শনিবার সরেজমিন পরিদর্শন করব। এরপর জানতে পারব আসলে কেন ধসে পড়েছে। এছাড়া সড়কের ধসে যাওয়া অংশ দ্রুত সময়ের মধ্যে মেরামত করা হবে।

খুলনা-মংলা রেলপথের প্রকল্প : সাড়ে ৯ বছরেও লাইন এবং সিগন্যাল নির্মাণ শুরু হয়নি

একটি প্রকল্প যেখানে তিন বছরে শেষ করার কথা সেটা সাড়ে ৯ বছর ধরে চলছে। তাও আবার মূল কাজ রেলপথ বা ট্র্যাক নির্মাণ ও সিগন্যালের কাজ এখনো শুরুই করা হয়নি। ছয় বছর পর প্রকল্পের ডিজাইনসহ বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন আনা হয়। এখন প্রকল্পের বাস্তবায়ন খরচ ১২০.৮৫ শতাংশ বা ২ হাজার ৮০ কোটি ২১ লাখ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছয় বছর পর মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করা হয়। ২০২০ সালেও প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। পরিকল্পনা কমিশন বলছে, আগে থেকে মাটি পরীক্ষা করে প্রকল্পের এলাকা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন প্রণয়ন করা হলে প্রকল্পে এতটা সময়ক্ষেপণ হতো না। পাশাপাশি ঋণদাতার কাছেও দেশের ভাবমর্যাদা নষ্ট হতো না।

রেলওয়ের প্রস্তাবনার তথ্য থেকে জানা গেছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলকে ঢাকার সাথে সরাসরি সংযোগ করার জন্য পদ্মা নদীর ওপর একটি বহুমুখী সেতু নির্মাণকাজ চলমান আছে। এই সেতুতে ব্রডগেজ রেলওয়ের সুবিধা বিদ্যমান। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এতে প্রথম পর্যায়ে পদ্মা রেলওয়ে সংযোগ ভাঙ্গা পর্যন্ত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ বর্ধিত হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য মংলা বন্দরকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা

প্রয়োজন। এতে খুলনা-মংলা রেলপথ প্রকল্পের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন হবে। ভারত, নেপাল, ভুটান এই রেলপথের মাধ্যমে মংলা বন্দর ব্যবহার করে তাদের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য করতে পারবে। বতর্মানে ফুলতলা স্টেশন থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৪ দশমিক ৭৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ বিদ্যমান।

প্রকল্পের কার্যক্রম :

প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়, ভূমি অধিগ্রহণ, খুলনা থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪ দশমিক ৭৫ কিলোমিটার মেইন লাইন নির্মাণ, ২১ দশমিক ১১ কিলোমিটার লুপ লাইন নির্মাণ, ৮টি রেলওয়ে স্টেশন, ৩১টি মেজর ও মাইনর ব্রিজ, ১১২টি কালভার্ট, রূপসা নদীর ওপর ৭১৬.৮০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, রূপসা সেতুর দুই প্রান্তে ভায়াডাক্ট নির্মাণ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময় বাড়ছে :

প্রস্তাবনা থেকে জানা গেছে, ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারি একটি যৌথ বিবৃতি ইস্যু করা হয়। এ ছাড়া সার্ক মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট স্ট্যাডি থেকে মংলা পোর্টের মাধ্যমে নেপাল, ভুটান মালামাল আমদানি বা রফতানিবাণিজ্য করতে পারে বলে প্রস্তাব করা হয়। তারই ফলে ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর খুলনা-মংলা বন্দর রেলপথ নির্মাণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই নামে একটি প্রকল্প ১ হাজার ৭২১ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায়। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পটি ভারত সরকারের (এলওসি) ঋণের অর্থে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে ভারতীয় ঋণ এক হাজার ২০২ কোটি ৩১ লাখ ১৪ হাজার টাকা ও বাংলাদেশ সরকারের ৫১৯ কোটি টাকা। এরপর ব্যয় ১২০ দশমিক ৮৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৩ হাজার ৮০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু তাতেও কোনো অগ্রগতি নেই।

প্রাথমিক পর্যায়ে এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণে বিলম্ব হওয়ায় ফাইনাল সার্ভে, এলএ প্লান এবং ডিটেইল ডিজাইন করতে বিলম্ব হয়। এপ্রোচ রোড ছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক সর্বশেষ ভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। এরপর মেয়াদ বাড়িয়ে ২০১৮ সালের জুন, তারপর ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাস্তবে কাজ হয়েছে ৬৩ শতাংশ। অথচ এই সময়ে ৮৭ শতাংশ কাজ শেষ করার কথা ছিল। আর অর্থ খরচ হয়েছে ৬৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

আইএমইডির প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন করে ব্যয় ৩ হাজার ৮০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা হওয়ায়, সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে এক হাজার ৪৩০ কোটি ২৬ লাখ টাকা এবং ভারতীয় ঋণ থেকে দুই হাজার ৩৭১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা জোগান দেয়া হবে।

কম অগ্রগতির কারণ :

প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ হিসেবে আইএমইডি বলছে, জমি অধিগ্রহণে দেরি, কাজের মাঝামাঝি এসে পরামর্শক পরিবর্তন করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘সিইজি-নিপ্পন কই জেভি’ থেকে স্টপ কনসালট্যান্ট দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু জটিল নন-টেন্ডার আইটেম যেমন অত্যধিক লুজ সয়েল থাকায় ট্রিটমেন্ট, পাইল বারবার ফেল

করায় ও বেস গ্রাউন্ডিং, অধিক সংখ্যক আনাড়ি সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ এসব কারণে প্রকল্পের কাজ বারবার পিছিয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা যায় যে, মাটির গুণাগুণ আশানুরূপ নয়। ফলে নতুনভাবে ডিজাইন রিভিউ করে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে গ্রাউন্ডিংসহ পাইলিং কাজ করতে হয়েছে। এতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন। বিষয়টি ইআরডি ও ভারতীয় হাইকমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। মেয়াদ ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত অনুমোদিত ছিল। দুটি প্যাকেজের চুক্তিপত্রের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন। এখনো ট্র্যাক নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্রের বিপরীতে দাখিলকৃত প্রথম ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। ফলে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

আইএমইডির পর্যবেক্ষণ হলো, এই প্রকল্পে রেললাইনের কাজ পিছিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ৫৪ শতাংশ। এখানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ জনবল নিয়োগ করে টার্গেট অনুযায়ী ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পে ব্যয় নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বক্ষণিক মনিটরিং রাখতে হবে। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রজেক্ট ইম্পিলিমেনটেশন কমিটির সব সভা সময় মতো করতে হবে। প্রকল্পে কর্মরত বিদেশী জনবলের ভিসার মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর থাকা এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিল পরিশোধ প্রক্রিয়াটি নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারের আইপিসি পরিশোধ করা দরকার। নয়া দিগন্ত

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি-অনিয়মের গভীরে কারা?

জেকেজি এবং রিজেন্ট হাসপাতাল কেলেঙ্কারির পটভূমিতে স্বাস্থ্যখাতে যখন একের পর এক দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ উঠছে, তখন সরকার টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতি দূর করার কথা বলছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা বলেছেন, করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পাওয়ায় চুনোপুটি কয়েকজনকে ধরা হয়েছে। কিন্তু সংকটের গভীরে গিয়ে প্রভাবশালী স্বার্থন্বেষী মহল বা রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধে এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি-অনিয়মের গভীরে যাওয়া আসলে কতটা চ্যালেঞ্জের, এবং সিন্ডিকেট বা স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব থেকে স্বাস্থ্যখাতকে মুক্ত করা কী আদৌ সম্ভব-এই খাতের পর্যবেক্ষকদের অনেকে এসব প্রশ্ন তুলেছেন।

সিন্ডিকেটের হাত কত লম্বা?

স্বার্থন্বেষী মহল বা সিণ্ডিকেটের হাত কি সরকারের হাতের চেয়েও লম্বা, এমন আলোচনাও এখন চলছে।

টিআইবির ড: ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, স্বার্থন্বেষী মহলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা বেশ কঠিন। তবে একেবারে অসম্ভব বিষয় নয় বলেও তিনি মনে করেন।

‘গভীরে গিয়ে যারা এর সার্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল ভূমিকাগুলো পালন করে থাকে, তাদের সবাইকে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা বা একটা প্রতিরোধমূলক জায়গায় নিয়ে আসা- এটা খুবই কঠিন কাজ এবং অনেক সময় অসম্ভবও মনে হয়। কিন্তু যদি আইনের প্রয়োগটা হতো বা নীতিমালার প্রয়োগ হতো তাহলে কিন্তু এটা খুবই সম্ভব।’

‘কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যে প্রতিষ্ঠানগুলো বা যে কর্তৃপক্ষের ওপর দায়িত্ব তারা কিন্তু এক ধরণের সীমারেখা নির্ধারণ করে বসে আছে যে এই সীমারেখার উর্ধ্বে আর যাওয়া যাবে না, তাহলে হাত পুড়ে যাবে।যার ফলে টানাটানি হবে তথাকথিত কিছু চুনোপুটিদের নিয়ে। এবং রুই-কাতলারা ঠিকই বাইরে থেকে যাবে।’

সরকারের টাস্কফোর্স

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ যখন পদত্যাগ করেন, তখন গত বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

নানা অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি।

‘পরীক্ষায় কত নাম্বার পেলেন, এটা নির্ভর করে আপনি পরীক্ষা কেমন দিয়েছেন। আমরা মনে করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভালো নাম্বার পেয়েছে। নাম্বারটা কি--যে আমাদের মৃত্যুর হার দেড় পার্সেন্ট। এটা হলো সবচেয়ে বড় নাম্বার। যেটা আমেরিকাতেও ছয় পার্সেন্ট, ইউরোপে ১০ পার্সেন্ট। তবে যেখানে যেখানে পরিবর্তন প্রয়োজন, সে বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই দেখবো। আমরা চাই যে, এখানে সুষ্ঠু পরিচালনা হোক।’

তবে মন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করবেন কিনা-সাংবাদিকদের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জাহিদ মালেক বলেছিলেন, একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

কিন্তু সংকট কতটা গভীরে- তা বের করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা আছে কিনা- তাতে সন্দেহ রয়েছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অনেকের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা বলেছেন, সংকটের শেকড়টা বের করা প্রয়োজন।

‘খুবই গভীর মনে হয়। যদি সেটা গভীরে না হয়, তাহলে একের পর এক দুর্নীতি হতে পারে না। যেমন, আমরা জেকেজি বা রিজেন্টের ঘটনা দেখেছি। এরপর সাহাবুদ্দিন হাসপাতালের ঘটনা দেখলাম। একের পর এক হয়েই যাচ্ছে। এর রুটটা বের করা দরকার। সংবেদনশীল এই খাতে দুর্নীতি চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত জনগণকেই কিন্তু ভোগান্তি পোহাতে হয়।’

দুর্নীতির গভীরতা এবং উৎস : কারা দায়ী?

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি বা অনিয়ম নতুন কিছু নয়। এখন করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে কিছু ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি এবং এই খাতের পর্যবেক্ষকদের অনেকেই এমন বক্তব্য দিচ্ছেন।

কিন্তু কীভাবে বছরের পর বছর ধরে সেখানে দুর্নীতি চলে, সেই প্রশ্নও অনেকে তুলেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে পরিচালকের কাজ করার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ডা: বে-নজীর আহমেদ বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে টাকা বানানোর টার্গেট নিয়েই চক্র গড়ে ওঠে।

“যে সেক্টরগুলোতে বেশি কাজ হয়, তার মধ্যে হেলথ সেক্টর অন্যতম। সুতরাং এই জায়গাটাকে তারা টার্গেট করে যে এখান থেকে ‘দে ক্যান আর্ন অ্যা লট’ - এটা টার্গেট করে যারা আসে, তারা বড় বড় প্লেয়ার এবং তাদের নানা জায়গায় পরিচিতি আছে।”

তিনি আরো বলেছেন, ‘আমাদের ক্রয় সম্পর্কিত পদ্ধতিতে দুর্বলতা আছে। আর যারা টার্গেট নিয়ে আসে, তারা খুব স্মার্ট। এদের সাথে আমাদের অধিদফতর বা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন জড়িত হন। যে লোকগুলো বছরের পর বছর একই পদে থাকেন, তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই দু'টো মিলিয়ে করাপশনগুলো হচ্ছে।’

সাবেক এই পরিচালক ডা: বে-নজীর আহমেদ এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতিতে জড়িত থাকার যে কথা বলছেন, অনেকটা একই তথ্য এসেছে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি'র গবেষণায়।

সেখানে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতের ঠিকাদার বা ব্যবসায়ী, একশ্রেণীর আমলা এবং রাজনৈতিক প্রভাব-এই তিনটি পক্ষের সিন্ডিকেট সেখানে কর্মকাণ্ড চালায়।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড: ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ক্ষমতার পরিবর্তন হলে সিন্ডিকেটের লোক বদল হয়। কিন্তু একইভাবে দুর্নীতি চলতে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

‘ক্ষমতার রদবদল কিছু না কিছু হয়। একই রাজনৈতিক দলের আমলে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন ব্যক্তি ক্ষমতায় আসেন এবং প্রভাবশালী গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়। তাদের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন অনিয়ম হয়। সেখানে একদিক থেকে প্রশাসনের এক শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। আর ঠিকাদার বা সরবারহাকারী আছে, যাদের বানোয়াট বা বাস্তব পরিচয় থাকে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মহলের সাথে। এগুলোকেই পুঁজি করে চক্রজালের মতো কাজ করে। যেটাকে আমি ত্রিমুখী আঁতাত বলি।’

‘বেনিফিশিয়ারির লিস্ট অনেক লম্বা’

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি বা অনিয়ম করে বেনিফিশিয়ারি বা লাভবান হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা অনেক লম্বা, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরও অনেকেই তা মনে করেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রুহুল হক আওয়ামী লীগ সরকারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

তিনি বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনাতেই ত্রুটি আছে। সে কারণে কেনাকাটা এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনাসহ সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি থাকছে। তিনি মনে করেন, স্বাধীন একটা কমিশন গঠন করে স্বাস্থ্যখাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

'সার্কেলের মধ্যে বেনিফিশিয়ারির লিস্ট অনেক লম্বা। এই লিস্টের কিছু লোক পরিবর্তন হলেও বেনিফিশিয়ারিরা কোনো না কোনোভাবে থেকে যায়। সবাই শুধু মন্ত্রীকে দায়ী করে। কিন্তু মন্ত্রীর হাত দিয়ে কোনো কেনাকাটা হয় না। মন্ত্রীর বাইরে সব কেনাকাটা হয়। সুতরাং বেনিফিশিয়ারিরা কিন্তু পদ্ধতিটাকে পরিবর্তন করতে দেয় না।'

অধ্যাপক রুহুল হক আরো বলেছেন, 'হাউ টু চেঞ্জ দিজ - এখানে দুর্নীতি বলুন, হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনা বলুন, অপরিচ্ছন্ন হাসপাতালে কথা বলুন, আমাদের দুই মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় সার্জারির সিরিয়াল পাওয়ার জন্য-এসব যাই বলুন না কেন, এগুলোর সমাধান করতে হলে আমাদের স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজাতে হবে।। সেজন্য একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।'

বিভিন্ন সময়ই স্বাস্থ্যখাতে সংস্কারের বিষয় আলোচনায় এসেছে।

দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে, এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক সংস্কারের লিখিত সুপারিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে দিয়েছে কয়েক মাস আগে। কিন্তু সংস্কারের প্রশ্নে কোনো পদক্ষেপ নেই।

দুদকের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতির মধ্যেই দুর্নীতির উৎস রয়েছে। তারা গবেষণায় এমন চিত্র পেয়েছেন।

'আমরা এটা নিয়ে কিছুটা গবেষণা করেছি। সেখানে কিভাবে ক্রয় করা হয়, কিভাবে হাসপাতাল ম্যানেজ করা হয়, কিভাবে বিভিন্ন হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, চিকিৎসা সেবা কিভাবে দেয়া হয়-এসব বিষয়ে আমাদের টিম দীর্ঘ সময় গবেষণা করেছে।এই গবেষণায় স্বাস্থ্যখাতের পদ্ধতির বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছি, ওই পদ্ধতির মধ্যেই কিছু গোলমাল রয়ে গেছে।'

ইকবাল মাহমুদের বক্তব্য হচ্ছে, পদ্ধতির সংস্কার ছাড়া কোনো দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়।

'সেজন্য আমরা সংস্কারের কিছু সুপারিশ করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, আপনাদের পদ্ধতির মধ্যে দুর্নীতির উৎস হচ্ছে এগুলো। এগুলো বন্ধ করার জন্য আপনারা রিফর্ম করতে পারেন।সেগুলো যদি আমরা সবাই মিলে বাস্তবায়ন করতে পারতাম, তাহলে স্বাস্থ্যখাতে অর্থের অপচয় সেভাবে হতো না।'

জেকেজি হেলথকেয়ার এবং রিজেন্ট হাসপাতাল কেলেঙ্কারিতে প্রতিষ্ঠান দু'টির মালিক মো: সাহেদ এবং ডা: সাবরিনা আরিফসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালককে বিদায় নিতে হয়েছে।

কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাই বলেছেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে এর পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের বেশিরভাগই মৌখিক নির্দেশে হয়েছে। ফলে সেখানে দুর্নীতি বা অনিয়মের সুযোগ ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড: শাহনাজ হুদা সুশাসনের জন্য কাজ করেন। তিনি মনে করেন, স্বাস্থ্যখাতে সংকটের গভীরে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা নিয়ে তার সন্দেহ রয়েছে।

'মন্ত্রণালয়ের একটা সিন্ডিকেট আছে। শুধু যাদের মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে, মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে এর উৎসতো অনেক গভীরে।'

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি : 'শাস্তির নজির নেই'

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি বা অনিয়মের ব্যাপারে কখননো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে- এই খাতের সাথে সম্পৃক্তরাও এমন প্রশ্নের জবাব মিলাতে পারছেন না।

করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সরকারের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান অধ্যাপক এবিএম আব্দুল্লাহ মনে করেন, কখনো কঠোর শাস্তি না হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিবাজরা বেপোরোয়া হয়ে উঠেছে এবং এখন তার প্রকাশ ঘটেছে।

'দুর্নীতি যারা করছে, তারা ইচ্ছামতো করছে। কোনো শাস্তি হয় না, পার পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তারা বেপোরোয়া হয়েছে। এখন দুর্নীতি করলে কোনো অসুবিধা যদি না হয়, তাহলে তো তারা চালাতেই থাকবে। সেটাই হয়েছে। সেটা আগেও ছিল এবং এখনো আছে। সমস্যা হয়েছে, করোনাভাইরাস আসায় এটা উন্মোচিত হয়ে গেছে। এটুকুই পার্থক্য। আর কিছু নয়।' নয়া দিগন্ত

এখন প্রকাশ হওয়া দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দুদক অনুসন্ধান করছে। এর আগে বিভিন্ন সময় হাসপাতালের পর্দা কিনতেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় করাসহ নানা অভিযোগে ১১টি মামলা নিয়ে দুদক কাজ করছে।

নকল মাস্ক সরবরাহ করে ধরা খেলো আ.লীগ নেত্রী

শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের করোনা ইউনিটে নকল 'এন-৯৫' মাস্ক সরবরাহ করে ধরা খেলো আওয়ামী লীগের নেত্রী সারমিন। ।

এর আগে সাবেক এই ছাত্রলীগ নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার রাতে বিএসএমএমইউয়ের প্রক্টর বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় প্রতারণার মামলা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এই মাস্কের কারণে কোভিড-১৯ সম্মুখযোদ্ধাদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে।

মামলার আসামি শারমিন জাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। এরপর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক পদে ছিলেন। আওয়ামী লীগের গত কমিটিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য ছিলেন। এর আগের কমিটিতে একই উপকমিটির সহসম্পাদক ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে স্নাতকোত্তর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রশাসন-১ শাখায়

সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত তিনি। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলার শ্যামগঞ্জের গোহালকান্দায়। তিনি মাস্ক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী।

মামলায় বিএসএমএমইউয়ের প্রক্টর মো. মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, গত ২৭ জুন শারমিন জাহানকে ১১ হাজার মাস্ক সরবরাহের কার্যাদেশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যাদেশের বিপরীতে ৩০ জুন প্রথম দফায় ১ হাজার ৩০০টি; ২ জুলাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ৪৬০টি ও ১ হাজারটি এবং ১৩ জুলাই চতুর্থ দফায় ৭০০টি মাস্ক সরবরাহ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় লটের মাস্কে কোনো সমস্যা ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় লট বিতরণ ও ব্যবহারে ত্রুটি পাওয়া যায় এবং মাস্কের গুণগত মান স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পাওয়া যায়নি। কোনো মাস্কের বন্ধনী ফিতা ছিঁড়ে গেছে, কোনো মাস্কের ছাপানো লেখায় ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজি লেখা পাওয়া গেছে, কোনো কোনো মাস্কের নিরাপত্তা কোড ও লট নম্বর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে নকল বলে জানা গেছে। এ কারণে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে মাস্কের গুণগত মান নিম্নমানের ছিলো।

খোরাসান | মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলায় কাবুল বাহিনীর ২২ এরও অধিক সৈন্য হতাহত

হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ২২ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তালেবানদের অফিসিয়াল "আল-ইমারাহ" ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ২৫ জুলাই সকাল বেলায় তালেবান নিয়ন্ত্রিত হেলমান্দ প্রদেশের "নাদআলী" জেলায় অভিযানের ইচ্ছায় মুরতাদ কাবুল বাহিনী অগ্রসরের চেষ্টা চালায়। এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে।

অন্যদিকে গারিশাক জেলার "কুচিয়ান" এলাকায় তালেবানদের একটি চৌকির দায়িত্বে থাকা মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর একটি দলকে দেখা মাত্রই হামলা চালান। যার ফলে ২ কমান্ডার ও ৪ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৮টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে কান্দাহার প্রদেশের "মা'আরুফ" জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩ সৈন্য নিহত হয়। আর বাকি সৈন্যদের পলায়নের মধ্যদিয়ে মুজাহিদগণ চৌকিটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। চৌকিটিতে মুজাহিদগণ ২টি ভারি অস্ত্রও গনিমত লাভ করেছেন।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, গ্রেফতার আরো ৩ কমান্ডো

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাকিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ঘৌর প্রদেশে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন।

আল-ইমারাহ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত শুক্র-শনিবার মধ্যরাতে ঘৌর প্রদেশের রাজধানী "ফিরোজকুহ" তে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন। এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৮ সেনা, আহত হয়েছে আরো ১১ সেনা এবং বন্দী করা হয়েছে আরো ৩ কমান্ডো সৈন্যকে।

মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ চৌকিটি বিজয় করেন এবং গনিমত লাভ করেন ২টি ট্যাঙ্কসহ প্রচুরপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ।

তবে এই অভিযানের সময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ৩ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শিফায়ে কামেলা দান করুন। আমিন।

শাম | মুরতাদ বাহিনীর উপর আনসার আল-ইসলামের হামলা, নিহত ও আহত অনেক

কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদিন। এতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছ।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সহযোগী সংগঠন আনসার আল-ইসলাম এর মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এরই ধারাবাকিতায় গত ২৪ জুলাই সিরিয়ার লাতাকিয়া ও সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে কয়েক দফায় তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদ মাইন বিস্ফোরণে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান টিটিপি এর মুজাহিদদের পরিচালিত ২টি সফল হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে ৩ মুরতাদ সৈন্য।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) জানিয়েছেন, গত ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে বাজুর এজেন্সীর চাচাগী এলাকায় আমেরিকার গোলাম মুরতাদ নাপক সৈন্যদের লক্ষ্য করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে গত ২৪ জুলাই জুমা'আর দিন সন্ধ্যায়, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মাকিন" এলাকায় শরিয়াতের দুশমন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে মাইন হামলা চালান তেহরিক-ই-তালেবান এর জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে এক সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৫ এরও অধিক নাপাক সেনা সদস্য হতাহত

তেহরিকই তালেবান পাকিস্তানের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদিন গত শুক্রবার ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র মুহতারাম আহমদ ইউসুফ জাই হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, গত শুক্রবার হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পৃথক ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেছেন পাকিস্তানের করাচীতে। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে গোলাম মাহমুদ নামক এক মুরতাদ পুলিশ অফিসার। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ সফলতার সাথে উক্ত পুলিশ অফিসারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেছেন খাইবার এজেন্সীতে। উক্ত প্রদেশের ময়দান কালী রোডে মুজাহিদগণ প্রথম থেকেই মুরতাদ বাহিনীর অপেক্ষায় রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা পুঁতে রাখেন। নাপাক সৈন্যরা যখন বোমের কাছে চলে আসে তখনই মুজাহিদগণ রিমোর্টের সাহায্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও।

মুজাহিদগণ ঐদিন তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন উত্তর ওয়াজিরিস্তানে। উক্ত অঞ্চলের মিরানশাহ এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় মানসুর নামক এক মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

ঘুষ না দেয়ায় হতদরিদ্র কিশোরের সব ডিম রাস্তায় ফেলে ভেঙ্গে দিলো ভারতীয় মালাউন পুলিশ

মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে পুরো বিপর্যস্ত অবস্থা এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতের। প্রতিনিয়তই সেখানে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। করোনা ভাইরাস ঠেকানোর নাম করে পুরো ভারতজুড়ে জারি রয়েছে অপরিকল্পিত লকডান। এই লকডাউনই দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের নিম্নবিত্ত মানুষদের হতদরিদ্র অবস্থা।

এই লকডাউনের মাঝে পেটের ভাত জোগাড় করতে রাস্তায় ভ্যান নিয়ে ডিম বিক্রি করতে শুরু করেছিল মধ্যপ্রদেশের ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর। রাস্তায় ডিম বিক্রির জন্য সেই কিশোর পুলিশকে ঘুষ দেয়নি বলে তার সাথে অমানবিক ঘটনা ঘটালেন দুই নির্দয় পুলিশ। সেই অমানবিকতার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়।

জানা যায়, করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনে কাজ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে ওই কিশোরের পরিবার। পরিবারের পেট চালাতে ডিম বিক্রি শুরু করেছিল ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের এক কিশোর। এই লকডাউনের সময় প্রতিদিন ডিম বোঝাই ভ্যান নিয়ে বড় রাস্তায় বসে ডিম বিক্রি করতো সে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই ডিম বোঝাই ঠেলাগাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে নিতে বলে দুই পুলিশ। কিন্তু সেই কিশোর বলে, 'রাস্তা থেকে সরে গেলে ডিম কীভাবে বিক্রি করবে?'

তারপরে ওই দুই পুলিশ রাস্তার পাশে ঠেলাগাড়ি রাখার জন্য ১০০ রুপি ঘুষ চায় কিশোরের কাছে। কিন্তু তাদেরকে ঘুষ দিতে রাজি না হওয়ায় ওই কিশোরের সব ডিম রাস্তায় ফেলে ভেঙে দেয় দুই পুলিশ।

এমন অমানবিক ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। ভারতের এমন দুরাবস্থার সময়েও মালাউন প্রশাসনের এরকম কাজের নিন্দা করছেন সবাই। এখনো ওই দুই পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কাশ্মির ইস্যুতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় হাসিনাকে সাধুবাদ জানালো নয়া দিল্লি

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মির ইস্যুতে বাংলাদেশের নিশ্চুপ অবস্থান অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও নয়া দিল্লির কাছে প্রশংসিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস-এর খবরে বলা হয়েছে, জম্মু-কাশ্মির ও সেখানকার পরিস্থিতি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে যে অবস্থান নিয়ে আসছে সেটির প্রশংসা করেছেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব।

অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরীক্ষিত ও ঐতিহাসিক। জম্মু-কাশ্মির ও সেখানকার পরিস্থিতি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে যে অবস্থান নিয়েছে সেজন্য আমরা সাধুবাদ জানাই। এই অবস্থান বাংলাদেশ সব সময় নিয়ে আসছে।'

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এ অবস্থান অনেক বুদ্ধিজীবীর নিকটেই প্রশ্নবিদ্ধ। তাদের মতে, অন্য কোনো দেশের ভেতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অর্থ এই নয় যে, অন্য দেশের অমানবিক কর্মকাণ্ড দেখে চুপ থাকা যাবে। কারো অনৈতিক কাজ দেখে চুপ থাকার অর্থ সে অনৈতিক কাজে সমর্থন দেয়া। এদৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে বাংলাদেশের এই অবস্থানকে সমালোচনাযোগ্য মনে করেন।

নেপালের বিদ্যুৎ ভারতীয় কোম্পানির মাধ্যমে কিনবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দিয়েছে নেপালের সরকার।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ কেনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে এবং সে বিষয়ে একটি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সরাসরি নেপাল থেকে নয়, ভারতীয় একটি কোম্পানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেনার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে।

কীভাবে এই বিদ্যুৎ আনা হবে?

নেপালের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশটিতে চাহিদা পূরণের পর যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থাকবে তা বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে বিক্রি করতে পারবে নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম হলে এই দুটি দেশ থেকে বিদ্যুৎ কিনতেও পারবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন, নেপাল থেকে বিদ্যুৎ কিনে বাংলাদেশের কাছে বিক্রি করবে ভারতীয় একটি কোম্পানি এমন একটি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তিনি বলছেন, ' আমি নিজে গত বছর গিয়েছিলাম নেপালে এবং সেখানে আমাদের একটা চুক্তি সই হয়েছে।'

'ইতোমধ্যে আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি, ভারতের জিএমআর কোম্পানির কাছ থেকে নেপালের বিদ্যুৎ নেয়ার। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সরাসরি চুক্তি হচ্ছে জিএমআরের সাথে যে ওনারা বিদ্যুৎটা আনছেন নেপাল থেকে। তারা সঞ্চালন লাইন তৈরি করবে, আমরা সেখান থেকে বিদ্যুৎ নেবো।'

যে কারণে সরাসরি নেপাল থেকে নয় বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। তবে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা এর অর্ধেকের মতো। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভারত থেকে ১৩শ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ কিনছে।

নেপাল থেকেও বিদ্যুৎ কেনার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরাসরি নেপাল থেকে বিদ্যুৎ কিনছে না।

ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন ক্যাবের জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. শামসুল আলম বলছেন, 'ভারতের একটি ক্লজের কারণে বাংলাদেশ সেটা পারছে না। বিদ্যুতের আমদানি ব্যবসা ভারত তার একটি পলিসি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে।'

'তাদের ক্লজ অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতাতেই শুধু বিদ্যুৎ ব্যবসা হতে পারবে। সেই কারণে নেপাল থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ নিতে পারার সুবিধাটা বাংলাদেশ পায়নি।'

ভারতের সেভেন সিস্টার নামে পরিচিত রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহনে ভারত ২০১৬ সালে ট্রানজিট সুবিধা পায়। ২০১০ সাল থেকে কয়েক দফায় কোনো ধরণের ফি ছাড়াই আশুগঞ্জ নৌ বন্দর ও আশুগঞ্জ-আখাউড়া প্রায় ৪৫ কিলোমিটার সড়ক ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভারি মালামাল এবং খাদ্যশস্য ট্রানজিট করেছিলো ভারত।

মাত্র দুদিন আগেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দেয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির প্রথম ভারতীয় পণ্যের জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে।

ড. শামসুল আলম বলছেন, 'এই জায়গাটায় দর কষাকষির সুযোগ ছিল। আমরা যেসব সুবিধা ভারতকে দিয়েছি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে, ট্যাক্স টোলের ব্যাপারে, সেই সব সুবিধার বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশের জন্য এই ক্লজ বাতিল করতে পারতো। যে অসম নিয়ন্ত্রণ পলিসি দ্বারা ভারত বিদ্যুৎ আমদানির উপরে আরোপ করেছে, আমি মনে করি বাংলাদেশের এটা নিয়ে কূটনৈতিক লড়াই করা উচিৎ।'

তিনি বলছেন, বাংলাদেশের এখন প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য খরচ হয় ২৯ পয়সা। তার মতে নেপাল থেকে বাংলাদেশ সরাসরি সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ আনলেও এই জল বিদ্যুতের দাম যথেষ্ট কম থাকবে। তার ভাষায় বাংলাদেশ সেই সুবিধা না নিতে পারলে সেটি হবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতা।

দাম নিয়ে প্রশ্ন

তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ রক্ষার বিষয়ে বামপন্থীদের একটি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে বিদ্যুৎ ক্রয়ে বাংলাদেশের জন্য কতটা লাভজনক হবে সে নিয়ে।

তিনি বলছেন, 'বিদ্যুৎ একটা পাবলিক গুডস। বাংলাদেশে এর দাম নিয়ন্ত্রিত হয় পাবলিক রেগুলেটরি কমিশন দ্বারা। এর জন্য গণশুনানি হয়।'

'নেপালের ইলেক্ট্রিসিটি কোম্পানি পণ্যটি বিক্রি করবে ভারতীয় একটি কোম্পানির কাছে। সেই ভারতীয় ইলেক্ট্রিসিটি কোম্পানি আবার সেই পণ্যটি বিক্রি করবে আমাদের কাছে। সেখানে নিশ্চয়ই মুনাফার বিষয় থাকবে।'

'খুব স্বভাবতই এখানে দামের লজিকটা কাজ করবে নেপালের কোম্পানি যে দামে ভারতের কোম্পানির কাছে বিক্রি করবে তারা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আরো বেশি দামে বিক্রি করবে তা না হলে মুনাফা কীভাবে হবে। যেহেতু বাণিজ্যিক লেনদেন হচ্ছে। সেজন্য বিষয়টি মুনাফা ভিত্তিক হয়ে যাবে।'

এর বাইরে দামের সাথে ট্যাক্স ও টোল দিতে হবে। নেপাল ও ভারত থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আনার জন্যে সঞ্চালন ফি সম্ভবত থাকতে পারে। সব মিলিয়ে সরাসরি নেপাল থেকে বিদ্যুৎ না আনতে পারার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য কতটা লাভজনক থাকবে সেই প্রশ্ন তুলছেন অধ্যাপক আকাশ। সূত্র: নয়া দিগন্ত

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অবহেলা চিকিৎসকদের মৃত্যুর জন্য দায়ী

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া নিম্নমানের সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহারের কারণে চট্টগ্রামের ১২ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)। সংগঠনের নেতাদের দাবি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিয়েছেন ডাক্তাররা। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বলি হচ্ছেন তারা।

বেশিরভাগ চিকিৎসক মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অবহেলা চিকিৎসকদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বর্তমানে করোনা হাসপাতালের অধিকাংশ বেড খালি। কিন্তু গত তিন মাসে হাসপাতালগুলোতে করোনা রোগীর চাপ ছিলো ভয়াবহ। রোগীর তুলনায় চিকিৎসক ছিলো অপ্রতুল।

বিএমএর তালিকা অনুযায়ী, চট্টগ্রামে মোট চিকিৎসক ৪ হাজার ৩৪৯ জন। এর মধ্যে ৪২৪ জন করোনায় আক্রান্ত। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৮ জন। আক্রান্ত চিকিৎসকের মধ্যে যাদের শারীরিক জটিলতা বেশি তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বেশিরভাগ চিকিৎসক হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

চট্টগ্রামে গত এপ্রিলে দুজন চিকিৎসক আক্রান্ত হলেও মে মাসে শনাক্ত হয়েছেন ৮৬ জন। জুনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৩ জন। সর্বশেষ চলতি মাসের গত ২১ দিনে ১৪৩ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। করোনার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১২ চিকিৎসক।

চট্টগ্রামে করোনায় মারা যাওয়া চিকিৎসকরা হলেন আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালের গাইনি বিভাগের রেজিস্ট্রার ডা. সুলতানা লতিফা জামান আইরিন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের (চমেক) অর্থোপেডিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সমিরুল ইসলাম বাবু, মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসক নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডা. ললিত কুমার দত্ত, চমেকের জরুরি বিভাগের (ইএমও) ডা. মুহিদুল হাসান, বেসরকারি মেরিন সিটি মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. এহসানুল করিম, বেসরকারি মেট্রোপলিটন হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. নুরুল হক, জেমিসন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সাদেকুর রহমান, ডা. আরিফ হাসান, চসিকের অবসরপ্রাপ্ত ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডা. জাফর হোসেন রুমি। তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া বাকি ৮ জনই বেসরকারি হাসপাতাল ও প্রাইভেট চেম্বারে প্র্যাকটিস করতেন।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার কারণেই চিকিৎসকদের এই দশা। তারা লুটপাটে ব্যস্ত চিকিৎসকদের সুরক্ষাসামগ্রী, পিপিই ছাড়া নামিয়ে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুঝুঁকিতে। বেশিরভাগ পিপিই মাস্ক নকল, মানসম্মত নয়। এর ফলে চিকিৎসক সংক্রমিত হয়ে পরিবারের সদস্যদেরও আক্রান্ত করেছে। এখনো সময় আছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিকিৎসকদের কথা ভাবতে হবে। না হলে সেবা দেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না।

বিএমএর কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ডা. শেখ শফিউল আজম বলেন, নিম্নমানের সুরক্ষাসামগ্রীর কারণে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসকরা। এ ছাড়া যথাযথভাবে পিপিই পরিধান পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকভাবে মানা হয়নি। সেরকম প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। চিকিৎসকদের পাশে অন্যান্য যেসব স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন তাদের অনেকের পিপিই নেই। যাদের আছে তারাও ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানেন না। ফলে চিকিৎসকরা সংক্রমিত হয়েছে দ্রুত।

তিনি আরও বলেন, সরকারিভাবে পিপিই ও মাস্ক দেওয়া হচ্ছে। তাও আদৌ আসল, নাকি নকল আমরা জানি না। কিন্তু চিকিৎসকরা সেগুলো ব্যবহার করেই সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। নকল ও মানহীন সুরক্ষাসামগ্রী পরিধানের ফলে করোনা পজিটিভ রোগীর সংস্পর্শে এসে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসকরা। যারা এসব নকল ও মানহীন সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করেছেন সেসব ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমাদের সময়

ইয়ামান | মুরতাদ হুতী ও হাদি বাহিনীর উপর মুজাহিদদের পৃথক হামলা, নিহত ২ আহত আরো অনেক

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় মধ্য ইয়ামানে সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ হাদী বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

এর আগে অর্থাৎ গত ২১ জুলাই, ইয়ামানের রাদা রাজ্যের "আল-কার্নান" এলাকায় মুরতাদ শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের একটি ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যার ফলে মুরদাদ হুতী বিদ্রোহীদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর এক কমান্ডার নিহত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক অন্যতম শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদিন ইয়েমেনী মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর এক কমান্ডারকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

আল-কায়েদা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত ২২ জুলাই আনসারুশ শরিয়াহ্ (একিউএপি) এর জানবাজ মুজাহিদিন ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের আল-মাহফাদ শহরে একটি সাফল হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের উক্ত হামলার টার্গেটে পরিণত হয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর "আব্দুর রব মানসুর" নামক এক কমান্ডার। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ তাদের লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হন, যার ফলে ঘটনাস্থলেই ইয়েমেনি মুরতাদ বাহিনীর উক্ত কমান্ডার নিহত হয়।

একই শহরের আল-হাক এলাকায় ইয়েমেনী মুরতাদ বাহিনীর একটি অবস্থানেও ঐদিন হামলা চালিয়েছেন একিউএপি এর জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মালি | মুজাহিদদের বোমা হামলায় এক ফরাসী ক্রুসেডার নিহত, আহত আরো ২ ক্রুসেডার

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর মুজাহিদিন ক্রুসেডার ফরাসী সৈন্যদের একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে ৩ এরও অধিক ক্রুসেডার নিহত ও আহত হয়েছে।

আফ্রিকা ইনফো এর বরাতে জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে, মালির গাও প্রদেশ থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরের গোসি অঞ্চলে দখলদার ফ্রান্সের ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছে জিএনআইএম এর জানবায মুজাহিদিন। উক্ত হামলায় ক্রুসেডার ফরাসী (ফ্রান্স) বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযানটি।

এদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঐদিন বিকালে একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বার্তায় ক্রুসেডার ফ্রান্স দাবি করেছে যে, বৃহস্পতিবার মালিতে আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় তাদের ১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে সামরিকযানে থাকা আরো ২ ক্রুসেডার।

এটি লক্ষণীয় যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স মালিতে নিজেদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং বিশ্ব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে এই অঞ্চলে ইসলাম ও নিজ ভূমির প্রতিরক্ষায় লড়াইরত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ৫ হাজারেরও বেশি দখলদার ফরাসী সৈন্যকে মোতায়েন করে রেখেছে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে বর্তমানে ৬০ হাজারেরও অধিক দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, এর সাথে রয়েছে স্বজাতীয় কয়েক লাখ গাদ্দার, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে ক্রুসেডার বাহিনীর কাছে নিজেদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়েছে।

২৪শে জুলাই, ২০২০

খোরাসান | বিমান হামলা চালিয়ে ৪৫ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করল মুরতাদ কাবুল বাহিনী

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনী বিমান হামলা চালিয়ে ৪৫ জন আফগান বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। এই হামলায় আহতও হয়েছে অনেক নিরাপরাধ মানুষ। তালেবান জানিয়েছে, এই ধরণের হামলা চলতে থাকলে ময়দানেই এর কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তাঁরা।

গত বুধবার রাতে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশ মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর দ্বারা এই নির্মম ও নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। তালেবান নিয়ন্ত্রিত ইদ্রীসখান জেলায় একজন তালেবান কমান্ডারের বাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালায় মুরতাদ বাহিনী।

ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ এই নির্মম ও নৃশংস হামলার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হামলাটি চালানো হয়েছে সাম্প্রতিক বাগরাম কারাগার হতে চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিপ্রাপ্ত "খালিদ বিন ওয়ালিদ নাজ্বার" নামক একজন তালেবান কমান্ডারের বাড়িতে। যখন তাকে দেখতে গ্রামবাসী ও তাঁর আত্মীয় স্বজন বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলো। আর ঠিক এমন সময়ই কাপুরুষ কাবুল বাহিনী তার বাড়ি লক্ষ্য করে পর পর দুইবার বিমান হামলা চালিয়েছে। যার ফলে বৃদ্ধ, শিশু, মহিলাসহ নিরাপরাধ ৪৫ জন বেসামরিক আফগান নাগরিক শহিদ হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন।

তালেবানদের নিযুক্ত জেলা গভর্নর আলি আহমেদ ফকির ইয়ার জানিয়েছেন, বুধবার রাতে পর পর দুইটি এয়ার রেড (বিমান হামলা) হয়। বিমান থেকে একের পর এক বোমা ফেলা হয়। নিমেষের মধ্যে গোটা এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তালেবান অধ্যুষিত এই এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় বিমান হামলায় বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে তালেবান মুখপাত্র তাঁর লিখিত বিবৃতি আরো জানান যে, সম্প্রতি যে সমস্ত তালেবান মুজাহিদিন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, এই ঘটনার পর তারা আবার হাতে অস্ত্র তুলে নেবে এবং মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ও এই ধরনের হামলায় সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালানো হবে, যা ক্রিয়া স্বরুপ নয় বরং শত্রু বাহিনীর হামলার প্রতিক্রিয়া স্বরুপই চালানো হবে।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর ২টি পোস্ট গুড়িয়ে দিয়েছেন মুজাহিদিন, নিহত ২৪ এরও অধিক

মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ২টি চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা গুড়িয়ে দিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ। এতে ২৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ্) তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের কারাবাগ জেলায় গতরাতে শত্রুদের ২ টি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এসময় মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে মুরতাদ বাহিনীর উভয় চেকপোস্ট গুড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও মুজাহিদদের এই অভিযানে অত্যাচারী কমান্ডার জাফরসহ ১৯ সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র।

তালেবান মুখপাত্র আরো জানান যে, এই চেকপোস্টগুলো থেকে বেসামরিক লোকদেরকে হয়রানী ও তাদের উপর হামলা চালাচ্ছিল কাবুল বাহিনী। তাই মুজাহিদগণ চেকপোস্ট ২টি গুড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি আরো যোগ করেন যে, উক্ত চেকপোস্ট ২টির মুরতাদ সৈন্যদেরকে সহায়তার লক্ষ্যে আসা সৈন্যদের উপরেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ছে, নিহত হয়েছে আরো ৫ সেনা সদস্য। বাকি সৈন্যরা আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল ছেড়ে পলায়ন করেছে।

কেনিয়া | ক্রুসেডার সৈন্যদের ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৬ আহত ১০ এরও অধিক

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন, এতে ১৬ এরও অধিক ক্রুসেডার নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

"শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর" প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গরিসা অঞ্চলে অবস্থিত দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৬ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১০ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে উক্ত এলাকায় ক্রুসেডার বাহিনীকে সহায়তার লক্ষ্যে দেশটির রাজধানী হতে অস্ত্র ও গুলাবারুদ ভর্তি একটি সামরিক কনভয় প্রেরণ করা হয়েছিলো। কিন্তু ক্রুসেডার বাহিনীর উক্ত কনভয়টি গারিসা শহরের নিকটে আসলেই মুজাহিদদের বোমা হামলার শিকার হয়। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর অস্ত্র ও গুলাবারুদ ভর্তি একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁছাতে কনভয় নিয়ে রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করে।

মুসলিম নারীদের নেকাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ক্রুসেডার জার্মানি

জার্মানির বাডেন ওয়ারটেম্বার্গ স্টেটের স্কুলগুলোতে মুসলিম নারীদের চেহারা ঢেকে রাখা এবং নেকাব পরিধান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

জার্মান মিডিয়াগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিম জার্মানের বাডেন ওয়ারটেম্বার্গ স্টেটে সেখানকার সমস্ত স্কুলে মুখ ঢাকা এবং নেকাব পরিধান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

সূত্রের তথ্যমতে, সেখানকার সিটি কাউন্সিল মুখ ঢাকা এবং নেকাব পরিধানের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সূত্র: ডেইলি জং

খোরাসান | তালেবান নিয়ন্ত্রিত লোগার প্রদেশে মুজাহিদদের সামরিক টহলের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত লোগার প্রদেশে কনভয় নিয়ে টহল দিচ্ছেন। আর তারই কিছু চিত্র ধারণ করেছেন আল-ইমারাহ স্টুডিও এর কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/07/24/40608/

এবার পাকা ব্রিজে বাঁশের সাঁকো!

বরিশালের বানারীপাড়ায় সৈয়দকাঠী ইউনিয়নের ইন্দেরহাওলা গ্রামে বেহাল হয়ে পড়া পাকা ব্রিজে বাঁশের সাঁকো বসানো হয়েছে। ওই সাঁকো দিয়ে চলাচল করছেন স্থানীয়রা। এ ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন শত শত মানুষ আউয়ার বাজার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পার্শ্ববর্তী উজিরপুর উপজেলার হারতা বাজারে আসা-যাওয়া করে থাকেন। ব্রিজ সংলগ্ন মসজিদে মুসল্লিদের দিন-রাত কষ্ট করে নামাজ আদায় করতে যেতে হয়। বিশেষ করে এ ব্রিজ দিয়ে চলাচল করতে বৃদ্ধজন, নারী ও শিশুদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

নিম্নমানের নির্মাণ করা জনগুরুত্বপূর্ণ এ ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় দেবে গিয়ে চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্রিজটি ভেঙে নতুন ব্রিজ নির্মাণ কিংবা সংস্কারে কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় নিরুপায় হয়ে স্থানীয়রা ব্রিজের ওপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে চলাচল করছেন। কিন্তু যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

এদিকে যেকোনো সময় ব্রিজটি সম্পূর্ণ ভেঙে খালে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে সৈয়দকাঠি ইউপি চেয়ারম্যান আ. মন্নান মৃধা জানান, নিন্মমানের নির্মাণের ফলে জনগুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি দেবে গিয়ে চলাচল অনুপযোগী হয়ে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বানারীপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম ফারুক জানান, ব্রিজটি ভেঙে সেখানে গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। কালের কণ্ঠ

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের তিন সড়ক এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সকালে স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড-এর শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত জুন মাসের বকেয়া বেতন এখনো দেওয়া হয়নি তাদেরকে। তাই বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে কারখানার পাশে অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। এর সঙ্গে অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ছুটি ভাতা ও ওভারটাইম।

শ্রমিকরা আরো জানান, বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালনের একপর্যায়ে তারা ঢাকা-জয়দেবপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে। এসময় শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে তারা বিক্ষোভ ও অবরোধ বন্ধ করেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. জিন্নাত আলী জিন্নাহ জানান, মাতৃত্বকালীন ছুটি ভাতা, ওভারটাইম ও জুন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। পরে কারখানার কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা কর্মসূচি তুলে নেন। কালের কণ্ঠ

সরকারি অবস্থাপনায় কেবল একটি প্রকল্পেই ব্যয় বাড়ছে ৩১১৭ কোটি টাকা!

বিদেশী ঋণনির্ভরতার কারণেই অনেক প্রকল্প থমকে গেছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে টানাপড়েনের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পটির কাজ পাঁচ বছরেও শুরু হয়নি। পুরো ৫টি বছরই মাটি হলো। যে প্রকল্পটি পাঁচ বছরে শুরুই করা গেল না, অনুমোদিত মেয়াদে যার অগ্রগতি মাত্র ৫ শতাংশ সেই প্রকল্পটির ব্যয় এখন এক লাফে ৩ হাজার ১১৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতিই নেই, অথচ পরামর্শক খাতে খরচ বাড়ছে ২১২ কোটি টাকা। এখন ঋণদাতাদের পরামর্শেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকা ওয়াসার প্রস্তাবনার তথ্যানুযায়ী দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নির্ভরতা কমানো, ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর মাধ্যমে স্থাপিত প্ল্যান্ট-১ ও প্ল্যান্ট-২সহ প্রস্তাবিত প্ল্যান্ট-৩ এর জন্য স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, বিদ্যমান প্ল্যান্ট-১ ও প্ল্যান্ট-২ এ ৪৫ কোটি লিটার দৈনিক এবং প্রস্তাবিত প্ল্যান্ট-৩ এ ৪৫ কোটি লিটার দৈনিক অর্থাৎ ৯০ কোটি লিটার দৈনিক অপরিশোধিত পানি সরবরাহের জন্য টুইন র'ওয়াটার ট্রান্সমিশন লাইনসহ ইনটেক পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা এই প্রকল্পের কাজ।

প্রকল্পের পটভূমি : পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা মূলত ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে প্রতি বছর পানির স্তর ২ থেকে ৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে; যা শুধু পরিবেশের জন্যই হুমকি নয়, বরং ভবিষ্যতে খাবার পানি সরবরাহের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এই বিবেচনায় ঢাকা ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ঢাকা শহরে সরবরাহকৃত ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির অনুপাত ৭৮:২২। ঢাকা ওয়াসার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকা সিটির জন্য পানির মাস্টার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা

অনুযায়ী আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অনুপাত ৩০:৭০ এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। প্রকল্পটি চার হাজার ৫৭৯ কোটি ৩৬ লাখ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০২০ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর একনেকে অনুমোদন দেয়া হয়। তাতে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে ঋণ নেয়া হবে ৩ হাজার ৫৩ কোটি ৫৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা। যা ডানিডা, এএফডি, কেএফডব্লিউ ও ইআইবি থেকে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ঋণদাতাদের সাথে টানাপড়েনের কারণে প্রকল্প খরচ ৬৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৭ হাজার ৭১৪ কোটি ৩ লাখ ৯৩ হাজার টাকায় উন্নীত হলো।

প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক সেবা, ৪৫ কোটি লিটার দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, ইনটেক র'ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ, ৩টি ফেজের জন্য কর্দমা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, ৫২ দশমিক ৮ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন, প্রায় ৫৪ কিলোমিটার সরবরাহ লাইন স্থাপন, যানবাহন ও কম্পিউটার কেনা।

সংশোধনের কারণ : প্রকল্পটি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাঠপর্যায়ের কাজই শুরু করা সম্ভব হয়নি। কারণ, প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে এএফডি কর্তৃক সাড়ে ১১ কোটি ইউরো সমতুল্য ১২ কোটি ৯৭ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও ইআইবি ৮ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পাশাপাশি ডানিডাও ২০ কোটি ডরার প্রদানের আশ্বাস দেয়। তবে ডানিডা ঋণ শুধুমাত্র প্রকল্পে পানি শোধনাগার ও স্লাজ শোধনাগার বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। আর এএফডি ও ইআইবি অংশের ঋণ দিয়ে প্রকল্পের ইনটেক টুইন র'ওয়াটার টান্সমিশন লাইন ও পরিশোধিত পানি বিতরণ লাইন বাস্তবায়নের বিষয়টি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ঋণদাতা তিনটি সংস্থার মধ্যে একটি সভা হয় প্যারিসে। সেখানে অর্থায়ন নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তারা সবাই এই প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করে। এ দিকে, ডানিডার প্রতিশ্রুত ঋণ প্রস্তাবটি বাধা পাওয়াতে ডিপিপি অনুমোদনের পর ইআইবির পক্ষ থেকে প্রকল্পে অর্থায়নে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইআইবি তাদের অভ্যন্তরীণ কারণে প্রকল্পে অর্থায়ন ৭ কোটি ৬০ লাখ ইউরো থেকে কমিয়ে ৪ কোটি ইউরোর বেশি অর্থায়ন সম্ভব হবে না বলে জানায়। আর এপ্রিল মাসে মিশন বাতিল করে ইআইবি।

পরে সরকার নতুন করে উন্নয়ন সহযোগী খোঁজার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে (ইআরডি) অনুরোধ জানায়। দীর্ঘ আলোচনার পর কেএফডব্লিউ ৯ কোটি ইউরো ঋণ দিতে সম্মত হয়। তারা ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ইনটেক সাইট পরিদর্শন করে। প্রকল্পের এলাকায় মেঘনা নদীর পাড়ে আমান ইকোনমিক জোনসহ অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কল-কারখানার দূষিত বর্জ্যের কারণে নদীদূষণ ইস্যুতে ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর চার রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর পত্র লিখেন। এতে করে এক সময় ঋণচুক্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরে মেঘনা নদী দূষণমুক্ত রাখা হবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। এরপর ২০১৮ সালের মাঝামাঝিতে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর ডানিডার সাথে আর্থিক সম্মতিসম্পন্ন হয়। ২০১৩ সালের রেট শিডিউলের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় প্রকল্পে। এখন ২০২০ সালে নতুন রেট শিডিউল হওয়াতে নতুন করে প্রাক্কলন করতে হচ্ছে।

ঢাকা ওয়াসা বলছে, ঢাকা শহরের চার পাশের নদী যেমন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগে পানির দূষণমাত্রা অনেক বেশি। যার কারণে সেসব নদীর পানি পরিশোধনের অযোগ্য। তাই মেঘনা নদী থেকে পানি নিয়ে আসা ছাড়া এখন অন্য কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়োগকৃত পরামর্শকদের সুপারিশের কারণে ১০ কিলোমিটার পানির লাইনের এলাইনমেন্টসহ বেশ কিছু কাজ নতুন করে যুক্ত হয়েছে। তারা বলছে, প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগের জন্য কমপক্ষে দেড় থকে ২ বছর সময় লাগবে। এ ছাড়া নির্মাণকাজের জন্য সাড়ে তিন বছরের মতো সময় প্রয়োজন হবে। তাই মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ব্যয় পর্যালোচনায় পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উইং বলছে, ডিজাইন ও নির্মাণকাজ সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক খাতে খরচ ২১২ কোটি ৩১ লাখ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেখানে প্রকল্পের মূল কাজ এখনো শুরুই হয়নি সেখানে এই খাতে এত ব্যয়? বিদেশী ঋণে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলো অনুমোদনের আগেই তাদের সাথে ঋণচুক্তি সম্পন্ন করা হলে এই ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না। সূত্র: নয়া দিগন্ত

আওয়ামী সরকারের নিয়োগকৃত এমডিতে বিপর্যস্ত ওয়াসা

বর্ষা আসে বর্ষা যায়, দিন বদলায়, কাল বদলায়, বদলায় না শুধু ঢাকা ওয়াসার সেবা। শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট আর বর্ষায় হাবুডুবু, নালা-খালে পয়োবর্জ্য। তারপরও সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) আশা, ওয়াসা ঘুরে দাঁড়াবে। ১০ বছর পরও এই ঘুরে দাঁড়ানো শেষ হয়নি, শেষ হয়নি এই শীর্ষ কর্মকর্তার মেয়াদও।

টানা পাঁচবার নিয়োগ পাওয়া এই কর্মকর্তার নিজের নিয়োগ, তাঁর মাধ্যমে দেওয়া অন্যদের নিয়োগসহ নানা ক্ষেত্রে আছে বিতর্ক। দুর্নীতির অভিযোগ গেছে দুদক পর্যন্ত। কিন্তু কোনো কিছুরই ফয়সালা হয় না। এমডির ভয়ে কর্মকর্তারা মুখ খোলেন না। জনসেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি এখন এমডি–শাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা ওয়াসার। সে সময়ের একটি অধ্যাদেশ অনুযায়ী চলত সংস্থাটি। পরে ১৯৯৬ সালে 'ওয়াসা অ্যাক্ট' নামে নতুন আইন হয়।

এই আইন অনুযায়ী সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমডি। বোর্ড চেয়ারম্যান থাকলেও সভা ডাকা ছাড়া তাঁর একক কোনো ক্ষমতা নেই।

এমডির বিতর্কিত নিয়োগ

ঢাকা ওয়াসার আইন অনুযায়ী ওয়াসা বোর্ডের সুপারিশ বা প্রস্তাবের পর সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াতেই ২০০৯ সালে ওয়াসার এমডি পদে আসীন হন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান। এ ক্ষেত্রে ওয়াসা বোর্ড নজিরবিহীন জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ আছে।

শীর্ষ কর্মকর্তার টানা পাঁচবার নিয়োগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন আইনের যথাযথ অনুসরণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি

প্রথমবারের নিয়োগসংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এমডি নিয়োগের জন্য ওয়াসা বোর্ড ২০০৯ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনে অথবা সিনিয়র পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ২০ বছরের আবশ্যিক অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়। ওই সময় এই পদের জন্য তাকসিম এ খানের জমা দেওয়া জীবনবৃত্তান্ত অনুযায়ী, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। অভিযোগ রয়েছে, ওই সময়ের ওয়াসা বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাকসিমের সখ্য থাকায় মৌখিক পরীক্ষায় তাঁকে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া হয়।

প্রথম দফার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ওয়াসা বোর্ডের ১৯৮তম সভায় তাকসিম এ খানের মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সে সময়ের স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এক বছর মেয়াদ বাড়ান। এরপর ওয়াসা বোর্ডের আরেকটি সভায় সিদ্ধান্ত হয়, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী দেশে না ফেরা পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। কিন্তু মন্ত্রী দেশে ফেরার আগেই এমডির মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়। এর পরবর্তী ওয়াসার বোর্ড সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং নিয়োগটি বিধিসম্মত হয়নি বলে জানানো হয়। এ ঘটনায় বিব্রত বোধ করে বোর্ড।

চতুর্থ দফায় ওয়াসা বোর্ড আবারও তাকসিম এ খানের মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। ওই সময়ের মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এক বছর কেটে দিয়ে দুই বছরের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠালে তা অনুমোদিত হয়। উল্টো ঘটনা ঘটে পঞ্চম দফায়। এবার ('১৭ সালের আগস্টে) তাকসিমের মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানোর জন্য ওয়াসা বোর্ডকেই নির্দেশ দেয় মন্ত্রণালয়। বোর্ড মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মেনে প্রস্তাব পাঠায় এবং আবারও তিন বছরের জন্য নিয়োগ পান তিনি।

তবে এ ধরনের নির্দেশনা পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ওই সময়ের বোর্ড চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, তাঁর বোর্ডের সুপারিশে এমডি নিয়োগ হয়নি। আগের বোর্ডের সুপারিশে সব হয়েছে।

এভাবে এমডির নিয়োগ নিয়ে গত সোমবার একটি বিবৃতি দিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বিবৃতিতে ঢাকা ওয়াসায় সুশাসন নিশ্চিত করতে শীর্ষ পদে নিয়োগে আইনের যথাযথ অনুসরণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

ঢাকা ওয়াসার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় এমডি পদে থাকার ইতিহাস গড়া তাকসিম এ খানের কাছে টিআইবির এই বিবৃতির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি একটি লিখিত বক্তব্য দেন। ইংরেজিতে লেখা এই বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে, সরকারের অনুমোদন (মন্ত্রণালয় বা সরকারপ্রধান) সাপেক্ষে ওয়াসা বোর্ড এমডি নিয়োগ দেয়। তাই এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। তবে নথিপত্র (টিআইবির বিবৃতি) হাতে পেলে ওয়াসা বোর্ড বা ব্যবস্থাপনা পর্ষদ জবাব দিতে পারে।

এ সম্পর্কে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বিধিসম্মতভাবে কাউকে পাঁচ দফা নয়, আরও বেশি নিয়োগ দিলেও টিআইবির আপত্তি নেই। কিন্তু তাকসিম এ খানের নিয়োগটি বিতর্কিত। প্রথমবার নিয়োগ দেওয়ার সময় বিজ্ঞপ্তিতে যে যোগ্যতা-দক্ষতা-অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছিল, তা তাকসিম খানের ছিল না। তাঁর পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিধি মানা হয়নি।

তাকসিম খানের পঞ্চম দফার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ১৪ অক্টোবর। এখন ষষ্ঠ দফায় নিয়োগের জন্য চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। ওয়াসার পরবর্তী বোর্ড সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। বোর্ড চেয়ারম্যান এম এ রশিদ সরকার করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় গত সপ্তাহের নির্ধারিত সভা হয়নি।

এমডির নিয়োগপ্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ হওয়া উচিত বলে মনে করেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ওয়াসার আইনটিও এমন হওয়া উচিত, যাতে একজন দীর্ঘদিন একই পদে থাকতে না পারেন।

দুর্নীতির অভিযোগ

প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো, ঠিকাদার নিয়োগে সিন্ডিকেট, ঘুষ লেনদেন, পদ সৃষ্টি করে পছন্দের লোককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, অপছন্দের লোককে ওএসডি করাসহ বিস্তর অভিযোগ ওয়াসার এমডির বিরুদ্ধে। গত বছর ওয়াসার ১১টি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়েছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াসার প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় না। নানা প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের নকশা ও বিবরণ অনুযায়ী কাজ করা হয় না। প্রকল্পে পরামর্শক ও ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন কিছু শর্ত আরোপ করা হয়, যাতে নির্দিষ্টসংখ্যক ঠিকাদার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। এ ছাড়া ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট পদ্ধতি ও রাজনৈতিক পরিচয় এবং কাজ পাওয়ার বিনিময়ে ঘুষ লেনদেন বর্তমানে একটি প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুদকের প্রতিবেদন বলছে, ব্যক্তিমালিকানাধীন গভীর নলকূপ স্থাপন, মিটার রিডিং ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়।

দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকসিম খান মন্ত্রণালয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। নিয়োগ-পদোন্নতি নিয়ে জানতে চাইলে গতকাল তিনি বলেন, তাঁর কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ না আসায় তিনি এ ব্যাপারে কথা বলবেন না।

এমডির নিয়োগ দেওয়া আরও দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে গত বছর একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। দুদক অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দিয়েছিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে। মন্ত্রণালয় একটি কমিটিও করে। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জহিরুল ইসলাম। গতকাল তিনি বলেন, পাঁচ–ছয় মাস আগে তিনি তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। তদন্তে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে কি না, জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে ওয়াসার ওয়েবসাইটে দেওয়া জনবলকাঠামো অনুযায়ী সংস্থাটিতে পরিচালক নামে কোনো পদ নেই। কিন্তু ওয়াসার এমডি পছন্দের দুজন ব্যক্তিকে পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছেন। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠতার ক্রম ডিঙিয়ে একাধিক পদে পদোন্নতি দেওয়ার ঘটনাও আছে। অন্যদিকে গণমাধ্যমে কথা বলার অপরাধে একজন কর্মকর্তাকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

ওয়াসার কোনো কর্মকর্তা গণমাধ্যমে বক্তব্য দিতে চান না। কোনো এলাকায় একটি পানির পাইপ ফেটে গেলেও কেউ বক্তব্য দেন না। এমডির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

কতটা ঘুরে দাঁড়াল ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসার মূল দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করা। তাকসিম এ খান দায়িত্ব গ্রহণের পর সেবার মান বাড়াতে ২০১০ সালে 'ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা' নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়। এখন ১০ বছর পর দেখা যাচ্ছে, সেবা প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়েনি, গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে, জলাবদ্ধতা কমেনি, বরং বেড়েছে।

জানা গেছে, ঢাকা শহরে প্রথম পানি শোধনাগার হয়েছিল ১৮৭৪ সালে, ওয়াসা প্রতিষ্ঠারও বহু আগে। কিন্তু এখনো ঢাকার সব জায়গার মানুষ সমানভাবে পানি পায় না। শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় পানির সংকট থাকে। এ ছাড়া পানির মান নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও গত ১২ বছরে অন্তত ১৩ বার পানির দাম বেড়েছে। ২০০৯ সালে যে পানির দাম ছিল পৌনে ৬ টাকা, এখন তা ১৪ টাকা ৪৬ পয়সা।

ওয়াসার হিসাব বলছে, ঢাকার ৮০ শতাংশ এলাকায় এখনো পয়োবর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঢাকা ডুবে যাওয়া এখন দৃশ্যমান। ওয়াসা এমন ঘুরে দাঁড়িয়েছে যে খোদ সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের সামনেই জলাবদ্ধতা হয়।

এ বিষয়ে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ঢাকা ওয়াসা জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সব জায়গায় এখনো পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারেনি সংস্থাটি। প্রথম আলো

২৩শে জুলাই, ২০২০

সোমালিয়া | ১০টি বোমা হামলার মাধ্যমে রাজধানীতে শক্তির জানান দিলো হারাকাতুশ শাবাব

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের পরিচালিত ১০টি শক্তিশালী বোমা হামলায় কেঁপে উঠেছে রাজধানীর অলিগলি।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ২৩ জুলাই ভোর রাতে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বিভিন্ন স্থানে ১০টি শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন। যা সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী থেকে জানা গেছে, মুজাহিদগণ তাদের এসকল শক্তিশালী বোমা হামলাগুলো রাজধানীর হুলডাক, ওয়ার্দাকলি, ডেনালি, ইয়াকশাদ ও কারাণা নামক এলাকাগুলোতে পরিচালনা করেছেন।

এসকল এলাকায় মুজাহিদদের বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ব্যারাক, সমাবেশ এবং সরকারী মিলিশিয়াদের কেন্দ্রগুলি। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর মাঝে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

খোরাসান | হিজব-ই-ইসলামির এক কমান্ডারের নেতৃত্বে ৬০ সদস্যের একটি দল তালেবানে যোগ দেয়েছে

আফগানিস্তানের হিজব-ই-ইসলামির প্রধান হেকমতিয়ারের প্রভাবশালী কমান্ডার তার ৬০ যোদ্ধাকে নিয়ে তালেবানদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন জানিয়েছেন যে, পারওয়ান প্রদেশের "সিয়াগার্ড" জেলায় (হিজব-ই-ইসলামী) হেকমতিয়ারের প্রভাবশালী এক কমান্ডার এবং তাঁর কয়েক ডজন সশস্ত্র যোদ্ধা হেকমতিয়ারের বাহিনী ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছে, এসময় তারা তালেবান সরকারের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন।

বিবৃতিতে হিজব-ই-ইসলামীর উক্ত প্রভাবশালী নাম জানানো হয়েছে "খারনোওয়াল দাদুল্লাহ", যিনি জেলার "চরদি" এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। সে তার ৬০ সহযোদ্ধাকে নিয়ে পারওয়া প্রদেশের তালেবান গভর্নর ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান দায়িত্বশীলদের হাতে তালেবান নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে তালিবান নেতারা হেকমতিয়ারের বাহিনী থেকে আগত এসকল যোদ্ধাদের আনুগত্যের বায়াত স্বীকার করেছেন এবং তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হিযব-ই-ইসলামীর এসকল সদস্যরা চিরকাল ইসলামী ইমারাতের তালেবান মুজাহিদিনকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

লক্ষণীয় যে এই ঘটনা প্রথমবার নয় , হিযব-ই-ইসলাম-সম্পর্কিত যোদ্ধারা তালেবানে যোগ দিয়েছে। রুশ বিরোধী প্রাক্তন জিহাদি গ্রুপের অনেক নেতা ও সৈন্যরা এর আগেও বেশ কয়েকটি প্রদেশে তালিবানে যোগ দিয়েছে এবং তালেবানের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। তারা তালেবান সরকারের নেতৃত্বে জিহাদ অব্যাহত রেখেছে।

খোরাসান | সালাম টেলিকম সংস্থার সকল কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার দেশটির সালাম টেলিযোগাযোগ সংস্থার সকল কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সংস্থাটির কেন্দ্র, স্তম্ভ এবং টাওয়ারগুলো লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ জারি করেছে।

গত বুধবার, ২২ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী তালেবান সরকার সংস্থাটির বেশ কিছু কার্যক্রমের কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, সালাম টেলিযোগাযোগ সংস্থাকে বারবার সতর্ক করার পরেও সংস্থাটি তালেবানদের নিরাপত্তা কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছে। বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে, সংস্থাটি তাদের কর্মী, সরঞ্জাম ও যানবাহনকে মুরতাদ কাবুল সরকারে গোয়েন্দা জন্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে। সংস্থাটি আফগান জনসাধারণ ও তালেবান মুজাহিদদের বিভিন্ন তথ্য সরবারহ, তাদের অবস্থান শনাক্তকরার পর তা মুরতাদ কাবুল সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করতো। ইতোপূর্বে সংস্থাটির এধরনের কার্যক্রমের কারণে তালেবান সরকার তাদের সতর্কও করেছিলো, কিন্তু বারবার নিয়মভঙ্গ করার কারণে এবার তালেবান সরকার সংস্থাটির সকল কেন্দ্র, স্তম্ভ এবং টাওয়ারগুলো লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ জারি করতে বাধ্য হয়েছেন।

বার্তাটিতে তালেবান তাদের তাওহীদ প্রিয় জনগণের ব্যাপারেও এই নির্দেশ জারি করেছে যে, ইমারতে ইসলামিয়ার সমস্ত নাগরিক যেন সালাম টেলিযোগাযোগ সংস্থার সিম কার্ড ব্যবহার করা পরিহার করেন। আর যদি কেউ এই সংস্থার সিম কার্ডটি ব্যবহার করে এবং পরে তা খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে এই ব্যাপারে আইনত ব্যাবস্থা নেয়া হবে ।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ২, আহত আরো ২ এর অধিক

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ জুলাই সন্ধ্যায় সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আউদাকলী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে এক বার্তায় জানিয়েছেন, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

খোরাসান | জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাবুল-কান্দাহার হাইওয়েতে পাহারা দিচ্ছেন তালেবান

মারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোর জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরণের উদ্ধোগ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এরি ধারাবাকিতায় তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রিত হাইওয়েগুলোতে নজরদারী বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কাবুল-কান্দাহার হাইওয়েতেও খুব সতর্কতার সাথে পাহারাদারি করছেন তালেবান যোদ্ধারা।

হাইওয়েগুলোতে মুজাহিদগণ কিভাবে তাদের কার্যক্রম আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং জনসাধারণ তালেবানদের এধরণের নিরাপত্তামূলক উদ্ধোগগুলোকে কিভাবে দেখছেন, এসকল বিষয়গুলো পরিদর্শনের পর তালেবানদের আল-ইমারাহ স্টুডিওর কর্মকর্তাগণ একটি ভিডিও সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন।

স্বাক্ষাতকারে সাধারণ জনগণ ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তালেবানদের এসকল উদ্ধোগকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা তালেবান সরকারের প্রতি তাদের আস্থা এবং ভালোবাসার কথাও প্রকাশ করেছেন।

খোরাসান | তালেবান পরিচালিত সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে নানামুখী কর্মপন্থা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার তালেবানদের শিক্ষা কমিশন তাদের অধীনস্থ লোগার প্রদেশের মুহাম্মদ আগা জেলার সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছে আল-ইমারাহ স্টুডিও।

https://alfirdaws.org/2020/07/23/40573/

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ৩টি অভিযানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৩৭ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তালেবান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানা গেছে, ২২ জুলাই আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের আইনোমিনা এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি কৌশলগত স্থানে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে জেলা সামরিক মুখপাত্র এবং ৩ কমান্ডারসহ ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। জীবন বাঁছাতে পলায়ন করেছে আরো ৪ সেনা।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ১টি গাড়ি, ২টি মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরণের আরো ১৬টি অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

একই প্রদেশের আরগিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান, যার ফলে কমান্ডার নাসিবুল্লাহ্ সহ আরো ১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে কান্দাহর প্রদেশের শিফা এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের একটি চৌকিতে একাই একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন একজন তালেবান মুজাহিদ।এসময় চৌকিতে থাকা ৫ মুরতাদ সৈন্যকেই তিনি হত্যা করতে সক্ষম হন। অভিযান শেষে তিনি মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি, ১টি রকেট ও ৫টি ক্লাশিনকোভ সহ অন্যান্য বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

অপরদিকে রোজগানের প্রাদেশিক রাজধানীর নিকটে তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলা চালানোর চেষ্টা চালিয়েছিল মুরতাদ বাহিনী। কিন্তু তালেবান মুজাহিদদের তীব্র জবাবী হামলার মুখে মুরতাদ বাহিনীর অভিযানের স্বপ্ন ব্যর্থতার রূপ নেয়। এসময় তালেবান মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় জেলা পুলিশ প্রধান, ২ সেনা কমান্ডারসহ ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য। তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ঈদে মুসলমানদের কুরবানি দেওয়া বন্ধ করতে হাইকোর্টে মামলা করলো সন্ত্রাসী দল বিজেপির অর্জুন সিং

কিছুদিন আগে মসজিদ থেকে মাইকে আজান দেওয়ার বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেনসন্ত্রাসী দল বিজেপির সাংসদ অর্জুন সিং। এবার মুসলিম বিদ্বেষের আরও একধাপ এগিয়ে কুরবানি ইদে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি বন্ধ করার জন্য জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন অর্জুন সিং। আর কিছু দিন পরই বকরি ইদ। তার আগে এই মামলা দায়ের করলেন বিজেপি সাংসদ।

উল্লেখ্য, ভারতে মালাউনরা গোরক্ষার নামে মুসলিমদেরকে নানা রকম হয়রানি করছে। অনেক মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এখন মুসলিমদের কুরবানিকেও বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।

বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে মার্কিন দমকলকর্মীরাও, বিপর্যস্ত আমেরিকা

‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের আবহে ৬০টি আলাদা কর্মী সংগঠনের ডাকে ‘স্ট্রাইক ফর ব্ল্যাক লাইভস’ নামের এ প্রচারে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন দেশটির দমকলকর্মীরাও।

বর্ণবিদ্বেষের কারণে তৈরি বৈষম্য ঘোচানোর দাবিতে এভাবেই একযোগে আন্দোলনে শামিল হন আমেরিকার বোস্টন থেকে শুরু করে সান ফ্রান্সিসকোর বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা।

স্থানীয় সময় সোমবার কাজ ফেলে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন মার্কিন দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

এদিনের এ ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল ‘সার্ভিস এমপ্লয়িজ় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নসহ আরও অনেক মার্কিন কর্মী সংগঠন। অংশগ্রহণ করেছিল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনও।

'স্ট্রাইক ফর ব্ল্যাক লাইভস' নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন আয়োজকেরা। সেখানে তাদের উদ্দেশ্য ও দাবিগুলো স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন আন্দোলনকারীরা।

এর মধ্যে এক নম্বর– 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' বা 'কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনও মূল্যবান' তা অদ্ব্যর্থকভাবে ঘোষণা করুক বাণিজ্য, রাজনীতি এবং প্রশাসনের কর্তারা।

আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, নাগরিক অধিকারের বিষয়টি মাথায় রেখে মার্কিন অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর দিকে মনোনিবেশ করুক প্রশাসকরা। সংশোধন আনা হোক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এদিনের ধর্মঘটের ফলে এই প্রথম বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলন সরাসরি প্রভাব ফেলল মার্কিন অর্থনীতির ওপর।

আন্দোলনকারীরা জানান, বাণিজ্যক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ এবং সাদা চামড়ার আধিপত্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়াও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এদিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ শহরে ধর্মঘট সাড়া ফেলেছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

কর্মসূচিতে দমকল বাহিনীর মতো অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরি পরিসেবায় কর্মরত মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। করোনা মোকাবেলায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের হারও ছিল নজর কাড়া।

যারা গোটা দিনের জন্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি তাদের কমপক্ষে ৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের জন্য কাজ থেকে বিরতি নেয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন আয়োজকরা। কারণ ৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের গলায় পা দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার, যা থেকেই 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন মাথাচাড়া দিতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার করা লোকজনদের গলায় শ্বাসরোধের চেষ্টা করতে পারবেন না পুলিশ কর্মীরা। মঙ্গলবার এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মিনেসোটার প্রশাসন।

তা ছাড়া একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেখানকার পুলিশের ওপর। জর্জ ফ্লয়েড নিহতের ঘটনায় এ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যুগান্তর

দুর্নীতির পেছনের রুই-কাতলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন?

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের নানা অভিযোগে গত এক সপ্তাহে ১০টি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পর এখন সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতাল-ক্লিনিককে কঠোর নজরদারির আওতায় আনার কথা বলা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুল মান্নান বলেছেন, সব হাসপাতাল, ক্লিনিক, ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয় তদারকির জন্য জেলায় জেলায় সিভিল সার্জনকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

জেকেজি এবং রিজেন্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে করোনাভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়াসহ প্রতারণার নানা অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী সরকার যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছে, তাতে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব - এই নিয়ে এখন তুমুল আলোচনা চলছে।

জেকেজি হেলথ-কেয়ার এবং রিজেন্ট হাসপাতালের কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিকের লাইসেন্স না থাকার অভিযোগও সামনে এসেছে।

এরপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঢাকায় এক সপ্তাহে ১০টি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে বেশিরভাগেরই লাইসেন্স নবায়ন না করা এবং নানা অনিয়মের তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার কথা বলেছে।

"শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক নয়, সারাদেশেই উপজেলা পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা অবৈধভাবে স্বাস্থ্যখাতে অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। এই প্রত্যেকটি জায়গার আমরা খোঁজখবর নেবো এবং নজরদারিতে আনবো।"

তিনি আরও বলেছেন, "আজই আমি চিঠি দিয়েছি সকল সিভিল সার্জনকে। তারা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হাসপাতাল ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স আছে কিনা বা চিকিৎসা অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে কিনা, এবং কোন অনিয়ম আছে কিনা, এসব দেখবো।"

সরকারি হিসাব অনুযায়ী সারাদেশে ১৫ হাজারের মতো বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ৪,১৬৪টির লাইসেন্স আছে এবং এই লাইসেন্সধারীদেরও মাত্র ২০০০ হাসপাতাল ও ক্লিনিক লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

দুর্নীতি বিরোধী বেসরকারি সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড: ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, লাইসেন্স ছাড়াই হাসপাতাল ক্লিনিক চালানোসহ স্বাস্থ্যখাতে কেনাকাটা এবং চিকিৎসায় অনিয়ম একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছে। এখন দৃশ্যমান কিছু ঘটনায় সরাসরি জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু পেছনের রুই-কাতলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে দীর্ঘ মেয়াদে কোন ফল হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

"এ ধরণের দুর্নীতি এক হাতে হয় না। এটা 'উইন-উইন গেম'। এখানে সাধারণত তিনটা পক্ষ থাকে। ঠিকাদারি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতারক চক্র আছে। তাদের সুরক্ষা দেয় প্রশাসন, যারা কাগজপত্র প্রক্রিয়াজাত করে। তার সাথে যুক্ত হয় আরও উচ্চতর রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহল। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাচ্ছে। সেখানে রুই-কাতলাদের না ধরে নীচের দিকের ব্যবস্থা নিয়ে ইতিবাচক কিছু হবে না।"

করোনাভাইরাস মহামারিতে প্রথমদিকে চিকিৎসা না পাওয়া এবং এখন অনিয়ম দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠায় হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যখাত নিয়ে মানুষের মাঝে আস্থার সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারের মন্ত্রীদেরও অনেকে এখন তা স্বীকার করেন।

বিশ্লেষকদের অনেকে বলেছেন, যেহেতু অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে পেছনের শক্তিকে চিহ্নিত করার পদক্ষেপ এখনও দৃশ্যমান নয়। সেজন্য অনিয়মে সরাসরি জড়িত বা প্রকাশ্যে থাকা কিছু লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তা লোক দেখানো কিনা- এমন সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড: শাহনাজ হুদা বলছেন, "যেটা বার বার বলা হচ্ছে যে মন্ত্রণালয়ের একটা সিণ্ডিকেট আছে। যেটা সবাই বলছে। অবশ্যই তাদের উচ্চপর্যায়ের অনেকের সাথে কানেকশন আছে। এবং এটা যদি আমরা না ধরতে পারি, তাহলে স্বাস্থ্যখাতের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরবে না।"

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি এবং সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রী আ.ফ. ম. রুহুল হক বলেছেন, "মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এখন অনিয়ম দুর্নীতির পেছনের শক্তিকে চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তা না হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের এমনিতেই অনাস্থা আছে, সেটা আরও বাড়বে।" সূত্র: ডেইলি সংগ্রাম

বহু অপরাধের হোতা পাপুলের উদ্দেশ্য হাসিল করতো আওয়ামী দূতাবাস

কুয়েতে ভয়ঙ্কর এক নাম পাপুল। তার মন মর্জির উপর নির্ভর করতো অনেক কিছুই। কত প্রবাসীকে যে কুয়েত ছাড়া করেছে এর ইয়াত্তা নেই। কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ছিলো তার হাতিয়ার। পাপুলের মনের আশা পূরণ করতেন রাষ্ট্রদূত নিজেই। মানবপাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে এই পাপুল এক কুয়েতের কারাগারে। যিনি বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য। লক্ষ্মীপুর-২ আসনের এমপি।

শহিদ ইসলাম পাপুল এখন গোটা দেশেই পরিচিত। কুয়েতের বাংলাদেশ কমিউনিটিতে তিনি আগে থেকেই ব্যাপক পরিচিত। কারণ তার প্রভাব, নির্যাতন আর অত্যাচার ছিলো সেখানকার বাংলাদেশিদের মুখে মুখে। বাংলাদেশি প্রবাসীদের কেউ তার অপকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুললে আর রক্ষা নেই। কিংবা কারো সঙ্গে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব হলেও তার আসল রুপ বেরিয়ে আসতো। তাদের উপর নির্মম নির্যাতনের পর করতেন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা। কুয়েতস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে অভিনব কৌশলে তাকে কুয়েত ছাড়া করা হতো। অভিযোগ রয়েছে, রাষ্ট্রদূতের মদতে দূতাবাস পাপুলের দেয়া নাম অনুযায়ী প্রবাসীদের কালো তালিকাভুক্ত করতে চিঠি দিতো কুয়েত সরকারকে। বিশ্বে যেখানে দেশের মানুষের জন্য দূতাবাসগুলো লড়াই করে, সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস নিজ দেশের মানুষকে কালো তালিকাভূক্ত করতে কুয়েত সরকারকে চিঠি দেয়। গত দেড় বছরে কমপক্ষে এমন ১৫ জনকে কালো তালিকাভুক্ত করে দেশে পাঠিয়েছে দূতাবাস। এর মধ্যে ৮ জনের নাম ও প্রমাণ এসেছে এই প্রতিবেদকের হাতে। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান বাবুল, মিজানুর রহমান, এহসানুল হক খোকন, আবদুস সাত্তার, সফিকুল ইসলাম সফিক, জাফর আহম্মেদ, আব্দুস সাত্তার ও আরেক শ্রমিক। তাদের প্রথম তিনজন গণমাধ্যমকর্মী ও বাকি পাঁচজন ব্যবসায়ী। অভিযোগ রয়েছে, ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ও তার অপকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাদের এই কালো তালিকাভুক্ত করতে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশস্থ কুয়েত দূতাবাস।

ভুক্তভোগী কামরুল হাসান বাবুল এসব বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রতিকার পাননি। আবেদনে তিনি বলেন, দূতাবাস কোনো প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন

না দিয়ে গ্রেপ্তার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য কুয়েত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাবর অভিযোগ করেন। এরই সূত্র ধরে, সিআইডি তার কোম্পানির মাধ্যমে তাকে তলব করেন। পরে সিআইডি কার্যালয়ে গেলে তাকে গ্রেপ্তার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কামরুল ইসলাম বাবুল বলেন, প্রবাসীদের নিয়ে আমি একটি নিউজ পোর্টাল সম্পাদনা করি। পাশাপাশি বাংলাদেশি একটি টিভি চ্যানেলের কুয়েত প্রতিনিধি ছিলাম। আমি লেখালেখি করতাম। রিপোর্ট করবো বলে পাপুলের বিষয় খবর নিচ্ছিলাম। সেটা পছন্দ করেনি পাপুল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দূতাবাসকে ব্যবহার করে আমাকে দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে কালো তালিকাভুক্ত করে। পরে আমি দেশে এসে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কয়েকবার আবেদন করেও এর কোনো সুরাহা হয়নি। তিনি বলেন, আমি যখন সিআইডিতে যাই তাৎক্ষণিক আমাকে বেশকিছু প্রশ্ন করে। তখন আমি বুঝতে পারি বাংলাদেশ দূতাবাস নিজ উদ্যোগে অভিযোগ করেছে আমার বিরুদ্ধে। যেখানে আমাকে গ্রেপ্তার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি ২৪ বছর কুয়েতে ছিলাম। কোনো অভিযোগ ছিলো না আমার বিরুদ্ধে। অথচ দূতাবাস ও পাপুলের দুর্নীতির খবর প্রকাশ হওয়ার ভয়ে বিনা কারণে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

কুয়েতে প্রবাসী সূত্রে জানা যায়, গত বছর নভেম্বরে কুয়েত মসজিদ কমপ্লেক্স পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জাতীয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কাজের দরপত্র আহ্বান করে কুয়েত সরকার। তিনবছর চুক্তিতে মসজিদ কমপ্লেক্স কাজের জন্য প্রায় ১ হাজার এবং বিমান চলাচল কাজের জন্য ৩০০ কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে। এই উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করলে অংশ নেয় দুই দেশের যৌথ মালিকানা কোম্পানি জেএম গ্রুপ অব কোম্পানি কুয়েত। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক ও প্রবাসী বাংলাদেশি জাফর আহম্মেদকে সরে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে পাপুল। কিন্তু তারপরও তিনি দরপত্রে অংশ নেন। এ ঘটনার এক মাস পর জাফর আহম্মেদকে কুয়েত সিআইডিতে তলব করা হয়। সিআইডি ডেকে তাকে জানান, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে মামলা আছে। তাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। বাংলাদেশ দূতাবাস তার মামলার বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেয়। পরে তাকে ২১ দিন আটকে রেখে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অথচ বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। জাফর আহম্মেদ বলেন, পাপুল ব্যবসায়ীকভাবে আমার সাথে না পেরে রাষ্ট্রদূতকে ব্যবহার করেছে।

আরেক ভুক্তভোগী কুয়েতের বাংলাদেশ কমিউনিটির সমাজকর্মী মিজানুর রহমান। সামাজিক মাধ্যমে দূতাবাস ও পাপুলের অপকর্ম নিয়ে লিখতেন নিয়মিত। তাকেও দূতাবাস কালো তালিকাভুক্ত করে দেশে পাঠিয়ে দেন। মিজানুর রহমান বলেন, আমাকে কালো তালিকাভুক্ত করে সিআইডিতে চিঠি দেয় বাংলাদেশ দূতাবাস। কোনো প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি ২৬ বছর কুয়েতে ছিলাম। কোনো ধরনের অভিযোগ নেই আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু পাপুল আমাকে সবসময় প্রতিপক্ষ মনে করতো। শুধু তাই নয়, সিআইডি যখন আমাকে দেশে পাঠানোর জন্য এয়ারপোর্টে নিয়ে যায় তখন দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা আমার ছবি তুলে। কৌশলে আমার ফোন নিয়ে গিয়ে যত ছবি ছিলো সব রেখে ফরমেট দিয়ে ফোনটি দেয়। এরপর দূতাবাস ও পাপুলের লোকজন আমার ছবি দিয়ে ফেসবুকে নানা আপত্তিকর পোস্টও দেয়। আমার সম্মানহানি করে।

শহিদ ইসলাম পাপুলের অনৈতিক কর্মকান্ড ও অনিয়মের খবর প্রকাশের জন্য বাংলাদেশি প্রবাসী সাংবাদিকদের একটি অংশের ওপর দূতাবাস ও পাপুল বরাবরই ক্ষিপ্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, পাপুলের ব্যবসায়ীক প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিলো দূতাবাস।

কুয়েতে গ্রোসারি ব্যবসায়ী সফিকুল ইসলাম। দীর্ঘ ২৫ বছর ছিলেন কুয়েতে। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো দ্বন্দ্ব ছিলো না দূতাবাস বা পাপুলের। কিন্তু বিস্‌মিল্লাহ ট্রাভেলসের মালিক আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে পাপুলের ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এর সূত্র ধরেই সফিকুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশি আরেক শ্রমিককে দেশে পাঠিয়ে দেয় দূতাবাস। সফিক বলেন, পাপুলের সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় ছিল। এর বাইরে কিছু ছিল না। অথচ সাত্তারের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক তাই আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। সাত্তারের অফিসে একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম। এ সময় সিআইডি'র লোকজন বিনা কারণে আমাদের ধরে নিয়ে যায়। এখনো আমার পরিবার কুয়েতে অথচ আমি দেশে।

দূতাবাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কালো তালিকাভুক্ত করে প্রবাসীদের সিআইডি'র মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত এসএম আবুল কালাম বলেন, এটা আমি করতে পারি না। আমি সিআইডিকে কখনো এমন অভিযোগ করিনি। আমি সর্বোচ্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাতে পারি। কালো তালিকাভুক্ত কয়েকজনের নাম বললে, তিনি তাদের চিনেন না বলে জানান।

সূত্র: মানবজমিন

ব্রিজের মুখ বন্ধ করে প্রভাবশালীদের মাছচাষ, ডুবছে এলাকা

রাজশাহীর বাগমারার বিভিন্ন রাস্তায় নির্মিত অধিকাংশ ব্রিজ ও কালভেটের মুখ বন্ধ করে দিয়ে প্রভাবশালীরা মাছচাষ করায় বন্যার পানি ঠিকমত নামতে পারছে না। এ কারণে বন্যা কবলিত এলাকা এখনো পানির নিচে ডুবে রয়েছে। ফলে দীর্ঘায়িত হচ্ছে এ উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি।

এদিকে বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে সর্দি জ্বর, আমাশয় ও ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ-ব্যধি। ওষুধ ও খাবার স্যালাইন সঙ্কটও প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। চিকিৎসার অভাবে পানিবাহিত রোগ-ব্যধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীরা গতকাল এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এলাকায় যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় নির্মিত ব্রিজ ও কালভার্টগুলোর মুখে মাটি ফেলে ও বাঁশের বানার বেড়া দিয়ে পানি চলাচল বন্ধ করে এলাকার প্রভাবশালীরা মাছ চাষ করছেন। এ কারণে বন্যার পানি নামতে পারছে না। এলাকার পানি নামার মাধ্যম ব্রিজ ও কালভার্টগুলোর মুখ বন্ধ থাকায় ঠিকমত বন্যার পানি নামতে না পারায় সোনাডাঙ্গা, দ্বীপপুর, বাসুপাড়া, বড় বিহানালী ও ঝিকরা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা এখনো বন্যা কবলিত রয়েছে। এখনো পানির নিচে ডুবে রয়েছে এ পাঁচটি ইউনিয়নের শত শত একর জমির ধান, পাট, পানবরজ ও সবজি ক্ষেতসহ বিভিন্ন ফসল। হাজার হাজার মানুষ রয়েছেন পানিবন্দি। পানির প্রবল চাপে বাঁধ ও বিভিন্ন সড়ক ভেঙে যাওয়ায় ওইসব ইউনিয়নের সাথে উপজেলা ও জেলা সদরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কাঁচা বাড়িঘর পড়ে যাওয়ায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন শত শত পরিবার। এ অবস্থায় অনেক পরিবার এখন খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন। বিরাজ করছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানীয়জলের তীব্র সঙ্কট।

ঝিকরা ইউনিয়নের বাসিন্দা অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন আবুল অভিযোগ করে বলেন, এলাকার প্রভাবশালীরা বিভিন্ন রাস্তার ব্রিজ ও কালভার্টগুলোর মুখে বন্ধ করে দিয়ে মাছ চাষ করায় বন্যার পানি স্বাভাবিকভাবে নামতে না পারায় পানির প্রবল চাপে রোববার ভোরে বিলসুতি বিলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে কয়েকটি গ্রাম নতুনভাবে বন্যাকবলিত হয়েছে। বন্যার পানিতে ধান, পানবরজ ও সবজি ক্ষেতসহ বিভিন্ন ফসল তলিয়ে গেছে।

সোনাডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আজাহারুল হক ও দ্বীপপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান দুলাল বলেন, বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে সর্দি জ্বর, আমাশয় ও ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ-ব্যধি। চিকিৎসার অভাবে পানিবাহিত রোগ-ব্যধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখা মিলেনি বন্যাকবলিত এলাকায়।

বাগমারা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার গোলাম রাব্বানী বলেন, বন্যা কবলিত এলাকায় যে পরিমান রোগী আক্রান্ত হচ্ছে সেই চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ ও স্যালাইন আমাদের কাছে নেই। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ও স্যালাইন চেয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পৌঁছেনি। নয়া দিগন্ত

সীমান্তে অন্যায় হত্যা করেও উদ্ভট তথ্য ভারতের

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছে প্রতিনিয়ত, তা কি দিল্লির প্রতি আমাদের নতজানু রাজনীতির ‘উপহার’? এ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রীয় শক্তি বিগত ৪৯ বছরে কয়েক হাজার মানুষ সীমান্তে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। এরা সবাই বাংলাদেশী। সরকারি হিসাবে এক বছরে সীমান্ত হত্যা ১২ গুণ বেড়েছে। নানা প্রতিশ্রুতির পরও এটা কমছে না। গত তিন বছরের হিসাবে সবচেয়ে বেশি সীমান্ত হত্যা হয়েছে গত বছর (২০১৯)। সর্বশেষ, দিল্লিতে গত ডিসেম্বরে (২০১৯) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বৈঠকের পরও এই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন, মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) প্রধান কিরিটি রায় বলেছেন, ‘আগে বিএসএফ বলত আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এলে আমরা আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছি। লাশ ফেরত দিতো। এখন আর তাও বলে না। গুলি করে হত্যার পর লাশ নদীতে ফেলে দেয়। ফেরতও দেয় না।’

তিনি বলেন, ‘ভারত একটা হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তারা তো সীমান্ত হত্যা বন্ধ করবে না। সীমান্তে মুসলমানদের মারছে। আর ঠেলে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। আমরা প্রতিটি ঘটনার প্রতিবাদ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাবো। কিন্তু ভারত হত্যা করবেই; সে থামবে না। তারা মারছে তো মারছেই। কিন্তু বাংলাদেশের দিক দিয়ে শক্ত কোনো প্রতিবাদ দেখতে পাচ্ছি না। মেরে দিচ্ছে, কোনো বিচার নেই।’ তিনি আরো বলেন, ‘আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সীমান্তে গরু ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ হত্যার শিকার হন, মাদক ব্যবসায়ীরা কিন্তু তত নন। কিন্তু মাদক চোরাচালানই বেশি হচ্ছে।’

কথা হলো, সরাসরি কিলিং কেন? অপরাধ করলে তার বিচার হবে। বিচারহীনতার তীব্র সঙ্কট চলছে সীমান্তে। নানা প্রতিশ্রুতিতেও থামেনি সীমান্ত হত্যা। বিএসএফ বলছে, ‘আমরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাই, আমরা কখনো কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালাই না,’ কিংবা ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালানো হয়।’ আছে

'চোরাকারবারিদের প্রতিহত করা'র তত্ত্বও। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গুলি চালানো এবং হত্যার বিষয়টি ধোপে টেকে না। এর সমাধান না হলে বাংলাদেশ এমনকি আইনি পদক্ষেপও নিতে পারে।

সম্প্রতি ঢাকা সফরে আসা ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধণ শ্রিংলাকে উদ্দেশ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, 'আপনারা আমাদের বন্ধু মানুষ। এই বন্ধুদের মধ্যে কিলিং হওয়া ঠিক নয়।' জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব 'সীমান্ত হত্যা বন্ধে চেষ্টা চালাবেন' বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এ আশ্বাসটি তারা গত এক দশক ধরেই দিয়ে আসছে। এবারে দেখা যাবে আন্তরিকতা কতটা। তার জবাবও মিলছে শ্রিংলার বক্তব্য থেকে। ঢাকার এক অনুষ্ঠানে অবাক করা তথ্য হাজির করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, 'সীমান্তে মৃত্যু কেবল বাংলাদেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একই সংখ্যায় ভারতীয়েরও মৃত্যু হয়। সেই পরিসংখ্যান আপনাদের এখানে প্রতিফলিত হয় না। আমার হাতে থাকা পরিসংখ্যান বলছে, সীমান্তে মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য ফিফটি-ফিফটি।

শ্রিংলা তার হাতে থাকা পরিসংখ্যানটির সূত্র অবশ্য প্রকাশ করেননি। এই 'পরিসংখ্যান' তিনি কোথা থেকে হাজির করেছেন সে এক বিরাট বিস্ময়। কোনো ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বিজিবির হাতে নিহত হয়েছেন, আর সে বিষয়ে ভারতের সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, প্রতিবাদ করেনি, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোও কি কোনো সংবাদ প্রকাশ করেছে? কেন করেনি? বাংলাদেশের বিজিবির হাতে ভারতের নাগরিক নিহত হলে সে দেশের মানুষও কোনো না কোনোভাবে প্রতিক্রিয়া জানাত। ভারতের গণমাধ্যম ঘেঁটেও তো তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না।

শ্রিংলা সীমান্ত হত্যা বন্ধে কিছু 'কিন্তু' এবং 'যদি' সূচক বাক্যও ব্যয় করেছেন একই অনুষ্ঠানে। তিনি বলেছেন, সীমান্তে একজন মানুষও যদি মারা যায়, সে জন্য ভারত 'সত্যি অনুতপ্ত'। এই 'যদি'র সাথে তিনি টেনেছেন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ। তা হয়ে থাকলে তার জন্য কি শুধু বাংলাদেশ দায়ী? সীমান্তের অপর পারে অপরাধটা কে করেছে? ভারতের দিক থেকে যারা অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তাদের কেন থামানো হচ্ছে না? সেখান থেকে যেসব অপরাধী বাংলাদেশে অবৈধভাবে পণ্য পাচার করছে, বিএসএফ তাদের থামাতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যে। তিনি এসেছিলেন শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় মোদির সফরের বিষয় নিশ্চিত করতে। মোদিকে শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। এ বিষয়ে এরই মধ্যে বাংলাদেশে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফর বাতিল করা কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, 'যদি', 'কিন্তু' বাদ দিয়ে মোদির কাছ থেকে সীমান্ত হত্যা বন্ধের একটি ঘোষণা কি অন্তত বাংলাদেশ এই আয়োজন থেকে পেতে পারে।

ভারতের বিশাল সীমানায় রয়েছে মাত্র ছয়টি রাষ্ট্র। এর মধ্যে চারটি রাষ্ট্রের সাথেই ভারতের রয়েছে সীমান্তবিরোধ। এই চারটি দেশ হলো চীন, পাকিস্তান, নেপাল এবং বাংলাদেশ। সীমান্তে হত্যা বন্ধের ঘটনায় 'আইন ও সালিস কেন্দ্র' (আসক) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গত ১৬ জুন এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ১৫ জুন নওগাঁর পোরশা নীতপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে সুভাষ রায় নামে এক রাখালের মৃত্যু হয়। সীমান্তের ২২৭ নম্বর পিলারের কাছে ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে। আসকের তথ্যানুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত সীমান্তে

বিএসএফের গুলিতে ১৭ জন নিহত ও ১২ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে, বিএসএফ দুইজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে যশোরের বেনাপোল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকায়।

২০১৯ সালে সীমান্তে ৩৭ জন গুলিতে ও ছয়জন নির্যাতনে মারা গেছে। বছরের পর বছর ধরে এমন হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বিভিন্ন সময় নানা প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এমন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ ধরনের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বৈরিতা আর অবিশ্বাস সৃষ্টি করছে। এমন নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন।

২৫ জুন দেশের বিশিষ্টজনরা বলেছেন, গত ১৭ জুন নওগাঁর সাপাহার, ২৩ জুন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এবং ২৫ জুন লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বিএসএফ নিরীহ তিনজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। কিন্তু অতীতের মতো সীমান্তে এসব খুনের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ তো দূরের কথা, মৌখিক কড়া প্রতিবাদও আমরা দেখছি না। এটা গভীর বেদনাদায়ক, লজ্জাকর ও নিন্দনীয়। আওয়ামী সরকারের দুর্বল জনসমর্থন এবং নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণেই বিএসএফ এমন দুঃসাহস দেখাতে পারছে। বর্তমান সরকারের লাগাতার তিন মেয়াদে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ যে হারে নির্বিঘ্নে নিরীহ মানুষ খুন করে চলেছে, বিশ্বে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। এমনকি ভারতের সাথে চীন, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তান সীমান্ত থাকলেও এমন নির্বিচার হত্যাকাণ্ড নেই সেখানে। কাশ্মির নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের চিরদিনের শত্রুতা। আমরা মিডিয়ার বদৌলতে দেখেছি, দুই দেশের সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর হাতে একজন পাকিস্তানি নিহত হলে পরের দিনই পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষীরা হয়তো দু'জন ভারতীয়কে হত্যা করে বদলা নেয়।

কয়েক দিন আগে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চীনের সৈন্যদের হাতে ভারতের একজন সিনিয়র সেনা অফিসারসহ ২৩ জন সেনাসদস্যকে প্রাণ দিতে হলো। ১০ জন ভারতীয় সেনা সদস্যকে চীনের সেনারা ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর ভারতীয় সীমান্তে সৈন্য বৃদ্ধিসহ যুদ্ধের হম্বিতম্বি করলেও শেষমেশ সমঝোতা করতে বাধ্য হয় দিল্লি। দীর্ঘ দিন ধরে নেপাল প্রতিবেশী ভারতের আগ্রাসী নীতির শিকার হয়েছে। এখন নেপাল কঠোর নীতি অবলম্বন করছে। ভারতকে সে আর ভয় পাচ্ছে না। ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং ভারতের টিভি চ্যানেল নিষিদ্ধ করেছে। সীমান্তে নেপাল ভারতের ভূমি নিজেদের দাবি করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে। মোদি সরকার নিজ দেশের বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদী সরকারচালিত ভারত প্রতিবেশী সব দেশের সীমান্তে যখন বিপদে, তখন একমাত্র বাংলাদেশের সীমান্তে দাপট দেখাচ্ছে। দুর্বল রাজনীতির কারণে এটা আমাদের হজম করতে হচ্ছে।

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর তথ্যানুযায়ী, ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক হাজার ৬৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সীমান্তে ভারত ৩১২ বার হামলা চালায়। এতে ১২৪ বাংলাদেশী নিহত হন। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩, ১৯৯৭ সালে ৩৯টি ঘটনায় ১১, ১৯৯৮ সালে ৫৬টি ঘটনায় ২৩, ১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩, ২০০০ সালে ৪২টি ঘটনায় ৩৯ বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরুতেই সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহতের সংখ্যা ১৯ জনে পৌঁছেছে।

তাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সালে মোট ২৭ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ। ২০১৪ সালে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জন বাংলাদেশীকে। আহত ৬৮ জন। ২০১৫ সালে বিএসএফ হত্যা করেছে ৪৫, ২০১৭ সালে ২৪, ২০১৮ সালে ১৪ এবং ২০১৯ সালে ৪৩ জন বাংলাদেশী। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ এবং নির্যাতনে ছয়জন নিহত হয়েছেন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন (সূত্র জাতীয় দৈনিক ২৬-০৬-২০২০) হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেছেন, 'সীমান্তে মানুষের ওপর অত্যধিক বল প্রয়োগ ও নির্বিচারে প্রহার অসমর্থনীয়। এসব নির্যাতনের ঘটনা ভারতের আইনের শাসনের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিগত ১০ বছরে ১০০০ এর অধিক মানুষকে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী হত্যা করেছে, যাদের বেশির ভাগই বাংলাদেশী। বন্ধুত্বের বদলা শত্রুতার মাধ্যমে দেয়া অসহনীয়। ফেলানী হত্যাসহ সীমান্তে বিভিন্ন হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইনি সহযোগিতা দিয়ে আসছে কলকাতার বেসরকারি সংগঠন মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ।

এ সংগঠনের সম্পাদক বলেছেন, ফেলানীসহ আলোচিত সীমান্ত হত্যাগুলোর একটিরও বিচার হয়নি। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফেলানী খাতুনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, সেটা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মানেনি। তিনি বলেছেন দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নিজ দেশের নাগরিক হত্যা নিয়ে বাংলাদেশের যতটা জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল, ততটা হয়নি। সংসদে এ নিয়ে আলোচনাও হয়, কিন্তু সরকার বলেছে এ ব্যাপার নিয়ে আমরা 'চিন্তিত নই'। বিষয়টি নিয়ে নাকি বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। তাহলে কি আমরা মরতে এবং লাঞ্ছিত ও শোষিত হতে থাকব?

শোষিত হয়েছি বলে আমরা ইংরেজ তাড়ালাম। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি করায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ববাংলার মানুষ। ২৩ বছর পর পুনরায় ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করলাম। প্রতিটি স্বাধিকার আন্দোলনে পূর্ববাংলার মানুষের রক্ত ঝরেছিল। নিহত ও আহতের সংখ্যা ছিল অজস্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ৪৯ বছর ধরে বন্ধুত্বের নামে নানা কায়দায় আমাদের শোষণ করছে। সীমান্তে ঘন ঘন মানুষ হত্যা করছে। ভারত সফরে গিয়ে আমাদের সরকারপ্রধান তিস্তার পানি আনতে পারেননি। উপরন্তু ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ফেনী নদীর পানি দিয়ে আসা হয়েছে। শেখ মুজিবের আমল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সরকার দেশ শাসন করেছে কমবেশি সবাই ভারতের স্বার্থটাই বেশি দেখেছে। কারণ ক্ষমতায় থাকতে হলে তাদের খুশি রাখতে হবে। মূলত তোষামোদির রাজনীতি করে জনগণের স্বার্থ আদায় করা যায় না। পত্রিকায় উঠেছে, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। এই লজ্জাকর উক্তি রাজনীতিকদের।

কিছু দিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ করলে দেশ ভারতের পেটে ঢুকে যাবে জানলে মুক্তিযুদ্ধ করতাম না। ৪৫ বছর সময় লেগেছে (ইন্টারনেট ২৪-০৬-২০২০)। পাকিস্তানের অবকাঠামোকে দুর্বল করে পুরো ফায়দা তোলার জন্য ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের সাহায্য করেছিল। অনেকের মুখে এখন শুনি, পিন্ডি এখন দিল্লি। নতুন প্রজন্মের এক তরুণ যুবক-নাসির আবদুল্লাহ- হাতে ব্যানার সজ্জিত একটি কাগজ, তাতে লেখা- সীমান্তে সব হত্যাকাণ্ডের বিচার ও সীমান্ত সমস্যার সমাধান চাই। এই দাবি নিয়ে কয়েকজন যুবককে নিয়ে বসে ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারি বইমেলার (২০২০) সময়ে। তাদের সাথে কথা বলেছিলাম। তাদের বক্তব্যে ন্যায়বিচার, শোষণ এবং দখলমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের চিত্র ফুটে ওঠে। আমরা সীমান্তে সব হত্যার প্রতিবাদ করতে চাই।

জনগণের মনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে শিখা তা জ্বালিয়ে রাখতে চাই। আমাদের বুকে যে ক্ষত তা ক্ষোভে পরিণত করতে চাই। আমাদের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে একটি স্বাধীন দেশ পেলেও তাদের মুক্তি তো আসেইনি। বরং আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অনেকটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। পিন্ডিকে আমরা যেভাবে রুখে দিয়েছি, তেমনি দিল্লিকেও রুখে দিতে হবে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের অসম বাণিজ্য চলছে সেই '৭১ সালের পর থেকে। কয়েক লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে চাকরি করে কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান হয়নি। এখন পর্যন্ত তিস্তা নদীর ন্যায্য পানি আমরা পাইনি। এভাবে কোনো দেশের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতিই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। নয়া দিগন্ত

ফেনসিডিলসহ ধরা খেলো কুমিল্লার শীর্ষ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

কুমিল্লার চান্দিনায় ফেনসিডিলসহ এমরান হোসেন সরকার (২৭) নামে কুমিল্লা উত্তর জেলা ছাত্রলীগের এক প্রভাবশালী নেতা ধরা খেয়েছে। আটক ছাত্রলীগ নেতা এমরান হোসেন সরকার কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার বরকামতা ইউনিয়নের বাগুর গ্রামের বাসিন্দা। সে কুমিল্লা উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া সে কুমিল্লা ৪ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য রাজী মোহাম্মদ ফখরুল এর উকিল জামাতা।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই পরিমল চন্দ্র দাস জানান, গত রবিবার (১৯ জুলাই) রাতে মাদক পাচারের সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা বাস স্টেশন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় তার আরো এক সহযোগী পালিয়ে যায়। চান্দিনা থানার ওসি মো. আবুল ফয়সল জানান, এ ঘটনায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক আইনে দুজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

২২শে জুলাই, ২০২০

ফেনসিডিলসহ ধরা খেলো কুমিল্লার শীর্ষ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

কুমিল্লার চান্দিনায় ফেনসিডিলসহ এমরান হোসেন সরকার (২৭) নামে কুমিল্লা উত্তর জেলা ছাত্রলীগের এক প্রভাবশালী নেতা ধরা খেয়েছে। আটক ছাত্রলীগ নেতা এমরান হোসেন সরকার কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার বরকামতা ইউনিয়নের বাগুর গ্রামের বাসিন্দা। সে কুমিল্লা উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া সে কুমিল্লা ৪ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য রাজী মোহাম্মদ ফখরুল এর উকিল জামাতা।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই পরিমল চন্দ্র দাস জানান, গত রবিবার (১৯ জুলাই) রাতে মাদক পাচারের সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা বাস স্টেশন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় তার আরো এক সহযোগী পালিয়ে যায়। চান্দিনা থানার ওসি মো. আবুল ফয়সল জানান, এ ঘটনায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক আইনে দুজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

পাঁচ বছর পূর্বের মৃতদের বয়স্ক ভাতা তুলছেন ইউপি সদস্য

গোলাম মোস্তফা। কাজিপুর উপজেলার খাসরাজবাড়ি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এই ব্যক্তি মারা গেছেন ২০১৫ সালে। তার নামে একটি বয়স্ক ভাতার বই ছিল, যার বই নম্বর ৩১৩, হিসাব নম্বর ৪৬। মারা যাবার পর ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বকুল হোসেন মৃত গোলাম মোস্তফার ভাতার বইটি সমাজসেবা অফিসে জমা দেবার নাম করে মৃতের স্বজনের নিকট থেকে নিয়ে নেন। কিন্তু অদ্যাবধি বইটি অফিসে জমা না দিয়ে নিয়মিত বয়স্ক ভাতা তুলে আত্মসাৎ করছেন ইউপি সদস্য বকুল হোসেন।

গত বৃহস্পতিবার মৃত গোলাম মোস্তফার ভাগিনা ওই ইউনিয়নের রাজবাড়ি গ্রামের কোব্বাত হোসেন কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি আরো তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন যারা মারা যাবার পরে একই ভাবে ভাতা বই অফিসে না দিয়ে টাকা তুলে আত্মসাৎ করছেন ওই ইউপি সদস্য। তারা হলেন মৃত ছমিরণ (বই নম্বর ১৭ হিসাব নম্বর ৫১), মৃত মোকলেছার রহমান (বই নম্বর ২৫৪ হিসাব নম্বর ৩৮০), মৃত ইসমাইল হোসেন (বই নম্বর ৪৫৯ হিসাব নম্বর ৫৩৫)।

কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদ হাসান সিদ্দিকী অভিযোগ পাবার কথা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে দেখা হবে। তিনি আরো জানান, এর আগেও ওই ইউনিয়নের দুই ইউপি সদেস্যর বিরুদ্ধে একই অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। কালের কণ্ঠ

গুগল ম্যাপে ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনতে ১০ লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষরের স্মারক প্রেরণ

ফিলিস্তিনকে গুগল ম্যাপে ফিরিয়ে আনতে জায়ান্ট ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন গুগলের কাছে একটি আবেদন পত্র ও প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষর বিশিষ্ট একটি স্মারক প্রেরণ করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ জুলাই) ১০ লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষর বিশিষ্ট স্মারক ও আবেদন পত্রটি গুগলের কাছে পাঠানো হয়।

আবেদন পত্রটিতে লেখা ছিল, গুগল ম্যাপে ফিলিস্তিন প্রদর্শিত হয় না। কেন গুগলে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব রাখা হয়নি? অথচ,অবৈধভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীন ভূখণ্ডে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের উড়ে এসে জুড়ে বসার পরও তাদেরকে গুগলে দেখানো হচ্ছে।

সেখানে আরো উল্লেখ করা হয়, ম্যাপে ফিলিস্তিনকে বাদ দেওয়া সেদেশের জনগণের জন্য চরম অপমানজনক একটি বিষয়। তাছাড়া ইহুদিবাদী ইসরায়েলের দখল ও নিপীড়ন থেকে ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও স্বাধীনতা নিশ্চিতে কাজ করে যাওয়া লাখ লাখ মানুষের উদ্যোমকে এটি (ম্যাপে ফিলিস্তিনকে বাদ দেওয়া) ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ফিলিস্তিনকে গুগল ম্যাপে রাখার গুরুত্বের ব্যাপারে আবেদন পত্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুগল ম্যাপে ফিলিস্তিনের উল্লেখ থাকাটা জরুরী। কারণ, বর্তমানে মানুষ একে কোনো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক মনে করে। তাছাড়া সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া বিশিষ্টজনেরাও এটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

আবেদনকারীরা জানায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গুগল নিজেকে অবৈধ ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনি জাতিসত্তা নির্মূলের মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে ফেলছে।

গুগল ম্যাপে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহবান জানিয়ে আবেদনকারীরা বলেন, ম্যাপে ফিলিস্তিনের নাম স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিনের যতটুকু ভূখণ্ড ইহুদিবাদী ইসরায়েল নিজেদের দখলে নিয়েছে তা এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে সকলেই বুঝতে পারে যে এটা ইসরায়েল কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত।

সূত্র: ডাব্লিউএএফএ

খোরাসান | তালেবানদের সাথে যোগ দিল কাবুল প্রশাসনের ৩৬ সেনা সদস্য

আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৪টি এলাকা থেকে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন ৩৬ জন সেনা সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, গত ২১ জুলাই আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের পৃথক ৪টি এলাকা থেকে ৩৬ সেনা সদস্য তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছেন, এসকল সৈন্যরা কাবুল সরকারের অধীনে থাকা তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং আমীরুল মু'মিনিনের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণাপত্র ব্যবহার করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ ও নির্দেশিকা কর্মকর্তারা এসকল সৈন্যদের এমন সৎ সাহসীকতা এবং সঠিক পথে ফিরে আসায় তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ফটো রিপোর্ট | আনসার আল-ইসলামের সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্স

আল-কায়েদা শামের মুজাহিদদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের অঙ্গসংগঠন "আনসার আল-ইসলাম" তাদের যোদ্ধাদেরকে বি-৯ অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/07/22/40525/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত জাজি আর্যুব জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার নিয়ন্ত্রিত পাকতিয়া প্রদেশের "জাজি আর্যুব" জেলার চমৎকার কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য। আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক প্রাকৃতিক এই দৃশ্যগুলো ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে...

https://alfirdaws.org/2020/07/22/40518/

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৩ মুরতাদ সৈন্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের জানালী শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক।

ফটো রিপোর্ট | বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নুসাইরীদের অবস্থানে হামলা চালাচ্ছেন শামের মুজাহিদগণ

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অন্যতম সহযোগী জিহাদী গ্রুপ "জামা'আত আনসারা আল-ইসলাম"। সাম্প্রতিক সময় তাঁরা কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা হামলা চালাচ্ছেন। যার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছে দলটির মিডিয়া কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/07/22/40512/

সিরিয়ায় হাজার হাজার সুন্নি মুসলিমকে হত্যা করেছে বর্বর আসাদ।

সিরিয়ায় চলছে ইতিহাসের নির্মমতম মুসলিম গণহত্যা। ২০১১ সাল থেকে চলমান যুদ্ধে ১৪ হাজারের বেশি সুন্নি মুসলিমকে হত্যা করেছে করেছে সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদ সরকার।নিহতের সংখ্যা ১৪ হাজার বলা হলেও প্রকৃত নিহতের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি।

আমেরিকা ভিত্তিক সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তথ্য প্রমাণ পেয়েছে তারা। এসব হত্যার ৯৮ শতাংশে বাশার আল আসাদের বাহিনী জড়িত। হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে ভয়ানক বলা হচ্ছে আসাদবাহিনীর নৃশংসতাকে।

নিহতদের মধ্যে, অংসখ্য নারী ও শিশু রয়েছে। যাদের অধিকাংশকে সুন্নি মুসলিম গণহত্যার খলনায়ক বর্বর আসাদ ও তার বাহিনী হত্যা করেছে।

মানবাধিকার সংগঠনটি জানায়, বিরোধীদের উপর প্রতিশোধ নিতে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়। ৭২টি উপায়ে বন্দিদের উপর শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন চালায় আসাদ বাহিনী।

এছাড়া, বর্তমানে আটক বন্দিদের খুবই নিম্নমানের পরিবেশে রাখা হয়। যেখানে পয়োনিষ্কাষণ ব্যবস্থা খুবই নিম্ন মানের। মাত্র ২৪ বর্গমিটারের একটি কক্ষে কমপক্ষে ৫০ জন বন্দিকে আটকে রাখা হচ্ছে।যা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন।

সিরিয়ায় বর্তমানে ৫ লাখ সুন্নি মুসলমান কুখ্যাত আসাদ সরকারের বন্দিশালায় আটক রয়েছে। বেশিরভাগ নাগরিককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এসব ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের পরিবার বা কাছের মানুষরা কিছুই জানেন না।

এদিকে সিরিয়ার সুন্নি মুসলিম গণহত্যার খলনায়ক ও দেশটির স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদকে সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সন্ত্রাসী শিয়া ইরান।

চলতি মাসের ৮ জুলাই সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে সফররত ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল বাকেরি এবং সিরিয়ার স্বৈরশাসক আসাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর উপপ্রধান লে. জেনারেল আলী আব্দুল্লাহ আইয়্যুব এ চুক্তিতে সই করেন।

সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আসাদ বাহিনী ও ইরানের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরে সন্তোষ প্রকাশ করে আসাদ বলেন, এ চুক্তি তেহরান ও দামেস্কের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্কের গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া, দু'দেশ বিগত বহু বছর ধরে যে যুদ্ধ চালিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এ চুক্তি সই হয়েছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টি-ফোর ডটকম।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ২টি পোস্ট বিজয়

মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রিত কান্দাহারে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

গত ২০ জুলাই রাত ১টার সময় আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের "তাখতাপুল" জেলার মাকিয়ান এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ১২ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, যার ফলে মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন সামরিক পোস্টটি।

একই রাতে প্রদেশের দামিল এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর অন্য একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ এক সৈন্য বন্দী করার পাশাপাশি ৪ সেনাকে হত্যা করেছেন।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, বিজয়ের পর উভয় চেক-পোস্টের সমস্ত ছোট বড় অস্ত্র মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এতে ৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, ২১ জুলাই সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের "বুরাহকাবা" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

উল্লেখ্য যে, এই দিন সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ আরো ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা ভিত্তিক শামী জিহাদী গ্রুপ "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" এর অনুগত "জামা'আত আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদিন নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আল-ইসলামের প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ২০ জুলাই কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সিরিয়ার উত্তর লাতাকিয়া সিটির "রাশো" পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকি লক্ষ্য করে উক্ত সফল স্নাইপার হামলাটি চালানো হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল স্নাইপার হামলার ফলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল এক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য, বাকি সৈন্যরা চৌকি ছেড়ে পলায়ন করেছিল।

খোরাসান | কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীতে শহিদী হামলা, হতাহত ৫০ এরও অধিক

কাবুল সরকারের মুরতাদ কমান্ডো বাহিনীর সামরিক কনভয়ে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। এতে ৫০ এরও অধিক কমান্ডো সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

মুরতাদ কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় (এমওডি) জানিয়েছে যে, গত ২০ জুলাই বিকেলে আফগানিস্তানের ময়দান ওয়ার্দাক প্রদেশের সৈয়দাবাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ন্যাশনাল আর্মির (এএনএ) যানবাহনের একটি কনভয়তে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছিল যে, উক্ত শহিদী হামলাটি কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর একটি কাফেলাকে লক্ষ্য করে পরিচালনা করা হয়েছিল, যেসকল কমান্ডোরা সবেমাত্র গজনি প্রদেশে একটি অভিযান থেকে ফিরে এসেছিল।

ইমারতে ইসলামিয়ার প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর উপর "মুজাহিদ আবদুল্লাহ গজনভী" নামক একজন জানবায তালেবান মুজাহিদ উক্ত শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারা জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ দায় স্বীকারমূলক প্রাথমিক এক বার্তায় জানিয়েছেন, শহিদ মুজাহিদ আবদুল্লাহ গজনভীর পরিচালিত উক্ত শহিদী হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর ৭টি ট্যাঙ্ক ও সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে এবং নিহত ও আহত হয়েছে ৪৮ এরও অধিক কমান্ডো সেনা।

হামলার কারণ হিসাবে তালেবান মুখপাত্র জানান যে, "আমাদের অনেক বেসামরিক নাগরিকসহ বিভিন্ন প্রদেশে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে শত্রুর নির্বিচারে বোমা ও রকেট হামলা এবং বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে কাবুল বাহিনীর অভিযানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই আক্রমণ করা হয়েছিল। এই অভিযানটি ক্রিয়া ছিলনা রবং একটি প্রতিক্রিয়া ছিল।

তিনি আরো বলেন যে "কাবুল প্রশাসন" বন্দীদের মুক্তিতে বিলম্ব করে আন্তঃ আফগান আলোচনার শুরু এবং সর্বজনীন শান্তি রোধ করার চেষ্টা করছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের ৫টি হামলায় ১ মন্ত্রীসহ অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা "হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১৯ জুলাই সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে জানালী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পর পর দুবার বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এমনিভাবে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও ঐদিন হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার বাহিনী বড়ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এদিকে বাইবুকুল রাজ্যের ওয়াজাদ শহরের মন্ত্রী আব্দুল্লাহ ওয়াইদু কে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের সফল হামলায় অঞ্চলটির মন্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এছাড়াও সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের দাইনাসুর শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি টহল দল ও তাদের একটি ঘাঁটিতে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ভারতে মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় দুধ ঢেলে প্রতিবাদ

লিটার লিটার দুধ রাস্তায় ঢেলে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের মহারাষ্ট্রের এমন কয়েকটি ছবি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কয়েক জন দুধের গাড়ি থেকে ক্যান নামিয়ে রাস্তায় ঢেলে দিচ্ছেন। মূলত দুধের দাম বৃদ্ধির দাবিতে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরেই ভারতে দুধের দাম বৃদ্ধি করার দাবি করছেন দুধ-চাষিরা। তার উপর করোনাভাইরাসের জেরে আরও সমস্যা পড়েছেন তাঁরা। ফলে বেশ কিছু দিন ধরেই দুধের দাম বৃদ্ধির দাবিতে নতুন করে প্রতিবাদ করছিলেন স্বভিমানি শেটকারি সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম ২৫ টাকা প্রতি লিটারে দুধ কিনতে হবে।

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে সাঙ্গলি ও কোলহাপুর জেলায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ক্যান ও ট্যাঙ্কারের নল খুলে রাস্তায় দুধ ফেলে নষ্ট করা হয় পুনে-বেঙ্গালুরু হাইওয়েতে। দুধের জোগান আটকাতে তা রাস্তায় এ ভাবে ঢেলে দেওয়া হয়। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সূত্র: আনন্দবাজার

পাকিস্তানে মুরতাদ সেনাদের সমালোচক সাংবাদিক মাতিউল্লাহকে অপহরণ

পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক মাতিউল্লাহ জান কোথায় আছেন সে বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করতে দেশটির কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপ। দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর সমালোচক হিসেবে পরিচিত এই সাংবাদিক মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সকালে ইসলামাবাদ থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পুলিশ বলছে, সকালে সরকারি স্কুলশিক্ষক স্ত্রীকে কর্মস্থলে পৌঁছে দেওয়ার পর থেকে এই সাংবাদিকের কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন এই সাংবাদিক অপহরণ করা হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের ওপর সরকারি ও সেনাবাহিনীর সেন্সরশিপ বাড়ছে বলে অভিযোগ করে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপ। সাংবাদিক হয়রানি ও নিপীড়ন বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)-এর ২০২০ সালের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ১৪৫তম স্থান পায়। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)-এর হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯২ সাল থেকে পাকিস্তানে ৬১ জন সাংবাদিক নিজেদের কাজের কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন।

পাকিস্তানি সাংবাদিক মাতিউল্লাহ জানের স্ত্রী কানিজ সুগরা (৪২) জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল দশটার দিকে তাকে স্কুলে পৌঁছে দেন তার স্বামী। তিন ঘণ্টা পর তাকে আবারও স্কুল থেকে তুলে নেওয়ার কথা ছিল তার। কানিজ জানান, করোনা মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় কোনও ছাত্রছাত্রী ছিল না। তবে প্রশাসনিক কিছু কাজ থাকায় তাকে স্কুলে আসতে হয়। স্কুলে পৌঁছানোর ঘণ্টাখানেক পর গেটের বাইরে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা জানান কানিজ। তবে সে সময় তিনি স্বামীর কণ্ঠ শোনেননি বলে জানান।

কানিজ সুগরা বলেন, 'বাইরে কিছু একটা হচ্ছে তা টের পাচ্ছিলাম। তবে আমার স্বামীর কণ্ঠ শুনিনি। চার-পাঁচ সেকেন্ড একটু শব্দ হলো। পরে দুপুর একটা পনেরো মিনিটের দিকে তাকে ফোন করে কোনও সাড়া পাইনি।' স্কুল থেকে বের হয়ে নিজেদের গাড়িটি মাতিউল্লাহ জান যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলেন সেখানেই দেখতে পাওয়ার কথা জানান কানিজ। তিনি বলেন, 'গাড়ির দরজা খোলা আর চাবি ভেতরে রাখা ছিল। গাড়ির অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে তাকে জোরপূর্বক বের করা হয়েছে।'

রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত সাংবাদিক মাতিউল্লাহ জান ২০১৮ সালে পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল ওয়াক্ত নিউজের টকশো পরিচালনার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে তিনি ক্রমেই প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকারের সমালোচক হয়ে ওঠেন। এছাড়া সেনাবাহিনীর সমালোচনাও করে থাকেন তিনি। ঊর্ধ্বতন সেনা ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের ব্যঙ্গ করে তিনি প্রায়ই ইউটিউবে ভিডিও প্রকাশ করে থাকেন। বিচার বিভাগের সমালোচনা করে দেওয়া এক টুইট বার্তার জেরে গত সপ্তাহে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করেছে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

মাতিউল্লাহ জান নিখোঁজের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, সাংবাদিকতার কারণে হয়রানি ও শারীরিক আক্রমণের শিকার

হয়েছেন মাতিউল্লাহ জান। কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে তার অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। এদিকে এই সাংবাদিক নিখোঁজের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে তাকে দ্রুত নিরাপদে ফেরত আনার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন (এইচআরসিপি)। কমিশনের চেয়ারপারসন মেহেদি হাসান এক বিবৃতিতে বলেন, 'পাকিস্তানের জনগণের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সাহসিকতার সঙ্গে শামিল হয়েছেন মাতিউল্লাহ জান।' তাকে অপহরণ করা কাপুরুষতা বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

২১শে জুলাই, ২০২০

ফিলিস্তিনিদের করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র গুড়িয়ে দিয়েছে ইহুদীবাদী ইসরাইল

দখলকৃত পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনের একটি তল্লাশি চৌকি গুড়িয়ে দিয়েছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। ওই চৌকিটি ফিলিস্তিনিদের জন্য করোনা রোগের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হতো।

সোমবার (২০ জুলাই) ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফা নিউজ এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

করোনা রোগ সনাক্ত করতে পশ্চিমতীরের জেনিন শহরের প্রবেশমুখে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি চৌকিটি বানিয়েছিল।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ওইদিন ভোরে জেনিনসহ কয়েকটি শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের ধরে নিয়ে যায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সন্ত্রাসীরা। গুলি চালায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে। এসময় ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় গুলিবিদ্ধ হয় এক ফিলিস্তিনি। দুই ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তল্লাশি চৌকিটি গুড়িয়ে দেয় ওই সন্ত্রাসীরা।

সোমালিয়া | এক যিনাকারীর উপর শরয়ী হদ কায়েম করলো ইসলামী আদালত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি আদালত এক যিনাকারীর উপর শরয়ী হদ বাস্তবায়ন করেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতের অধীনস্থ মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের আইলপুর শহরে একজন অবিবাহিতা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে এক অবিবাহিত পুরুষ। বিষয়টি ইসলামি আদালতে গেলে, দ্রুত অপরাধীকে বন্দী করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতঃপর, গত ১৯ জুন উক্ত অপরাধীকে বন্দী করে ইসলামি আদালতে পেশ করেন মুজাহিদগণ। অবশেষে সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামি আদালত এই রায়ে উপনীত হন যে, উক্ত অপরাধীকে ১০০ বেত্রাঘাত দেওয়ার পর উক্ত রাজ্য থেকে তাকে এক বছরের জন্য বরখাস্ত করা হবে এবং ধর্ষিতা মহিলাকে মহরে মিসেল পরিমাণ জরিমানা দিবে।

ভারতের সীমান্ত পিলার গুঁড়িয়ে দিল নেপালিরা

নিজেদের এলাকা দাবি করে সীতা গুহায় ভারতের সীমান্ত পিলার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নেপালের স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময়ে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যদিও ভারতের পক্ষে সরকারিভাবে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রের বরাতে খবরে বলা হয়, ভারত-নেপাল সীমান্তে সীতা গুহার সামনে একটি পিলার ছিল। সীতা গুহার কাছে যে এলাকা রয়েছে, তা নেপালের বলে দাবি করে কয়েকজন নেপালি নাগরিক তা বড় হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তবে খবরের সত্যতা ভারতীয় সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও স্বীকার করা হয়নি। ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও এ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এবার লিবিয়ায় সরাসরি যুদ্ধে জড়াচ্ছে মিশর, তুরস্কের সাথে সংঘাতের আশঙ্কা

লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের অনুমতি পেয়েছে মিসর সরকার। সেদেশের পার্লামেন্ট সোমবার দেশের বাইরে সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর ফলে মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ আস-সিসি প্রয়োজনে লিবিয়ায় সেনা পাঠাতে পারবেন।

সিসি তুরস্ক সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশি লিবিয়ায় সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়ার পর এই অনুমোদন দেয় পার্লামেন্ট। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এর আওতায় একটি 'পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্ট' গঠন করতে পারবে কায়রো।

পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিবেশি লিবিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ফ্রন্ট গঠনের অনুমোদন দিয়েছে মিসরের পার্লামেন্ট। এর আগেই তুরস্ক লিবিয়ায় সেনা মোতায়েন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

লিবিয়া ইস্যুতে তুরস্ক ও মিসর পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রয়েছে। মিসরের পার্লামেন্টের এই অনুমোদনের ফলে লিবিয়ার মাটিতে এই দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা বেড়ে গেল।

২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের সহিংসতা আর বিভক্তিতে জর্জরিত হয়ে আছে উত্তর আফ্রিকার তেলসমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া। গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে দেশটিতে সক্রিয় রয়েছে দু'টি সরকার। এর মধ্যে রাজধানী ত্রিপোলি থেকে পরিচালিত সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে জাতিসঙ্ঘ ও তুরস্কসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বড় অংশ। আর দেশটির পূর্বাঞ্চল থেকে পরিচালিত জেনারেল খলিফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন অপর সরকারটিকে সমর্থন দিচ্ছে মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, সৌদি আরব ও ফ্রান্স। নয়া দিগন্ত

খোরাসান | কুন্দুজে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৬৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

মুরতাদ কাবুল সরকারের কুন্দুজের প্রাদেশিক কাউন্সিলর সদস্যরা জানিয়েছে, গত ১৯-২০ জুলাই মধ্যরাতে কুন্দুজ প্রদেশের কয়েকটি পৃথক এলাকায় বড়ধরনের হামলা চালিয়েছে তালেবান মুজাহিদিন। তালেবান যোদ্ধাদের এসকল হামলায় তাদের বেশ কিছু সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"আযম" মিডিয়াতে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মুরতাদ সরকারের প্রাদেশিক কাউন্সিলর জানিয়েছে যে, কুন্দুজের বারিদোনু অঞ্চলে সরকারি সৈন্যদের উপর ঐরাতে ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছে তালেবান যোদ্ধারা। এতে কাবুল সরকারি বাহিনীর ১৩ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে কমপক্ষে ১০ সেনা সদস্য।

প্রাদেশিক গভর্নরের এক মুখপাত্র ইসমাতুল্লাহ মুরাদী স্বীকার করেছে যে, কুন্দুজের আলিয়াবাদ জেলার শিনওয়ারী ও কাজলুক এলাকায় গত রাতে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৮ সেনা মারা গিয়েছিল এবং আরো ৫ সেনা আহত হয়েছে।

এমনিভাবে গতরাতে প্রাদেশিক রাজধানীর "আরওয়ান্দ শিনওয়ারি" এলাকায় একটি চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস দিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। তালেবান তাদের দায় স্বীকারকৃত টুইট বার্তায় জানিয়েছে, উক্ত চৌকিতে থাকা মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ১৫ সেনা ও পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছেন তাঁরা। ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক।

তালেবান একই রাতে আলিয়াবাদ জেলার "কুচা কাজাক" এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলার উপর হামলার দায় স্বীকারও করেছে।তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৬টি ট্যাঙ্ক ও সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে, মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে ৮ সেনা এবং আহত হয়েছে আরো ৫ সেনা সদস্য।

বৃষ্টি হলেই ভাসে ঢাকা, সমাধানে কেবলই হাঁকডাক–টাকার শ্রাদ্ধ

দুই হাতে ভারী ব্যাগ আর ছেলেকে কাঁধে নিয়ে 'নদী' পার হচ্ছেন মা জলি আক্তার। এখন একটু বৃষ্টি হলেই ঢাকার রাজপথ যেন নদী হয়ে যায়। গতকাল দুপুরে পুরান ঢাকার আলুবাজার এলাকায়। দীপু মালাকারসূর্যের উদয়-অস্তের মতো চিরন্তন সত্যে পরিণত হয়েছে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা। টানা কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলেই ডুবে যায়

শহরের বড় অংশ। সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পক্ষ থেকে হাঁকডাক দেওয়া হলেও কার্যত সমস্যার সমাধান হয় না। গতকাল সোমবার সকালের বৃষ্টিতেও পুরোনো এই সমস্যা আবার সামনে এসেছে। তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল ঢাকা শহর। এতে দিনভর চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় ঢাকাবাসীকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা শহরের সবচেয়ে সমন্বয়হীন অবহেলিত একটি খাত হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসন। ছয়টি সংস্থা ও বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ হওয়ার কথা। কিন্তু সংস্থাগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানের ওপর দায় চাপায়।

অতীতে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতা হয়েছিল ২০১৭ সালে। ওই সময় স্থানীয় সরকারমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ওয়াদা করে বলেছিলেন, 'আমি প্রমিজ করছি, সামনের বছর থেকে আর এসব (জলাবদ্ধতা) দেখবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।'

এই ওয়াদা পালনের জন্য ঢাকার সব খাল, নালাসহ বৃষ্টির পানিনিষ্কাশনে জড়িত সবকিছুর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার প্রায় আড়াই বছর পর গত ফেব্রুয়ারিতে আগের মন্ত্রীর উত্তরসূরি ও বর্তমান স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, 'বক্স কালভার্টের ভেতর হাজার হাজার টন বর্জ্য জমে আছে। খালগুলোতে প্রবাহ নেই, নদীগুলো দখল হয়ে গেছে।'

গতকাল যোগাযোগ করা হলে তাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকার সব খাল পরিষ্কার করার কাজে তাঁরা হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু করোনার কারণে কাজের গতি কমে যাওয়ায় সব খাল পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তাহলে জলাবদ্ধতা সমস্যার কোনো সমাধান নেই? জবাবে মন্ত্রী আগের মতোই বলেন, বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী খনন করা হচ্ছে। এ ছাড়া ঢাকার ৩৯টি খাল পুনঃখনন করা হবে। এসব কাজ শেষ হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা কমে আসবে।

২০১৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজে ঢাকা ওয়াসা অন্তত ১০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। সিটি করপোরেশনসহ অন্য সংস্থাগুলোর পৃথক ড্রেনেজ বিভাগ না থাকায় সংস্থাগুলো এই সময়ে পানিনিষ্কাশনের জন্য মোট কত টাকা খরচ করেছে, তার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

নগর–পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য মন্ত্রীসহ বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিরা যে আশ্বাস দেন, তার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। তাঁরা নিজেরাও জানেন না, ঢাকায় কত মিলিমিটার বৃষ্টি হলে কোন অংশে কতটুকু জলাবদ্ধতা হবে। এ থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা সেভাবে কাজও করছেন না। বিভিন্ন সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকল্প নিয়ে যে কাজ করছে, তাতে শুধু জনগণের টাকাই নষ্ট হচ্ছে, প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকায় ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত হয়েছে ৬৩ মিলিমিটার। তিন ঘণ্টার এই বৃষ্টিতে মিরপুর রোড, ধানমন্ডি ২৭ নম্বর, নবোদয় হাউজিং, মগবাজার, গ্রিন রোড, বিমানবন্দর সড়ক, মিরপুর, মতিঝিল ও আরামবাগের বড় অংশ ডুবে যায়। পুরান ঢাকার বংশাল, নাজিরাবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় ছিল হাঁটুপানি। বিভিন্ন সড়কে বিকল হয়ে যায় বহু যানবাহন। কার্যত অচল হয়ে পড়ে ঢাকা।

খানাখন্দে ভরা সড়কে জলাবদ্ধতা। পানির নিচের গর্তে চাকা পড়ে উল্টে গেছে রিকশা। শহরের এমন দুর্ভোগের চিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও উঠে আসে। অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ধানমন্ডি ২৭ থেকে ৩২ নম্বর পর্যন্ত এলাকার (মিরপুর রোড) জলাবদ্ধতার ভিডিও দিয়ে একজন লিখেছেন, 'লকডাউনে যাঁরা কক্সবাজার যেতে পারেননি, তাঁরা এখানে এসে সাঁতার কাটতে পারেন।'

কয়েক বছর ধরেই ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে জলাবদ্ধতা হচ্ছে। গত বছর এই এলাকায় নালা সংস্কারের কাজও হয়েছে, এখনো চলছে। তারপরও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। জলাবদ্ধতার কারণে ব্যস্ত এই সড়ক একেবারে স্থবির হয়ে যায়, দীর্ঘ যানজট আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

গতকালের অবস্থা সম্পর্কে ঢাকা মহানগর পশ্চিম ট্রাফিকের অতিরিক্ত উপকমিশনার মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, জলজটে সবচেয়ে বাজে অবস্থা ছিল ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে। জলজট থেকে সৃষ্ট যানজট ধানমন্ডি থেকে অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যানজট তীব্র আকার ধারণ করে। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হয়। তিনি বলেন, এমন বৃষ্টি চলতে থাকলে জলজট-যানজটে ঢাকার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

শোচনীয় অবস্থা ঠেকাবে কে?

আইন ও কর্মপন্থা অনুযায়ী, ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জড়িত। এর বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানও জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখে। তবে মূল দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার। এ সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা বড় আকারের পানিনিষ্কাশন নালা ও খাল দিয়েই মূলত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হয়। তুলনামূলকভাবে ছোট নালা, কয়েকটি খাল এবং কয়েক কিলোমিটার বক্স কালভার্ট দেখভাল করে দুই সিটি করপোরেশন। তবে সিটি করপোরেশনের বেশির ভাগ নালার সংযোগ দেওয়া আছে ওয়াসার নালার সঙ্গে। পুরো শহর নিয়ে পরিকল্পনার পাশাপাশি হাতিরঝিল, উত্তরা ও গুলশান-বনানী এলাকার খাল আছে রাজউকের আওতায়। ঢাকা শহরের চারপাশের স্লুইসগেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাউবো। সেনানিবাস এলাকার পানি নিষ্কাশন করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকার পানিনিষ্কাশনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আবাসন প্রতিষ্ঠানের।

কী করছে ওয়াসা

ছয় সংস্থার হাতে দায়িত্ব থাকলেও ঢাকা শহরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের মূল দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার। কিন্তু সংস্থাটি এখন আর এই দায়িত্ব পালন করতে চায় না। এ খাতে আয় না থাকায় খাতটি নিয়ে ওয়াসা তেমন মনোযোগী নয়। তাই গত তিন-চার বছরে ওয়াসার নেতৃত্বে ড্রেনেজ নেটওয়ার্কও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারিত হয়নি, যা আছে সেগুলোও ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি।

ওয়াসার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরে ওয়াসা ড্রেনেজ খাতের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে কোনো বরাদ্দ দেয় না। মন্ত্রণালয়ের অনুদানের আশায় চেয়ে থাকে। মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দিলে কাজ হয়, না দিলে হয় না।

ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, সংস্থাটির অধীনে প্রায় ৩৮৫ কিলোমিটার পানিনিষ্কাশনের বড় নালা, ১০ কিলোমিটার বক্স কালভার্ট এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৬টি খাল আছে। কিন্তু যথাযথভাবে এর সব কটি কোনো অর্থবছরেই পরিষ্কার বা সংস্কার করা হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। রিকশার পাদানি পর্যন্ত পানি।

ওয়াসার গতিহীন দুই প্রকল্প

ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের কথা বলে 'ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও খাল উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি এবং 'হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ি খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুনঃখনন প্রকল্প' নামে আরেকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঢাকা ওয়াসা। ওয়াসার ভাষ্য, প্রায় ১১ কোটি টাকার এই প্রকল্প দুটি শেষ হলে ঢাকার জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে আসত। প্রকল্প দুটির মেয়াদ এখন শেষের দিকে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ১৯ দশমিক ১৬ শতাংশ, অন্যটির অগ্রগতি মাত্র দেড় শতাংশ।

সার্বিক বিষয়ে নগর গবেষক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, অবস্থা দেখে তো মনে হয়, পানিনিষ্কাশনকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথবা মুখে গুরুত্ব দিয়ে বললেও বাস্তবে কেউ যথেষ্ট কাজ করে না। সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে আজকের অবস্থা তৈরি হতে না। প্রথম আলোর রিপোর্ট

সংস্কারহীন রাস্তায় ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার দাদপুর ইউনিয়নের ভারদি বাজার থেকে মুজুরদিয়া পাকা রাস্তার মধ্যে ভারদি বাজারের ৩০০ মিটার পাকা রাস্তা সংস্কারের অভাবে জনসাধারণের দুর্ভোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই কাদা পানি জমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে বাজারের এই প্রধান সড়কটি। এমনকি কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারে না। রাস্তা ও মাছ বাজার সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাজারের রাস্তার দু'পাশ দিয়ে রয়েছে প্রায় শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

কাদা পানি জমার কারণে ওই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। উপজেলার কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, আমাদের বাজারের ভিতরের রাস্তাটুকু সংস্কার না করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। ১৭-১৮ বছরের মধ্যে এই রাস্তাটি একবার সংস্কার হয়েছিলো। রাস্তায় পানি কাদা জমে থাকায় আমরা ব্যবসা করতে পারছি না। পানি কাদা থাকায় দোকানে কেউ আসে না। বণিক সমিতির সভাপতি মো. সিরাজুল ইমলাম বলেন, অনেক বছর ধরে রাস্তায় কাদা পানি জমে থাকছে। অনেক জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করেছি রাস্তা সংস্কারের জন্য কোনো লাভ হয়নি। উপজেলা প্রকৌশলীকে জানানো হয়েছে তাতেও কোনো লাভ হয়নি। স্থানীয় এমপি মুনজুর হোসেন নির্বাচিত হওয়ার পর একবার ভারদি বাজারে এসেছিলেন তাকে বলেছিলাম। এমপি বলেছিলেন আমি দ্রুত রাস্তা ঠিক করে দেবো। তারপর আর কোনো খোঁজখবর নেননি। ভারদি বাজার কালীমন্দিরের সভাপতি নিখিল চন্দ্র

বলেন, রাস্তাটির সর্বত্র পিচ উঠে গিয়ে অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি পড়লে গর্তগুলোকে রাস্তার থেকে আলাদা করা যায় না। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। শুধু যান চলাচলই নয়, যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, বাজারের এই ৩০০ মিটার পাকা রাস্তায় সংস্কারের অভাবে পানি কাদা জমায় রাস্তার দু'পাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পথে। পথচারীরা পায়ে হেঁটে যেতে পারে না। যানবাহন তো চলতেই পারে না। কাদা পানির জন্য মাছ বাজারে ঢোকা যায় না। আমি অনেক দিন ধরে রাস্তা ও মাছ বাজার সংস্কার করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছি তাতে কোনো লাভ হয়নি। উপজেলা প্রকৌশলীকে বলেছি, তিনি আমাকে বলেন- সরজমিন দেখে কি করা যায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। উপজেলা প্রকৌশলী একেএম রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি ওইটুকু রাস্তার বিষয়টি শুনেছি। ইউএনও স্যার আর আমি সরজমিনে গিয়ে দেখবো- কি করা যায়। মানবজমিন

করোনা কেলেঙ্কারিতে পরীক্ষায় আস্থা কমছে মানুষের

করোনা ভাইরাসের ভুয়া পরীক্ষা। এমন স্ক্যান্ডাল বা কেলেঙ্কারির কারণে এখন বাংলাদেশিরা আস্থা হারিয়ে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা পরিহার করছেন। এই কেলেঙ্কারিতে এক ডজনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকায় দুটি হাসপাতাল ও পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব কেলেঙ্কারির কারণে জনগণের মধ্যে আস্থার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ফলে সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে করোনা পরীক্ষা করানো মানুষের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বার্তা সংস্থা এএফপির রিপোর্টে এসব কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ বলেছে, জুনে প্রতিদিন করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করানো হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের।

কিন্তু গত দু'সপ্তাহে এই সংখ্যা ১০ হাজারের সামান্য বেশি। পরীক্ষা ছাড়াই হাজার হাজার রোগীকে ভাইরাসমুক্ত এমন ভুয়া সার্টিফিকেট দেয়ার অভিযোগে ঢাকায় একটি হাসপাতালের মালিক মো. শাহেদ সহ এক ডজনের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপরই পরীক্ষা করানো রোগীর সংখ্যা কমে গেছে। তবে স্বাস্থ্য বিভাগের মুখপাত্র নাসিমা সুলতানা এই কম রোগীর বিষয়ে বলেছেন, জনগণের মধ্য থেকে করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক চলে গেছে। তিনি বলেছেন, বর্ষার কারণে, পরীক্ষায় ২০০ করে টাকা নেয়ার কারণে এবং করোনা ভাইরাস ধরা পড়লে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হবে- এই ভয়ে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা থেকে বিরত থাকছে লোকজন। তিনি আরো জানান, করোনায় মৃত্যুহার অনেক কম। সরকারিভাবে এই হার শতকরা ১.২৮। মানুষজন ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিলেই বাড়িতে অবস্থান করাকেই বেছে নিচ্ছে।
কিন্তু তার সঙ্গে একমত নন রাষ্ট্র পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্সের সাবেক প্রধান মুজাহেরুল হক। তিনি মনে করেন, ভুয়া পরীক্ষার অভিযোগের কারণে জনগণের মধ্যে অনাস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই মধ্যে ঢাকায় দুটি হাসপাতাল ও পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এ অভিযোগে। এএফপিকে তিনি বলেন, এর ফলে এসব পরীক্ষা কেন্দ্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এর ফলে পরীক্ষা করানো থেকে বিরত থাকতে জনগণ দৃঢ়ভাবে অনুৎসাহিত হচ্ছে।
ঢাকার একজন ব্যাংকার মুমিনুর রহমান। তিনি এএফপিকে বলেছেন, তিনি এসব পরীক্ষা মোটেও বিশ্বাস করেন না। কারণ, তার ৪২ বছর বয়সী এক ভাইকে মধ্য জুনে করোনার লক্ষণযুক্ত অসুস্থতায় মারাত্মকভাবে ভুগলেও তাকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এর এক সপ্তাহ পরে তার ভাই মারা যান। মুমিনুর রহমানের

এক শ্যালিকা জুলাইয়ের শুরুর দিকে ৩৪ বছর বয়সে একই প্রক্রিয়ায় মারা যান। অথচ পরীক্ষায় তাদের কারো করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে নি। মুমিনুল হক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক একজন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, দরিদ্রপীড়িত এই দেশে করোনা ভাইরাসের বিস্তার সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা বাড়ানো উচিত কর্তৃপক্ষের। প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ মানুষের এই দেশে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২ লাখ মানুষের করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে এই সংখ্যা অনেক বেশি হবে। মানবজমিন

সরকারি আশ্বাসেই কেটে গেছে এক দশক

ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে পঞ্চগড়ের তালমা নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চগড় সদর ইউনিয়নের ফকিরপাড়া এলাকায়। ভাঙনে ওই এলাকার প্রাচীন রাস্তাটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ঝুঁকিতে রয়েছে ফসলি জমি, মসজিদ, কবরস্থান ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিও। গত এক দশক ধরে নদীটির ওই অংশ ভাঙতে ভাঙতে এই অবস্থায় পৌঁছালেও পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ প্রতিবছর বর্ষা এলেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা এসে ছবি তুলে নিয়ে যান, বাঁধের আশ্বাস দেন কিন্তু তা আজও বাস্তবে দেখা মিলেনি। এবারের ভাঙন বেশ চিন্তায় ফেলেছে গ্রামবাসীকে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পঞ্চগড়ের দেওয়ানহাট থেকে কাঁচা রাস্তাটি গিয়ে ঠেকেছে ফকিরপাড়া গ্রামটিতে। গ্রামে প্রবেশের ঠিক আগে প্রায় কিলোমিটারের মতো জায়গা জুড়ে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। সড়কের গাছপালাও নদীগর্ভে চলে গেছে। পায়ে চলার মতো যেখানে পথটুকু রয়েছে সেখানেও বড় বড় ফাটল দেখা গিয়েছে। প্রতিদিনই ভাঙনের পরিধি বাড়ছে। ভাঙনের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের মসজিদ, কবরস্থান, ঘরবাড়ি আর ফসলি জমি। গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি নদীগর্ভে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ওই গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ। ভারি যানবাহনতো দূরের কথা একটি ভ্যান পর্যন্ত গ্রামে প্রবেশের সুযোগ নেই। জরুরি প্রয়োজনেও তাদের ভাঙনের অংশ হেঁটে পাড় হয়ে পড়ে অন্য মাধ্যমে যেতে হয়।

স্থানীয়দের জানান, এই রাস্তাটি অনেক পুরনো। গত এক দশক ধরে রাস্তাটিতে ভাঙন চলছে। প্রতি বছরই তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে বাঁধের আকুতি জানান। কিন্তু তারা প্রতিবছরই আশ্বাস দিলেও আজও তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। সময় মতো বাঁধ নির্মাণ করা গেলে রাস্তাটি অক্ষত রাখা রাখা যেত বলেও জানান তারা। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। এখন ভাঙনের চিন্তায় তাদের রাত কাটছে নিদ্রাহীন।

ফকিরপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের গ্রামের একমাত্র রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশই তালমা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এখন একটি ভ্যান পাড় করার মতো অবস্থা নেই। পায়ে হেঁটে চলতে হলেও খুব সাবধানে যেতে হয়। জরুরি প্রয়োজনে বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেও আমাদের দ্রুত নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। খুব সমস্যায় পড়ে গেছি। দিন দিন ভাঙন আরো বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ফসলি জমি, ঘরবাড়ি, মসজিদ ও কবরস্থানসহ সব নদীগর্ভে চলে যাবে।

ওই গ্রামের আমিনুল ইসলাম বলেন, বর্ষাকালে নদীটি ভাঙন মারাত্মক আকার ধারণ করে। আমাদের একমাত্র রাস্তাটি ভেঙে যাওয়া আমরা এখন কৃষিপণ্য হাটে নিতে পারছি না। সার বীজ পরিবহণ করতে পারছি না। আমরা এখানে দ্রুত বাঁধ নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি।

ওই গ্রামের সালমা বেগম বলেন, আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করতো। এখন রাস্তাটি দিয়ে কেবল পায়ে হেঁটে যাওয়া হয়। তাও সেখানে সেখানে ফাটল। তাই শঙ্কায় থাকি আমরা।

ওই গ্রামের কামরুল ইসলাম বলেন, দিনেই এখন রাস্তাটি ধরে হাঁটতে ভয় করে। রাতে অনেকেই মসজিদে নামাজ পড়তে আসতে পারে না। কখন কোনো খাদে পড়ে যায় এই ভয় এখন সবার।

স্থানীয় ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, নদীটির মতো রাস্তাটিও প্রাচীন। এখন রাস্তাটি অনেক অংশই নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রতি বছরই জানিয়েছি। সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণের আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রতি বছর তারা আসে ছবি তুলে নিয়ে যায় কাজ হয় না। সময় মতো বাঁধ নির্মাণ করা গেলে গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি আজ নদীতে বিলীন হতো না। দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করা না গেলে এ গ্রামের আরো অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

সাড়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ তালমা নদীটি ভারত থেকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা দিয়ে প্রবেশ করে করতোয়া নদীতে মিলেছে। আগে নদীটি প্রবল খরস্রোতা হলেও এখন কেবল বর্ষাকালে নদীটিতে পানির বেশ তোড় দেখা যায়। কালের কণ্ঠ

ড্রোন ফুটেজ প্রকাশ এর পরও উইঘুর নির্যাতন অস্বীকার চীনা রাষ্ট্রদূতের

চীনের শিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতন নিয়ে সম্প্রতি নতুন ড্রোন ফুটেজ প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, উইঘুরসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শত শত মানুষের চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এমন প্রমাণ সত্ত্বেও শিনজিয়াংয়ে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেছেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত লউ শিয়াওমিং। তিনি দাবি করেছেন, উইঘুররা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সংহতিপূর্ণভাবে বাস করছেন। এ খবর দিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

খবরে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংগঠন চীনের শিনজিয়াংয়ে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হয় বলে আসছে বহুদিন ধরে। অভিযোগ অনুসারে, সেখানে বন্দিশিবিরে সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক শ্রম, বন্ধ্যাকরণ ও আটক করে রাখা হচ্ছে। তবে চীন বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, শিবিরগুলোয় সংখ্যালঘুদের পুনঃশিক্ষা দেওয়া হয়।

তবে সম্প্রতি প্রকাশিত এক ড্রোন ফুটেজে দেখা গেছে, শিকল দিয়ে বাঁধা শত শত উইঘুর ও অন্যান্য সংখ্যালঘু পুরুষকে চোখে কালো কাপড় বেঁধে একটি ট্রেন থেকে নামিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটি গত আগস্টের ও ওই ট্রেনটির মাধ্যমে বন্দিদের শিনজিয়াংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এর পর শিয়াওমিংকে শিনজিয়াংয়ের একজন নারীর সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। তাতে ওই নারী বলেন, তাকে জোরপূর্বকভাবে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়েছে। এ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে শিয়াওমিং বলেন, এসব চীনবিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিবেদন। চীনে উইঘুর নারীদের ব্যাপকভাবে জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ হয় না। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, এ রকম একক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।'

সূত্রঃ আমাদের সময়

২০শে জুলাই, ২০২০

করোনায় দুর্নীতিতেও বিশ্বে এগিয়ে বাংলাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ সোমালিয়া কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে। হাসপাতাল থেকে সুরক্ষাসামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে, আর তা পাওয়া যাচ্ছে খোলাবাজারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্থ ও লোকবলের অভাবে নার্সদের ক্লিনারের কাজ করতে হচ্ছে আর চিকিৎসকেরা করছেন লন্ড্রির কাজ। নিম্নমানের পরীক্ষার কিট কেনার দায়ে জিম্বাবুয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চাকরি চলে গেছে। নতুন রোগী ভর্তি করলে আয় বেশি, এ জন্য পুরোনো রোগীদের রোগমুক্তির সনদ দিয়ে বিদায় করে দেওয়ার অভিযোগে একটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে গ্রিস পুলিশ।

গত মার্চে লন্ডন পুলিশ কোভিড-১৯ শনাক্তের জাল কিট তৈরির অভিযোগে ফ্রাঙ্ক লুডলো নামের ৫৯ বছরের এক ব্যক্তিকে আটক করে। পাশের দেশ ভারতের অমৃতসরে ইএমসি নামের এক বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যবান ও সুস্থদের করোনা ‘পজিটিভ’ বানিয়ে ভর্তি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে।

সব মিলিয়ে কোভিড-১৯-এর সময়ে অনেক দেশই দুর্নীতি নিয়ে কমবেশি সংকটে আছে। সরকারি কিছু কর্মচারী, বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী, বেসরকারি খাতের অনেক উদ্যোক্তা এসব দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বেশি অভিযোগ বেশি দরে পণ্য কেনাকাটার। কিন্তু দুর্নীতির ক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ। সুরক্ষা পণ্য কেনাকাটায় দুর্নীতি, কাজ দেওয়ায় অনিয়ম এবং অসহায় ও দুস্থদের ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি তো আছেই। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে ভুয়া পরীক্ষার কেলেঙ্কারি। নতুন ধরনের এই দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে ‘বিগ বিজনেস ইন বাংলাদেশ: সেলিং ফেক করোনাভাইরাস সার্টিফিকেট’।

বাংলাদেশ কী হয়েছে

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের একটি। টিআইএর তালিকায় ১৯৮টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। সুতরাং রোগের মহামারির এই সময়ে বাংলাদেশে যে দুর্নীতি ঘটবে না, তা নিশ্চয়ই কেউ আশা করেননি। তবে মহাদুর্গতির এ সময়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা থাকবে, সে আকাঙ্ক্ষা অনেকের ছিলো।

নগদ আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার কর্মসূচি সফল করতে পারেনি সরকার। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণেই এই হাল। অনেক অবস্থাপন্নদের নাম এই তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। নগদ সহায়তা এবং ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ১০২ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত হওয়াদের বেশির ভাগই কোনো না কোনোভাবে সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সুরক্ষাসামগ্রী কেনা ও সরবরাহ নিয়েও ঘটেছে দুর্নীতি। নিম্নমানের সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ও মাস্ক কিনে তা সরবরাহ করা হয়েছে। এসব কেনাও হয়েছে অস্বাভাবিক বেশি দামে। করোনার শুরুতেই অর্থ মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। পরে সংকট মোকাবিলায় জরুরি স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কিনতে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে সরকার। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের প্রকল্পের ব্যয় ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকা এবং এডিবির প্রকল্পের ব্যয় ১ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা। এই দুই প্রকল্পের কেনাকাটা নিয়েই উঠেছে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ। স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটার বাইরে সফটওয়্যার কেনা, ওয়েবসাইট উন্নয়ন, অডিও-ভিডিও ফিল্ম নির্মাণ, সেমিনার সম্মেলন করা, ভ্রমণ ব্যয় এবং পরামর্শক খাতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা নিয়েও উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ।

তবে বাংলাদেশে করোনাকালের দুর্নীতির সব উদাহরণকে ছাপিয়ে গেছে জেকেজি ও রিজেন্ট হাসপাতালের জালিয়াতির ঘটনা। করোনার নমুনা সংগ্রহ করে ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে এই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের আটক করেছে সরকার। করোনার নমুনা সংগ্রহ করে তা ফেলে দিয়ে, ভুয়া ফলাফল দেওয়ার ঘটনা সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত বিরল।

বাংলাদেশে শুরু থেকেই টেস্ট করা হয়েছে খুবই কম। সমালোচনার মুখে টেস্টের সংখ্যা বাড়লেও ফল পেতে দীর্ঘ সময় এখনো অপেক্ষা করতে হয়। টেস্টের জন্য ধরতে হয় দীর্ঘ লাইন। এখন তো টেস্টের জন্য অর্থ নেওয়া শুরু করেছে সরকার। ফলে শুরু থেকেই করোনা টেস্ট নিয়ে যে আস্থার অভাব ছিল, তা আরও বেড়েছে। এর মধ্যেই আবার জেকেজি ও রিজেন্ট হাসপাতালের ভুয়া টেস্টের তথ্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতাবানদের যোগসাজশের বিষয়টি এর মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। আবার এই দুই প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া ও চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরস্পরের দোষ দিচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই বলেই এমনটা ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। এ ছাড়া, চুক্তি সই করার আগে পড়ে দেখেন না বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

এমনিতেই দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে করোনার এই সময়ে স্বাস্থ্য খাতের করুণ বা কুৎসিত চেহারাটি প্রকাশ পেয়ে গেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিনব সব দুর্নীতি। করোনাকালে দুর্নীতি প্রতিরোধে আগাম সতর্ক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ যা করেছে, তা হচ্ছে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি ছাড়া প্রতিরোধে কার্যকর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিলো না। ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়াটাই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সুশাসনের সংকট, সংস্কার না করা—সবকিছুরই ফলাফল হচ্ছে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা।

সামনের দিনগুলোতে আরও অনেক অর্থ খরচ হবে। অনেক অর্থ আসবে বাংলাদেশে। ফলে দুর্নীতিরও নতুন নতুন সুযোগ ঘটবে। কোন পথে তা সামাল দেওয়া হবে, সেটাই হবে পর্যবেক্ষণের বিষয়। প্রথম আলো

উন্নয়নের ছোয়ায় এক বৃষ্টিতেই সড়ক খালে পরিণত!

রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সড়কে পানি জমে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী। গতকাল রোববার রাত থেকে রাজধানীতে বৃষ্টি শুরু হয়। আজ সোমবার সকালেও মুষলধারে চলে বৃষ্টি।

সকালে দেখা যায়, বৃষ্টিতে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক তো বটেই, বিভিন্ন সংযোগ সড়কেও পানি জমে গেছে। কোথাও কোথাও সড়কে হাঁটুপানি জমে থাকতে দেখা যায়।

সকালে রাজধানীর বিভিন্ন প্রধান সড়কে পানি মাড়িয়ে যানবাহন চলতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও পানিতে যানবাহন বিকল হতেও দেখা গেছে।

সকালে সড়কে নেমে অফিসমুখী নগরবাসী দুর্ভোগে পড়েন। অনেকেই বৃষ্টিতে ভিজে, পানি মাড়িয়ে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

কয়েক বছর ধরেই বর্ষা মৌসুম রাজধানীবাসীর জন্য এক আতঙ্ক। সামান্য বৃষ্টিতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলাবদ্ধ থাকে রাজধানীর অনেক সড়ক। এবারও একই চিত্র দেখা গেল। প্রথম আলো

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ২৮ সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানের দুটি স্থানে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ২৮ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। চেকপোস্ট বিজয় সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, গত ১৮ জুলাই রাতে জাবুল প্রদেশের শাহের সাফা জেলার হাজী ইসহাকজাই এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ১৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৬টি যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

একই রাতে হেলমান্দ প্রদেশের নওয়া জেলার "ডেনারী জবার" এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এই পোস্টটি থেকে মুরতাদ বাহিনী বেসামরিক নাগরিকদের হয়রানী করতো। তাই গতরাতে মুজাহিদগণ পুতুল সেনাদের উপর হামলা চালিয়ে পোস্টটি সম্পূর্ণরূপে বিজয় করে নেন। এসময় মুজাহিদদের হাতে মারা গিয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৯ সেনা সদস্য এবং আহত হয়েছে আরো ৪ সেনা সদস্য।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ একটি মোটরসাইকেলসহ ৫টি যুদ্ধাস্ত্রও গনিমত লাভ করেছেন।

ফটো রিপোর্ট | বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র দ্বারা নুসাইরীদের উপর হামলা চালাচ্ছে আনসার আল-ইসলাম

আল-কায়েদা সমর্থিত শামের জিহাদী তানযিম আনসার আল-ইসলাম এর মুজাহিদিন বিভন্ন ধরনের অস্ত্র দ্বারা কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর উপর হামলা চালাচ্ছেন। সিরিয়ার হামা সিটি থেকে হামলার এমনই কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছেন মুজাহিদগণ।

ফটোতে দেখা গেছে মুজাহিদগণ এই অভিযানে 82mm, M69A+81, SPG-9, AGS-7 MGL অস্ত্র দ্বারা নুসাইরী মুরতাদ সৈন্যদের উপর হামলা চালাচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/07/20/40371/

কোরবানি নিয়ে মালাউন বিএসএফের অবমাননাকর বক্তব্য

ভারতের হিন্দু মালাউনরা নির্মমভাবে পাঠা বলি দিলেও তাদের মায়াকান্না গরু নিয়ে। যদিও বিশ্বে গোমাংশ রপ্তানিতে ভারত অন্যতম। তবুও গোমূত্র খোররা মুসলিমদের কোরবানি ঈদে আল্লাহ তায়ালার নামে উৎসর্গ করে জবাইকে প্রাণীগুলোর উপর 'নির্যাতন' হিসেতে আখ্যায়িত করেছে।

সংবাদে বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি'র বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে "প্রাণীগুলোকে পরম যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করা হয়। কিন্তু কোরবানি ঈদের নামে উৎসর্গ করে জবাই করার অর্থ হলো নির্যাতন করা।"

বিজিবি বলছে, এ কথাটি ইসলাম ধর্মের বৃহত্তর ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল আজহা'র জন্য অবমাননাকর এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত হানার শামিল।

ভারত থেকে গরু পাচারে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সহযোগিতা করা এবং কোরবানির নামে পশুদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে- ভারতীয় বিএসএফের দেওয়া এমন বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বিজিবি।

রবিবার বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ১৩ জুলাই ভারতীয় The Indian Express পত্রিকায় 'BSF: Border Guard Bangladesh supports cattle smuggling'- শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদে গত ৬ জুলাই বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি এসএস গুলেরিয়া স্বাক্ষরিত হিন্দি ভাষায় লিখিত এক সংবাদ বিবৃতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, বিএসএফ দাবি করছে ভারত থেকে গরু পাচারে বিজিবিসম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছে।

বিজিবি বলছে, প্রকাশিত সংবাদ ও বিবৃতিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চোরাকারবারীদের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় ভারতের মাটিতে গরু সমাগম ও নদীপথে গরু পাচারে বিএসএফের নিষ্ক্রিয়তা/তৎপরতার অভাব নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, ভারতীয় গরু পাচারকারীরা অধিক মুনাফার আশায় বাংলাদেশে এভাবে গরু পাচার করার কাজে অতি উৎসাহী হয়। এতে করে দেশীয় খামারিগুলো প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এতে বলা হয়, এ প্রেক্ষিতে গরু চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং বিজিবি কর্তৃক সীমান্তে গবাদিপশু চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন, সীমান্তবর্তী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রিকালীন পাহারা দেওয়া ও সীমান্তে বিজিবির টহল বৃদ্ধিসহ কঠোর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিজিবি বলছে, মূলত গরু চোরাচালান প্রতিরোধে বিএসএফের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই ভারতীয় গণমাধ্যমে সংবাদটি প্রকাশ হতে পারে বলে অনুমেয়।

ভারতে বন্যা কবলিত ২৬ জেলার ২৮ লাখ বাসিন্দা

ভারতের আসামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। রাজ্যটিতে অব্যাহত ভারি বৃষ্টিতে চলমান বন্যা ও ভূমিধ্বসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৫ জনে। বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছেন ২৬টি জেলার প্রায় ২৮ লাখ বাসিন্দা। এরইমধ্যে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বাস্তুচ্যুত প্রায় ৪৭ হাজার মানুষকে।

যতই দিন যাচ্ছে ততই অবনতি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের বন্যা পরিস্থিতি। যেদিকেই চোখ যায় শুধু পানি। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। কোথায় নদী আর কোথায় ভূমির অবস্থান দেখে বোঝার উপায় থাকবে না।

অব্যাহত ভারী মৌসুমি বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট সাম্প্রতিক ভয়াবহ এ বন্যায় এ পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে গেছে রাজ্যের ২৬টি জেলার আড়াই হাজারেরও বেশি গ্রাম। বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছেন এসব জেলার অন্তত ২৮ লাখ মানুষ। কেবল ধুবড়িতেই পানিবন্দি মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে সোয়া এক লাখেরও বেশি হেক্টর জমির ফসল। বাস্তুচূত হয়েছেন প্রায় ৪৭ হাজার বাসিন্দা, যাদেরকে এরইমধ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে।

একজন বলেন, ‘প্রতিবছরই কম বেশি বন্যা হয়, কিন্তু এ বছরের মতো এত ভয়াবহ বন্যা এর আগে দেখিনি। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি সব ডুবে গেছে। মানুষ অসহায় হয়ে নৌকায় রাত কাটাচ্ছে।’

শুধু বন্যা নয়, অব্যাহত ভারি বৃষ্টিপাতে দেখা দিয়েছে ভূমিধসও। শনিবার পর্যন্ত আসামে বন্যা ও ভূমিধ্বসে প্রাণ হারিয়েছে শতাধিক মানুষ।

---

৬৯ ফিলিস্তিনী নারী ও শিশুকন্যাকে আটক ইহুদিবাদী ইসরাইলের

চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ৬৯ জন ফিলিস্তিনী নারী ও কন্যাশিশুকে আটক করেছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনের বন্দী বিষয়ক রিসার্চ সেন্টারের মুখপাত্র রিয়াদ আল-আশকার এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি শনিবার জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে এক বক্তব্যে বলেন, ফিলিস্তিনী নারীদের আটক করার সময় কোনও বাছবিচার করে না ইসরাইলি সেনারা; এমনকি তারা বৃদ্ধা এবং অসুস্থ নারীদের ধরে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না।

আল-আশকার বলেন, ফিলিস্তিনী নারীরা যাতে কোনও ধরনের ইসরাইল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ না নেন সেজন্য তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব নারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তেল আবিব। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসরাইল বিরোধী পোস্ট দেওয়ার দায়েও ফিলিস্তিনী নারীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফিলিস্তিনের বন্দী বিষয়ক রিসার্চ সেন্টারের মুখপাত্র বলেন, বর্তমানে ইসরাইলি কারাগারে ৪১ ফিলিস্তিনী নারী বন্দী রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে এবং বাকি ১৬ জন বিনা বিচারে আটক রয়েছেন।আল-আশকার জানান, ইসরাইলি কারাগারগুলোতে বর্তমানে ৪ হাজার ৮০০ ফিলিস্তিনী বন্দী রয়েছেন, যাদের মধ্যে ১৭০ জন শিশু ও বৃদ্ধ রয়েছেন। ডেইলি সংগ্রাম

ভুয়া এন-৯৫ মাস্ক বিএসএমএমইউতেও

লেবেলে ভুল বানান আর ভুলে ভরা বাক্য থাকলে সেই মাস্ক মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে কি? ভুল বানান আর ভুলে ভরা বাক্য সম্বলিত লেবেল কি শুধু এই প্রশ্নেরই উত্থাপন করে? নাকি প্রশ্নটি হতে পারে আরও বড় কিছু নিয়ে?

গত শনিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল কর্মীদের দেওয়া এন-৯৫ মাস্কের লেবেলে দেখা গেছে হাস্যকর রকমের বানান ভুল।

মাস্কের সতর্কবাণীতে লেখা আছে, 'This respirator Protects agalnst cortein Panrticles. Misuse may result insickness ordeath. For proper use see supervisor orbox or can 3M...'

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মাস্ক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থ্রি-এম। তারা তাদের পণ্যের গায়ে এমন হাস্যকর ভুলসহ লেবেল ছাপাবে, তা একেবারেই সম্ভব না। বাক্যটির মাঝে দুটি শব্দের শুরু করা হয়েছে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে। বাক্যের মধ্যে রয়েছে চারটি ভুল বানানের শব্দ (against কে লেখা হয়েছে agalnst, certain কে লেখা হয়েছে cortein,

particles কে লেখা হয়েছে Panrticles এবং call কে লেখা হয়েছে can)। এছাড়াও দুটি শব্দ মিলিয়ে ফেলা হয়েছে তিনটি জায়গায় (in sickness কে লেখা হয়েছে insickness, or death কে লেখা হয়েছে ordeath এবং or box কে লেখা হয়েছে orbox)। অথচ এই পুরো লেবেলে সর্বমোট শব্দ সংখ্যা মাত্র ২৩।

যে সব চিকিৎসকদের এই মাস্কগুলো দেওয়া হয়েছে তারা সবাই দ্য ডেইলি স্টারকে এক বাক্যে বলেন, 'এগুলো যে নকল তা তো খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়।'

থ্রি-এমের তৈরি আসল এন-৯৫ মাস্কের সঙ্গে হাতে পাওয়া মাস্কের তুলনা করে একজন চিকিৎসক বলেন, 'এই মাস্ক খুবই নিম্নমানের। এটি তৈরির উপাদান ও কাঠামোও অন্যরকম, যা মানসম্মত নয়।'

তিনি ও হাসপাতালের আরও কয়েকজন আবাসিক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের মাঝে এমন মাস্ক বিতরণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন।

গত শনিবার হাসপাতালের পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগও জানিয়েছেন তারা।

কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসকদের এক সপ্তাহে ব্যবহার করার জন্য পাঁচটি এন-৯৫ মাস্ক দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা বলেন যে কয়েকটি মাস্ক আসল বলেই মনে হয়েছে, তবে বেশিরভাগই সুস্পষ্টভাবেই নকল।

একজন আবাসিক চিকিৎসক প্রশ্ন রেখে বলেন, 'এন-৯৫ এর মতো উচ্চমানের পণ্যের গায়ে কি এই জাতীয় বানান ভুল সম্ভব?'

আরেকজন চিকিৎসক জানান, এ মাসের শুরুর দিকে কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসকদের অরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সময় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা চিকিৎসকদের এন-৯৫ মাস্কসহ অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এক চিকিৎসক বলেন, 'যদি সঠিক পিপিই (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম) আমাদের দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের কাজ করতে কোনো সমস্যা হবে না।'

হাসপাতালের পরিচালকের কার্যালয়কে মাস্ক ও পিপিই কেনা এবং সেগুলোর মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

তবে হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. জুলফিকার আহমেদ আমিন এসব পণ্য কোন প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করেছে তাদের নাম প্রকাশ করেননি। এমনকি, এসব কিনতে কতো টাকা খরচ হয়েছে বা কোন প্রক্রিয়ায় কেনা হয়েছে তাও জানাননি।

তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'আমরা চিকিৎসকদের কাছ থেকে কিছু অভিযোগ পেয়েছি। সেসব অভিযোগের তদন্ত করছি। এখন আমরা অন্য জায়গা থেকে মাস্ক সংগ্রহ করছি।'

তিনি আরও জানান, যারা মানের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন তাদের বলা হয়েছে মাস্কগুলো ফিরিয়ে দিতে। তাদের নতুন মাস্ক দেওয়া হয়েছে।

নকল মাস্ক ও পিপিই দেওয়া নিয়ে গত এপ্রিলের শুরুর দিকে অনেক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরা মাস্কের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাদের কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তা প্রকাশ করেন।

নকল ও নিম্নমানের মাস্কের কারণে চিকিৎসক, তাদের পরিবার এবং রোগীদের মাঝে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত অন্তত ৭১ জন চিকিৎসক কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারা গেছেন এবং আরও অন্তত ১১ জন মারা গেছেন কোভিড-১৯ এর উপসর্গ নিয়ে। দ্য ডেইলি স্টার

চামড়ার ন্যায্য মূল্যের দাবিতে জাতীয় উলামা পরিষদের সমাবেশ

কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের দাবিতে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় উলামা পরিষদের পূর্ব ঘোষিত গণ সমাবেশ। ১৭ জুলাই বাদ জুমা বা এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী।

গণসমাবেশে বক্তারা দেশের অর্থনীতি এবং এতিম-গরীবের হক রক্ষায় কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের দাবি জানিয়ে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

চামড়া শিল্পকে ধ্বংসের লক্ষ্যে বিদেশী এজেন্ট যারা বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি চায় না, তারাই পেছন থেকে কাজ করছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, কুরবানী মৌসুমে পশু যবাই করা হয় ওয়াজিব বিধান পালনের জন্য। কুরবানীর এই বিধান পালনের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের যে কোন আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকার মনোভাব প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি এই কুবানীর গোশত বন্টনের মাধ্যমে মানবিকতার চর্চা, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করার চর্চা'সহ অনেক উপকার নিহিত রয়েছে। কুরবানীর পশুর গোশত গরীব-মিসকীনদের মাঝেও বিলি-বন্টন করা হয়। কুরবানীর চামড়ার সম্পূর্ণ টাকাও গরীবরাই পেয়ে থাকেন।

সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী বলেন, চামড়া শিল্পকে ধ্বংসে তৎপরত সিন্ডিকেট চক্রকে প্রতিহত করে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে চামড়ার ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্য আমরা জোরালো দাবি জানাচ্ছি। দেশের অর্থনীতিকে রক্ষার পাশাপাশি চামড়ার প্রকৃত হকদার এতীম, গরীব ও দুস্থ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য চামড়ার ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় গত বৎসরের মতো লাখ লাখ চামড়া বিনষ্ট হওয়ার মতো ঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে এবং দেশের বিপুল সংখ্যক এতিম, গরীব ও নি:স্ব মানুষ বঞ্চিত হবে, দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তিনি বলেন, দেশের প্রধান রফতানি শিল্পের মধ্যে পাট, চা ও চামড়া অন্যতম। কিন্তু দেশ যখন অর্থনীতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, এই তিনটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতকেই ধ্বংস করতে কুচক্রী মহল ওঠেপড়ে লেগেছে, যাতে এ দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

কুরবানীর চামড়ার ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের দাবিতে জাতীয় উলামা পরিষদের পক্ষে ধারাবাহিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আজ (১৮ জুলাই) শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হবে।

মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমীর পরিচালনায় গণ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন, মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মুফতি শরীফুল্লাহ, মাওলানা জয়নুল আবেদীন প্রমুখ। ইনসাফ২৪

আসামে ৩ বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ভারতীয়রা

ভারতের আসামে তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) প্রদেশটির দক্ষিণাঞ্চলে করিমগঞ্জ জেলায় এ ঘটনা ঘটে।

ওই দলের আরো চার জন ছিল যারা পালিয়ে বেঁচে গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দুকে করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে বিএসএফের ১৩৪ ব্যাটালিয়নের ই কোম্পানির কাছেই বগ্রিজান টি এস্টেটে। সেখানে থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী পুলিশ আউটপোস্টের দূরত্ব মাত্র দেড় কিলোমিটার।

ওই পুলিশ কর্মকর্তার দাবি, তারা তদন্ত করে দেখেছেন ওই বাংলাদেশীরা সীমান্ত পেরিয়ে বগ্রিজান এলাকায় গরু চুরির করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। স্থানীয়রা তাদের গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

আসামের করিমগঞ্জ জেলায় দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশীকে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা এ নিয়ে দুটি ঘটল। ইনসাফ২৪

ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফের ভাষ্যমতে, গত ১ জুন ৪৩ বছর বয়সী এক বাংলাদেশীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি আরো তিন বাংলাদেশী ও দুই ভারতীয়র সঙ্গে গরু চুরি করতে এসেছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

১৯শে জুলাই, ২০২০

ছাগল চুরি করায় যুবলীগের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে মানববন্ধন

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৭নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তিন জনের বিরুদ্ধে খাসি চুরি করে জবাই করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় শনিবার দুপুরে খাসির মালিক নুরুল ইসলাম

বাদী হয়ে যুবলীগ নেতাসহ তিনজনের নামে কালিয়াকৈর থানায় মামলা দায়ের করেন। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার যুবলীগ নেতা রফিকুল ইসলামসহ তিনজন পাশের বাড়ির নুরুল ইসলামের খাসি চুরি করে জবাই করে। খাসি চুরির বিচারের দাবিতে শনিবার বিকেলে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত ৯টার দিকে ফুলবাড়ীয়া কড়িচালা এলাকার নূরুল ইসলামের স্ত্রী বাড়িতে তালা দিয়ে পাশের গ্রামে তার ছেলেকে আনতে যায়। ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসে দেখতে পায় বারান্দার সামনে রক্ত এবং ঘরের দরজা খোলা। পরে ঘরের ভেতরে ডুকে খাসি দেখতে না পেয়ে তারা ডাক চিৎকার করে। তাদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে আসে। এসময় দেখা যায় চোর চক্র বাড়ির বারান্দায় খাসিটি জবাই করে নিয়ে যাবার সময় রক্ত পড়তে পড়তে পাশের মালেকের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। পরে এলাকাবাসী ও স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ মালেকের ঘরের ভেতর তল্লাশী করে খাসির মাংস পায় এবং বাড়ির মালিক মালেককে আটক করে রাখে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে মালেক ঘটনার সঙ্গে যুবলীগ নেতা রফিক ও একই গ্রামের তাইজুদ্দিন জড়িত আছে বলে জানায়। তবে পুলিশ যুবলীগ নেতা রফিককে এখনো গ্রেপ্তার করেনি।

এদিকে খাসি চুরির ঘটনার বিচার এবং যুবলীগ নেতার রফিকের গ্রেপ্তারের দাবিত শনিবার দুপুরে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। অভিযুক্ত যুবলীগ নেতা রফিক বলেন, আমার প্রতিপক্ষ আমাকে এলাকায় হেয় করার জন্য আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমি এঘটনার সাথে কোনভাবেই জড়িত না। সূত্র: কালের কণ্ঠ

আনুষ্ঠানিকভাবে মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনের নাম মুছে ফেলেছে গুগল ও অ্যাপল

সম্প্রতি গুগল ও অ্যাপল তাদের মানচিত্রে ফিলিস্তিনের নাম মুছে ফেলেছে। ফলে গুগল ও অ্যাপলে ফিলিস্তিন নাম অনুসন্ধান করে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম ডাব্লিউএএফএ গতো ১৮ জুলাই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন,গুগল ও অ্যাপল তাদের মানচিত্রে ফিলিস্তিনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলেছে।গুগল ইঞ্জিনে ফিলিস্তিন নাম অনুসন্ধান করলে বিষয়টি নজরে আসে। ইতোমধ্যে বিষয়টি বিশ্ব মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ মাধ্যমটি উল্লেখ করে,মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিন বাদ দেওয়া মানে ফিলিস্তিনের জনগণ ও বিশ্ব মুসলমানদের চরমভাবে অবমাননা। যা দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর দখলদারিত্ব ও ফিলিস্তিনিদের উপর আগ্রাসন আরও উসকে দিয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রচারে জড়িত কয়েক মিলিয়ন মানুষের প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করেছে।

সম্প্রতি সন্ত্রাসী ইসরায়েল পশ্চিমতীরের আরো কিছু অংশ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। দ্রুতই সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘৃণ্য ইহুদিরা নানা আগ্রাসন চালাচ্ছে। গুম, খুন, গ্রেফতার থেকে শুরু করে ফসলি জনি,কৃষি খামার ও বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করছে।এমন সময় গুগল নিজেদের

মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিন নাম মুছে দিয়েছে। যা আগুনে ঘি ঢালার মতো। এ নিয়ে বিশ্বজুড়েই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে ।

সাইবারস্পেস ব্যবহারকারীরা যখন জানতে পারলেন যে গুগল এবং অ্যাপল মানচিত্র থেকে "ফিলিস্তিন " নামটি মুছে ফেলা হয়েছে, তারা টুইটারে # ফ্রি পেলেস্টাইন (#Free Palestine) নামের হ্যাশট্যাগ চালু করেছে। ইতোমধ্যে ১০ মিলিয়ন মানুষ গুগলের কাছে আবেদন করে সাক্ষর করেছেন। যেন তারা মানচিত্রে ফিলিস্তিনের নাম যুক্ত করেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে গুগল দখলদার ইসরায়েলের পক্ষে ফিলিস্তিনে জাতিগত নির্মূলকরণে গুগল নিজেকে জটিল করে তুলছে, গুগলকে নিজেদের মানচিত্রে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং অবৈধভাবে দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য গুগলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৬০ হাজার ২০৭

যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড সংখ্যক ৬০ হাজার ২০৭ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির হিসেব থেকে এ তথ্য জানা যায়। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ লাখ ৯৮ হাজার ২০৯ জন। বাল্টিমোর ভিত্তিক ইউনিভার্সিটি স্থানীয় সময় রাত সাড়ে আটটায় এ কথা জানিয়েছে।

এ সময় করোনায় মারা গেছে আরো ৮৩২ জন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩৯ হাজার ৯৬০ জন। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সংক্রমণে পর পর তিন দিন যে রেকর্ড তৈরি হয়েছে শুক্রবার তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এ দিন ৭৭ হাজার ৬৩৮ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়। নয়া দিগন্ত

দেশটিতে করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকায় কোন কোন রাজ্যে শিথিলতার পরিবর্তে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

গ্রিসে অবহেলিত মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা, বানানো হয়েছে নাইট ক্লাব থিয়েটার

গ্রিসে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো এখন অপমানজনক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নবায়নের নামে কিছু মসজিদ পরিণত করা হয়েছে চার্চে। অনেক মসজিদ পরিণত করা হয়েছে নাইট ক্লাব, থিয়েটার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনকেন্দ্রে। গ্রিসে উসমানী শাসনামলের ১০ হাজারের বেশি ইসলামী স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। আয়া সোফিয়াকে নামাজের জন্য খুলে দেয়ায় গ্রিসের সমালোচনার জেরে অনেকেই দেশটিতে অবস্থিত উসমানী স্থাপনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৪৬৮ সালে গ্রিসের থেসেলোনোকিতে হামজা বে মসজিদটি শুধু নামাজের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পর মসজিদের মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে। মিনারের কারুকাজ এবং মূল্যবান পদার্থগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। ধ্বংস করে দেয়া হয় কাঠের মিম্বার। ১৯২৭ সালে গ্রিসের ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিকানায় আসার পর মসজিদটি বিক্রি করে দেয়া হয়। সেখানে বানানো হয় দোকান ও সিনেমা। ১৯৮০ পর্যন্ত মসজিদটি হল হিসেবে ব্যবহার হয়। লোননিনা প্রদেশের নাদরা অঞ্চলের ফায়েক পাশা মসজিদও গির্জায় পরিণত করা হয়। ১৯৭০ সালে মসজিদটিকে বানানো হয় বিনোদনকেন্দ্র। বর্তমানে মসজিদটি পরিত্যক্ত পড়ে আছে।

একইভাবে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সসহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মসজিদগুলো পরিত্যক্ত। উসমানী শাসনের পরে রাজধানী এথেন্সের সবচেয়ে পুরনো মসজিদটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। যার মধ্যে সেনাবহিনীর কারাগার এবং স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করার মতো ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। নয়া দিগন্ত

চলতি সপ্তাহেই ইংল্যান্ডে তিন হাজার কর্মী ছাঁটাই

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একের পর এক কর্মী ছাঁটাই করে চলছে। চলতি সপ্তাহে প্রতিদিন এক বা একাধিক কোম্পানি কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহে প্রায় তিন হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা এসেছে। এরমধ্যে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে ছাঁটাই হচ্ছে প্রায় ১২০০ কর্মী।

আস্ক ইতালিয়ান এন্ড জিজ্জি নামের এই রেস্টুরেন্ট চেইন তাদের ২২৫টি শাখা বিক্রি করেছে। এতে প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে রক্ষা করা সম্ভব হলেও বাকি ৭৫টি শাখা বন্ধ করতে হচ্ছে। ফলে চাকরি হারাচ্ছেন প্রায় ১২০০ কর্মী।

দ্যা ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে প্রতি ৩টির মধ্যে ১ টি কোম্পানি কর্মী ছাঁটাই করবে।

অর্থাৎ ২৯ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করা হবে। ব্রিটেনে বর্তমানে ৯ মিলিয়নের বেশি কর্মজীবী সরকারের ফারলোতে রয়েছেন। অক্টোবর থেকে ফারলো বন্ধ হয়ে যাবে। তবে আগস্ট থেকে ফারলোতে কিছু পরিবর্তন হবে। এ কারণে আগামী মাস থেকেই কোম্পানিগুলো আরো বেশি কর্মী ছাঁটাই করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অক্টোবরের পর ৯ মিলিয়নের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বা আরো বেশি মানুষ চাকরি হারাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ইংল্যান্ডে বেকারত্বের সংখ্যা হবে কয়েক মিলিয়ন। বিডি প্রতিদিন

গণধর্ষণে সহায়তা সন্ত্রাসী আওয়ামী যুব মহিলা লীগ নেত্রীর

মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করানোর কথা বলে এক নারী মডেলকে গণধর্ষণে সহায়তা করেছে বোদা উপজেলা সন্ত্রাসী যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক আবিদা সুলতানা লাকী(৪৫) ।

জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও পঞ্চগড় সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা. নিলুফা ইয়াসমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ১৫ তারিখ রাতে বোদা উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক আবিদা সুলতানা লাকীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় থাকতেন ধর্ষণের শিকার ওই মডেল। যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক আবিদা সুলতানা লাকীর বাড়িতেই সাজ্জাদসহ ৪-৫ জন মিলে তাকে গণধর্ষণ করেন।

পরদিন ওই মডেলকে বোদা পৌরসভার ভাসাইনগরের একটি বাড়িতে নিয়ে ফের গণধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে সেখান থেকে পালিয়ে বোদা থানায় আশ্রয় নেন ওই তরুণী।

পরে বুধবার রাতে ওই তরুণী তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং ১০-১২ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন। মামলার নামীয় আসামিরা হলেন, বোদা পৌরসভার ঝিনুকনগর এলাকার প্রথম বাংলা আইপি টিভির চিফ নিউজ এডিটর ও ইউটিউবার সাজ্জাদ হোসেন মিলন (৩৩), বোদা উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের স্ত্রী বোদা উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক আবিদা সুলতানা লাকী (৪৫) ও বোদা নগরকুমারী এলাকার জসীম উদ্দিন (২২)। আমাদের সময়

মেঘনার ভাঙনে দিশেহারা মানুষ, নেই সরকারি ত্রাণ

নরসিংদীর রায়পুরায় চরাঞ্চলে গত তিনদশকে মেঘনার ভাঙনে চাঁনপুর ইউনিয়নের ইমামদিরকান্দি গ্রামটি পুরো বিলীন হয়ে গেছে। এতে চার শ পরিবার গৃহহীন হয়েছে। সর্বশেষ এই গ্রামে ১৫টি পরিবারের বসতি ছিলো। চার দিনের টানা ভাঙনের মানচিত্র থেকে গ্রামটি চিরতরে হারিয়ে গেছে। মেঘনার অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হওয়ার পথে চরমধুয়া ইউনিয়নের বীরচরমধুয়া ও শ্রীনগর ইউনিয়নের পলাশতলী গ্রাম।

ইমামদিরকান্দির এককালের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান, ফজলু মিয়া, আলকাছ মিয়া ও ফারুক মিয়া জানান, তাদের ঠিকানা এখন মেঘনার ওপারে জেগে ওঠা চরে। মেঘনা তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সরকারি সহযোগিতা তাদের ভাগ্যে জোটেনি। চরের খাসজমি বন্দোবস্তর পেলে ওই চার'শ পরিবারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা হতো।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত চারদিনে শ্রীনগরের পলাশতলী গ্রামে একটি মসজিদসহ ত্রিশটি বাড়িঘর মেঘনার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছ। একই পরিস্থিতি চরের আরো দুই ইউনিয়নে। চাঁনপুরে ১৫টি বাড়িঘরসহ ইমামদিরকান্দি গ্রামটি

পুরো বিলীন হয়ে গেছে। একই ইউনিয়নের কালিকাপুর ও সদাগরকান্দি গ্রামে ২৫টি বসতভিটা ও অনেক ফসলি জমি নদীগর্ভে চলে গেছে। চরমধুয়া ইউনিয়নের বীরচরমধুয়া গ্রামে নতুন করে ২০টি পরিবার ভাঙনের শিকার হয়েছে। ঝুঁকিতে রয়েছে গ্রামটির একটি কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রাইমারি স্কুল, মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান ও ঈদগাঁ। গত বছর চরমধুয়া ও বীরচরমধুয়া দুটি গ্রামের এক'শ পরিবার মেঘনার ভাঙনে গৃহহীন হয়েছেন। প্রতিবছর নদী ভাঙনের মির্জাচরে কয়েকটি গ্রামের অর্ধশত পরিবারের ভিটামাটি ও বহু ফসলি জমি বিলীন হয়ে গেছে। মেঘনার ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে, স্কুল, মসজিদ ও বাজার। রায়পুরার আরেক ইউনিয়ন চরসুবুদ্ধি ইউনিয়নের মহেষভেড় গ্রামেও দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গত ত্রিশ বছরে রায়পুরার পাঁচটি ইউনিয়ন চাঁনপুর, শ্রীনগর, মির্জাচর, চরমধুয়া ও চরসুবুদ্ধির প্রায় দেড় হাজার পরিবার ভিটামাটি হারিয়ে গৃহহীন হয়েছেন। নতুন করে ওই পাঁচ ইউনিয়নে কয়েক হাজার মানুষের দিন কাটছে মেঘনার ভাঙন আতঙ্কে। অনেক পরিবার আগে থেকেই তাদের টিনের ঘর, আসবাপত্র, গরু-ছাগল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে।

ভোক্তভোগী পরিবারগুলো জানায়, প্রাইমারি স্কুল, আত্মীয়-স্বজন ও খোলা আকাশের নিচে কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন। বাকিরা পরিবার নিয়ে শহরের উদ্দেশে গ্রাম ছেড়েছে। করোনা মহামারী সময়ে গৃহহীন এই মানুষগুলো জানেন না আগামীকাল তাদের মুখে দুমুঠো ভাত জুটবে কিনা।

ইমামদিরকান্দি গ্রামের বৃদ্ধা সুখিনা খাতুন জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর একটি দুচালা টিনের ঘরে থাকছিলেন। গতরাতের ভাঙনে সেই বসতভিটাও বিলীন হয়ে গেছে। তার গন্তব্য এখন শহরে থাকা দুই ছেলের ভাড়াবাসায়। একই গ্রামের জাহের আলী জানেন না স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবেন।

বীরচরমধুয়া গ্রামের বাসিন্দা ও ইউপি সদস্য জামেদুল হক জানায়, চোখের সামনে এক শ বছরে বসতি বিলীন হয়ে গেছে। চারদিনের টানা ভাঙনে ২০টি বসতভিটা, গাছপালা নদীগর্ভে চলে গেছে। পলাশতলী গ্রামের ভোক্তভোগীদের অভিযোগ, এখনো ঘটনাস্থলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সরকারি কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আসেননি। সরকারি ত্রাণও পাননি তারা। জরুরি ভিত্তিতে তাদের খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।

তারা আরো জানান, গ্রামটির ৮০ ভাগ মেঘনার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। বাকি অংশটুকু ভাঙনের আশংঙ্কা করছেন তারা। ওই সময় গ্রামরক্ষায় বাঁধ নির্মাণসহ পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভুগীরা।

কালিকাপুরে বাসিন্দা ইয়াছিন হোসাইন ফুল মিয়া বলেন, চাঁনপুরে নদী ভাঙনের জন্য কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী দায়ী। ড্রেজার দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের কারণেই বাড়ছে নদী ভাঙন। এতে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। ওই সময় বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার অর্ধশত পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণকালে চাঁনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোমেন সরকার বলেন, ক্রমাগত ভাঙনের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। তিন দশকে চাঁনপুরের পাঁচ হাজার একর জমি মেঘনায় বিলীন হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজারো পরিবার। মেঘনার ওপারে রায়পুরার সীমানায় জেগে উঠেছে বিশাল চর। ইমামদিরকান্দি বহু বাসিন্দা সেখানে বসতি স্থাপন করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়ির সাথে নরসিংদীর আন্তজেলা সীমানা নির্ধারণ হলে ওই চরের বাসিন্দারা বসবাসের বৈধতা পাবেন।

তিনি আরো বলেন, চরের খাসজমি বন্দোবস্তর পেলে স্বাভাবি জীবনে ফিরতে পারবে তারা। আড়াই শ নদী ভাঙন পরিবারের ঘর চেয়ে আবেদন করেছি। ঘরগুলো পেলে মাথা খোঁজার ঠাঁই পাবেন তারা। কালের কণ্ঠ

ভারতে ৩০ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন

ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৪ হাজার ৮৮৪ জন। আর মারা গেছে ৬৭১ জন।

দেশটির স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় জানিয়েছে, এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ১০ লাখ ৩৮ হাজার ৭১৬ জন। যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৬ হাজার ২৭৩ জনের। এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছেন ছয় লাখ ৫৩ হাজার ৭৫০ জন। এখনো আক্রান্তের সচল কেস রয়েহে দুই লাখ ৯৫ হাজার।

গত শুক্রবারে আক্রান্তে মোট সংখ্যা ১০ লাখ অতিক্রম করেছে। আর ওয়ার্ল্ডোমিটারসের সূত্র মতে, গত তিন দিনে কোভিড-১৯'এ আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েছে ৩০ হাজার করে।

ভারতের আসাম রাজ্য সরকার শনিবার জানিয়েছে, সোমবার থেকে গুয়াহাটিকে পরবর্তীতে দুই সপ্তাহের জন্য আংশিকভাবে লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই সময়ে, অফিসগুলোতে ৩০ শতাংশ কর্মচারীদের সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া হবে। ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে অটো ও ক্যাবগুলো চলাচলের অনুমতি বহলা থাকবে। নগরে সপ্তাহজুড়ে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত কারফিউ ও লকডাউন মেনে চলতে হবে।

এছাড়াও করোনার প্রকোপ বাড়ায় গত শুক্রবার থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দর জানিয়েছে কোনো যাত্রীবাহী ফ্লাইট কলকাতা থেকে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, পুনে, নাগপুর ও আহমেদাবাদ চলাচল করতে পারবে না। নয়া দিগন্ত

এখন বিশ্বব্যাপী, এক কোটি ৪১ লাখ ছয় হাজার ৭৫৩ জন করোনায় আক্রান্ত আর মারা গেছে ছয় লাখ দুই হাজার ৬৫৬ জন। এদিকে গত ১৩ জুলাই থেকে শনিবার পর্যন্ত মাত্র ৪ দিনে আক্রান্ত বেড়েছে ১০ লাখ।

ফটো রিপোর্ট | গজনি সিটির একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা কমিশনের একটি অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

ইমারতে ইসলামিয়ার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কমিশনের কর্মকর্তাগণ গজনী প্রদেশের রাজধানীর নিকটবর্তী ম্যাঙ্গোর এলাকায় "সৈয়দ কাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে" একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

এই সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজনও করেন শিক্ষা কমিশন। অনুষ্ঠান শেষে শীর্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন তালেবানদের

শিক্ষা কমিশন। সর্বশেষ ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দ্যেশ্যে উৎসাহ মূলক বক্তব্য দেন ইমারতে ইসলামিয়ার শিক্ষা কমিশনের কর্মকর্তাগণ।

https://alfirdaws.org/2020/07/19/40321/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্য সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের "মারাকা" শহরে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে মুরতাদ সোমালীয় সরকারি বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত সফল হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

শাম | মুরতাদ বাহিনীর ৩টি অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছে আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অনুগত শামী জিহাদী তানযিম "আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলার জড় তুলেছেন।

গত ১৭-১৮ জুলাই সিরিয়ার হামা সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে দফায় দফায় হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ। বিশেষ করে মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হামা সিটির বাইত হাসনু, বাহসা এবং ফুরু এলাকাগুলোতর। এসকল এলাকায় নুসাইরীদের সামরিক চৌকি ও পোস্টগুলো লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ মর্টার, আরজি-6, বি 9 এবং ভারী মেশিনগান দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এতে অনেক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | ৪০০ সেনা সদস্যের একটি ইউনিটের উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "লাধা কলেজ"এ অবস্থিত নাপাক বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিটে হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবাজ মুজাহিদিন।

টিটিপির সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসনী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১৮ জুলাই রাতে পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "লাধা কলেজে" পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর ৪০০ (চার শতাধিক) সদস্যের একটি

ইউনিটকে টার্গেট করে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ সফল অভিযান চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর জানবাজ মুজাহিদিন। যদিও এখনও হতাহত ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

টিটিপির মুখপাত্র আরো জানিয়েছেন যে, লাধা কলেজটিকে বর্তমানে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনী নিজেদের একটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে। বর্তমানে কলেজটিতে শিক্ষামূলক কোন কার্যক্রম চলছে না।

মনে রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি আমাদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে না, যতক্ষণ না মুরতাদ বাহিনী এই কেন্দ্রগুলিকে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যাবহার করছে এবং এসব কেন্দ্রগুলো ব্যাবহার করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে।

শাম | একজন গেরিলা মুজাহিদের শহিদী হামলায় ১৫ এরও অধিক রাশিয়ান সৈন্য নিহত

সিরিয়ার আরিহা শহরে ক্রুসেডার রাশিয়া ও দখলদার তুর্কি বাহিনীর টহল দলে পরিচালিত হামলায় নিহত সৈন্য সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১৫ তে, হতাহত হয়েছে আরো অনেক রাশিয়ান-তুর্কি দখলদার সৈন্য।

গত ১৪ জুলাই সকালে সিরিয়ার দক্ষিণ ইদলিবের আরিহা অঞ্চলের "m4" আন্তর্জাতিক সড়কের পাশে একটি শক্তিশালি গাড়ি বোমা হামলা চালানো হয়েছিলো, উক্ত হামলার প্রধান টার্গেট ছিল ক্রুসেডার রাশিয়া ও দখলদার তুর্কি বাহিনী। রাশিয়ান ও তুর্কি টহলদলগুলো যখন মহাসড়ক অতিক্রম করছিলো তখনই উক্ত হামলার ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিকভাবে উক্ত হামলায় ৩ রাশিয়ান সৈন্য নিহত হবার কথা বলা হলেও এখন সেই সংখ্যা আরো বেড়েছে।

শরিয়াহ্ কায়েমের লড়াইয়ে সিরিয়ায় অবস্থানরত মুজাহিদদের একাধিক সংবাদ চ্যানেল এটি নিশ্চিত করেছেন যে, উক্ত হামলায় ১৫ এরও অধিক রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে এবং হতাহত হয়েছে আরো অনেক তুর্কি ও রাশিয়ান সৈন্য। যদিও তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিল যে, উক্ত হামলায় ৪টি সামরিকযান ধ্বংস হওয়া ছাড়া তাদের কোন সৈন্য হতাহত হয়নি। কিন্তু শামী মুজাহিদগণ তুরস্কের এই দাবিকে মিথ্যা বলছেন। কেননা ঘটনাস্থলে রাশিয়ান সৈন্যদের সাথে বেশকিছু তুর্কি সৈন্যও ছিল, যারা রাশিয়ান সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করন ও তাদের টহলদলগুলোকে নিরাপদে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে যাচ্ছিলো।

আর উক্ত গেরিলা মুজাহিদের শহিদী হামলাটি এতটাই শক্তিশালী ছিলো যে, হামলার আশপাশের জিনিসপত্র অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়েছিলো। এদিকে শহিদী হামলাটি পরিচালনার পর এখনো কোন মুজাহিদ গ্রুপ হামলার দায় স্বীকার করেনি। ইতিপূর্বেও হিমস্, দ্বীর'আ, দামেস্ক সহ সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এধরণের আরো অনেকগুলো সফল হামলা পরিচালনা করা হয়েছে, যার দায় কোন মুজাহিদ গ্রুপ স্বীকার করেন নি।

খোরাসান | বালখ প্রদেশে কাবুল সরকারের ৪২ সেনা সদস্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে

আফগানিস্তানের উত্তর বালখ প্রদেশের ৬টি এলাকা থেকে ৪২ সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। গত ১৭ জুলাই শুক্রবার এসকল সৈন্যরা তালেবানদের সাথে এসে যুক্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তালেবান মুখপাত্র।

তালেবানের দাওয়াহ্ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন যে, গত শুক্রবার বালখ প্রদেশের পাঁচটি জেলা থেকে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে ৪২ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা সকলেই আমীরুল মু'মিনীন এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষাণার অধিনে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণ করা সরকারী আধিকারিকরা বেসামরিক জীবনে ফিরে যাওয়ার অঙ্গিকার করেছে।

তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় আত্মসমর্পণকারী এসকল সৈন্যদের নামের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো পুলিশ প্রধানসহ ৫৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য

আফগানিস্তানের মধ্য বাগলান প্রদেশ থেকে মুরতাদ কাবুল সরকারের একজন প্রাক্তন পুলিশ প্রধান এবং আরও দু'জন উচ্চপদস্থ সেনা কমান্ডারসহ মোট ৫৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগ দিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামীয়ায় যোগদানের প্রক্রিয়ায় স্বরূপ, বাগলান প্রদেশের কেন্দ্রীয় বাগলান জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৫৩ সক্রিয় সৈনিক ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন। যারা সত্য ঘটনাগুলি উপলব্ধি করার পর কাবুল বাহিনী ত্যাগ করেছেন এবং তালেবান মুজাহিদিন ভাইদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

নতুন আগত সৈন্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাগলানের প্রাক্তন পুলিশ প্রধান আমানুল্লাহ, রসদ প্রধান মোহাম্মদ বায়ান এবং প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইসলামী ইমারাতের দিকনির্দেশনায় দাওয়াহ্ বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় মুজাহিদীনদের দ্বারা নতুন আগত সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেছেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারা সবাই তাদের অতীত কর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলো এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা আর তাদের দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও মিথ্যাবাদীদের সমর্থন করবেন না এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করবে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় চেকপোস্ট ছেড়ে পালালো মুরতাদ বাহিনী, নিহত এক, আহত অনেক।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে চেকপোস্ট ছেড়ে পালিয়েছে নাপাক মুরতাদ সৈন্যরা।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবাজ মুজাহিদগণ গত ১৭ জুলাই পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছে। বাজুর এজেন্সীর "গাবরী" এলাকায় অবস্থিত একটি চেকপোস্টে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনীকে টার্গেট করে মুজাহিদগণ উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন।

এসময় মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে মুরতাদ সৈন্যরা চেকপোস্টি ছেড়ে পলায়ন করেছে, তবে টিটিপির স্নাইপার সদস্যদের হামলায় তখন এক সৈন্য নিহত হয়েছিলো, আহত হয়েছে আরো কতক সৈন্য।

ক্রুসেডারদের গোলাম নাপাক বাহিনী চেকপোস্টে ছেড়ে পলায়ন করার পর মুজাহিদগণ চেকপোস্টিতে ঢুকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

১৮ই জুলাই, ২০২০

ভারতে ২ হাজারের বেশি করোনা রোগীকে খুঁজে পাচ্ছে না মালাউন প্রশাসন

ভারতের তেলঙ্গানা রাজ্যে ২ হাজারের বেশি করোনা রোগীকে খুঁজে পাচ্ছে না প্রশাসন। তেলঙ্গানা স্বাস্থ্যদফতরের বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, গত ১০ দিনে তেলেঙ্গানায় কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসা ২ হাজারের বেশি মানুষকে খুঁজে পাচ্ছে না তেলঙ্গানা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই ঘটনার কথা জানিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে তেলঙ্গানা স্বাস্থ্যদফতর।

দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সরকারি হাসপাতাল ও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গত ১০ দিন ধরে চলা র্যাপিড টেস্টে দু’হাজারেরও বেশি জনের পজিটিভ ফল আসে। ওই সব রোগীরা টেস্টের সময় ভুল (মিথ্যা) ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। অনেকে তাদের বাড়ির ঠিকানাও ভুল দিয়েছিলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের খোঁজ মিলছে না।

মূলত সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থেকেই রিপোর্টে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন এসব রোগীরা। এমনটাই ধারণা কর্তৃপক্ষের।

বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার ডিএস লোকেশ কুমার।

তিনি বলেছেন, এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি সংবাদ। ভুল তথ্য দেয়া ওসব আক্রান্তরা যদি নির্দেশ না মেনে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তাহলে সংক্রমণ আরও বেড়ে যাবে।’

ভুল তথ্য দেয়ার ব্যাপারে ডিএস লোকেশ কুমার বলেন, আমরা খুঁজতে গিয়ে দেখি একই নম্বর দিয়েছেন অনন্ত ১০ জন ব্যক্তি। এরপর সেই নম্বরে ফোন করে সেটিও বন্ধ পাই।

প্রসঙ্গত, ভারতে করোনাভাইরাসের বিস্ফোরণ ঘটেছে অনেকদিন আগেই। হু হু করে করোনা রোগী বাড়তে থাকায় আক্রান্তের দিক দিয়ে দেশটির অবস্থান এখন তৃতীয়তে। এদিকে গত কয়েক দিন ধরেই হায়দরাবাদসহ তেলঙ্গানায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেই রাজ্যে এক হাজার ৬৭৬ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তেলঙ্গানা স্বাস্থ্য দফতর। এখন পর্যন্ত সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এতে মারা গেছেন ৩৯৬ জন।

সূত্র: যুগান্তর

দিল্লি মাইনরিটিজ কমিশনের রিপোর্ট: মুসলিম গণহত্যার জন্য মালাউন বিজেপি ও পুলিশ দায়ি

দিল্লি মাইনরিটিজ কমিশন (ডিএমসি) একটি তথ্য-অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে উত্তর-পূর্ব দিল্লীতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সঙ্ঘটিত গণহত্যাকে উসকে দেয়া এবং এর পরিকল্পনাকারী হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ এবং পুলিশকে দায়ি করা হয়েছে। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর স্বীকারোক্তি, এলাকায় গিয়ে পরিচালিত জরিপ, ক্ষতিগ্রস্ত কলোনি ও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে চালানো তদন্ত ও মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি ১৩৪ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টটি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে।

'রিপোর্ট অব দ্য ডিএমসি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি অন নর্থ ইস্ট দিল্লি রায়োট অব ফেব্রুয়ারি ২০২০' – শিরোনামের রিপোর্টটিতে সুনির্দিষ্টভাবে বিজেপি নেতা এবং দিল্লি পুলিশকে ওই গণহত্যার জন্য দায়ি করা হয়েছে, যে গণহত্যায় ৫৫ জন নিহত হয়েছে। রিপোর্টটিতে পগরমকে উসকে দেয়ার জন্য সাবেক এমএলএ এবং বিজেপির স্থানীয় পর্যায়ের নেতা কপিল মিশ্রকে দায়ি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মৌজপুরে শ্রী কপিল মিশ্রের বক্তব্য দেয়ার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতা শুরু হয়। ওই বক্তৃতায় তিনি উত্তর পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদ থেকে বিক্ষোভকারীদের জোর করে সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি পরিস্কার বলেছিলেন যে, তিনি এবং তার সমর্থকরা বিষয়টিকে নিজের হাতে তুলে নিবেন, যেখানে আইনবহির্ভূত নজরদারির কৌশলের কথা বলেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন: 'কিন্তু এর পর তিন দিনের মধ্যে রাস্তা পরিস্কার না হলে আমরা পুলিশের কথা শুনবো না...'। পুলিশের কথা না শোনার প্রকাশ্য ঘোষণা এবং আইনবহির্ভূত কৌশলগুলো কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত ছিল যেগুলো সহিংসতা উসকে দিতে ভূমিকা রেখেছে"।

রিপোর্টে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতার জন্য পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদেরকে দায়ি করা হয়েছে।

"শ্রী কপিল মিশ্র যখন বলেছিলেন যে, "এরপর আমরা আর পুলিশের কথা শুনবো না...", তখন পুলিশের নর্থ ইস্ট ডিসট্রিক্টের ডেপুটি কমিশনার শ্রী বেদ প্রকাশ সুরিয়া তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই পর্যায়ে পুলিশ কপিল মিশ্র এবং উপস্থিত অন্যদেরকে ধরতে ও গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা তার কথা শুনতে ও উদযাপন

করতে এসেছিল। এতে বোঝা যায় যে, তারা প্রথম এবং তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, সহিংসতা এড়ানো এবং জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য যেটা জরুরি ছিল”। রিপোর্টের আলাদা একটি অংশ ‘ফাইন্ডিংস অব দ্য রিপোর্ট’ অংশে এই কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনের শেষের দিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আরও বেশি করে সমালোচনা করা হয়েছে।

“বিভিন্ন মানুষের বক্তব্যে আরও দেখা গেছে যে, পুলিশ ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল, কিন্তু তাদের কাছে যখন সাহায্যের জন্য বলা হয়, তখন তারা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলেছে যে, পদক্ষেপ নেয়ার আদেশ নেই তাদের উপর। এতে বোঝা যায় যে, সহিংসতা ঠেকানোর ব্যর্থতা কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র ঘটনার কারণে হয়নি, বরং বেশ কিছু দিন ধরে সেখানে ইচ্ছে করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল পুলিশ।

“কিছু স্বীকারোক্তিতে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সহিংসতায় অংশ নেয়া, শারীরিক হামলা ও হয়রানি করার সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে। একটি ঘটনায় ৬-৭ জন পুলিশ কর্মকর্তা পাঁচজন মুসলিম ছেলেকে ঘিরে রাখে, তাদের বর্বরভাবে পেটায় এবং *‘জন গণ মন’* বলতে বাধ্য করে। এদের একজন কয়েকদিন পরে মারা যায়। এই ঘটনায় দায়ের করা এফআইআরে কোন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়নি”।

Lifts-1SAM Special-Bangla-17 July 20201

“দিল্লি পুলিশ তাদের নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লি পুলিশ অ্যাক্ট ১৯৭৮-এর অধীনে এটা করার তাদের অধিকার রয়েছে যেখানে পুলিশ কমিশনার অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করতে পারে, এবং ‘জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে’ জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে”।

“নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ হয় কার্যকর করা হয়নি, অথবা সেটা শুধু নামেই আছে, যেটার কোন প্রয়োগ নেই। পুলিশ একইসাথে আইনবহির্ভূত সমাবেশ বন্ধ করার জন্যও তাদের ক্ষমতার ব্যবহার করেনি, বা সহিংসতায় উসকানিদাতাদের ধরতে, গ্রেফতার করতে এবং আটকে রাখার মতো কোন পদক্ষেপ নেয়নি”, এমনটা উল্লেখ করে রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, কিছু ঘটনায় বরং পুলিশ সহিংসতাকে আরও ‘উসকে’ দিয়েছে।

“কিছু স্বীকারোক্তিতে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সহিংসতায় অংশ নেয়া, শারীরিক হামলা ও হয়রানি করার সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে। একটি ঘটনায় ৬-৭ জন পুলিশ কর্মকর্তা পাঁচজন মুসলিম ছেলেকে ঘিরে রাখে, তাদের বর্বরভাবে পেটায় এবং তাদেরকে ‘জন গণ মন’ বলতে বাধ্য করে। এদের একজন কয়েকদিন পরে মারা যায়। এই ঘটনায় দায়ের করা এফআইআরে কোন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়নি”।

সেই সাথে, সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, এফআইআর তৈরিতে হয় দেরি করা হচ্ছে অথবা এগুলোর ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। বা, কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে হামলার শিকার ব্যক্তিদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে তারা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করেছে।

এই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা যেগুলো 'ইউএন বেসিক প্রিন্সিপলস অন ইউজ অব ফোর্সে' উল্লেখ রয়েছে এবং যেখানে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ, নিরস্তকরণ পদক্ষেপ এবং জনতার উত্তেজনার প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের পুলিশী বেস্টনিতে আবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে, সেই নীতিগুলো এখানে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

"১০০ থেকে ১০০০ জনের বিভিন্ন গ্রুপ সবাই একই রকমের স্লোগান দিতে থাকে- *'জয় শ্রী রাম'*, এবং এমনকি *'হর হর মোদি' 'মোদিজি, কাট দো ই মুল্লো কো'*, *'আজ তুমঝে আজাদি দেঙ্গে'*। তারা বেছে বেছে মুসলিম ব্যক্তি, বাড়ি, দোকান, যানবাহন মসজিদ এবং অন্যান্য সম্পদের উপর হামলা করতে থাকে"। দাঙ্গাটা কোনভাবেই স্বতস্ফূর্ত বিষয় ছিল না ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত।

ডিএমসি রিপোর্টের ফুটনোটে মিডিয়া প্রতিবেদনের বরাতে আরও যেসব বিজেপি নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে "সাবেক বিজেপি এমএলএ জগদিশ প্রধান, বিজেপি কাউন্সিলর কানহাইয়া লাল এবং হিন্দুত্ববাদী নেতা রাগিনি তিওয়ারি, যে বিভিন্ন সময়ে বিজেপি নেতাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে"।

বক্তৃতার পর, বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজিত জনতা দ্রুত স্থানীয় এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা "প্রকাশ্যে পেট্রলের বোতল/বোমা, লোহার রড, গ্যাস সিলিণ্ডার, পাথর ও এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত বহন করছিল"। যদিও তাদের অস্ত্র আর অস্ত্রগুলো প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু "জীবন আর সম্পদ রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন বা পুলিশ সেখানে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি" বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিএমসি যে ৫৫ জন নিহতের নাম প্রকাশ করেছে, এর মধ্যে ১৪ জন হলো হিন্দু, দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

একটা বিশেষ প্যাটার্নে সহিংসতা চালানো হয়েছে।

"১০০ থেকে ১০০০ জনের বিভিন্ন গ্রুপ সবাই একই রকমের স্লোগান দিতে থাকে- 'জয় শ্রী রাম', এবং এমনকি 'হর হর মোদি', 'মোদিজি, কাট দো ই মুল্লো কো', 'আজ তুমঝে আজাদি দেঙ্গে'। তারা বেছে বেছে মুসলিম ব্যক্তি, বাড়ি, দোকান, যানবাহন, মসজিদ এবং অন্যান্য সম্পদের উপর হামলা করতে থাকে"। দাঙ্গাটা কোনভাবেই স্বতস্ফূর্ত বিষয় ছিল না, ছিলো সম্পূর্ণ পরিকল্পিত।

"হামলার শিকার ব্যক্তিরা বারবার বলেছে যে, তারা যদিও হামলাকারী কিছু ব্যক্তিকে তাদের আবাসিক এলাকার ব্যক্তি বলে চিনতে পেরেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক বহিরাগতকেও তারা দেখেছে। আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন

কৌশলগত জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল হামলাকারীরা। এখানেই বোঝা যায় দাঙ্গার ক্ষেত্রে যে ‘স্বতস্ফূর্ততার’ বিষয় থাকে, এখানে সেটা ছিল না। মানুষের বক্তব্যে বোঝা গেছে যে, এই সহিংসতা ছিল পরিকল্পিত ও টার্গেট ছিলো সুনির্দিষ্ট”।

নারীদেরকেও হয়রানি করা হয়েছে এবং “তাদের হিজাব ও বোরকা টেনে খুলে ফেলা হয়েছে”। এদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হয়েছে এবং আনুপাতিক হারে সেটা দেয়া হয়নি”।

তাছাড়া, নারীদেরকেও হয়রানি করা হয়েছে এবং “তাদের হিজাব ও বোরকা টেনে খুলে ফেলা হয়েছে”। এদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হয়েছে এবং আনুপাতিক হারে সেটা দেয়া হয়নি”। সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় উপ-পুলিশ প্রধানসহ ৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত-আহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে উপ-পুলিশ প্রধানসহ ৫ মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা গেছে, আজ ১৮ জুলাই সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপ-পুলিশ প্রধানসহ ৩ মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে।

এর আগে গত ১৭ জুলাই শুক্রবার দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে অন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের "আউদাকলী" শহরে মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্য মতে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং অন্য ১ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অনেক সৈন্য

ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখার জানবাজ মুজাহিদিন, এতে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ জুলাই কেনিয়াতে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। কেনিয়ার জারিসা শহরের একটি গ্রামে মুজাহিদগণ উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নিহত ও আহত হয়েছে অনেক ক্রুসেডার সৈন্য।

খোরাসান | রাজধানীতে মুজাহিদদের জবাবি হামলায় ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত, বন্দী আরো এক সৈন্য

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এক তীব্র লড়াই চলছে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর, এতে গতকালের হামলায় তালেবানদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে ১৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল প্রদেশের "খাক-ই-জব্বার" জেলায় গত কয়েকদিন ধরে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনী ও তালেবান মুজাহিদদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। এ সময় তালেবান মুজাহিদদের সাথে দফায় দফায় লড়াই হচ্ছে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর। তালিবানদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল "খাক-ই-জব্বার" জেলার নাজারবাবা এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী তালেবানদের উপর হামলা চালাতে আসলে তালেবান এর কঠিন জবাব দেন।

যার ফলে মুজাহিদদের উক্ত হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ১২ সেন্য নিহত ও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরো ২ মুরতাদ সৈন্যকে। এই হামলায় মুরতাদ সেনাদের একটি এমবি ট্যাঙ্কও ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয়রা বলছেন, বর্তমানে রাজধানী কাবুলে তালেবান নিয়ন্ত্রিত "সার্বিয়ার জগদলাক এবং খাক-ই-জব্বার" জেলার আশপাশে শক্তিবৃদ্ধি করছে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী, ধারণা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এখন বড় ধরণের অভিযান পরিচালনা করা হবে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় দুই কুফফার কমান্ডারসহ ৮ সৈন্য নিহত, আহত আরো ১৮ এরও অধিক।

আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের সফল অভিযানে মুরতাদ কাবুল সরকারের দুই কমান্ডারসহ ২৬ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১৭ জুলাই শুক্রবার রাতে আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের দওলতাবাদ জেলার কেন্দ্রের নিকটে মুরতাদ কাবুল সরকারি বিহিনীর একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। উক্ত চেকপোস্টে কাবুল বাহিনীর দ্বারা সাধারণ মানুষ নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছিলো।

যেকারণে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে পোস্টটি ধ্বংস করে দেন, এবং দুই সেনা কমান্ডার (শাহ জামান ও বাঙ্গি) সহ ৮ সেনা ও পুলিশকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছে ১৮ এরও অধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছেন এবং গনিমত লাভ করেছেন অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

ইয়েমেনে সৌদির বিমান হামলায় ২৫ নিরপরাধ মুসলিম নিহত

ইয়েমেনের আল-জাওফ প্রদেশে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের বিমান হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হয়েছেন। গত বুধবার (১৫ জুলাই) এই বর্বর অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ইয়েমেনের মেডিকেল সূত্রে ঘোষণা করেছে, সৌদি আরবের এই নতুন বর্বরতায় মহিলা ও শিশু সহ পঁচিশ জন ইয়েমেনি নাগরিক মৃত্যু বরণ করেছেন।

ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হাওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইয়েমেনে সৌদি আরবের আগ্রাসন একটানা ছয় বছর ধরে চলে আসছে, এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ আহত ও নিহত হয়েছে।

সূত্র : ইকনা।

১৭ই জুলাই, ২০২০

পাকিস্তান | টিটিপির আমির মুফতি নূর ওয়ালি (হা.) কে কথিত বৈশ্বিক সন্ত্রাসী হিসাবে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ।

ট্রাবল নিউজ ও পোশ্তু ভাষী সংগ্রাম নিউজের তথ্য সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্মকান্ড ও হাজারো নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যাকারী জাতিসংঘ নামক কুফরি সংঘটি পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম ও জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর সম্মানিত আমির মুফতী আবু অসীম নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ কে কথিত বৈশ্বিক সন্ত্রাসী হিসাবে ঘোষণা করেছে। গত ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার এই বিবৃতি জারি করেছে জাতিসংঘ নামক এই কুফরি সংঘটি।

জিহাদী কর্মকাণ্ডকে অর্থায়ন ও এর পরিকল্পনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে মুফতী আবু অাসেম নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ কে “সন্ত্রাসী” হিসাবে ঘোষণা করার যুক্তি দেখিয়েছে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত এবং এর অর্থদাতা "জাতিসংঘ" নামক কুফ্ফার সংঘটি।

ঐ ঘোষণা পত্রে জাতিসংঘ "টিটিপির" বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করেছে যে, তেহরিক-ই-তালেবান বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন আল-কায়েদার সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের পরামর্শে "টিটিপি" পাকিস্তানে জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

2018 সালে কুফ্ফার বাহিনীর একটি ড্রোন হামলায় টিটিপির প্রাক্তন আমির শহিদ মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ্) শাহাদাত বরণ করলে সংগঠনটির নতুন আমির হিসাবে নিযুক্ত করা হয় মুফতি আবু অাসেম নূর ওয়ালী মেহসুদ (হাফিজাহুল্লাহ্) কে।

সম্প্রতি মুফতি আবু অাসেম নূর ওয়ালী মেহসুদ (হাফিজাহুল্লাহ) টিটিপির প্রাক্তন আমীর শাইখ হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের পর তানযিম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ছোট ছোট গ্রুপগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা সফলও হচ্ছেন। কারণ তাঁর প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে অনেক মুজাহিদ পূণরায় "টিটিপি"তে যুক্ত হয়েছেন, এবং শাহরিয়ার গ্রুপের বেশিরভাগ কমান্ডার তাঁর হাতে বায়াত গ্রুহণের মাধ্যমে টিটিপিতে যোগ দিয়েছেন।

ভারতে মুসলিমপ্রধান যে এলাকা এখনো আল্লাহর রহমতে করোনা মুক্ত

করোনা ভাইরাসে ভারত যখন বিপর্যস্ত, তখন সে দেশরই একটি দ্বীপ বিরল নজির গড়েছে। মুসলিম প্রধান এই দ্বীপে এখন পর্যন্ত কোনো করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, দ্বীপটির নাম লাক্ষাদ্বীপ। এখানে প্রায় ৭০ হাজার জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশই মুসলমান।

আরব সাগরের এই দ্বীপপুঞ্জটি ভারতের একমাত্র অঞ্চল যেখানে একটিও করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়নি। এটি ৩৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

গোমূত্র খাই বলেই সুস্থ আছি, গোমূত্র খেয়েই আমরা সুস্থ থাকবো: নির্বোধ বিজেপি সাংসদ

'গোমূত্র খাই বলেই সুস্থ আছি, গোমূত্র খেয়েই আমরা সুস্থ থাকবো' এই নতুন মনগড়া বক্তব্য নিয়ে হাজির হলেন ভারতের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এর আগে 'গরুর দুধে সোনা' মন্তব্য করে ব্যাপক ট্রলের শিকার হয়েছিলেন এই সাংসদ। এবার তার চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন নিজেকে। তিনি বলেন, ''আমি গরুর কথা বললে অনেকের শরীর খারাপ হয়ে যায়। গাধারা গরুর কথা বুঝবে না''

খবরে বলা হয়, প্রতিদিনই প্রাতঃভ্রমণে বের হয় বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবারও মর্নিংওয়াক সেরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন দিলীপবাবু। সকলকে পরামর্শ দেন গোলমরিচ, তুলসীপাতা, মধু দিয়ে ভাল করে নাড়া বানানোর।

এরপরই গোমূত্র প্রসঙ্গে বলেন, "আমি গরুর কথা বললে অনেকের শরীর খারাপ হয়ে যায়। আমরা গরুর দুধ, গোমূত্র খাই তাই ভাল থাকি। আমরা গরুকে মা বলি। তার সেবা করি। গাধারা গরুর কথা বুঝবে না!"

আ.লীগ নেতাকে মসজিদের কমিটিতে না রাখায় গুলি করে হত্যা: হতাহত বেড়ে ১৩

খুলনায় মসজিদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করায় আওয়ামীলীগ নেতার পোষা সন্ত্রাস বাহিনীর গুলিতে ৩ নিহত ও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছিল। মহানগরীর আটরা-গিলাতলা ইস্টার্ন গেট এলাকায় সংঘটিত সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনজন এবং পিটিয়ে অপরপক্ষের একজনকে হত্যা করা হয়েছে।

গুলিতে নিহতরা হলেন- আটরা-গিলাতলার মশিয়ালী এলাকার মো: বারিক শেখের ছেলে মো: নজরুল ইসলাম (৬০), একই এলাকার মো: ইউনুচ আলীর ছেলে গোলাম রসুল (৩০) এবং মো: সাইদুল শেখের ছেলে মো: সাইফুল ইসলাম (২৭)।

পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে জেহাদ নামে একজনকে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরো সাতজন। তারা খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, হত্যাকারী সন্দেহে মশিয়ালী গ্রামে হাচান আলী শেখের ছেলে জাকারিয়া, জাফরিন ও মিলটনের বসতবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

মশিয়ালী গ্রাম জুড়ে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। বার্তা সংস্থা ইউএনবি এ তথ্য জানিয়েছে।

কাশ্মীরে লকডাউন শুধু মুসলমানদের জন্য, হিন্দুদেরকে তীর্থ যাত্রার অনুমতি দিলো মালাউন সরকার

করোনার মধ্যে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে হিন্দুদের তীর্থ স্থান হিমালয়ের অমরনাথ শ্রাইনে শুরু হচ্ছে হিন্দুদের তীর্থযাত্রা। কাশ্মীরে একদিকে সরকার লকডাউনের নামে বাইরে বের হতে না দিলেও হিন্দুদেরকে ঠিকই তীর্থ যাত্রার অনুমতি দিয়েছে বলে জানিয়েছে আল জাযিরা।

ভারতে সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, এর মধ্যে অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে। ১৫ দিন ব্যাপী চলবে এই যাত্রা, শুরু হবে ২১ জুলাই। চলবে ৩ অগাস্ট পর্যন্ত।

তবে কাশ্মীরের বিভিন্ন বিশ্লেষকরা লকডাউন ও করোনা ভাইরাসের নামে ভারত সরকারের এমন দ্বৈতনীতির সমালোচনা করেছেন। কারণ এই দিনগুলোতেই কাশ্মীরের অন্যান্য এলাকাগুলোতে চলবে লক ডাউন। কাশ্মীরের একজন রাজনৈতিক গওহর গিলানী প্রশ্ন করেছেন, করোনা ভাইরাস কি হিন্দু মুসলমান চিনে? হিন্দুদের সাথে কি করোনা ভাইরাসের বিশেষ খাতির আছে? যদি না থাকে তাহলে তীর্থস্থানে লকডাউন থাকবে না অন্য এলাকায় থাকবে এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? এতে করে বোঝা যায়, ভারত সরকারের কাশ্মীরীদের স্বাস্থ্য ছাড়াও লকডাউনের পেছনে আরও কারণ আছে।

উল্লেখ্য, আগামী ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা বাতিলের এক বছর পূরণ হতে যাচ্ছে। এতে ভয় পাচ্ছে ভারত সরকার। তাই মিথ্যা করোনা ভাইরাসের নামে কাশ্মীরীদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছে।

খুলনায় সন্ত্রাসীদের মসজিদ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করায় গ্রামবাসীর উপর গুলিবর্ষণ, নিহত ৩

খুলনায় সুদখোর, মাদকব্যবসায়ী, খুনি আওয়ামী বাহিনীর সাবেক নেতাকে মসজিদ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করায় গ্রামবাসীর উপর প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এ ঘটনায় দুই জন গ্রামবাসী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, কমপক্ষে ১০জন গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, খুলনা মহানগরীর খান জাহান আলী থানার মশিয়ালীতে একটি আলিয়া মাদ্রাসা মসজিদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় এলাকার হাসান আলী মাস্টারের তিন সন্ত্রাসী ছেলে। তারা হলো, খানজাহান আলী থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-প্রচার সম্পাদক জাকারিয়া, খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক বহিষ্কৃত সহ-সভাপতি জাফরিন ও মিল্টন। এই তিন ভাই এলাকায় আরো আগে থেকেই সন্ত্রাস করে আসছিলো। এজন্য এই সুদখোর, মাদকব্যবসায়ী, খুনি ও লম্পট ভাইদেরকে মাদ্রাসা মসজিদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান এলাকাবাসী।

ফলে ঐ তিন সন্ত্রাসী সাবেক আওয়ামী নেতা তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে গতকাল ১৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে এলাকাবাসীকে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে নজরুল ও গোলাম রসুল নামে দুইজন গ্রামবাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। পরে তাদেরকে ফুলতলা উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ঐ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন কমপক্ষে ১০জন গ্রামবাসী। আহতদেরকে খুমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, গ্রামবাসীর উপর সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলার ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার কয়েকটি মসজিদে ঘোষণা দিয়ে গ্রামবাসীরা একত্রিত হন। এরপর জাকারিয়া, জাফরিন ও মিল্টনের বাড়ি ঘেরাও করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

সর্বশেষ জাগো নিউজ২৪ নামক সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সাইফুল নামের ১৮ বছর বয়সী আরেক তরুণ গুরুতর আহতবস্থায় চিকিৎসাকালীন মৃত্যুবরণ করেছেন।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, রাতে গুলিবিদ্ধ সাইফুলের অপারেশন করার সময় সে মারা যায়। তার নাকের পাশে গুলি লেগেছিল। এ নিয়ে ঐ ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনে।

হামলার পর এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পেরেছে বলে জানা যায়নি।

ফটো রিপোর্ট | প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ তালিবান নিয়ন্ত্রিত ময়দান ওয়ার্দাক প্রদেশ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ আফগানিস্তান। পুরো দেশ জুড়েই রয়েছে অসংখ্য উঁচু নিচু এবং ছোট বড় পাথরি পাহাড় ও টিলা। বসন্তকালে এসকল পাহাড় ও টিলাগুলো সবুজতার রূপ নিলেও বাকি সময় থাকে বরফে ঢাকা। যার থেকে প্রবাহিত হয় নির্মল ঝর্ণাধারা। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয় ছোট বড় জলাশয়।

তালিবান নিয়ন্ত্রিত ময়দান ওয়ার্দাক প্রদেশের জালগা জেলার এমনই কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় চিত্র ক্যামেরা বন্দী করেছেন জাবেদ আফগানী।

https://alfirdaws.org/2020/07/17/40177/

মাদরাসার ৮ জানালা ইটের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ!

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার প্রত্যন্ত কাসেমাবাদ গ্রামে সরকারি অর্থায়নে নির্মাণাধীন একটি মাদরাসা ভবনের ৮টি জানালা ইটের গাঁথুনির মাধ্যমে জোড়পূর্বক বন্ধ করে দিয়েছে প্রভাবশালী সেলিম আকন। মাদরাসা ভবনটির ৩টি শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এখন ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও

এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি মিলন খলিফার হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা ২০১৪ সালে ওই গ্রামের আকন বাড়ি জামে মসজিদের নিজস্ব ভূমির ওপর তাদের নিজেদের অর্থায়নে একটি টিনের ছাপড়া ঘর নির্মাণ করে দক্ষিণ কাছেমাবাদ এবতেদায়ি মাদরাসা গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষায় মাদরাসাটি বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। ভালো ঘরের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বেশ ব্যাঘাত হচ্ছিলো।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবির মুখে এলাকার সংসদ সদস্য আলহাজ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ ওই এবতেদায়ি মাদরাসাটির জন্য একটি পাকা ভবন নির্মাণ করতে সরকারি অনুদান প্রদান করেন। এরপর সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তালুকদার এন্টারপ্রাইজকে দিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি টিনশেড (সেমিপাকা) ভবনের লিনটেন পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করে। ওই স্থানে মাদরাসা ভবন নির্মিত হলে রাস্তা থেকে নিজের পাকা বাসভবন দেখা যাবে না এমন অজুহাত তুলে মাদরাসা ভবনের পেছনের বাসিন্দা ওই বাড়ির মৃত জয়নাল আকনের ছেলে সেলিম আকন মাদরাসা ভবনটির নির্মাণ কাজে বাধা দেয়। তার বাধা উপেক্ষা করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ চালিয়ে নেয়ে এবং ওই বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করে চলে যায়। এরপর গত প্রায় দেড় বছর ওই অবস্থায় পড়ে থাকে লিনটেন পর্যন্ত নির্মিত হওয়া ভবনটি।

একপর্যায়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্যোগী হয়ে তাদের নিজস্ব আর্থিক সহয়তায় ১ জুন ভবনটিতে টিনের ছাউনি দেওয়ার কাজ শুরু করে। এবারও একই অজুহাত তুলে সেলিম আকন ওই টিনের ছাউনি দেওয়ার কাজে বাধা দেয়। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে সেলিম আকনকে জুতাপেটা করে। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের একপর্যায়ে সালিস বৈঠকের মাধ্যমে ঘটনার মীমাংসা করা হয়।

১৪ জুলাই মঙ্গলবার সকালে সেলিম আকন তার বাড়ির নারীদের পর্দা করায় ব্যাঘাত ঘটার নতুন অজুহাত তুলে রাজমিস্ত্রি এবং লেবার নিয়ে ওই মাদরাসা ভবনটির পেছন দিকের ৮টি জানালাকে ইটের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মো. মনির হোসেন আকন বলেন, সেলিম আকন এবতেদায়ি মাদরাসাটিকে বন্ধ ও উচ্ছেদ করতে চায়। এ কারণে সে একের পর এক নানা অজুহাত তুলে মাদরাসাটিতে সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যাতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না পেয়ে শিক্ষার্থীরা সবাই মাদরাসা ছেড়ে চলে যায়।

অভিযোগের ব্যাপারে সেলিম আকন জানান, তার পরিবারের পর্দা সমস্যার কথা গৌরনদী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি মিলন খলিফাকে জানালে সে তাকে মাদরাসা ভবনের পেছন দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে বলেন। গৌরনদী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি মিলন খলিফা বলেন, সেলিম আকনকে অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। সে আমার সহযোগিতা চাইতে বাসায় এসেছিলো। আমি তাকে বলেছি, এখানে আমার কিছু বলার নেই। সে আমার নাম বিক্রি করে এসব করেছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হুমকি শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তার!

চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা এলাকায় রাতের আঁধারে একটি গার্মেন্টস এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও বন্ড কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় ইহসান এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটেছে। বেআইনি প্রবেশের ঘটনায় বন্দর থানায় জিডি করেছেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ কিবরিয়া (৩৬)। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সভা করেছে বন্ড প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। চট্টগ্রাম বন্ড কমিশনারেট কার্যালয়ের সামনে কাস্টম বন্ড কমার্শিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, সেখানে রাত ৯টায় ২০ থেকে ২৫ জনের দল নিয়ে কারখানা পরিদর্শনে যান শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাওছার পাটোয়ারি। বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের হুমকি ধমকি দেন। তাদের লেখা কয়েকটি কাগজে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।

ইহসান এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার মোহাম্মদ কিবরিয়ার অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত ৯টায় ২০ থেকে ২৫ জন লোক নিয়ে কারখানার ভেতর প্রবেশ করেন। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থান করে তাদের লেখা কয়েকটি কাগজে আমাকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। প্রতিবাদ করলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, আমাকে এবং প্রতিষ্ঠানের মালিককে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়।

শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কাউছার পাটোয়ারি বলেন, আকস্মিক পরিদর্শনে গেছি। তাদের সহায়তায় পণ্যের স্টক তালিকা নিয়ে এসেছি। অসামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা দেখছি। ভয়ভীতি ও মারধরের চেষ্টার বিষয়ে তিনি বলেন, মার খায় নায় তো! আমাদের অসহযোগিতা করেছে।

আমরা ১৫-২০ জনের ব্যাকআপ নিয়ে গেছি। তারা তো আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকেনি। আহত নিহত হয়নি।

এদিকে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমার্শিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সভায় বক্তারা বলেন, পোশাক রপ্তানির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠানগুলো। সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এসব প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আগে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়া রাতের আঁধারে ২০ থেকে ২৫ জন লোক নিয়ে পরিদর্শনের নামে ব্যবসায়ীদের অপদস্ত করা হচ্ছে। দালাল নিয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের অবৈধ বাণিজ্য রক্ষায় সনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। আমাদের সময়

সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমার্শিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক আনিছুর রহমান, সহ-সম্পাদক রুবেল দে, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ কিবরিয়া, মোহাম্মদ সুজন, মোহাম্মদ রফিক, টানু চক্রবর্তী প্রমুখ।

আড়ালের গডফাদার কারা, প্রশ্ন সবার

বিতর্কিত সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল, স্বাস্থ্য খাতে ভয়াবহ সিন্ডিকেটের প্রধান মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু, রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মহা প্রতারক শাহেদ করিম এবং জেকেজি হেলথ কেয়ারের বিতর্কিত ডা. সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফ চৌধুরী কী করে নানামুখী অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছেন, কারা তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতেন, তা নিয়ে সব মহলে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট নাগরিকেরাও। প্রশ্ন উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। আড়ালের গডফাদারদের চিহ্নিত করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করার দাবি তুলেছেন সবাই।

বিশিষ্টজনেরা বলেন, এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে মূলে আঘাত করতে হবে।

বিচারের আওতায় আনতে হবে গডফাদারদেরও। জানা গেছে, পাপুল ও তার স্ত্রী সেলিনা ইসলাম গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি হয়েছেন আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে। সরকারে প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশও রয়েছে এতে। পাপুলকে সমর্থন দেওয়ার জন্য লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি থেকে। একই সময় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান মহাজোট প্রার্থী জাতীয় পার্টির নোমান মিয়া। আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লক্ষ্মীপুর-২ আসনে ভোটে জেতেন পাপুল।

নিজে এমপি হয়ে থেমে থাকেননি, প্রভাব খাটিয়ে স্ত্রীকেও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় পাপুলের ক্ষমতার উৎস? পেছন থেকে কে নেড়েছেন কলকাঠি? এদিকে রিজেন্টের বিতর্কিত সাহেদকে নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। সাহেদ ঢাকার বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রটোকল নিতেন। তার এক কর্মী চাকরি ছেড়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার পর দূতাবাসের সহায়তায় তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে হয়রানি করেছেন বলেও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। যথারীতি ব্যবসা করেছেন মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সধারী দুটি হাসপাতাল ও একটি হোটেল থেকে। অবৈধ হাসাপাতালে করোনা চিকিৎসা দিতে আবার চুক্তিও করেছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের সঙ্গে। তার এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শুধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডিজি নয়, উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে এলজিআরডি সচিবসহ আরও অনেক প্রভাবশালী আমলাকেও। রাষ্ট্রীয় সব অনুষ্ঠানে সাহেদকে নিয়মিত দেখা যেত। প্রতারণাসহ ৩২ মামলার আসামি সাহেদ আওয়ামী লীগের উপকমিটিতেই বা কীভাবে জায়গা পান, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সাহেদের এই বিশাল ক্ষমতার পেছনের গডফাদারদের নাম প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছেন অনেকে।

প্রশ্ন উঠেছে, স্বাস্থ্য খাতের মাফিয়া মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুর এ বিশাল সাম্রাজ্য কীভাবে তৈরি হলো। ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে গত ১১ বছরে মিঠু হাতিয়ে নিয়েছেন শত শত কোটি টাকা। মিঠু ২০০৯ সালে 'বিন্দু' হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করে এখন 'মহাসমুদ্র'। সেজেছেন স্বাস্থ্য খাতের মাফিয়া। দাবি উঠেছে মিঠুর আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদেরও মুখোশ উন্মোচন করার।

করোনাকালে আরেক বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জন ডা. সাবরিনা আরিফ ও তার স্বামী আরিফ চৌধুরী। দুজন মিলে গড়ে তুলেছেন জিকেজি হেলথ কেয়ার নামে করোনার ভুয়া রিপোর্ট তৈরির কারখানা। এক ল্যাপটপ থেকেই তারা দিয়েছেন করোনা টেস্টের ১৫ হাজার ৪৬০টি ভুয়া রিপোর্ট।

ন্যূনতম একটি ট্রেড লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কী করে এই ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতর চুক্তি করলো? কারা তাদের এই সুযোগ তৈরি করে দিলেন? কী কারণেই বা তাদের এমন সুযোগ দেওয়া হলো? এসব নিয়েও প্রশ্ন সব মহলে। সাম্প্রতিক সময়ের এই বিতর্কিত ঘটনাগুলোর আড়ালে থাকা গডফাদারদের বিষয়ে জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, পাপুল, মিঠু, সাহেদ বা ডা. সাবরিনা-এরা কিন্তু নিজে নিজে গড়ে ওঠেনি। তাদের পেছনের শক্তি হিসেবে সব সময় কেউ না কেউ কাজ করেছেন। বর্তমানে নিশ্চয়ই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরই কেউ পেছন থেকে এদের মদদ দিয়ে আসছেন। আবার অন্য সরকারগুলোর সময়ও কেউ না কেউ তাদের মতো অপরাধীদের মদদ দিয়েছেন। তাই শুধু তাদের বিচার করলেই চলবে না। এসব অপরাধের মূলোৎপাটন করতে হবে। আঘাত করতে হবে গোড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, করোনাভাইরাস যেমন একটি শারীরিক ব্যাধি, তেমনি দুর্নীতিও একটি সামাজিক ব্যাধি। এখন যারাই ধরা পড়েছেন, তারা হচ্ছেন সেই ব্যাধির উপসর্গ। তারা কখনোই এসব অনিয়ম-দুর্নীতি একা একা করতে পারতেন না। তাদের পেছনে অবশ্যই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের শরীরে কোনো ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিলে আমরা যেমন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হই এবং নির্মূল হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করি, তেমনি সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনার মতো সব ধরনের দুর্নীতির ঘটনায়ই শুধু চিহ্নিত অপরাধীদের বিচার করে বসে থাকলে হবে না, এদের পেছনে কারা আছেন, কারা তাদের মদদ দিয়েছেন, তাদেরও খুঁজে বের করতে হবে এবং বিচারের আওতায় আনতে হবে। '

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বড় কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনা আমাদের চিন্তিত করেছে। যারা এসব বিতর্কের সঙ্গে জড়িত, তাদের পেছনের শক্তি হিসেবে অবশ্যই কেউ না কেউ রয়েছেন। প্রভাবশালীরাই তাদের পেছন থেকে মদদ দিয়েছেন। তাই এসব অপরাধীকে বিচারের পাশাপাশি তাদের গডফাদারদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে। ' জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে যারা অভিযুক্ত হন, যাদের ধরা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান শুধু তাদের নিয়েই তৎপর হয়। দুর্নীতির ক্ষেত্রে কান টানলে মাথা আসা উচিত। কিন্তু আমাদের জবাবদিহির জায়গাটা এমন একপর্যায়ে আছে, মাথা আসছে না। অর্থাৎ চুনোপুঁটি নিয়ে টানাটানি হয়। কিন্তু ঘটনার পেছনের রুই-কাতলাদের কিছুই হয় না। ' তিনি বলেন, 'এর কারণ হচ্ছে, প্রভাবশালীদের যারা এসব অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের ক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে, প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার একটা সূত্র পাওয়া যায়। এই যে রাজনৈতিক যোগসাজশ, এর সঙ্গে দুর্নীতির ক্ষেত্রে সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, অংশগ্রহণ ও সুরক্ষা যোগ হয়। প্রশাসনিক দিক থেকেও একই অবস্থা চলে আসছে। প্রশাসনও তাদের সুরক্ষা দেওয়ার পথ বেছে নেয়। দুর্নীতির মূল হোতা, সেই রাঘববোয়ালরা একটা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। শুধু যারা সামনে আছেন বা গ্রেফতার হচ্ছেন, তাদের বিচার করে বসে থাকলে হবে না। প্রতিটি ঘটনার গভীরে গেলেই কেবল দুর্নীতি-অনিয়ম রোধ করা সম্ভব। ' বিডি প্রতিদিন

খোরাসানের ৫ ঘাঁটি থেকে সেনা প্রত্যাহার যুক্তরাষ্ট্রের

আফগানিস্তানের পাঁচটি ঘাঁটি থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে আমেরিকা। দেশটির আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষ দূত জালমাই খালিলজাদ এ খবর জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, দোহায় তালেবানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এসব ঘাঁটি থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানে মোতায়েন মার্কিন সেনা সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে বলেও টুইট বার্তায় দাবি করেন খালিলজাদ।

তবে তিনি পাঁচ মার্কিন ঘাঁটির নাম না বললেও আফগানিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এসব ঘাঁটি দেশটির উরুজগান, হেলমান্দ, পাকতিকা ও লাগমান প্রদেশে অবস্থিত।

কাতারের দোহায় তালেবানের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকের পর গত মার্চ মাসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে আমেরিকা।

এসব ঘাঁটি আফগান সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে নাকি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে তাও জানাননি মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি। তিনি সরিয়ে নেয়া মার্কিন সেনা সংখ্যার কথাও বলেননি। বিডি প্রতিদিন

এবার রাজশাহী সীমান্তে দখল হারাচ্ছে বাংলাদেশ

রাজশাহী মহানগরীর দক্ষিণে চরখিদিরপুর এলাকায় পদ্মার ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সীমান্তের জিরোলাইন। ইতিমধ্যে সীমান্তের কিছু অংশের আধিপত্য হারিয়েছে বাংলাদেশ। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পুরো এলাকার একক আধিপত্য হারাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে ভাঙন অব্যাহত থাকলেও ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

জানা গেছে, পবা উপজেলার চরখিদিরপুর ও খানপুর এলাকায় ভাঙন অব্যাহত রয়েছে।

বাড়ি-ঘর ও ফসলি জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন ওইসব গ্রামের শত শত মানুষ। কিন্তু ভাঙন প্রতিরোধে সরকার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে পদ্মা গ্রাস করছে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সীমান্তের জিরোলাইন। ইতিমধ্যে সীমান্তের যে অংশের জিরোলাইন পদ্মায় বিলীন হয়েছে, ওই এলাকায় একক আধিপত্য হারিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। ভাঙন অব্যাহত থাকলে পুরো এলাকায় বাংলাদেশের একক আধিপত্য হারানোর আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী। পবার হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিদুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, রাজশাহী সীমান্তের চরখিদিরপুরের অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইতিমধ্যে ওই এলাকার ৪০০ পরিবার ঘর-বাড়ি ও জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। বজলে রিজভি আল হাসান মুঞ্জিল জানান, প্রতি বছরই নদী ভাঙনের কারণে ভূমি হারাচ্ছে বাংলাদেশ। চরের মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় ছুটে যাচ্ছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুখলেসুর রহমান বলেন, প্রতি বছর গড়ে ৫ থেকে ৮ হাজার হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এতে করে সীমান্তে বাংলাদেশের আধিপত্য কমছে। এর আগে ১৭৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল খানপুর সীমান্তের জন্য। কিন্তু সরকারি অনুমোদন না পাওয়ায় সেটি আর করা হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বর্ষায় পদ্মা নদীর দক্ষিণ সীমান্তের ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৫০০ মিটার প্রস্থ ভূখ- পদ্মায় হারিয়েছে বাংলাদেশ। ওই ভাঙনে রাজশাহীর পবা উপজেলায় ভাঙনকবলিত হরিয়ান ইউপির চর খিদিরপুর ও খানপুরের মধ্যবর্তী কলাবাগান এলাকার ১৬৪ নম্বর মেইন পিলার থেকে ১৬৫ নম্বর মেইন পিলার পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখ- নদীতে বিলীন হয়ে ভারতীয় সীমানায় মিশেছে পদ্মার পানি। এরপর থেকেই পদ্মার ওই অংশে বিএসএফ নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে ভারতের মোহনগঞ্জ থেকে বিএসএফ তাদের ক্যাম্প এনে নদীর তীরে স্থাপন করে। এবারও বর্ষায় ভাঙন অব্যাহত আছে। ফলে দেশের আরও জমি ভারতের অধীনে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গেল কয়েক বছরে পদ্মার ভাঙনে ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শত শত হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বিলীন হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের সীমানা পিলারসহ বিভিন্ন স্থাপনা। ফলে প্রতি বছরই সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙনে মূল্যবান জমি হারাচ্ছে বাংলাদেশ। ক্রমাগত ভাঙনে জমি পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেছে।

ইউপি সদস্য কোহিনুর বেগম বলেন, হরিয়ান ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চর তারানগর, চর খিদিরপুর, দিয়াড় খিদিরপুর, চর তিতামারি, দিয়াড় শিবনগর, চরবৃন্দাবন, কেশবপুর, চর শ্রীরামপুর ও চর রামপুরের বেশির ভাগ জমিই পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়েছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও বিলীন হতে বসেছে। আর পদ্মার তীর ভেঙে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করলেই ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা আছে। এরই মধ্যে সীমান্ত পিলার নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় ওই এলাকায় পদ্মায় মাছ ধরতে দিচ্ছে না বিএসএফ। এতে বাংলাদেশের জেলেরা বেকার হয়ে পড়ছে।

সূত্র জানায়, পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নে পদ্মার ভাঙনে এরই মধ্যে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে চর তারানগরে ২০০ ঘরবাড়ি, চারটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা, একটি কমিউনিটি ক্লিনিক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দ্বিতল আশ্রয় কেন্দ্র, খানপুর বিজিবি ক্যাম্প এবং আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১৬৪ ও ১৬৫ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। আর ৮ নম্বর ওয়ার্ডে চর খিদিরপুরে প্রায় ৪০০ বাড়ি, একটি বিজিবি ক্যাম্প, একটি পাকা দ্বিতল প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঁচটি মসজিদ, দুটি মাদ্রাসা, একটি কমিউনিটি ক্লিনিক ও আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১৫৯-এর এস-৩, ৪, ৫ নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। এ দুই ওয়ার্ডে প্রায় ১০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল। বিডি প্রতিদিন

হাটের জায়গা দখলে নেওয়ায় বিএনপি-আওয়ামী লীগ ভাই ভাই

বগুড়ার শেরপুরে চৌবাড়িয়া বথুয়াবাড়ী জিগাতলা হাটের জায়গা দখলের মহোৎসব চলছে। হাটের ফাঁকা জায়গা অবৈধভাবে দখলে নিয়ে সেখানে টিন দিয়ে দোকানঘর নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে এসব দোকানঘর স্থানীয়দের মাঝে বরাদ্দ দেয়ার নামে চলছে ‘পজিশন বাণিজ্য’। প্রতিটি দোকানঘরের পজিশন বিক্রি করা হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

এভাবে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ভূমিদস্যু চান্দু মন্ডলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ একটি প্রভাবশালী চক্র।

আর এই ‘পজিশন বাণিজ্যে’র নেপথ্যে রয়েছেন আওয়ামীলীগ ও বিএনপির দুই নেতা।

স্থানীয় লোকজনের অভিমত, দল ও মতের পার্থক্য থাকলেও তারা দখলবাজিতে এক ও অভিন্ন। তাই ওই হাটের জায়গা দখলে নিতে বিএনপি-আওয়ামীলীগ ভাই ভাই।

তবে এই দখলবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। তারা হাটের জায়গায় অবৈধভাবে দখল ও ঘর নির্মাণ বন্ধের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সহ বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এই হাটে গ্রামের সাধারণ দরিদ্র জেলে, কামার, কুমার, তাঁতীসহ নিম্ন আয়ের লোকজন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব আম্বীয়া ও খানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান মতির যোগসাজসে এলাকার ভূমিদস্যু বলে খ্যাত চান্দু মন্ডল এই হাটের জায়গা দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

এমনকি হাটের জায়গায় জোরপূর্বক ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দরিদ্র ব্যবসায়ী লোকজনের আয়-রোজগারের পথ কেড়ে নিতেই তাদের উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা চলছে। সংঘবদ্ধ ওই চক্রটি হাটের জায়গা জোরপূর্বক দখল এবং ঘর নির্মাণ করে নতুন করে বরাদ্দ দেয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। এভাবে ‘পজিশন বাণিজ্যে’ মেতে উঠেছেন তারা। এই দখলবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যদের (মেম্বার) এর ওপর অব্যাহতভাবে হামলা-মামলার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এরপরও থেমে যাননি তারা।

শেরপুর-ধুনট আঞ্চলিক সড়কের পাশে এবং বথুয়াবাড়ি ব্রিজ সংগলগ্ন চৌবাড়িয়া জিগাতলা হাট-বাজারটি অবস্থিত। ছোট-বড় বেশকিছু ইটের পাকা ও টিনের দোকানঘ রয়েছে। ঠিক হাটের মধ্যে পশ্চিম পাশের ফাঁকা জায়গা অবৈধভাবে দখলের উৎসব চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং পাহারায় চার-পাঁচজন শ্রমিক একেকটি দোকানের পজিশন আকারে বাঁশ-কাঠ ব্যবহার করে টিন দিয়ে ঘর নির্মাণ করছে।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে অভিযুক্ত চান্দু মন্ডল নিজেকে গরীবের নেতা দাবি করে বলেন, হাটের এই জায়গায় অনেক গর্ত ছিল। তাই এলাকার ২৮জন দরিদ্র মানুষ এক হয়ে এই জায়গায় বালি-মাটি ফেলে ভরাট করেছেন। এখন তারাই টিনের ঘর তুলছেন। যাতে এখানে ছোট-খাটো ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তাই পজিশন বিক্রি ও বাণিজ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না বলে দাবি করেন তিনি।

তবে খানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম রাঞ্জু বলেন, তার ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট-ঘাটের সরকারি জায়গা দখলের মহোৎসব চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় চৌবাড়িয়া জিগাতলা হাটের জায়গা জবরদখল করে ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারি দলের উপজেলা পর্যায়ের একজন প্রভাবশালী নেতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় এ ধরণের কাজ হচ্ছে। তাই বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা রহস্যজনক ভূমিকায় রয়েছেন। ফলে ভূমিদস্যুরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য জানতে চাইলে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. জামশেদ আলাম রানা এ প্রসঙ্গে বলেন, বিগত চার-পাঁচদিন আগে ওই হাটের জায়গা দখলের খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। পাশাপাশি হাটের জায়গা অবৈধভাবে দখলে নিয়ে সেখানে জোরপূর্বক দোকানঘর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। এরপর আবার ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে-এমন খবর জানা নেই। তাছাড়া নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য বাইরে আছি। তাই বিষয়টি ইউএনও স্যারকে জানানোর অনুরোধ করেন তিনি। বিডি প্রতিদিন

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলী শেখ বলেন, আমি একটি মিটিংয়ে আছি। তাই পরবর্তীতে অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬ই জুলাই, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক তোরা-বোরা ও খোগিয়ান অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশের তোরা-বোরা এক ঐতিহাসিক অঞ্চল, যার সাথে মিশে আছে মুসলিম উম্মাহর চলমান নব উত্থানের সোনালী এক ইতিহাস।

আলহামদুলিল্লাহ, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আল-ইমারাহ স্টুডিও এর কর্মীগণ তালেবান নিয়ন্ত্রিত এই ঐতিহাসিক স্থানটির বেশকিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন। সাথে প্রদেশটির খোগিয়ান জেলারও কিছু দৃশ্য তারা ধারণ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/07/16/40162/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অনেক সৈন্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে পৃথক ২টি স্থানে বোমা হামলা চালিয়েছেন। গত ১৫ জুলাই মুজাহিদদের লাগানো উক্ত বোমা বিস্ফোরনে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েগেছে, হতাহত হয়েছে অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

এর মধ্যে দক্ষিণ সোমালিয়ায় শাবেলি সুফলা রাজ্যের "কেরিওলি" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের লাগানো একটি বোমা বিস্ফোরনের শিকার হয় ক্রুসেডার উগান্ডান সামরিক বাহিনী। মুজাহিদদের লাগানো উক্ত বোমা বিস্ফোরনে উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং কতক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিণ সোমালিয়ায় কাসমায়ো শহরের "ইউনটোই" এলাকার কাছে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ২টি বোমা বিস্ফোরন করেন। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের লাগানো দুটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হলে সরকারী মিলিশিয়াদের বেশ কিছু সৈন্য নিহত আহত হয়েছে।

বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতের যেকোন অংশ থেকে উত্তরপূর্বে পণ্য পরিবহনের সুযোগ

মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে একটি পার্সেল ট্রেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাঠানো হয়েছে। এবার সমুদ্র পথেও প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে কার্গো পাঠানোর কাজ শুরু হচ্ছে। ১৯৬৫ সালের পর এই প্রথম কলকাতা থেকে একটি কার্গো জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছাবে এবং সেখান থেকে সড়কপথে কার্গো ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় পাঠানো হবে।

সূত্র জানায়, বড় ধরনের এই কার্যক্রম শুরুর জন্য সবকিছুই প্রস্তুত। এখন যেকোন দিন এই কার্গো জাহাজ পাঠানো হতে পারে।

সূত্রমতে এর ফলে ভারতের যে কোন অংশ থেকে সাগর পথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের দুয়ার খুলে যাবে। জানা গেছে, কলকাতা থেকে এ ধরনের একটি কার্গো জাহাজ চট্টগ্রামে পৌছাতে লাগবে তিন দিন। সেখান থেকে আগরতলায় পৌছাতে লাগবে এক দিন। এখন ট্রাকে করে কলকাতা থেকে ত্রিপুরায় মালামাল পৌছাতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগে।

এই সাগর ও সড়ক রুট ‘চিকেনস নেক’ নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোরকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে নদী, রেল ও সড়কপথে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গত বছর অক্টোবরে চুক্তি হয়।

ভারতীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ত্রিপুরায় পণ্য নিয়ে যেতে বাংলাদেশী ট্রাকের জন্য বিশেষ বিধান তৈরি করেছে। মন্ত্রণালয় প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্য দিয়ে যাত্রীবাহী ও কার্গো যান চলাচলের জন্য একটি স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এওপি) তৈরির কাজে হাত দিয়েছে।

সূত্র: টিএনএন

ভারতে তথ্য গোপন করতে করোনা রোগীদের লাশ ছুড়ে ফেলা হচ্ছে গঙ্গায়

মৃতদের তথ্য গোপন করতে ভারতে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের লাশ গঙ্গায় ফেলে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার একাধিক ছবি ভাইরাল হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময়।

ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম জানায়, আগামী ১৬ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিহারে ফের পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যে কোভিড রোগীদের লাশ নিয়ে চূড়ান্ত অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে। করোনায় মৃতদের তথ্য গোপন করতে একাধিক দেহ গঙ্গায় ফেলে দেয়া হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ছবিতে দেখা গেছে, পাটনার গঙ্গায় নৌকা করে এনে ফেলে দেয়া হচ্ছে একাধিক লাশ। যদিও ওই লাশগুলো করোনা আক্রান্তদেরই কিনা, তা নিয়ে কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত মেলেনি।

ছবিতে দেখা গেছে, নীল প্লাস্টিকে মোড়া লাশ গঙ্গায় ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। বিহারের বিরোধীদের দাবি, ওই লাশ করোনা আক্রান্তেরই। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি গোপন করতেই এমন করা হচ্ছে।

গঙ্গায় লাশ ফেলে দেয়ার ছবিগুলো তুলেছিলেন 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর ফটোসাংবাদিক পারওয়াজ খান। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি ৭ জুলাই কালীঘাটে গিয়েছিলাম গঙ্গার পানিস্তরের ছবি তুলতে। দুপুর নাগাদ আমি স্পষ্টতই দেখতে পাই, তিনজন মানুষ গঙ্গায় লাশ ছুড়ে ফেলছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না, ওই দেহ করোনা আক্রান্তেরই।'তবে এ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বিহার সরকার।

শুধু বিহারই নয়, কর্নাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র-গুজরাট, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও লাশ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এবার বিহারের ক্ষেত্রেও উঠল অমানবিকভাবে মৃতদেহ ফেলে দেওয়ার অভিযোগ।

আল-আকসা মসজিদের গেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইহুদীবাদী ইসরাইলের আদালত

ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কিবলা পবিত্র আল-আকসা মসজিদের পূর্ব গেট বাব আল-রহমা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের আদালত।

সোমবার (১৩ জুলাই) ইসরায়েলের আদালত এই আদেশ দেয়।

জর্দান পরিচালিত ইসলামিক এন্ডোমেন্টস কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইসরাইলের পুলিশ অধিদপ্তর এই গেইটটি বন্ধ করার ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে।

ইসলামিক এন্ডোমেন্টস কর্তৃপক্ষ বলেছে, মুসলিমরা দখলদার ইসরাইলের এই অবৈধ সিদ্ধান্ত সমর্থন বা স্বীকৃতি দেয় না। বাব আল-রহমা আল-আকসা মসজিদের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এছাড়াও ইসরাইলি আদালতের গেটটি বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলি যুদ্ধের সময় ইহুদীবাদী ইসরাইল পূর্ব ফিলিস্তিনের জেরুসালেম দখল করেছিলো। যেখানে বর্তমান আল-আকসা অবস্থিত।

সূত্রঃ ইয়েনি সাফাক

শাম | সন্ত্রাসী রাশিয়া ও আসাদ বাহিনীর উপর্যুপরি বিমান হামলায় নিহত ২, আহত অসংখ্য

চারদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ, ক্ষেপণাস্ত্র-গোলার আঘাতে ধসে পড়া ভবনের ইট-বালুর ধুলায় বিধ্বস্ত পুরো সিরিয়া।নির্মমতাই এখানে বাস্তবতা।ক্রুসেডার রাশিয়া ও কুখ্যাত শিয়া ইরান-আসাদ জোট প্রতিনিয়তই সিরিয়ায় মানবতাবিরোধী এসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ১৫জুলাই রাতে সিরিয়ার হামা ও আশেপাশের বেশ কয়েকটি এলাকায় সন্ত্রাসী রাশিয়া ও আসাদ বাহিনী উপর্যুপরি বিমান হামলা চালায়। হামলায় শিশু সন্তানসহ এক পিতা নিহত হয়েছেন। সিরিয়া হুয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছেন,হামলায় আরো অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন।

সংস্থাটি জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

হামলার অংশ হিসেবে সন্ত্রাসী জোট আলেপ্পো ও ইদলিবেও হামলা চালায়।গতকাল বিকেলে আলেপ্পোর আল-বাব এলাকায় বোমা হামলায় চালায়।ফলে এক শিশু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।তার অবস্থা আশংকাজনক রয়েছে।

অন্যদিকে, আজ সকালে ইদলিবের আল-বারা এলাকায় কমপক্ষে ১৪ টি মিসাইল নিক্ষেপ করে।এসব হামলায় অসংখ্য মুসলিম হতাহত হয়েছেন। তার মধ্যে একজন মহিলার অবস্থা খুবই আশংকাজনক রয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত মুহাম্মদ আগা জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে এখন বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, চারদিকে সবুজের সমাহার। যেই পাহাড় ও উঁচু নিচু টিলাগুলো এতদিন ছিল বরফে ঢাকা তাতেও এখন দেখা মিলছে সবুজের ছায়া।

আলহামদুলিল্লাহ, এমনই কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন তালেবানদের আল-ইমারাহ স্টুডিও এর কর্মীরা। চিত্রগুলো ধারণ করা হয়েছে আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশের মুহাম্মদ আগা জেলা থেকে।

https://alfirdaws.org/2020/07/16/40117/

খোরাসান | চারটি জেলার ৫,২০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে তালেবান সরকার।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিয়া ও খোস্ত প্রদেশের ৪টি জেলায় ৫,২০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

বুধবার তালেবান তাদের অফিসিয়াল "আল-ইমারাহ" ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, এই সহায়তার অধীনে তাঁরা পাকতিয়া প্রদেশের ওমনা, ওয়ার্মামি, নকি এবং খোস্ত প্রদেশের সাবারি নামক ৪টি জেলার প্রায় ৫,২০০ দরিদ্র পরিবারের জন্য আটা, তেল, ডাল, লবণ এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

তালেবানদের ইনস্টিটিউশনাল কমিশনের প্রচেষ্টায় এসব খাদ্য সামগ্রী অভাবী পরিবারগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারত চলিত সপ্তাহে তাদের নিয়ন্ত্রিত ময়দান ওয়ার্দাক, সর-ই-পুল ও খোজ প্রদেশের আরো ১৭ হাজার দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করেছেন। যার ফলে আফগান জনগণ তালেবানদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে, এদিকে ইসলামি ইমারতও ভবিষ্যতে দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কথাও জানিয়েছে।

১৫ই জুলাই, ২০২০

নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধে মানববন্ধন

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নমানের কাজ, কাজ বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ করে অর্থ অপচয়, নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল নির্ধারিত সময়ে বুঝিয়ে না দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিতে ফেলে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে অবস্থানরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার দুপুরে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চুর প্রতিষ্ঠান ভাওয়াল কন্সট্রাকসনের মাধ্যমে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু শতাধিক শিক্ষার্থী মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে প্রশাসনিক তদারকি নিশ্চিত না করার পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার দাবি জানান। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। আগামী সাত দিনের মধ্যে নিম্নমানের কাজ ও সময় ক্ষেপণের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তদন্ত ও রিপোর্ট পেশ করা, প্রতিবার কাজ বাগিয়ে দেওয়ার জন্য কমিশন বাণিজ্য করা পরিকল্পনা উন্নয়নের উপ পরিচালক হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করার দাবি জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বিভাগের হাফিজুর রহমান এই দপ্তরটাকে দুর্নীতি আখরা বানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তার সিংহভাগই বাচ্চুর সাথে আতাত করে ডিপিডি হাফিজুর রহমান তার মাধ্যমেই নিম্নমানের কাজ করিয়ে থাকেন। এই ঠিকাদারের দাপটে অন্য কোনো ঠিকাদার ক্যাম্পাসে কাজ করতে পারেন না।

উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একশত কোটি টাকা বাস্তবায়নের মধ্যে ৯০ কোটির টাকার কাজ বাগিয়ে নেওয়াসহ ২০০৬ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ও চলমানের তিনশত কোটি টাকার কাজের মধ্যে ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চুর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভাউয়াল কন্সট্রাকশন প্রায় ২০০ কোটির কাজ ভাগিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মানববন্ধনে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীরা। কালের কণ্ঠ

ইয়েমেনে সৌদি বিমান হামলায় ৭ শিশুসহ নিহত ৯

ইয়েমেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সৌদি বিমান হামলায় সাত শিশু ও দুই নারী নিহত হয়েছে। রোববার জাতিসঙ্ঘের একটি সংস্থা একথা জানিয়েছে।

কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ওসিএইচএ) বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ দফতর জানায়, হাজাহ প্রদেশে সোমবারের বিমান হামলায় আরো দুই নারী ও দুই শিশু আহত হয়েছে।

রাজধানী সানার কাছের এ প্রদেশ হচ্ছে হাউছি বিদ্রোহী এবং সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সমর্থিত সরকারপন্থী বাহিনীর মধ্যকার একটি যুদ্ধক্ষেত্র। জোটটি বিমান হামলা চালিয়ে সরকারপন্থী বাহিনীকে সহযোগিতা করছে।

ওসিএইচএ জানায়, 'প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়, হাজাহ প্রদেশের ওয়াশহা জেলায় ১২ জুলাই চালানো এক বিমান হামলায় সাত শিশু ও দুই নারী নিহত হয়েছে।'

সোমবার হাজাহ প্রদেশে হাউছি বিরোধী অভিযান চলাকালে বেসামরিক নাগরিক হতাহতের আশঙ্কার কথা স্বীকার করেছে জোট বাহিনী। তারা জানিয়েছে, এটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নয়া দিগন্ত

মেঘনার নদী ভাঙন রোধের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

কমলনগরে নদীভাঙন রোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী। গতকাল সকালে উপজেলার পাটারিরহাট এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করে পাটারিরহাট বাঁচাও মঞ্চ নামের একটি সংগঠন। মানববন্ধন শেষে নদীভাঙন রোধে গড়িমসির অভিযোগ এনে বিক্ষোভ মিছিল করেন স্থানীয়রা। এতে অংশ নেন মেঘনার ভাঙনকবলিত কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় মানুষজনের দাবি, দীর্ঘ তিন যুগ ধরে নদীর ভাঙনে কমলনগরের বিস্তীর্ণ জনপদ বিলীন হয়েছে। তার পরও নদীভাঙন রোধে স্থায়ী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ক্ষমতাসীন সরকার। ফলে মানুষের বাড়িঘর, ভিটেমাটি, সরকারি-বেসরকারি বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীতে বিলীন হচ্ছে। আমাদের সময়

স্থানীয়ভাবে জানা যায়, কমলনগরে মেঘনাতীরের সীমান্তবর্তী এলাকা ১৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে মাত্র এক কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি ১৬ কিলোমিটার এলাকা নদীতে বিলীন হচ্ছে ৩৬ বছর ধরে।

শাম | দখলদার তুর্কি-রাশিয়ান টহল দলকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ও আহত অনেক

সিরিয়ার আরিহা শহরের "M4" আন্তর্জাতিক মহাসড়কে ক্রুসেডার রাশিয়া ও দখলদার তুর্কি বাহিনীর টহল দলকে টার্গেট করে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা ঘটেছে, যাতে কয়েক ডজন ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

গত ১৪ জুলাই, মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ইদলিবের আরিহা অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সড়ক "এম 4" এর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে যৌথ তুর্কি-রাশিয়ান টহল দলকে লক্ষ্য করে একটি বিশাল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার পাশে অপেক্ষমাণ একটি গাড়ির মাধ্যমে এই শক্তিশালী বোমা হামলাটি চালানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

গাড়ি বোমা বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ঘটনাস্থলের আশপাশের এলাকায় একধরণের কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে এই বিস্ফোরণে ক্রুসেডার রাশিয়ান দখলদার বাহিনীর ৪টি সামরিক যানবাহন ধ্বংস হয়েগেছে।

এই হামলায় কত রাশিয়ান দখলদার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সুনিশ্চিত কোন পরিসংখ্যান জানা যায়নি। যদিও আসাদ সমর্থিত একটি চ্যানেল বলছে যে, এই হামলায় তাদের মিত্র রাশিয়ার ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

কিন্তু বিস্ফোরণের ভিডিও ক্লিপ দেখে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনাস্থলে থাকা সকল রাশিয়ান ও তুর্কি সৈন্য নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইদলিব সিটির আরিহা শহরটি একটি স্বাধীন ও মুক্ত এলাকা, বর্তমানে শহরটির উপর তাহহিরুশ শাম (এইসটিএশ) ও একটি বিদ্রোহী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তা সত্যেও কোন বাঁধা ছাড়াই দীর্ঘদিন যাবৎ এই মহাসড়কটি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে ক্রুসেডার রাশিয়া ও তুর্কি সৈন্যদের। অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপগুলো বিশেষ করে আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপগুলো এবিষয়ে তাহরিরুশ শামকে সতর্ক করলেও তাহরিরুশ শাম এর কোন জাবাব দেয়নি, বরং ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর জন্য মহাসড়কটি উন্মুক্ত করে রাখে তাহহিরুশ শাম, বিপরীত মুজাহিদদের উপরেই দফায় দফায় হামলা চালায় তারা। সর্বশেষ গতাকাল এম-৪ মহাসড়কটি অতিক্রমকালে উক্ত হামলার ঘটনাটি ঘটেছে, যার দায়ভার এখনো কোন মুজাহিদ গ্রুপ নেননি।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় একাধিক কেনিয়ান ও উগান্ডান ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত।

আল-কায়েদা মুজাহিদিন সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডা ও কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন, এতে একাধিক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী থেকে জানা গেছে, গত ১৪ জুলাই মুঙ্গলবার সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। যার ফলে দখণদা কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো।

এর আগে শাবেলী সুফলা রাজ্যের "জালউয়ীন" শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীকে টার্গেট করে ২টি বোমা হামলা চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের বোমা হামলায় কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছিলো।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ২৯ সেনা সদস্য নিহত

আফগানিস্তানের কয়েটি স্থানে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ২৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর মধ্যে গতকাল (১৪ জুলাই) জাবুল প্রদেশের মিজানা জেলার "তাকির" এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিনরা। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৭ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছিলো আরো ১১ এরও অধিক।

তবে এ ঘটনায় দুজন তালেবান মুজাহিদও আহত হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলার তাদেরকে শিফায়ে কামেলা নসিব করুন।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের অন্য দুটি পৃথক হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৩টি চেকপোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন এবং মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্কও ধ্বংস করেন।

খোরাসান | কাবুল বাহিনীতে কর্মরত একজন আন্ডার কাভার তালেবান মুজাহিদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রিত বলখ প্রদেশের একটি সামরিক ঘাঁটিতে একজন তালেবান সমর্থক সেনার হাতে ৭ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সরকারের "শাহীন কর্পোরেশন" নামক একটি সামরিক ঘাঁটিতে সেনাদের মধ্যকার এক সংঘর্ষে ৭ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

আফগান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায়েছে, মুরতাদ কাবুল সরকারের উক্ত সামরিক ঘাঁটিতেই কর্মরত একজন আন্ডার কাভার তালেবান মুজাহিদ ঐ হামলাটি চালিয়েছেন। যাতে মুরতাদ বাহিনীর ৭ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

হামলা শেষে ঘাঁটি থেকে নিরাপদে বের হওয়ার পথে ৯ টি অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রসহ তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন ঐ সেনা সদস্য।

উল্লেখ্য যে, এধরণের ঘটনা এবারই প্রথম নয়, বরং হরহামেশাই এখন কাবুল সরকারী বাহিনীর ভিতরে এধরেণের ঘটনা ঘটছে, আর এখন এধরণের ঘটনা অতীতের তুলনায় আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪ই জুলাই, ২০২০

খোরাসান | সমানগানে মুজাহিদদের শহিদী হামলার চূড়ান্ত বিবরণ: নিহত ও আহত ১১৯ গোয়ন্দা ও সেনা সদস্য।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সমানগান প্রদেশের রাজধানীতে তালেবান মুজাহিদদের গতকালের দীর্ঘ ৪ ঘন্টার অভিযানে কাবুল সরকারের ৪৭ গোয়েন্দা ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৭২ গোয়েন্দা ও সেনা সদস্য।

গতকাল ১৩ জুলাই সোমবার সকাল ১১ টার দিকে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সমানগান প্রদেশের রাজধানী "আইবাকে" মুরতাদ কাবুল সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ (তথাকথিত জাতীয় সুরক্ষা বিভাগ) এর সদরদপ্তর টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ইমারতে ইসলামিয়ার শহীদ ব্যাটালিয়নের ৩ জন আল্লাহ্ ভীরু জানবায তালেবান মুজাহিদ উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। তাঁরা হলেন- হাফিজ মোহাম্মদ কান্দাহারি, বায়তুল্লাহ জাবুলি এবং সাইফ পট্টিকওয়াল)।

তাদের মধ্যে একজন ফিদায়ী মুজাহিদ প্রথমে শক্তিশালী ও ভারী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান, ফলে গোয়েন্দা বিভাগের ভিতরে ঢুকার সকল বাধাগুলি ভেঙ্গে পড়ে। পরে অন্য ২ জন ফিদাই মুজাহিদ তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বিভাগীয় ভবনে প্রবেশ করেন এবং প্রথম ফিদাই মুজাহিদের শহিদী হামলার পরেও বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট মুরতাদ সৈন্য ও গোয়েন্দা কর্মীদের টার্গেট করে হত্যা করতে থাকেন।

এভাবে টানা ৪ ঘণ্টা যাবৎ উক্ত দুই ফিদাই মুজাহিদ সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে থাকেন, যতক্ষণ না তাঁরা শাহাদাতের সুমিষ্টীয় পানি পান করেছেন। এই অভিযানে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল সরকারের ৪৭ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য। আহত হয়েছে আরো ৭২ সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

ইমারতে ইসলামিয়ার শহীদ ব্যাটালিয়নের উক্ত ৩ জন মুজাহিদের অভিযানের ফলে বেশিরভাগ গোয়েন্দা ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে, এছাড়াও অনেক ট্যাঙ্ক, সামরিকযান, গাড়ি ও সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, মুরতাদ কাবুল মরকারের এই গোয়েন্দা কেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চলের অনেক প্রদেশের অপারেশন সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেখানে থেকে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক হত্যা, বন্দী এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনাগুলো করা হতো।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় সেনাপ্রধানসহ ১৪ সেনা নিহত ও আহত।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালি সেনাবাহিনীর প্রধান কমান্ডার জেনারেল "আদওয়া ইউসুফ রাঘি" কে টার্গেট করে সফল একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে আজ একটি ইস্তেশহাদী (শহিদী) হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের এই হামলার প্রধান টার্গেট ছিল দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান কমান্ডার জেনারেল "আদওয়া ইউসুফ রাঘি"। এই মুরতাদ সেনাপ্রধান যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ত্যাগ করছিল, তখনই হারাকাতুশ শাবাব এর একজন জানবাজ মুজাহিদ তাকে লক্ষ্যবস্তু করে মোটরসাইকেল দ্বারা একটি শহীদ অভিযান চালান।

যার ফলে সেনাপ্রধানের ৫ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে এবং সেনাপ্রধান সহ আরো ৯ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। এসময় আশপাশে থাকা মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় এক মেয়রসহ ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় এক মেয়রসহ ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

"ফরাসি প্রেস এজেন্সী" স্থানীয় একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, চলিত মাসের গত ৮ জুলাই বুর্কিনা-ফাসোর "ইয়েন্তেগা" অঞ্চলে একটি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম" এর মুজাহিদিন। এই হামলার ঘটনায় দেশটির ১ মেয়র ও ৮ সেনা সদস্য নিহত হয়েছিলো।

সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, আল-কায়েদা যোদ্ধারা মোটরবাইকের উপর থেকে উক্ত মেয়র ও সেনা সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে চালাতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছিলো।

এরও আগে অর্থাৎ গত ৪ জুলাই বুর্কিনা-ফাসোর "হাবা" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন "জিএনআইএম" এর জানবাজ মুজাহিদিন। আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এই হামলাতেও ১ মুরতাদ সেনা নিহত এবং ৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছিলো।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং ৬টি মোটরবাইক গনিমত লাভ করেছেন।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কাবুল সরকারের ৩৮ এরও অধিক সৈন্য হতাহত, ৫টি সামরিক চৌকি বিজয়

বাদাখশান ও কুন্দুজ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। সোমবারের এ হামলায় কাবুল সরকারের কমপক্ষে ২৫ সৈন্য নিহত এবং ১৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, উত্তর বাদাখশান প্রদেশের "আরঘানজখাহ" জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এই মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ৮ সেনা নিহত ও দুই সেনা আহত হয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেন, এই হামলাটি জেলার "শানগিয়াং" এলাকার একটি চৌকিতে করা হয়েছিল, কেননা এখান থেকে বেসামরিক নাগরিকদের হয়রানি করতো মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা। তাই মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে চৌকিটি দখলে নিয়েছেন।

এদিকে, কুন্দুজ প্রদেশের কাউন্সিল সদস্য মোহাম্মদ ইউসুফ আইয়ুবি বলেছে যে, তালেবান মুজাহিদিনরা গত রাতে ইমাম সাহেব জেলার রোজা এলাকায় একটি পুলিশ চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন। একই প্রদেশের "চাহারদারা" জেলাতেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩টি চেকপোস্টে হামলা চারিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত এবং ১১ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ উভয় হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের হয়রানি করার কারণে এসব চৌকিতে হামলা চালানো হয়েছে এবং ৪টি চৌকিই বিজয় করা হয়েছে।

তিস্তার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে , বাঁধ ভেঙ্গে ১০ গ্রাম প্লাবিত

তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দ্বিতীয় দিনে রংপুরের গঙ্গাচড়ার ছালাপাক এলাকায় বাঁধের ৭০০ মিটার অংশ ভেঙ্গে আশপাশের ১০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। তলিয়ে গেছে সদ্য লাগানো আমনের আবাদসহ ফসলি জমি। দুটি সড়ক ভেঙ্গে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

এলাকাবাসি জানিয়েছেন, তিস্তার পানির তোড়ে ছালাপাক এলাকায় বাদশা নামের এক ব্যক্তি জমিজমার ভাঙ্গণ ও বন্যার পানি রোধে প্রায় ১০০০ মিটারের একটি বালির বাঁধ নির্মাণ করেন। পানি বাড়ায় রোববার ভোরে তার ৭০০ মিটার ধ্বসে যায়। এতে হুহু করে পানিতে তলিয়ে যায় বাঁধটির পুর্বপার্শ্বেও গজঘন্টা ইউনিয়নের ছালাপাক, রমাকান্ত, গাউছিয়া, আলাল, মহিশা শুর, আলমার বাজারসহ আশেপাশের ১০টি গ্রাম। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন নুতন করে ৫ হাজার মানুষ। কোমড় পানির নীচে সেখানকার সদ্য লাগানো আমন ধারের চারা, আমনের বীজতলা, বাদাম, পাটসহ ফসলি জমি। এছাড়াও গাউছিয়া যাওয়ার পথে একটি সড়ক এবং ছালাপাকের একটি সড়ক পানির তোড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় সেখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানকার মানুষ।

অন্যদিকে পানি বাড়ায় আলমবিদিতর ইউনিয়নের গাটুপাড়া এলাকায় ৫০ মিটার এবং ভুদভুদিপাড়ায় ২০ মিটার অংশ ভেঙ্গে গেছে। পাইকান জুম্মাপাড়ায় মাদরাসার সামনে ধ্বস ধরায় আতংকে আছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও মসজিদ। এছাড়াও নোহালী ইউনিয়নের আলসিয়া পাড়ায় তিস্তা ডান তীর রক্ষা বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এছাড়াও ঘুটামারি এলাকার টি বাঁধ হুমকির মুখে পড়েছে।

১৩ই জুলাই, ২০২০

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের গোয়েন্দা ঘাঁটিতে শহিদী হামলা, হতাহত অন্তত ৭০

সোমবার আফগানিস্তানের উত্তর সামঙ্গান প্রদেশের আইবাক জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের নিরাপত্তা অধিদপ্তরের (এনডিএস) অফিসে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে তালেবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করে টুইটারে লিখেছেন: আজ সকাল ১১ টার দিকে সামানগান প্রদেশের রাজধানীতে কাবুল প্রশাসনের গোয়েন্দা ঘাঁটিতে একটি শহিদী হামলা করেছেন একজন তালেবান মুজাহিদ।

তিনি আরো যোগ করেছেন যে, ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদিন জানিয়েছেন, মুরতাদ বাহিনীর সাথে এখনো মুজাহিদদের লড়াই চলছে এবং এ পর্যন্ত ৭০ গোয়েন্দা ও সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে"।

কাবুল সরকারের নিযুক্ত সামানগন প্রদেশের গভর্নর ও তার মুখপাত্র এই হামলার খবরটি স্বীকার করেছে, এবং আফগান সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তারা ৪৩ আহত সেনা সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, আজকের এই আক্রমণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবানদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরে বড় শহরগুলিতে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তালেবানদের প্রথম বড় ধরনের হামলা।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের জবাবি হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত কয়েক ডজন

পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি দল মুজাহিদদের অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে নিজেদের ৪ সৈন্যের লাশ এবং কয়েক ডজন আহত সৈন্যের দেহ নিয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে।

গত ১২ জুলাই রবিবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদদের অবস্থানে অভিযান পরিচালনার বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি দল। কিন্তু ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের অবস্থানে পৌঁছার আগেই এই হামলা সম্পর্কে জানতে পারেন তালেবান মুজাহাদিন।

তাই সংবাদ পাওয়ার পর পরই মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে ভরপুর যুদ্ধের স্বাধ চাখাতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকেন ফ্রন্টলাইনে। পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী যখনই মুজাহিদদের অবস্থানের কাছাকাছি চলে আসে, তখনই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুরতাদ বাহিনী কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই চতুর্দিক থেকে একযোগে হামলা চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ।

অবশেষে মুজাহিদদের যুদ্ধকৌশলের সামনে সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয় মুরতাদ বাহিনী এবং মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে খুব দ্রুততই পলায়ন করে। কিন্তু ততক্ষণে মুজাহিদদের হাতে তাদের ৪ সৈন্য নিহত এবং কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানী মিডিয়া নিহত সেনা সদস্যদের নামের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে, তারা হল-

১) মোহাম্মদ ইসমাইল,

২) মোহাম্মদ শাহবাজ,

৩) রিদওয়ান ও

৪) ওয়াহেদ।

তবে এখনো আহত সৈন্যদের নাম ও নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানায়নি পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী।

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনী তালেবানদের অবস্থানে হামলার কথা জানালেও, এখনও পর্যন্ত টিটিপি বা অন্য কোনও মুজাহিদ গ্রুপ এই প্রতিরোধ যুদ্ধের দায় স্বীকার করেনি, তবে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে টিটিপির পরেই সবচাইতে মজবুত অবস্থানে রয়েছে হিজবুল আহরার। ইতি পূর্বে এই উভয় দলই একজোট হয়ে অনেকগুলো প্রতিরোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া: মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বিস্ফোরণ, হতাহত ২১ ক্রুসেডার সৈন্য

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান দিয়েগো নৌ-ঘাঁটিতে নোঙ্গর করা একটি যুদ্ধ জাহাজে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তাতে ধোঁয়ার মেঘ ঢেকে নিয়েছিল পুরো নৌ-ঘাঁটিকে। এখন পর্যন্ত ১৮ ক্রুসেডার সেনা সহ নৌ-ঘাঁটিতে কর্মরত মোট ২১ জন হতাহত হয়েছে।

নৌ-অফিসারদের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ১৩ জুলাই যুদ্ধ জাহাটি দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে, কয়েক ডজন দমকল কর্মী উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের মতে, নৌবাহিনীর জাহাজটি মেরামত করার জন্য নৌ-ঘাঁটিতে নোঙ্গর করেছিল। মার্কিন নৌ কর্মকর্তারা জানিয়েছে, যুদ্ধ জাহাজটিতে প্রায় ১৬০ নাবিক তখনও অবস্থান করছিল। পরে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং হতাহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছে। তবে এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছে সে ব্যাপারে এখনো সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানায়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরো ১১ এরও অধিক সেনা সদস্য

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় কমপক্ষে ২২ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ১২ জুলাই রবিবার মুরতাদ সোমালিয় সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা গেছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর হিডেন শহরেও মুরতাদ সোমালি সরকারের পুলিশ বাহিনীর উপর একটি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর ১ সদস্য নিহত এবং আরো ১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

এটি লক্ষণীয় যে, একইদিন সকলে যুবা রাজ্যের একটি গ্রামে মুরতাদ বাহিনীর অন্য একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করেও হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান, হতাহত হয়েছে বেশ কিছু সেনা সদস্য। হামলার পর ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযানটি।

উদাসিনতায় ঝুলে আছে মানবপাচারের ছয় হাজার মামলা

দুর্বল তদন্ত ও আদালতে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় মানবপাচারের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলা নিষ্পত্তিতে সময় লেগে যাচ্ছে বছরের পর বছর। আইনে জামিন অযোগ্য হলেও উচ্চ আদালত থেকে অধিকাংশ আসামিই জামিন পেয়ে যাচ্ছে। ফলে মানবপাচারের সঙ্গে জড়িতরা থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। গত আট বছরে ৬ হাজার ১৩৪টি মামলা দায়ের হলেও নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ২৩৩টি। দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে ৫ হাজার ৯০১টি মামলা। আদালতে সময়মতো আসামি ও সাক্ষী হাজির করতে না পারায় শুনানি করা যাচ্ছে না এসব মামলা। ফলে বিচারিক আদালতে মামলার কার্যক্রম ঝুলে আছে বছরের পর বছর।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার ২০০২ সালের একটি মামলায় এবং তেজগাঁও থানায় ২০০৫ সালের একটি মামলায় কমপক্ষে অর্ধশতবার হাজিরার তারিখ পড়লেও পুলিশ সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। এতে ভুক্তভোগীরা হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মানবপাচার-সংক্রান্ত মামলাগুলো গতানুগতিকভাবেই তদন্ত করা এবং মামলার বাদী ও সাক্ষী দুর্বল থাকায় পাচারের শিকার মানুষ সুবিচার পায় না। ফলে প্রভাবশালী আসামিরা খালাস পেয়ে যায় এবং ফের মানবপাচারে যুক্ত হয়। ২০১২ সালের ‘মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে’ সংঘবদ্ধভাবে মানবপাচারের জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সর্বনিম্ন সাত বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে। তথ্য মতে, আইনটি হওয়ার পর গত আট বছরে দেশে ৬ হাজার ১৩৪টি মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আদালতে ২৩৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিচারাধীন রয়েছে ৫ হাজার ৯০১টি মামলা। এরমধ্যে ৩৩টি মামলায় ৫৪ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের মধ্যে গত ২৮ মে লিবিয়ার মিজদা শহরের মরুভ‚মিতে ২৬ বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মারাত্মক আহত হন আরো ১১ জন।শুধু এ ঘটনাই নয়, বিদেশে ভাগ্য বদলাতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন অগণিত মানুষ। পাচারকারীদের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার

হচ্ছেন তারা। এসব ঘটনায় বিচার চেয়ে নিহতের পরিবার বিভিন্ন সময় মামলা করলেও সুবিচার পাচ্ছেন না। দ্রুত পাচারকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ভোরের কাগজ

মার্কিন বিমানবাহী রণতরীতে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

আমেরিকার সান ডিয়েগো নৌ ঘাঁটিতে নোঙর করা একটি বিমানবাহী রণতরীতে বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি অগ্নিকাণ্ডে ১৮ সৈন্য ও চার বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। এ ছাড়া, এতে যুদ্ধজাহাজটির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

ইউএসএস বোনহোম রিচার্ড নামের রণতরীটি সমুদ্রে দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ ১,০০০ সেনা বহন করতে সক্ষম হলেও গতকাল (রোববার) সকালে এটিতে আগুন ধরে যাওয়ার সময় এটিতে প্রায় ২০০ ক্রু উপস্থিত ছিল।

গণমাধ্যমে প্রকাশিতে ভিডিও ফুটেজে রণতরীটিতে ভয়াবহ আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়া অনেক উঁচুতে উঠে যেতে দেখা গেছে।

মার্কিন নৌবাহিনীর অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণা জ্যাকসন বলেছেন, রণতরীটি মেরামতের জন্য ওই নৌ ঘাঁটিতে নোঙর করা হয়েছিল।তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা না গেলেও কয়েকদিন ধরে জাহাজটিতে আগুন জ্বলতে থাকতে পারে বলে প্রেস টিভি জানিয়েছে। নয়া দিগন্ত

অন্তত ১৮ সেনা ও চার বেসামরিক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে দাবি করা হয়েছে।এ ছাড়া, রণতরীতে থাকা কোনো সেনা নিখোঁজ হননি বলেও মার্কিন নৌবাহিনী দাবি করেছে।

---

১৫ বছরে সড়ক সংস্কার না হলেও জানেন না প্রকৌশলী

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা সদরের একটি সড়ক গত ১৫ বছরে একবারও সংস্কার করা হয়নি। উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড় থেকে এলএসডি ঘাট পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি সংস্কার করছে না কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে সড়কজুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। এক পশলা বৃষ্টিতেই কাদাজলে মাখামাখি সড়কে ভোগান্তিতে পড়েন গাড়িচালক ও এই সড়কে চলাচল করা পথচারীরা।

জানা যায়, সড়কটি বহু বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় নৌপথে এলএসডি ঘাটে আসা সরকারি চাল ও গম খাদ্য গুদামে নিতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় গাড়িচালকদের। এ ছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জেলা ও বিভাগীয় শহর থেকে নৌপথে আনা মালামালও এই ঘাট থেকেই আনা-নেওয়া করা হয়। গত ১৫ বছর আগে শেষবার এই সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল। এরপর অজানা কারণে তা আর সংস্কার করা হয়নি। এই সড়কেই রয়েছে

রাজাপুর ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসাসহ তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অর্ধশতাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, চারটি করাতকল ও দুটি অটো রাইস মিল। উপজেলা সদরের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি ব্যবহার করেন কয়েক শ শিক্ষার্থীসহ হাজারো মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. সাইদুল ইসলাম তালুকদার বলেন, উপজেলা সদরের মধ্যে এই সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও উপজেলা সদরের ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল এ সড়ক দিয়েই এলএসডি ঘাটে আনা-নেওয়া করে। তাই সড়কটি জরুরিভিত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. সুমন বলেন, সড়কটিতে বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে। এখান থেকে কোনো গাড়ি গেলে আমাদের দোকানের ভেতর পানি প্রবেশ করে মালামাল নষ্ট হয়ে যায়। সড়কটিতে বর্ষা মৌসুমে সব সময় কাদাপানি থাকায় আমাদের দোকানগুলোতে ক্রেতা আসতে চায় না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

রিকশাচালক মো. জামাল হোসেন বলেন, মহাসড়কের সাথে এই সড়কটির সংযোগ রয়েছে। সড়কটি সংস্কার হলে উপজেলা সদরের মূল সড়কে যানবাহনের চাপ কমবে। কালের কণ্ঠ

---

১০ হাজার কোটি টাকা মূলধন ঘাটতির পথে সোনালী ব্যাংক

চরম মূলধন ঘাটতির মুখোমুখি সোনালী ব্যাংক। চলতি বছরে রাষ্ট্রীয় খাতের বৃহত্তম এই ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ১০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছবে। শুধু তাই নয়, চলতি বছর ব্যাংকের মুনাফা গত বছরের তুলনায় ৮০০ কোটি টাকা হ্রাস পাবে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তা কামনা করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বলা হয়েছে, মূলধন ঘাটতি পূরণের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার সরকারি গ্যারান্টি অথবা পারপেচ্যুয়াল বন্ড ইস্যু না করলে ব্যাংকটির অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে। সম্প্রতি সোনালী ব্যাংকের সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৪ পাতার একটি পত্র দিয়ে এসব কথা জানিয়েছেন।

চিঠিতে ব্যাংকের নানা দিক তুলে ধরে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি থেকে 'ব্যাসেল-৩' বাস্তবায়নের কাজ পুরোপুরি শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যাসেল-৩ এর কঠোর মূলধন হতে 'ডিফারড ট্যাক্স অ্যাসেটস (ডিটিএ), রিভেল্যুয়েশন রিজার্ভ, প্রভিশন ঘাটতি ইত্যাদি কর্তন, ব্যাংকের আশানুরূপ নিট মুনাফা অর্জিত না হওয়া সর্বোপরি ২০০৭ সালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরকালীন পুঞ্জীভূত ক্ষতি (লোকসান) ৬ হাজার ৫৭৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা 'গুডউইল' রূপান্তর করে গত ১০ বছরে মুনাফার বিপরীতে সমন্বয় প্রভৃতি কারণে এ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এরপরও ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নয়ন, লোকসানি শাখার সংখ্যা কমিয়ে আনা, শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আর্থিক আদায় বাড়ানোর মাধ্যমে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনা, মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন ভিত শক্তিশালী করার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক সব বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ দুই হাজার ২৬ কোটি টাকা পরিচালনা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালেও প্রায় অনুরূপ মুনাফা প্রত্যাশা করছে। পরিচালন মুনাফা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার পরও 'ব্যাসেল-৩' কঠোর নিয়মের কারণে বিভিন্ন সমন্বয় ও শ্রেণীকৃত ঋণের আধিক্য এবং প্রভিশন ঘাটতিজনিত

কারণে নিট মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর (করোনাভাইরাস) প্রভাব সোনালী ব্যাংকের ওপর সর্বাধিক পড়বে উল্লেখ করে ব্যাংকটির এমডি জানিয়েছেন, এর ফলে প্রাথমিক হিসাবে চলতি ২০২০ সালে ব্যাংকের পরিচালনগত মুনাফা গত বছরের তুলনায় ৮০০ কোটি টাকা কম হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। যা ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির ওপর আরো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকে আরো বেশি হারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে বলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে ব্যাসেল-৩ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে ব্যাংকগুলোকে 'ক্যাপিটাল কনসারভেশন বাফার' বাবদ আড়াই শতাংশসহ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ১২.৫০ শতাংশ হারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে। তা ছাড়া সোনালী ব্যাংকে 'ডমেস্টিক সিস্টেমেক্যালি ইমপোর্টেন্ট ব্যাংক' (ডিএসসিআইবি) হিসেবে ২.৫০ শতাংশ, 'কাউন্টারসিলিক্যাল ক্যাপিটাল বাফার' (সিসিবি) বাবদ ২.৫০ শতাংশ হিসেবে আরো ৫ শতাংশ সহ সর্বমোট ১৭.৫০ শতাংশ হারে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নেয়া হলে ২০২০ সালে সোনালী ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ১০ হাজার কোটি টাকা। নিট মুনাফা দ্বারা এই বিপুল পরিমাণ মূলধন ঘাটতি পূরণ স্বল্প মেয়াদে অসম্ভব। নিট মুনাফা অর্জন দ্বারা ব্যাসেল-৩ মোতাবেক মূলধন ঘাটতি পূরণে ব্যাংকের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, যা ব্যাসেল-৩ ডেডলাইন পরিপালনে বড় অন্তরায় বলে মনে করছে ব্যাংকটি। নয়া দিগন্ত

এই বিশাল অঙ্কের মূলধন ঘাটতি পূরণে সোনালী ব্যাংকের পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এক, সরকার কর্তৃক নগদ অর্থ সরবরাহের বিপরীতে সরকারের অনুকূলে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ। দুই, মূলধন ঘাটতি পূরণে সরকার কর্তৃক এ ব্যাংকের অনুকূলে ১০ হাজার কোটি টাকার সরকারি গ্যারান্টি পত্র ইস্যু করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তাকে মূলধন হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা এবং তিন, সরকার কর্তৃক এ ব্যাংকের অনুকূলে নামমাত্র কুপন হারে ১০ হাজার কোটি টাকার সরকারি পারপেচ্যুয়েল বন্ড ইস্যু করা। সোনালী ব্যাংকের এ প্রস্তাবের বিষয়ে জানতে চাইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ প্রস্তাবের বিষয়গুলো অর্থমন্ত্রী দেশে ফিরলে তার নজরে আনা হবে। উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত ছাড়া এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

কোরবানির চামড়া নিয়ে সরকারের বিশৃঙ্খলায় এবারো বঞ্চিত হবেন দরিদ্ররা

কোরবানি পশুর চামড়ার ন্যায্য দাম না পেয়ে গত বছর লক্ষাধিক পিস চামড়া ধ্বংস করা হয়েছিলো। যার বেশির ভাগ মাটিচাপা দেয়া হয়। কিছু ভাসিয়ে দেয়া হয় নদীতে। চামড়ার মূল্য না থাকায় স্মরণকালের ভয়াবহ বিপর্যয়ে পড়ে দেশের চামড়ার বাজার। দামে ধস নামায় প্রায় হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়। পাশাপাশি এই টাকা থেকে বঞ্চিত হয় মাদ্রাসার এতিম ফান্ড। মৌসুমি ব্যবসায়ীরা ৩০০-৪০০ টাকায় কিনেও সেই চামড়া ৫০ টাকা বিক্রি করতে পারেনি। করোনার কারণে চামড়া নিয়ে এবারো সেই সঙ্কট আরো বাড়ার শঙ্কা করছে ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি চামড়া শিল্প রক্ষায় গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় এ শঙ্কার কথা জানান তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কোরবানির পশুর চামড়ার সঙ্কট উত্তরণ এবং চামড়া শিল্প রক্ষায় গত বছর অক্টোবরে সরকারের চারটি মন্ত্রণালয় ও বেশ কয়েকটি বিভাগের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় এবারো কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলার শঙ্কা করেন সরকারের তিনজন মন্ত্রী এবং এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা। সভায় একগুচ্ছ প্রস্তাব ও কিছু সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে ছিল ঈদের এক মাস আগে চামড়ার দাম নির্ধারণ করে ব্যাপকভাবে প্রচার, এক মাস আগে ট্যানারি মালিক ও আড়তদারদের জন্য চামড়া কেনার প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা, প্রয়োজনে সরকার বাজার থেকে অবিক্রীত চামড়া কিনে গুদামজাত করা এবং কাঁচাচামড়া রফতানি করা যায় কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া। ঈদের বাকি আছে আর মাত্র ২০ দিন। অথচ সেই সভার একটি সিদ্ধান্তও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। তার মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অর্থ ছাড়ের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হলেও কবে নাগাদ সেই টাকা পাওয়া যাবে বা কারা পাবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন ট্যানারি মালিকরা।

সভা সূত্রে জানা গেছে, মৌসুমি ব্যবসায়ী ও ট্যানারি মালিকরা যদি যথাসময়ে চামড়া কিনতে অনাগ্রহী হয় তাহলে বাজারে অতিরিক্ত চামড়া সরকারিভাবে কিনে দুই তিন মাস গুদামজাত করা হবে। এ ছাড়াও সারা দেশে মসজিদের ইমাম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এতিমখানা ও মাদরাসার প্রধানদের চামড়া নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্যে চামড়া বেচাকেনা হয় কি না তা মনিটরিং করতে জেলা প্রশাসক ও ইউএনওদের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের দেয়া ঋণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে সরকারের আর্থিক বিভাগ। এসব সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তা এখনো পরিষ্কার করতে পারেনি সরকার।

সভায় চামড়া নিয়ে সার্বিক আলোচনা হলেও ৫টি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। এর মধ্যে চামড়া শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা, শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা উত্তরণের উপায়, শিল্পের উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ ও রফতানি বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ, পরিবেশ আইন বিধিমালা অনুসরণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা এবং নতুন বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান বাজার শক্তিশালী করে নতুন নতুন উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

সভায় শিল্পমন্ত্রী নুরুল মাজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, চামড়া শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে তিনটি মন্ত্রণালয় সমন্বয় করে কাজ করছে। গত বছরের মতো এবারো চামড়া সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেজন্য আমরা কাজ করছি। চলতি বছর চামড়া যেন নষ্ট না হয় সে জন্য জেলাপর্যায়ে চামড়া সংগ্রহ করে বিভিন্ন গুদামে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কাঁচাচামড়া সংগ্রহে প্রয়োজনে আইন সংশোধন করা হবে। চামড়া শিল্প সম্প্রসারণের জন্য রাজশাহী ও চট্টগ্রামে শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, প্রান্তিক চামড়া ব্যবসায়ীরা যাতে চামড়া কিনতে পারে সেজন্য ট্যানারি মালিকদের সমন্বয়ে গত বছর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু দামে ধস নামে। তিনি বলেন, ট্যানারি সাভারে স্থানান্তরের ফলে মালিকরা হাজারীবাগের জায়গা বন্ধক রেখে ব্যাংক লোন পাচ্ছেন না। যত দিন ট্যানারি মালিকদের আর্থিক সমস্যার সমাধান না হয় তত দিন কোরবানির চামড়া নিয়ে একটি বিকল্প সমাধান বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোরবানির সময় সরকারকে চামড়া কিনতে হবে অথবা কাঁচাচামড়া রফতানি করা যায় কি না সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

পরিবেশ মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। সে হিসেবে চামড়া শিল্পের আরো উন্নয়ন দরকার। কিন্তু বর্তমানে মানুষ কেন চামড়া কিনতে অনিচ্ছুক সে বিষয়টি খতিয়ে দেখে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বলেন, টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিলো তা বাস্তবায়ন হলে সঙ্কট কাটানো সম্ভব ছিলো। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সাড়া মেলেনি। তিনি বলেন, ট্যানারি সাভারে যাওয়ায় অনেক কারখানা এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি। এতে আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে রফতানি। বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদামতো চামড়া দিতে না পারায় তারাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

কোরবানির চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, তৃণমূল পর্যায়ে চামড়ার মূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, পরিবেশ মন্ত্রী ছাড়াও টাস্কফোর্সের সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ট্যানারি মালিক, লেদার খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, সারা বছর দেশে প্রায় ২ কোটি ৩১ লাখ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই হয়। এর অর্ধেকই হয় কোরবানির ঈদে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া মিলিয়ে দেশে কোরবানি হয়েছে প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ পশু। নয়া দিগন্ত

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) ডেপুটি সেক্রেটারি মিজানুর রহমান বলেন, গত বছরের চেয়ে এবার আরো ভয়াবহ সঙ্কট হবে। কারণ টাস্কফোর্সের সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেগুলোর একটিও বাস্তবায়ন হয়নি। সঙ্কটের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই ট্যানারিগুলো সাভারে নিয়ে যাওয়া, মালিকদের জমির দলিল না দেয়া, জমি ও কারখানার টাকা পরিশোধ করে মালিকদের নগদ টাকার সঙ্কট। তিনি বলেন, সাভারে যাওয়ার পরই ট্যানারি মালিকরা ঋণখেলাপি হতে শুরু করে। এ শিল্পকে বাঁচাতে সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইসরাইলে হাজার হাজার লোকের বিক্ষোভ

ইসরাইলে ১০ হাজারের বেশি লোক তেল আবিবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট সামাল দিতে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ হয়।

বিক্ষোভকারীরা নগরীর প্রধান প্রধান রাস্তা অতিক্রমের সময় 'বিবি ফিরে যাও!' বলে ধ্বনি দেয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের পর পুলিশ ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ওপর হামলা চালালে তাদের বাহিনীর তিনজন হালকা আহত হয়েছে। রোববার সকালে অর্থমন্ত্রী ইসরায়েল কাটস এক টিভি সাক্ষাতকারে বলেছেন, বিক্ষোভ গণতন্ত্রের অংশ। তাদের যন্ত্রণা আমি বুঝি।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের কারণে অনেকে জীবিকা হারিয়ে ফেলায় তাদের কষ্ট আরো বেড়েছে। অনেকে বলছে, সরকার সহায়তার কথা ঘোষণা করলেও তা তাদের হাতে পৌঁছাছে না। নয়া দিগন্ত

সীতাকুণ্ড বেহাল সড়কে জনগনের দুর্ভোগ চরমে

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলার মান্দারীটোলা সড়কের বেহাল অবস্থা। ইট-সুরকি উঠে রাস্তা ভেঙে দুর্ভোগে হাজারও মানুষ। বিভিন্ন স্থানে সিসি ঢালাইয়ের রড উঠে মাটি বের হয়ে গেছে। ভারী যানবাহনে সৃষ্টি ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত পানিতে ডুবে থাকে। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে যাত্রীরা। ৫ মিনিটের পথ যেতে লাগে আধাঘণ্টা।

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত এই সড়কের অবস্থান। কয়েক বছর যাবৎ এখানে গড়ে উঠছে এলপিজি গ্যাস ফ্যাক্টরি। সড়কটি দিয়ে গ্যাস ফ্যাক্টরির বড় বড় কাভার্ড ভ্যানসহ নানা ধরনের যানবাহন চলাচল করে। এ ছাড়া এই রাস্তা ব্যবহার করে ৪-৫ গ্রামের মানুষ। সরেজমিন দেখা গেছে, এ সড়কের বেশির ভাগ স্থানে কার্পেটিং উঠে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। কিছু জায়গায় ইট বের হয়ে আছে। অনেক স্থানেই মাটি দেবে গেছে।

মান্দারীটোলা গ্রামের অটোরিকশা চালক হারুনুর রুশিদ বলেন, এই সড়কে ছোট-বড় যানবাহন গর্তে পড়ে প্রায়ই উল্টে যায়। গ্যাস ফ্যাক্টরিগুলো নির্মিত হওয়ার পর থেকে রাস্তাটির এমন অবস্থা। গর্ভবতী ও রোগীদের দুর্ভোগ দেখে কান্না আসে। আমাদের সময়

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের দুগ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি

নগরীর লালখান বাজার মতিঝর্ণা এলাকার বস্তির নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে ও গতকাল সকালে সন্ত্রাসী ক্ষমতাসীন দলের দুপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় গোলাগুলি ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত চারজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ গুলিবিদ্ধ না হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়েছে। আর প্রকাশ্যে গোলাগুলির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকে প্রকাশ্যে ক্ষোভও দেখায়।

আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের নাম জানা যায়নি। সংঘর্ষে একপক্ষে নেতৃত্ব দেন জাহেদুর রহমান এবং অন্য পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন সালাহউদ্দিন ওরফে ডিস সালাহউদ্দিন। দুজনই চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সহসম্পাদক সুদীপ্ত বিশ্বাস হত্যা মামলার আসামি। ইতোপূর্বে তারা লালখান বাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর এএফ কবির আহমেদ মানিক ও একই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম মাসুমের সমর্থক।

২০১৭ সালের ৬ অক্টোবর সকালে নগরীর দক্ষিণ নালাপাড়া এলাকায় নিজ বাসার সামনে পিটিয়ে খুন করা হয় চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সহসম্পাদক সুদীপ্ত বিশ্বাসকে। চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে কোন্দলে প্রাণ যায় সুদীপ্ত বিশ্বাসের। হত্যাকারীরা লালখান বাজার থেকে মোটরসাইকেল ও সিএনজি অটোরিকশা নিয়ে নালাপাড়া যায়। হত্যাকা- শেষে ফিরে আসেন লালখান বাজার। জাহেদুর রহমান ওই ঘটনায় পিস্তল থেকে ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ান। ইতিপূর্বে জাহেদুর রহমান ও সালাহউদ্দিন দুজনই সুদীপ্ত হত্যা মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পরে জামিনে বের হয়ে আসেন। তবে জাহিদ যে পিস্তল দিয়ে গুলি ছুড়েছিলেন, সেই পিস্তল আর উদ্ধার হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার রাতে মতিঝর্ণা বস্তির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আবারও পিস্তল থেকে গুলি ছোড়েন জাহেদ। এ সময় তার প্রতিপক্ষ সালাহউদ্দিনের পক্ষ থেকেও গুলি করা হয়। সালাহউদ্দিনের পক্ষে ছিলেন মো. আলমগীর নামের আরেক সন্ত্রাসী। লালখান বাজার এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা দিদারুল ইসলাম আবীর হত্যাসহ তিনিও একাধিক মামলার আসামি। উভয়পক্ষ নিজেদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মী দাবি করায় পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। আমাদের সময়

সূচকে আরো পেছালো বাংলাদেশি পাসপোর্টের মান

সূচকে আরো দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশি পাসপোর্টের মান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাসপোর্টের মূল্যায়ন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা দ্য হ্যানলি অ্যান্ড পার্টনার্স এ র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে পাসপোর্টের মান ছিলো ৯৯তম। এবার যৌথভাবে ইরানের সঙ্গে ১০১তম অবস্থানে রয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৬ সালে বাংলাদেশি পাসপোর্টের মান ছিলো ৬৮তম। এর পরের বছর তা আরও দুই ধাপ নিচে নেমে যায়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে কমছে বাংলাদেশি পাসপোর্টের মান। গত বছর বিশ্বের বাংলাদেশের পাসপোর্টের র‍্যাংকিং ছিলো ৯৯তম।

এবার তা আরও দুই ধাপে নেমে গিয়ে তা হয়েছে ১০১তম। গ্লোবার সূচকে বাংলাদেশ ইরানের সঙ্গে যৌথভাবে ১০১তম স্থানে রয়েছে।

গ্লোবাল র‍্যাংকিং অনুযায়ী শীর্ষস্থানে রয়েছে জাপান। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। তৃতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানি। চতুর্থ অবস্থানে যৌথভাবে রয়েছে ইতালি, ফিনল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ। পঞ্চম স্থানে যৌথভাবে ডেনমার্ক ও অস্ট্রিয়া। এছাড়া সুইডেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস যৌথভাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ৭ম অবস্থানে রয়েছে। ৮ম র‍্যাংকিংয়ে যৌথভাবে রয়েছে চেক রিপাবলিক, গ্রিস, মাল্টা ও নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা যৌথভাবে ৯ম ও হাঙ্গেরি ১০ম র‍্যাংকিংয়ে রয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়া ১৪তম, ইসরায়েল ২৪তম, তুরস্ক ৫৫তম, কুয়েত ৫৭তম, মালদ্বীপ

৬২তম, বাহরাইন ৬৪তম, ওমান ৬৫তম, সৌদি আরব ৬৭তম, মরক্কো ৭৯তম, ভারত ও তাজিকিস্তান ৮৫তম অবস্থানে রয়েছে।

বিশ্বে ভিসামুক্ত চলাচল স্বাধীনতার ওপর গবেষণা করে প্রতিবছর এ সূচক প্রকাশ করে আসছে দ্য হ্যানলি অ্যান্ড পার্টনার্স। গত ৭ই জুলাই এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার (আইএটিএ) ভ্রমণ তথ্যভাণ্ডারের সহযোগিতা নিয়ে এ সূচক তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

আধিপত্য বিস্তারে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক) আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জহিরুল হক ভূঁইয়া বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রলীগের দুইপক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। এখন মেডিকেল কলেজের চারপাশে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশ।’

চমেক সূত্র জানায়, রোববার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মুহিবুল হাসান নওফেল। তিনি মেডিকেল থেকে বের হওয়ার পর চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ জ ম নাছির ও নওফেল পক্ষের ছাত্রলীগ কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। আমাদের সময়

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এক পক্ষ মেডিকেলের গোল চত্বরে, আরেক পক্ষ মেডিকেল কলেজের বাইরে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

খোরাসান | তালেবানদের ভয়ে ৯টি চেকপোস্ট ও ৩টি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের ভয়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনী কান্দাহার ও রোজগান প্রদেশে তাদের নিয়ন্ত্রিত ৯টি চেকপোস্ট ও ৩টি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে।

বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, আফগানিস্তানের রোজগান প্রদেশের তিরিনকোট জেলায় গত ১১ জুলাই মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তালেবান মুজাহিদিন। আর এই সংবাদ কাবুল বাহিনীর কাছে পোঁছা মাত্রই তারা জেলাটির ২টি সামরিক ঘাঁটি ও ৫টি সামরিক ফাঁড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে কান্দাহার প্রদেশের মারুফ জেলার কাবুল সরকারের মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা সরবরাহের অভাবে ৪টি প্রতিরক্ষামূলক পোস্ট এবং একটি মূল ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। উক্ত এলাকার মহাসড়কগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ তালেবান মুজাহিদদের দখলে থাকায় বাহির থেকে কোনো সহায়তা পায়নি কাবুল সরকারি বাহিনী, অতঃপর বাধ্য হয়ে তারা ঘাঁটি ও চেকপোস্টগুলো ছেড়ে চলে যায়।

মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের মধ্য দিয়ে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ৩টি ঘাঁটি ও ৯টি চেকপোস্টসহ বিশাল ২টি অঞ্চল।

১২ই জুলাই, ২০২০

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় আউদাকলী শহর থেকে পশ্চাদপসরণ করলো মুরতাদ বাহিনী

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ সোমালিয়ার আউদাকলী শহরে মুরতাদ বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং মুরতাদ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ সূত্রে জানা গেছে,আজ ১২ জুলাই সকাল বেলায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত "আউদাকলী" শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল মুরতাদ সোমালীয় বাহিনী। কিন্তু মুজাহিদদের জোরদার প্রতিরোধ যুদ্ধ ও শক্তিশালী বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুজাহিদদের দুটি শক্তিশালী বোমা মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বহরের মাঝ বরাবর স্থানে সফলভাবে আঘাত হানলে মুরতাদ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আর যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আনা অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস ও বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ায় মুরতাদ বাহিনীর যুদ্ধের সাধ মিটে যায়। যার ফলে মুরতাদ বাহিনী তাদের সৈন্যদের নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | নানগারহারে নবনির্মিত একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন আল-ইমারাহ স্টুডিওর একটি টিম

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন নানগারহার প্রদেশের হাসারাক জেলায় ৫২ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন তালিবান সরকার। গতকাল নবনির্মিত উক্ত হাসপাতালটি পরিদর্শন করেছেন তালিবানদের আল-ইমারাহ

স্টুডিওর একটি টিম। এসময় হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও সেবকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে হাসপাতালের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন আল-ইমারাহ স্টুডিওর সদস্যগণ।

https://alfirdaws.org/2020/07/12/39968/

খোরাসান | কাবুল সরকারের দুটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ৪৫ জন তালেবান মুজাহিদ

মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের হেরাত ও হেলমান্দ প্রদেশের দুটি কেন্দ্রীয় কারাগার হতে চুক্তি অনুযায়ী মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৪৫ জন তালেবান মুজাহিদকে।

রবিবার আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশের কাবুল সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছে, তারা শান্তি আলোচনার প্রাক্কালে প্রদেশের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১২ জন কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে।

হেরাতের প্রাদেশিক গভর্নরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তালেবান বন্দীদের যুদ্ধের ময়দানে ফিরে না যাওয়ার শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত তালেবান মুজাহিদগণ সাংবাদিকদের দেওয়া সাক্ষাতকারে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ‘আমাদের যুদ্ধের ময়দানে আসা বা না আসার সিদ্ধান্ত নিবে ইসলামি ইমারত, এর বাহিরে কাবুল সরকারের কোনো অধিকার নেই যে আমাদের উপর নিজেদের থেকে কোন শর্ত চাপিয়ে দিবে।’

এদিকে তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সুহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১১ জুলাই ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনও তাদের নিয়ন্ত্রিত ঘোর প্রদেশের একটি কারাগার থেকে কাবুল সরকারের ১৭ সরকারি সেনাকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপরে গতকাল হেলমান্দের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৩৩ জন কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে কাবুল সরকার।

ইমারতে ইসলামিয়া ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে আন্তঃআফগান আলোচনার আগে ৫ হাজার কারাবন্দী মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়ার শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় চার হাজার মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করছে কাবুল সরকার। কিছুদিন পূর্বে কাবুল সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, তারা ৬৮০ জন কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিবে না। কাবুল সরকারের এমন বিবৃতির পর তালেবানও যুদ্ধের ময়দানে কাবুল বাহিনীর উপর চাপ বাড়ান। ফলে বাধ্য হয়ে কাবুল সারকার কারাবন্দী সকল তালেবান মুজাহিদকেই অতি দ্রুত মুক্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

সোমালিয়া | পালানোর সময় নিহত হয়েছে ৮ এরও অধিক ক্রুসেডার মার্কিন ও সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের জবাবি হামলার ফলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে ক্রুসেডার মার্কিন ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী। তবে ততোক্ষণে মুজাহিদদের হাতে কুফ্ফার বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানযুক্ত ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ৮ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন "আউদাকলী" শহরে গত ১১ জুলাই অভিযান চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও তাদেরই প্রশিক্ষিত সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের সৈন্যরা। ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর এই হামলার সংবাদ পেয়েই আল-কায়েদা যোদ্ধারা "আউদাকলী" শহরে কঠিন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেন।

ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী যখনই শহরের মোবারক নামক এলাকার কাছে এসে পৌঁছায়, তখনই মুজাহিদগণ মেশিনগান, ক্লাশিনকোভসহ অন্যান্য ভারী যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে কুফ্ফার বাহিনীর উপর তীব্র ও দুর্দান্ত গতিতে হামলা চালাতে শুরু করেন। মুজাহিদদের কঠিন এই প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে কুফ্ফার বাহিনীর হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠে। অবশেষে মুজাহিদদের হামলার মোকাবেলা করতে না পেরে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী পিছুটান দিতে শুরু করে এবং লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ময়দান ছেড়ে একসময় পলায়ন করে। তবে ততোক্ষণে কুফ্ফার বাহিনীকে বেশ মূল্য দিতে হয়েছে। মুজাহিদদের হাতে হতাহত হয়েছে তাদের কয়েক ডজন সৈন্য, যদিও সরকারি সংবাদ চ্যানেলগুলো দাবি করছে উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের হাতে তাদের ৮ সৈন্য হতাহত হয়েছে। পাশাপাশি ধ্বংস করা হয়েছে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক এবং মেশিনগানযুক্ত ২টি সামরিকযান।

মুজাহিদদের হামলায় হতাহত সৈন্যদের দ্রুত ময়দান থেকে সরিয়ে নিতে একটি হেলিকপ্টার বার বার এসেছিল বলেও জানা গেছে।

খোরাসান | হেরাতে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কাবুল সরকারের ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে গত ১১ জুলাই তালেবান মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কমপক্ষে ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে শত্রুবাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, গতকাল দুপুর ১২টার সময় হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি টিমকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এসময় ট্যাঙ্কে থাকা ১ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে, পাশাপাশি অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

একই জেলায় বিকাল ২টায় মুরতাদ বাহিনীর আরেকটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৬ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে হেরাতের "ইদরিসখান"জেলায় সন্ধ্যা ৭টায় তালেবান মুজাহিদদের অপর একটি সফল হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | আল-কায়েদা যোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ৫ সেনা সদস্য।

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের কাছে ৫ সোমালীয় সেনা আত্মসমর্পণ করেছেন। হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল সংবাদমাধ্যম শাহাদাহ নিউজের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ১২ জুলাই রবিবার সকালে মুরতাদ সোমালি সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে ৫ সেনা সদস্য হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের সাকু শহরে কর্মরত এই সৈন্যরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারার পর অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য মহান রবের দরবারে অনুতপ্ত হয়ে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে আরো এক বাংলাদেশি নিহত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তের ভারতীয় অংশে খাসিয়া পল্লীর বাসিন্দাদের গুলিতে আরও এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে সিলেট সীমান্তে গত ৩ মাসে ভারতীয় খাসিয়া ও বিএসএফের হাতে পাঁচ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।

গত শনিবার সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহমেদ ইউসুফ জামিল বলেন, 'দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার উৎমা বিওপি সংলগ্ন এলাকায় ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের পর খাসিয়াদের গুলিতে একজন বাংলাদেশি নিহত এবং অপর একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।' এ ঘটনাসহ গত তিনমাসে সিলেট সীমান্তে মোট পাঁচ বাংলাদেশি নিহত এবং নয় জন আহত হয়েছেন।

সূত্র: ডেইলি স্টার

আমি এক কাপুরুষ ভারতীয় মুসলিম,পরিচয় গোপন রাখা ছাড়া আমার উপায় নেই

নব্বইয়ের দশকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে (এএমইউ) পড়ার সময় প্রথম যার সাথে আমার শারীরিক হাতাহাতি হয়, সে ছিল একজন কাশ্মীরি মুসলিম। হোস্টেলে টিভি সেটে যখন ক্রিকেট দেখছিলাম আমরা, তখন পাকিস্তানকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল সে, যদিও আমাদের দল ভালো ক্রিকেট খেলছিল।

পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী ছিলাম আমি। ভারতের বিজয় তুলে ধরে বানানো ফিল্মগুলো আমি পছন্দ করতাম। 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' গানটা শুনলেই আমার গলার মধ্যে একটা দলা পাকিয়ে উঠতো। ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের হেরে যাওয়ার বিষয়টি টক অব দ্য টাউন হয়ে উঠলে হৃদয় ভেঙ্গে যেতো আমার। সব মিলিয়ে ভারতের জন্য আমার হৃদয়ে ক্ষরণ হতো এবং সবসময় আমি এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই যদিও আমার

কথিত 'অদেশপ্রেমিক' মুসলিম বন্ধু আর খানিকটা 'দেশপ্রেমিক' হিন্দু বন্ধুরা পশ্চিমা দেশগুলোর সবুজ প্রান্তরের জন্য দেশ ছাড়ার পথ বেছে নেয়।

অন্যদিকে, এএমইউ-এর মতো জায়গায় আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমি আলাদা হয়ে ছিলাম। আমার মতো মুসলিমদের ব্যঙ্গ করে 'উদারীকৃত' বলে ডাকা হতো। একইসাথে মুসলিম ও উদার হতে পেরে আমি ছিলাম গর্বিত। পরিচয় ছিল আমার কাছে একটা বেছে নেয়ার বিষয়।

এরপর সময় গেছে। ভারত বদলে গেছে। মালাউনদের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে, গুজরাটসহ অসংখ্য মুসলিম গণহত্যা হয়েছে, উত্তেজনা বেড়েছে। এই সবকিছুই আমাদের পরিচয়ের উপর একটা ছায়া ফেলেছে। জীবনে প্রথমবারের মতো নিজেকে আরও বেশি মুসলিম মনে হচ্ছে আমার। নিজের পরিচয় বেছে নেয়ার সুযোগ আছে বলে যেটা মনে হতো একসময়, সেটা ধসে পড়েছে। গতানুগতিক মুসলিম নামধারী হওয়ায় মেট্রোপলিটন শহরে বাড়ি ভাড়া পাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে আমার জন্য। আমার নাম জানার পর মানুষের ভাবভঙ্গি পালটে যায় এবং চেহারায় একটা সন্দেহ দেখা দেয়। আমি অফিসে ঢুকলে সবাই কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। সময়ের সাথে সাথে আমাদের বেছে নেয়ার সুযোগগুলো সীমিত হয়ে গেছে। আমার পরিচয় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আমি একজন মুসলিম। এর বেশিও নয়, কমও নয়।

মোদি সরকার এসে শক্ত অবস্থান নেয়ার পর থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়ে গেলো। এটা আমাকে অস্থির করেছে। আমার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পরিচয়ের কারণে যে কোন সময় আমার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রকাশ্যে বিতর্ক করা আমি কমিয়ে দিলাম। প্রকাশ্যে ফোন কল রিসিভ করে আস সালামু আলাইকুম বলা বন্ধ করে দিলাম। সন্তানদের বললাম যাতে ট্রেন বা বাসে সফরের সময়ে আমাকে আব্বা বলে না ডাকে। এমনকি আমার নামটাও একটি ঘুরিয়ে নিলাম আমি। আমার খাবারের তালিকা থেকে মাংস চলে গেলো। যখন সফরে থাকি, তখন তো এটা আরও বেশি কঠোরভাবে অনুসরণ করি। কখনও আমি কল্পনাও করিনি যে, নিজের পরিচয় গ্রহণ করার সুবিধাটুকু আমাকে এভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে। এই নতুন ভারতে একই সাথে মুসলিম আর উদারপন্থী হওয়ার পরিণতি সত্যিই ভয়াবহ।

আমি আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে শুরু করলাম। আমার পরিচয় নিয়ে আরও বেশি ভাবতে শুরু করলাম আমি, যতটা আর বাকি জীবনে কখনও করিনি। আমি এখনও দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ি না এবং এখনও রমজানে রোজা রাখি না। কিন্তু আমি এখনও মুসলিম।

সোশাল মিডিয়ায় আমার নামটা দেখেই মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সহ-নাগরিকদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে আমাকে দূরে ঠেলে দেয়া হলো এবং আমার নামে ট্রোল করা হলো। অদ্ভুত বিষয় হলো, যখন আমি জাত প্রথার বিরুদ্ধে লিখলাম, তখন আমার সমালোচনা করা হলো সবচেয়ে বেশি। ওয়েবসাইটের প্রতিটি পাতায় আমাকে কাফির, জিহাদি, দেশবিরোধী, মোল্লা, কাটুয়া বলে গালাগালি দেয়া হলো। 'তালেবান' এবং আইসিসের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তোলা হলো। আমার উদার চিন্তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হলো: "একজন মুসলিম কিভাবে গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারে?" আমি যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলেই প্রতিপক্ষ আমাকে পাকিস্তানে চলে যেতে বললো, একজন এমনকি সৌদি আরবে চলে যেতেও বলেছে। সবসময় আমার মাথার উপর ঘৃণার মেঘ ঝুলে আছে। আমি এর উপস্থিতি সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করলাম।

এই পুরো প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাকে এটা উপলব্ধি করানো যে, আমার একমাত্র পরিচয় হলো মুসলিম। অন্য কোন পরিচয় আমার জন্য নয়। ধীরে ধীরে আমি নিজেও আমার দেশপ্রেমিক পরিচয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করলাম। আমি মনে করি যেকোনো দমনমূলক ব্যবস্থার সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুর্ভাগ্যজনক অংশ হলো যখন চরম বৈষম্যের মধ্যেও আশাবাদী পরিচয় দিয়ে অনেকে ঝিম ধরে বসে থাকে। একজন একজন করে আশাবাদী মানুষ যখন তাদের আশা হারাতে শুরু করেন, তখন বৈষম্যের শিকড় একটু একটু করে গভীর হয়। সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আমাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে শুধু, যে কিনা দেয়ালের লেখাটা পড়তে পারছিল। গণতন্ত্রের একজন উদ্বিগ্ন নাগরিক হিসেবে আমার যে উদ্বেগ, সেটা সন্ধ্যার আকাশের মতো ভেতরে ভেতরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মানুষ আশা হারায় যখন সে আর ভালোবাসা পায় না। অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেলে এবং বৈষম্যের শিকার হলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে ভারত যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরে গেলো, তখন আমার এ জন্য খারাপ লাগেনি যে ভারত হেরে গেছে। অন্য কারণে আমি বরং একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম। বিশ্বকাপের বিজয়কে মোদি তার ব্যক্তিগত প্রচারণার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না, এটা ভেবে ভালো লেগেছিল।

চীনা আগ্রাসনের খবর যখন আসলো, তখন বিষয়টাকে আমি দেখেছি একজন বহিরাগতের দৃষ্টিতে। আমি ও সেনারা উভয়েই যে ভারতীয়, সেই ভাবনা থেকে নয়। অন্যান্য ভারতীয়দের মতো অনুপ্রবেশের পর প্রধানমন্ত্রীর বিড়বিড় করা, মিথ্যা বলা দেখে প্রচণ্ড বিরক্ত লেগেছে আমারও। একজন নেতা চরম অপমানিত হয়েছে, যার সরকার আমাকে এবং আমার মতো আরও অনেককে চরম অপমান করে যাচ্ছে।

এই লেখাটা পরিচয় গোপন করে লিখলাম কারণ আমার একটা পরিবার আছে। চাকরি আছে। অনেক প্রতিবেশীদের মাঝখানে আমাকে বাস করতে হয়। এটা একটা নতুন ভারত এবং আমি একজন কাপুরুষ মুসলিম। পরিচয় গোপন রাখা ছাড়া আমার উপায় নেই।

সূত্র: দ্য ওয়্যার

পশ্চিম তীরে যুবককে গুলি করে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল দখলকৃত পশ্চিম তীরে এক যুবককে গুলি করে হত্যা ও অপর জনকে মারাত্মক জখম করেছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় খবরটি নিশ্চিত করেছে।

মিডলইস্টে মনিটর জানিয়েছেন, গতকাল (১০ জুলাই)নিহত ব্যক্তি ইব্রাহিম মোস্তফা আবু-ইয়াকুব (৩৪) ও তার এক বন্ধু দখলদার বাহিনীর গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাদের দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইব্রাহিমের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে যে, মোস্তফা তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে কেবল হাঁটতে বেরিয়েছিল, এ সময় সন্ত্রাসী সৈন্যরা তাকে কোন কারণ ছাড়াই গুলি করে।

অপর যুবক মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আসাদ (১৭) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় ইব্রাহিম মোস্তফা আবু-ইয়াকুবের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর মা বার বার মুর্ছা যাচ্ছিলেন।

সিরিয়ায় সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আসাদকে সহযোগিতা করতে এবার চুক্তিবদ্ধ হল ক্রুসেডার ইরান

দীর্ঘদিন ধরে কসাই বাশার আল আসাদের পক্ষ নিয়ে সিরিয়ার সুন্নি মুসলিমদের হত্যা কতে যাচ্ছে শিয়া ক্রুসেডার ইরান।শত-হাজারো মুসলিমের রক্ত প্রবাহিতকারী ক্রুসেডার ইরান এবার চুক্তিবদ্ধ হয়ে হত্যা করতে যাচ্ছে সিরিয়ান সুন্নি মুসলিমদের।

সিরিয়ার সুন্নি মুসলিম গণহত্যার খলনায়ক ও দেশটির স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদকে সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা করতে চুক্তি সই করে ইরান ও সিরিয়া।

গত বুধবার (৮ জুলাই) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে সফররত ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল বাকেরি এবং সিরিয়ার স্বৈরশাসক আসাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর উপপ্রধান লে. জেনারেল আলী আব্দুল্লাহ আইয়্যুব এ চুক্তিতে সই করেন।

এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার আসাদের সাথে সাক্ষাত করেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল বাকেরি।

এসময় ইরানের জেনারেল বাকেরি বলেন, বন্ধুপ্রতীম দেশ ইরান ও সিরিয়ার অভিন্ন স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে দামেস্কের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা শক্তিশালী করবে তেহরান।

ইরান ও সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আসাদ বাহিনীর মধ্যে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরে সন্তোষ প্রকাশ করে কসাই খ্যাত আসাদ বলেন, এ চুক্তি তেহরান ও দামেস্কের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্কের গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া, দু'দেশ বিগত বহু বছর ধরে যে যুদ্ধ চালিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এ চুক্তি সই হয়েছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টি-ফোর ডটকম।

ফটো রিপোর্ট | আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য

আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের খুগইয়ানি জেলার ওয়াদিসার এবং তাতানাগ এলাকা দেখুন ছবিতে।

https://alfirdaws.org/2020/07/12/39938/

১১ই জুলাই, ২০২০

কোয়ারেন্টিনে থাকা নারীর সাথে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ল পশ্চিমবঙ্গের এক মালাউন পুলিশ

কোয়ারেন্টিন সেন্টারে মহিলা শ্রমিকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এক পুলিশ সদস্য। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানা এলাকা। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দফায় দফায় চলে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশকর্মীদের লক্ষ করে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। পুলিশ গ্রামবাসীদের মারধর এবং লাঠিচার্জ করেছে। খবর আনন্দ বাজারের।

আনন্দ বাজারের খবরে বলা হয়েছে, ঢোলাহাট থানা এলাকার দিগম্বরপুরের কোয়রান্টিন সেন্টারে ছিলেন ওই মহিলা শ্রমিক। সেখানে তাঁর সঙ্গে এক পুলিশকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান কয়েকজন। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়ে দু'জনকেই আটকে রাখেন। ঢোলাহাট থানায় পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে, গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। ওই পুলিশকর্মীকে ঢোলাহাট থানার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন গ্রামবাসীদের একাংশ।
শুরু হয় ইটবৃষ্টি। পুলিশ জনতাকে লাঠিচার্জ করে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ৯জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের একাংশ দাবি করছেন, পুলিশ কর্মীদের জন্যই এখানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নির্বিচারে লাঠিচার্জ করায় অনেকে আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা হামলায় এক সৈন্য নিহত অপর এক সৈন্য আহত।

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর মুজাহিদদের রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা হামলায় এক সৈন্য নিহত অপর এক সেনা আহত।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদিন গত ১০ জুলাই শুক্রবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এবিষয়ে টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, চার্মাং হেলাল খাইল এলাকায় মুজাহিদগণ রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে উক্ত বোমা হামলাটি চালিয়েছেন, এতে নাপাক বাহিনীর এক সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা নিহত, বন্দী আরো ৬ সেনা।

আফগানিস্তানের ফারহ ও কান্দাহারে অভিযান চালিয়ে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৫ সেনাকে হত্যা এবং ৬ সেনাকে জীবিত বন্দী করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারা ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ ১১ জুলাই শনিবার তাঁর এক টুইটার বার্তায় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আজ শনিবার (১১ জুলাই) ফারহ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরের একটি এলাকায় মুরতাদ কাবুল সেনাদের একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় কাবুল বাহিনীতে থাকা তালেবান সমর্থক ২ সেনা সদস্যের সহায়তায় মুজাহিদগণ চেকপোস্টিতে সফলভাবে হামলা চালিয়েছেন এবং চেকপোস্টি খুব সহজেই বিজয় করে নিয়েছেন।

এই অভিযানের সময় চেকপোস্টের দায়িত্বে থাকা কাবুল প্রশাসনের ৬ সেনাকে মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেছেন। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৭টি যুদ্ধাস্ত্র।

অপরদিকে কান্দাহার প্রদেশের ডান্ড জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমান্ডার ইসমাঈল চেকপোস্টে অবস্থিত মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে লেজারগাণ দ্বারা হামলার চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছি।

মালি | রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল রাজধানী, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবরোধ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে রাজধানী অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন হাজার হাজার জনসাধারণ, বিক্ষোভ চলাকালীন আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা ও আহত করছে দেশটির মুরতাদ বাহিনী।

ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম বুবকর কেইতার এর পদত্যাগের দাবিতে গত ১০ জুলাই হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। রাজধানী বোমাকোয় বিক্ষোভ চলাকালীন বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালায় দেশটির মুরতাদ বাহিনী।

এসময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় নিহত ও আহত হয়েছেন শতাধিক বিক্ষোভকারী। যদিও রাষ্ট্রিয় সংবাদ মাধ্যমগুলো মুল সংখ্যা গোপন করার লক্ষ্যে বলছে, বিক্ষোভকারীদের সাথে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ একজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। সূত্র: আফ্রিকা ইনফো

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম বুবকর কেইতার পদত্যাগের দাবিতে গতাকাল বামকোতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। দেশটির মুরতাদ বাহিনী দাবি করছে যে একদল বিক্ষোভকারী পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এসময় একজন রক্ষী দু'জন বিক্ষোভকারীকে গুলি করে আহত করেছিল।

এছাড়াও বর্তমানে বিক্ষোভকারীরা সরকারী রেডিও এবং টেলিভিশনের সদর দফতর দখল করে রেখেছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ঐদিন সন্ধ্যায় দুটি সরকারী চ্যানেলের সম্প্রচার ব্যাহত হয়েছিল। সংস্থাটি আরও যোগ করেছে যে বিক্ষোভকারীরা রাজধানীতে প্রবেশের তিনটি সেতুর মধ্যে দুটি সেতু নিয়ন্ত্রণও নিয়েছে এবং তৃতীয় সেতুটি অ্যাম্বুলেন্স ও নাগরিক সুরক্ষার জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ দেশটির মুরতাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছেন দেশটির সচেতন জনগণ, বিক্ষোভের কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে, ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলামী করা, অন্যায়ভাবে ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে মিলে নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করা, মালির খনিজ ও অর্থ সম্পদের বড় একটা অংশকেই ক্রুসেডার ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়া এবং রাষ্ট্রের পুরো ব্যাবস্থাপনার মধ্যে দুর্নীতি দূর্শাসন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বপরি মালিকে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি গোলাম রাষ্ট্রে পরিণত করা।

খোরাসান | কাবুল সরকারের উচ্চপদস্থ এক কমান্ডারসহ ৫ সেনাকে বন্দী করেছেন তালেবান।

মারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১০ জুলাই মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৫ সেনাকে জীবিত বন্দী করেছেন।

আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশের রাজধানী কাল'আত এর কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় উক্ত ৫ সেনাকে বন্দী করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। গতকাল ভোর ৫টায় মুরতাদ কাবুল সরকারের উচ্চপদস্থ এক কমান্ডারসহ এই সেনা সদস্যরা তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকা হয়ে কাবুলে যাচ্ছিল, তখনই মুজাহিদগণ এই পুতুল সৈন্যদেরকে তাদের দলিলসহ জীবিত গ্রেপ্তার করেন।

পরে তালেবান মুজাহিদগণ বন্দী কাবুল সরকারী বাহিনীর সেনা সদস্যদের মামলাটি ইসলামি ইমারতের শরিয়া আদালতে সোপর্দ করেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ৩ সৈন্য নিহত, আহত আরো ৪ সেনা।

ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালীয় বিশেষ বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদার মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত ও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১০ জুলাই মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীর প্রশিক্ষিত মুরতাদ সোমালি সরকারের বিশেষ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সোমালিয়ার শাবেল সুফলা রাজ্যের "আউদাকলি" শহরে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর অধিদপ্তরের নিকটে এই হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালি

স্পেশাল ফোর্সের ৩ সেনা মারা গিয়েছে এবং ৪ সেনা আহত হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীকে দেওয়া ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি সামরিকযানও তখন ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ। ধ্বংস হওয়া যানটি এখনো পড়ে রয়েছে যুদ্ধের ময়দানে।

পাকিস্তান | পুলিশ ভ্যানে মুজাহিদদের সফল বোমা হামলা, উপ-পরিদর্শক সহ অনেক সেনা হতাহত

পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্যান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদিন।

বিশদ বিবরণ, পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর এসটিএফ বাহিনীর জানবায মুজাহিদগণ গত ১০ জুলাই পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্যান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

পাকিস্তানের লোয়ার দির জেলার মান্দা এলাকায় নাপাক বাহিনীর পুলিশ ভ্যানে উক্ত সফল বোমা হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর উপ-পরিদর্শক নাসিরুল্লাহ নিহত হয় এবং মুরতাদ আলতাফ হুসেনসহ বেশ কিছু পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে তেহরিকে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, আমরা আবারও পাকিস্তানি সংস্থাগুলিকে একটি বার্তা পাঠাতে চাই যে, আল্লাহর দ্বীনকে সমন্যূত করতে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

যুব মহিলালীগ নেত্রীর বিরুদ্ধে ৩ যুবককে অপহরণের অভিযোগ

টঙ্গীর দত্তপাড়া লেদু মোল্লা রোড এলাকায় অপহরণ করে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে ৩ যুবককে ৮ দিন ধরে আটক রেখে অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাশাপাশি ওই তিন যুবককে বৈদ্যুতিক শক দেয় অপহরণকারীরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে অপহৃত ৩ যুবককে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার মূল হোতা টঙ্গীর 'পাপিয়া' খ্যাত পূর্ব থানা যুব আওয়ামী মহিলালীগের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী শিল্পী আক্তার (৩৫) ও কথিত সাংবাদিক শাওন সরকার পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ৩-৪ মাস পূর্বে ঘটনার মূল আসামি শিল্পী আক্তারের বাসায় স্বর্ণ চুরির মিথ্যে অভিযোগে গত ২ জুলাই জালাল (৩৫), খোকন (৩৫) ও রনি (২৬) নামের ৩ নিরীহ যুবককে তাদের বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে সহযোগী কথিত সাংবাদিক শাওন সরকারের বউ বাজারস্থ গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে একদিন আটক রেখে বেধড়ক পিটিয়ে তাদের সাথে থাকা নগদ টাকা ও মুঠোফোন লুটে নেয় অপহরণকারীরা।

আপহৃত তিন যুবককে উদ্ধার

পরে হুমকি দিয়ে জালালের বাবার কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা আদায় করে এ চক্রের সদস্যরা। এসময় তারা অপহৃতদের অমানুষিক নির্যাতনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক শকও দেয়। পরবর্তীতে অপহরণকারী চক্রটি অপহৃতদের ওই স্থান থেকে সরিয়ে শিল্পী আক্তারের নিজ বাড়ি দত্তপাড়ায় নিয়ে যায় এবং অপহৃতদের স্বজনদের কাছে আরও ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

বিষয়টি পুলিশ কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে জানালে তাদের হত্যা করে মরদেহ স্বজনদের উপহার দিবে বলেও জানায় অপহরণকারী চক্রটি। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা নিরুপায় হয়ে বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করলে টঙ্গী পূর্ব থানার এসআই শাহিন মোল্লাসহ একদল পুলিশ শিল্পী আক্তারের তিন বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে অপহৃত ওই তিনজনকে উদ্ধার করে। এসময় অপহরণকারী মুন্নাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনার মূল হোতা শিল্পী আক্তার ও শাওন সরকার পালিয়ে যায়। এঘটনায় অপহৃত খোকনের স্ত্রী নিলুফা বেগম বাদী হয়ে গতকাল শুক্রবার টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি অপহরণ মামলা (নং-১৮) দায়ের করেন। গ্রেফতারকৃতকে আদালতের মাধ্যমে গাজীপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভের সাথে জানায়, ইতিপূর্বে সারাদেশে আলোচিত যুব মহিলালীগ নেত্রীসহ অনেক উচ্চপর্যায়ের লোকদের সাথে বেশ সখ্যতা রয়েছে টঙ্গীর ‘পাপিয়া’ খ্যাত শিল্পী আক্তারের। এ সুবাদে যুব মহিলালীগের নাম ভাঙিয়ে নিরীহ লোকদের জিম্মি ও অপহরণ করে অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত সে। তার অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ট। এ ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে সমালোচনার ঝড় বইছে। বিডিআরটিএনএন

'করোনার চেয়ে শক্তিশালী' বাংলাদেশ কেন করোনায় বিপর্যস্ত?

বাংলাদেশ সর্বশেষ করোনা আক্রান্ত বিশ্বে এখন ১৭তম, যেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা (৯ই জুলাই-এর তথ্য অনুযায়ী) ১৭৫,৪৯৪, মৃতের সংখ্যা ২,২৩৮।

মার্চ মাসে যখন সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ এর তাণ্ডব চলছে, হাজারে হাজারে মানুষ মারা যাচ্ছে, উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে, তখন আমাদের মন্ত্রীরা করোনা ভাইরাসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিয়ে বলেছেন, "আমরা করোনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী।"

কোথায় সে মন্ত্র, কোথায় সে যাদু যা দিয়ে করোনাকে গুঁড়িয়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন নীতি নির্ধারকরা তা আমরা জানি না, শুধু এইটুকু সহজে বোঝা যায়, এই মহামারি মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতিতে যথেষ্ট ঘাটতি ছিলো, যার মাশুল গুনছেন এখন আক্রান্ত মানুষ, আর দায় শোধ করছেন মৃতেরা প্রাণ দিয়ে।

ট্রাম্পের 'মৌসুমি জ্বর'

যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ যখন করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, করোনা ভাইরাস এমন কিছু না, তিনি করোনাকে মৌসুমি জ্বরের সাথে তুলনা করেন। ট্রাম্প বলেন, " মৌসুমি জ্বরে গত বছর ৩৭ হাজার আমেরিকান মানুষ মারা গেছে, গড়ে প্রতিবছর ২৭ হাজার থেকে ৭০ হাজার মানুষ মারা যায়। কিছু বন্ধ থাকে না, জীবন এবং অর্থনীতি চলমান থাকে।"

মানুষকে সাহস জুগিয়ে অর্থনীতি চলমান রাখার এক ব্যর্থ প্রয়াস ট্রাম্পের এই বক্তব্য, যা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে লকডাউনের পরিসীমা আর মৃতের সংখ্যার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশে শুরু থেকে কঠোরভাবে লকডাউন ঘোষণা করলে, অদেখা কেস অর্থাৎ যারা আক্রান্ত হতে পারে তাদের শনাক্ত করে সঠিকভাবে আইসোলেটেড রাখতে পারলে, আজকের বাংলাদেশের রূপ অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি।

শুরুতে লকডাউনের পরিবর্তে বাংলাদেশে ঘোষণা করা হয়েছে সাধারণ ছুটি। আর এর ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি লঞ্চে, বাসে একসাথে শত শত মানুষকে গায়ে গা ঘেঁষে ছুটি কাটাতে বাড়ি যেতে। অথচ সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের ঘোষণা করা উচিৎ ছিল "স্টে ইন প্লেস" অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন।

এরপর আমরা দেখলাম শত শত মানুষ এই সাধারণ ছুটি শেষে কীভাবে দল বেঁধে শহরে ফিরে এলো আবারও ফিরে গেলো। বাংলাদেশে আমরা দেখছি অর্থনীতিকে রক্ষা করার আরেক ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল।

বাংলাদেশে আক্রান্ত কতজন বা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মোট কতজনের মৃত্যু হয়েছে , তা বলা দুষ্কর। অচেনা মানুষের অনেক তথ্য আমরা জানিনা, তবে এমন অনেকে আছেন যারা করোনা ভাইরাসের সব উপসর্গে ভুগেছেন তাদেরও করোনার টেস্ট নেগেটিভ এসেছে।

শুধু তাই নয় করোনার উপসর্গ নিয়ে বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন অনেকে। প্রয়োজন হলেও অনেকে টেস্ট করাতে পারছেন না।

বিশ্বব্যাংক গত এপ্রিলে বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার লোন দেয় শুধু করোনা মোকাবেলায় টেস্টিং, চিকিৎসা সরঞ্জাম, কন্টাক্ট ট্রেসিং ইত্যাদির জন্য। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) গত এপ্রিলে ১০০ মিলিয়ন ডলার লোন অনুমোদন দিয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবেলায় জরুরি স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজনীয় জরুরি ব্যবস্থা নিতে।

স্বাস্থ্য খাতে, সামাজিক নিরাপত্তায় বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় গৃহীত এসব অর্থের কোনো প্রতিফলন এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান না। সারা বিশ্ব যেখানে টেস্টের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সব ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে শুধু কিটের ঘাটতি দেখা দেয়ায় নমুনা সংগ্রহ কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

উচ্চহারের সংক্রমণের মুখে ৩০ হাজার নমুনা পরীক্ষার কথা বলা হলেও, এখন তা সীমিত ১৬ বা ১৭ হাজারের মধ্যে। করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

বাংলাদেশ সরকারের দেয়া তথ্য মতে, জুলাই মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯০৪,৭৮৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার ১৯.৪০ শতাংশ করোনাভাইরাস আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী ভারত, যেখানে মোট সংক্রমণের সংখ্যা এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম, নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে সেখানে শনাক্তের হার সাত শতাংশ। এই চিত্র থেকে হয়তো অনুমান করা যেতে পারে বাংলাদেশে সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র কত ভয়াবহ হতে পারে।

ধনী-দরিদ্রের বিভাজন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ইতিবাচক থাকলেও ধনী-দরিদ্রের বিভাজন কমেনি, কমেনি মানুষের বেকারত্ব বা কৃষকের বঞ্চনা। জিডিপির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের বিশেষত: নিম্নবিত্ত, দরিদ্র বা হত দরিদ্র মানুষের জীবন-মান বদলায়নি।

এই মহামারির কালে তারা কেমন আছে তা অনুমান করা যায় যখন মৃত্যুর ভয় না পেয়ে মানুষ কাজের সন্ধানে বের হয়। অথচ দেশের সকল নিপীড়িত মানুষকে সুরক্ষা দেবার দায়িত্ব সরকারের।

বাংলাদেশে অন্তত প্রতিটি মানুষ যাতে এই সময়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলাকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু পরিস্থিতি একদম উল্টো।

মানুষ খাদ্যাভাবে আছে, জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে বাধ্য হয়ে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই মহামারির মধ্যেও ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন।

সরকার ব্যর্থ হয়েছে

দৃশ্যত: সরকার সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় দুর্যোগকালীন আর্থিক সহযোগিতা পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় ৭৩২ মিলিয়ন ডলার বা ৬২২২ কোটি টাকার একটি জরুরি লোন অনুমোদন করেছে। আইএমএফ বলছে এই অর্থ বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার এবং দেশের অর্থনীতিকে সঠিক পথে রাখতে যে প্রণোদনা কর্মসূচি নিয়েছে তা বাস্তবায়নে ব্যয় করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে হত দরিদ্রের সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লাখ। ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুসারে (পিপিপি) যাদের দৈনিক আয় ১ ডলার ৯০ সেন্টের কম। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পিপিপি ডলারের মান নির্ণয় করেছে ৩২ টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশে ২ কোটি ৪১ লাখ মানুষ দৈনিক ৬১ টাকা ৬০ পয়সাও আয় করতে পারে না।

এই দুর্যোগে কর্মহীন মানুষকে সরকারের ১০ টাকা কেজি চালের খাদ্য সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে কিংবা রিলিফ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতাদের ভয়ানক দুর্নীতি, অনিয়ম আমরা দেখলাম। সরকারকেই এখন সিদ্ধান্ত

নিতে হবে দরিদ্র মানুষের কাছে সরকার কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে সাহায্য পৌঁছে দেবে। এই সহায়তা সবার কাছে পৌঁছে দিতে হলে সরকারকে বিতরণের পুরো পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে।

জবাবদিহিতার অভাব

বিগত প্রতিটি নির্বাচনে ভোট কারসাজি, চুরিই ছিল গণমাধ্যমের খবর। আজ যারা নেতা এবং পাতি নেতা, তারা জানেন, ভোটার ছাড়াও, জনগণকে পাশ কাটিয়েও তারা নির্বাচিত হতে পারেন।

সম্প্রতি ইমপেরিয়াল কলেজের কোভিড-১৯ অ্যানালাইসিস টুলস এর দেয়া তথ্যানুসারে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা থাকবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।

এই গবেষণা দাবি করছে, লকডাউন ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা তাদের আগের টুলসে তুলে ধরা তথ্যের চেয়ে ৭৫ ভাগ কম হয়েছে। বাংলাদেশে এখনও কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শুধু কিছু অঞ্চলকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন জারি রাখলে তা যে ক্রমশ: পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে এখন তা স্পষ্ট।

সরকার প্রতিটি সেক্টরকে স্টিমুলাস প্যাকেজের আওতায় এনে, ইনফরমাল শ্রমিকদের অর্থ, দরিদ্র মানুষকে অর্থ সহায়তা দিয়ে, একমাত্র কঠোর লক ডাউনের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে হয়ত শুধু মানুষই প্রাণ হারাবে না, অর্থনৈতিকভাবেও চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ কোভিড-১৯ কে জয় করতে পারেনি, তবে আগামী দিনের ইতিহাসের রূপ কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে খুব দ্রুত। সরকার কি সত্যি সত্যিই "করোনার চেয়ে শক্তিশালী" হয়েছে? সেই সক্ষমতা কি আমরা দেখবো সহসা? বিবিসি বাংলা

আবারও আফগান ফেরত মার্কিন সৈন্যের আত্মহত্যা

আফগানিস্তানে মোতায়েন আরো একজন মার্কিন সেনা সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। ছয়বার আফগানিস্তানে মোতায়েন এবং বিদেশে যুদ্ধ মিশনে ছয়বার পাঠানোর পর অনেকটা মানসিক অবসাদ থেকে তিনি এই আত্মহত্যা করেছেন।

আফগান ও ইরাক যুদ্ধের ঘটনায় একের পর এক মার্কিন সেনা মোতায়েন করার কারণে মার্কিন সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন করে এ সেনা আত্মহত্যা করলেন।

মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল ফক্স নিউজ জানিয়েছে, মাস্টার সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু ক্রিশ্চিয়ান মার্কেসানো সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরেছিলেন এবং তিনি পেন্টাগনে চাকরি শুরু করবেন বলে কথা ছিল। কিন্তু তিনি ৬ জুলাই নিজের স্ত্রীর সামনে আত্মহত্যা করেন।

অ্যান্ড্রু ক্রিশ্চিয়ানের তিন সন্তান রয়েছে এবং তিনি অ্যাক্টিভ সোলজার হিসেবে মার্কিন বাহিনীতে ছিলেন।

অ্যান্ড্রু ক্রিশ্চিয়ানের কয়েকজন বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বলছেন, ২০০৯ সালে আফগানিস্তানের আরগান্দাব উপত্যকায় ভয়াবহ যুদ্ধে বহু মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পর থেকে অ্যান্ড্রু পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন। নয়া দিগন্ত

জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিদিন গড়ে ২০ জন মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করে থাকেন এবং দিন দিন এ সংখ্যা বাড়ছে।

ভারতের পানিতে প্লাবিত বাংলাদেশ, সরকারের উদাসীনতায় সংকটে সাধারণ মানুষ

ভারতের গজলডোবার সবকটি গেট খুলে দেয়া এবং বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল, পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লক্ষাধিক মানুষ।

রংপুর অফিস জানায়, তিস্তার পানি ৩৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। একারণে ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্টের ভাটিতে বিস্তার ১৫২ কিলোমিটার অববাহিকায় পানিতে। নিমজ্জিত হচ্ছে বসতবাড়ি আবাদি জমি।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন, তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ব্যারেজ প্রকল্পের ৪৪টি জলকপাট খুলে দিয়ে ব্যারেজ রক্ষার চেষ্টা হচ্ছে।

পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে নীলফামারীর ডিমলা, জলঢাকা, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, কালিগঞ্জ, আদিতমারি, রংপুরের গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, কুড়িগ্রামের রাজারহাট, চিলমারী এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ, সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার তিস্তা অববাহিকার ৬৫টি ইউনিয়নের ২৪০টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল এবং চরাঞ্চলে হু হু করে ঢুকছে পানি। এতে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হওয়ার আশঙ্কা স্থানীয়দের। মাঝারি এই বন্যার কারণে মানুষের পাশাপাশি গবাদিপশু পড়েছেন গবাদি পশু পড়েছেন দুর্ভোগে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড ও আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, তিস্তায় পানি বৃদ্ধির কারণে ভাটিতে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমরসহ রংপুর অঞ্চলের ৩৪টি নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র কয়েকদিন আগেই এই অঞ্চলে মাঝারি বন্যার কথা জানালেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগাম কোনো প্রস্তুতির খবর মাঠে দেখা যায়নি। ফলে দুর্গত মানুষের আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

এদিকে, নীলফামারী সংবাদদাতা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৬টা থেকে তিস্তা নদীর পানি নীলফামারীর ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমার ২৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বেড়ে যাওয়ায় তিস্তা চরবেষ্টিত গ্রামগুলোর প্রায় ৫ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

নীলফামারীর ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পুর্বাভাস সর্তকীকরণ কেন্দ্র জানায়, শুক্রবার রাত থেকে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে থাকে। যা শনিবার সকাল ৬টায় তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ দশমিক ৮৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদসীমা ৫২ দশমিক ৬০ সেন্টিমিটার)। পানির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিস্তা ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।

তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিমলা উপজেলার তিস্তা নদী সংলগ্ন পাঁচটি ইউনিয়নের প্রায় ৫ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন ওইসব ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা।

এদিকে, কিছামত ছাতনাই, ঝাড়সিঙ্গেশ্বর, চড়খড়িবাড়ী.পূর্ব খড়িবাড়ী,পশ্চিম খড়িবাড়ী, তিস্তা বাজার, বাইশপুকুর, ছাতুনামা, ভেন্ডাবাড়ি এলাকার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় সেখানকার মানুষজন ও গবাদি পশুদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল লতীফ জানান, ভারতের গজলডোবা থেকে হু হু করে পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এতে করে পরিস্থিতি ভয়ংকর হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নয়া দিগন্ত

পানি উন্নয়ন বোর্ড নীলফামারীর ডালিয়া ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম জানান, উজানের পাহাড়ি ঢলে তিস্তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিস্তা ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা বাংলাদেশের

বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকা থেকে নেগেটিভ সনদ নিয়ে ইতালি যাওয়া যাত্রীদের পরীক্ষার পর কিছু ব্যক্তির শরীরে করোনা ধরা পড়ে। এরপর ঢাকার সঙ্গে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেয় ইতালি। এর আগে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনও ঢাকার সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল একই কারণে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে তথ্যগুলো জানায়। এর মধ্যে বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র‍্যাব তদন্ত করে ঢাকার রিজেন্ট হাসপাতাল থেকে করোনাভাইরাস পরীক্ষার হাজার হাজার ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার প্রমাণ পেয়েছে।

এমনকি নমুনা না নিয়ে কিংবা নমুনা নিয়ে ফেলে রেখে টাকার বিনিময়ে মনগড়া রিপোর্ট দেওয়ার প্রমাণ পেয়েছে র‍্যাব, যে খবর মূহূর্তেই ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে।

বিমান ও পর্যটন সংক্রান্ত ম্যাগাজিন দ্য বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন প্রতিটি দেশ ও এয়ারলাইন্স তীক্ষ্ণ নজর রাখছে করোনা টেস্ট নিয়ে ঢাকায় কি হচ্ছে তার দিকে।

তিনি বলেন, 'দ্রুত এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে বিদেশগামীরা করোনা পরীক্ষা করে সঠিক রিপোর্ট নিয়ে বিমানবন্দরে যেতে পারেন। না হলে বড় চাপে পড়তে পারে বাংলাদেশ, কারণ বিমানবন্দরে চার মাসেও কার্যকর স্ক্রিনিং ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। আবার টেস্ট নিয়েও দুর্নীতি বা অনিয়ম চলতে থাকলে এভিয়েশনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের নিষেধাজ্ঞায় পড়ে যাওয়ার আশংকাও তৈরি হতে পারে।'

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি?

৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পরই বিদেশ থেকে আসা বাংলাদেশীদের কোয়ারেন্টাইনে করা নিয়ে শোরগোল দেখা দিয়েছিলো যা খবর হয়েছিলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। এমনকি ইতালি থেকে আসা একটি দলকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য হজ ক্যাম্পে নিয়েও রাখা যায়নি তাদের অসহযোগিতার কারণে।

পরে ইতালি প্রবাসীদের অনেকের এবং তারা যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের অনেকে করোনায় আক্রান্ত হবার খবর এসেছে। এরপর ঢাকায় দুটি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেবার খবর আবার আলোচনার ঝড় তুলেছে। এর মধ্যে গত ছয় মাসেও করোনা স্ক্রিনিংয়ের কার্যকর কোনো পন্থা দাঁড় করানো যায়নি ঢাকা বিমানবন্দরে।

পাশাপাশি ঢাকা থেকে নেগেটিভ সনদ দেখিয়ে বিমান যাত্রার পর বিদেশে গিয়ে যাত্রীর করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। ইতালিতে এমন যাত্রী পাওয়ার পর সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও গণমাধ্যম এমন বাংলাদেশী যাত্রীদের নাম দিয়েছে 'ভাইরাস বোমা'।

দ্রুত সমস্যা অর্থাৎ নমুনা পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিতে না পারলে আরও অনেক দেশ বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সাবেক কূটনীতিক নাসিম ফেরদৌস বলেন, 'বাংলাদেশ হয়তো বিচ্ছিন্ন হবে না। তবে করোনার ভুয়া সার্টিফিকেট ইস্যুকে শক্ত হাতে ডিল করতে হবে বাংলাদেশকে।'

তিনি বলেন, ' এটা শুধু বাইরের দেশের ব্যাপার না। নিজেদের জন্যও বড় ব্যাপার। এখন যারা যোগাযোগ বন্ধ করছে সেটা সাময়িক। করোনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক বড় দেশই এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। তবে এটা ঠিক যে যেসব অভিবাসীরা ফিরে এসেছিলো তাদের ফিরে যাওয়ার ওপর প্রভাব পড়বে।'

অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক রুকসানা কিবরিয়া বলছেন, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হলেও করোনাভাইরাসকে ঘিরে যেসব অনিয়ম হচ্ছে তাতে চাপের মুখে পড়বে বাংলাদেশ।

তিনি আরও বলেন, ' টেস্টিং নিয়ে যে গলদ তা দূর করার বিকল্প নেই। কারণ, আর কোনো দেশই এমন ঝুঁকি নেবেনা। তাই দেশের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা ও সম্ভাব্য সংকট থেকে বাঁচতে রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে অনিয়ম দুর করতেই হবে।'

গত ২১ মার্চ থেকে চীন ছাড়া বাকি সব গন্তব্যে ঢাকা থেকে ফ্লাইট বন্ধ করা হয় করোনা পরিস্থিতির জের ধরে। পরে আবার ভাড়া করা বা বিশেষ বিমান চালু হলেও নতুন করে সেটিও বন্ধ করেছে জাপান, কোরিয়া ও ইতালি।

দশই জুন জাপানে বিমানের একটি ফ্লাইটে যাওয়া যাত্রীর শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া যাওয়ার পর জাপান বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

১১ জুন চীনের চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সে এবং একই দিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢাকা থেকে যাওয়া একটি বিশেষ ফ্লাইটের যাত্রীর শরীরের করোনা ধরা পড়ে। আরব আমিরাত বিমান বাংলাদেশকে ফ্লাইট চালুর অনুমতি দিয়ে পরে আবার তা স্থগিত করেছে। আমাদের সময়

তবে গত ১৫ জুন থেকে যুক্তরাজ্য ও কাতারের সঙ্গে বিমান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও ইতালিতে ৬ জুলাই ২১ জন যাত্রীর শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়ার পর তুমুল শোরগোল শুরু হয়। ইতিমধ্যেই এক সপ্তাহের জন্য ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছে ইতালি। এসময় কোনো চার্টার্ড বিমানও বাংলাদেশ থেকে যেতে পারবে না।

এরপর তুরস্ক কর্তৃপক্ষ ১৫ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে সব ফ্লাইট যোগাযোগ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে টেস্ট নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের খবরে আরও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে এর মাশুল হিসেবে বিশ্ব থেকে ক্রমশ বাংলাদেশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে কি না।

বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি: প্রতিবাদে সৈয়দপুরে মানববন্ধন

চলমান করোনাকালে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান ও ঘন ঘন লোডশেডিং এবং স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির প্রতিবাদে নীলফামারীর সৈয়দপুরে মানববন্ধন ও পথসভা করা হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী সৈয়দপুর প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

এ সময় রহুল আলম মাস্টার নামে এক নাগরিক বলেন, করোনাকালে গত দুই মাসে সৈয়দপুরে হাজার হাজার গ্রাহককে অতিরিক্ত ভুয়া বিদ্যুৎ বিল প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ বার ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। আবার সরকার বলছে দেশে বিদ্যুতের কোনো ঘাটতি নেই। অন্যদিকে গোটা দেশে স্বাস্থ্য খাত পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এ খাতে সরকারদলীয় রথি-মহারথিদের নাম ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তার পরও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। তিনি স্বাস্থ্য খাতকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর দাবি জানান। পরে বিদ্যুৎ বিতরণকেন্দ্রের সামনেসহ শহরের চার স্থানে মানববন্ধন ও পথসভা করা হয়। সূত্র: আমাদের সময়

করোনায় বাংলাদেশের জালিয়াতি, বাংলাদেশিদের এড়িয়ে চলছে ইতালীয়রা

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের ভুয়া সনদ বিক্রি হচ্ছে এমন খবর শিরোনাম হয়েছে ইতালির একাধিক জাতীয় দৈনিকে। রোম থেকে প্রকাশিত শীর্ষ দৈনিক 'ইল মেসেঞ্জারো'সহ প্রথম সারির বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে এ খবর

প্রকাশিত হয়। ইতালির বাইরে বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি আলোচনায় আসায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

এখন বাংলাদেশিদের এড়িয়ে চলছে ইতালীয়রা। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নেই তাদের উপস্থিতি। দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা।

এদিকে ঢাকা থেকে যাওয়া যাত্রীদের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ায় এক সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশ থেকে সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করেছে ইতালি সরকার।

মঙ্গলবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রাণলয় এ ঘোষণা দেয়। ইতালির শীর্ষ জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইল মেসসাজ্জেরো'র বুধবার প্রধান খবর ছিল, বাংলাদেশ থেকে ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে ফেরত যাওয়াদের নিয়ে।

এর মধ্যে ইতালির কেন্দ্রীয় অঞ্চল লাৎসিওর বাংলাদেশি অভিবাসীদের ব্যাপক পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ইতালির রাজধানী রোম একইসঙ্গে এই অঞ্চলটিরও রাজধানী। লাৎসি অঞ্চলে করোনা মোকবিলায় কর্তব্যরতরা ধারণা করছেন, গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত ৬০০ কভিড-১৯ রোগী ইতালিতে এসেছেন।

যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

ইতাল-বাংলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাইফুর রহমান শাহ জানান যে, বাংলাদেশ থেকে ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট নিয়েই ইতালিতে ফিরেছেন এসব অভিবাসীরা।

প্রতিবেদনটিতে ঢাকায় করোনা সার্টিফিকেট জালিয়াতির চিত্রও উঠে আসে। এতে বলা হয়, ফ্লাইটে চড়তে ঢাকায় সাড়ে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে ভুয়া স্বাস্থ্যসনদ বিক্রি হচ্ছে।

সোমবার বাংলাদেশ থেকে ইতালির রাজধানী রোমে যাওয়া একটি ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে ৩৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়। করোনার জীবাণুবাহী বাংলাদেশিদের যাত্রীদের স্থানীয় প্রশাসন 'সত্যিকারের বোমা' হিসেবে আখ্যা দেয়। আঞ্চলিক গভর্নর নিকোলা জিঙ্গারেত্তি বলেন, আমরা এই বোমাটি তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করেছি।

বাংলাদেশ থেকে আগতরা কীভাবে ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে সেই গল্প তাইফুর রহমানের বরাতে উঠে আসে পত্রিকাটিতে। ঢাকা ত্যাগ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইস্যু করা স্বাস্থ্য সনদ দেখানো বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে অনেকে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে কর্মস্থলে ফিরতে ভুয়া স্বাস্থ্য সনদ সংগ্রহ করছেন।

ইতাল-বাংলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে উঠে আসে, ঢাকায় রিজেন্ট হাসপাতালের কয়েকটি শাখায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের ঘটনাও।

এদিকে অঞ্চলটির বিভিন্ন এলাকায় করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশিদের নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। লকডাউন পরবর্তী ফিয়ামিকিনোতে দুইটি ব্যবসায়িক কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এক বাংলাদেশি কর্মীর করোনা শনাক্ত হওয়ায় কেন্দ্র দুইটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে তিনি ইতালিতে ফেরত গিয়েছিলেন।
বিডি প্রতিদিন

সব কাস্টমারদের করোনা টেস্ট করানোর পর সেখানে নতুন করে ১২ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সেসেনাতে করোনা আক্রান্ত আরও একজন বাংলাদেশি অন্যান্য বাংলাদেশিদের মধ্যে করোনা সংক্রমিত করেন।

রোমের এএসএল রোমা টু এলাকায় বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলা ভাষায় নির্দেশনা প্রচার করেছে কর্তৃপক্ষ। পহেলা জুন থেকে যারা ইতালিতে ফিরেছে তাদের করোনা টেস্ট করানোর জন্য সরকারি কেন্দ্রে যেতে আহ্বান করেছে। এ ছাড়া সংক্রমণ রোধে এই সপ্তাহে জুমার জামাতে অংশ নিতেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আতংকিত সাধারণ জনগণ

সিরাজগঞ্জ জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের কোন্দলের জের ধরে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকেই কার্যালয়টি বন্ধ দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার ছাত্রলীগের দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় জেলা প্রশাসনের অনুরোধে জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত নেয়। এতে আতংকিত হয়ে পড়ে সাধারণ জনগণ।

এর আগে জেলা আওয়ামী লীগের মধ্যে ৭/৮টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে যার বিচার না হওয়ায় ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে।

আওয়ামী লীগের এক নেত কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা দুই পক্ষকেই শান্তিবজায় রাখার কঠোর নির্দেশনা দিয়েছি। যারাই সহিংসতা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।'

এস এম কামাল হোসেন নামে একজন বলেন, 'করোনার মধ্যে দলীয় কার্যালয়ে কী কাজ? এখন তো সভা সমাবেশ করার সময় নয়। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর সময়।' কালের কণ্ঠ

মোটরসাইকেল চুরি করে ধরা খেলো আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা

মোটরসাইকেল চুরি মামলায় সাভারের আশুলিয়ার পাথালিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুলহাসকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে আশুলিয়ার পাথালিয়া ইউনিয়নের ধনিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে মানিকগঞ্জ সদর থানা পুলিশ। আটক আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ধনিয়া এলাকার আজিজ পাগলার ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ মামলায় এতদিন তিনি আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে ছিলেন। এলাকাবাসী জানায়, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জুলহাস কমিটির পদ পাওয়ার পর থেকেই অন্যান্য আওয়ামী নেতাদের মতো এলাকায় নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। আমাদের সময়

আ.লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটিতে রিজেন্টের দূর্নীতিবাজ সাহেদের নাম!

রিজেন্ট হাসপাতালের জালিয়াতি কর্মকাণ্ডের জন্য বিতর্কিত হওয়ার পর মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিমের রাজনৈতিকসংশ্লিষ্টতা নিয়ে সরগরম রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গন। সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক উপকমিটির গত কমিটিতে সদস্য ছিলেন- এমন খবরে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে তোলপাড়।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাজীবী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে থাকা সাহেদ করিমের ছবি নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও।

দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির বিভিন্ন সভা-সেমিনারে দেখা গেলেও তিনি যে সদস্য ছিলেন এ খবরটির সত্যতা স্বীকার করছেন না কেউ। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য সচিব শাম্মী আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, ‘উপকমিটির জন্য দলের সভাপতির সম্মতি বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে। গত কমিটিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা স্বাক্ষর করেননি। ফলে এটাকে অ্যাপ্রোভাল কমিটি বলার সুযোগ নেই। এছাড়া সদস্য হিসেবে আমরা তার নামে কোনো চিঠিও ইস্যু করেনি। আর বর্তমান কমিটি তো এখনো হয় নাই।’

শাম্মী আহমেদ আরও বলেন, ‘কখনো তাকে সভা-সেমিনারে আমন্ত্রণ করা হয়নি। হয়তো কখনো কারও সঙ্গে এসেছেন সেমিনারে। কারও সঙ্গে এলে তো তাকে বের করে দিতে পারি না। আর ছবি তো কতজনই উঠায়, সব কী আর খেয়াল রাখা যায়?’ আন্তর্জাতিক উপকমিটির চেয়ারম্যান অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ জমির আমাদের সময়কে বলেন, ‘বেশকিছু সভা-সেমিনারে সাহেদ করিমকে দেখা গেছে।’

এদিকে সাহেদ ফেসবুক পেজে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। গণমাধ্যমেও আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক উপকমিটির বিভিন্ন সেমিনারে যোগাযোগ শেষে উপকমিটির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে বক্তব্যও দিয়েছেন। তবে কখনো উপকমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। আমাদের সময়

দেশে করোনা নেগেটিভ হলেও বিদেশে পজিটিভ, বিব্রত প্রবাসীরা

বাংলাদেশের বিমান যাত্রীরা দেশে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশে যেয়ে পজিটিভ হওয়াতে একদিকে তারা নিজেরা যেমন বিব্রত হচ্ছেন তেমনি দেশের করোনার মান পরীক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ অবস্থায় বহির্বিশ্বে প্রশ্নের মুখে পড়ছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণা এ প্রশ্নকে আরো জোরালো করে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, করোনাভাইরাস টেস্টের মান যদি উন্নত না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেকায়দায় পড়তে পারে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ থেকে বিমান চলাচলের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ যোগ হয়েছে ইতালি।

বাংলাদেশ বিমানের সেই ফ্লাইটে ২২৫ জন যাত্রীর মধ্যে ২১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এ বিষয়টিকে ভাইরাস বোমা নিষ্ক্রিয় করার সাথে তুলনা করেছেন ইতালির স্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্মকর্তা।

এর আগে বাংলাদেশ থেকে জাপানে চার্টার্ড ফ্লাইটের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে থেকে জাপানে যাওয়া একটি ফ্লাইটে চারজন যাত্রী কোভিড১৯ পজিটিভ হয়েছিলো।

যদিও বাংলাদেশ থেকে জাপানে রওনা দেবার আগে তাদের কাছে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ ছিলো। ঢাকা থেকে চীনের গুয়াংজু যাতায়াতকারী চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সাসপেন্ড করা হয়েছে জুন মাসের ২২ তারিখে।

চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকা থেকে গুয়াংজু যাবার পর ১৭ জন যাত্রীর দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া কয়েকটি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

যেসব দেশে করোনাভাইরাসের বিস্তার বেশি হচ্ছে তাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মে মাসের ২৭ তারিখ থেকে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৩ জন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে গিয়েছিলো।

সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশগুলো বিমান চলাচল খুলে দিলেও বাংলাদেশ এই তালিকায় নেই। অবশ্য রাশিয়া এবং আমেরিকাও এই তালিকায় নেই, তবে তা মূলত উচ্চ সংক্রমণের কারণে।

সিঙ্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক পীযুষ সরকার বলেন, টেস্টের মান রক্ষা করা বেশ জরুরি। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একবার বিশ্বাস হারিয়ে গেলে সেটি ফিরে পাওয়া বেশ কঠিন।

সিঙ্গাপুরে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা দিতে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিরা একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটি একটি মেডিকেল টিম গঠন করেছে। সে টিমের সদস্য ডা. পীযুষ সরকার।

তিনি বলেন, এখানে দুটো বিষয় জড়িত আছে। একটি হচ্ছে, টেস্ট নিয়ে প্রতারণা। অর্থাৎ টেস্ট না করেই রিপোর্ট দেয়া পুরোপুরি প্রতারণা।

আরেকটি হচ্ছে, টেস্টের মান রক্ষা করা। টেস্টের মান ভালো না হলে সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র জানা সম্ভব নয়। ফলে সংক্রমণ বাড়তেই থাকবে।

চিকিৎসক পীযুষ সরকার বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশীদের আগমনের ক্ষেত্রে এখন বেশ সতর্ক।

টেস্টের ক্ষেত্রে উচ্চমান বজায় রাখার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশকে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর ব্যতিক্রম হলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।

"এটা অবধারিত যে সবাই আপনাকে ব্যান করে দেবে। কোন দেশ তো খাল কেটে কুমির আনবে না," বলেন চিকিৎসক পীযুষ সরকার।

টেস্টের ক্ষেত্রে প্রতারণা এবং মান নিয়ে সংশয় আছে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. বে-নজির আহমেদ বলেন, পজিটিভ ব্যক্তিকে যদি নেগেটিভ দেখানো হয়, তাহলে সংক্রমণের বিস্তার রোধ করা রীতিমতো অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ধীরে-ধীরে ভ্রমণের জন্য খুলে দিচ্ছে। বাংলাদেশে টেস্ট নিয়ে যদি প্রতারণা হয় এবং টেস্টের মান বৃদ্ধি না করা হয়, তাহলে কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা তৈরি হবে?

এমন প্রশ্নে মি: আহমেদ বলেন, "অবশ্যই আশংকা তৈরি হচ্ছে। ইতালি খুব স্ট্রং একটা কমেন্ট করেছে। মনে হচ্ছে, বিমানটা করোনার বোমা নিয়ে এসেছে। এ রকম একটা কমেন্ট। এটা তো ইন্টারন্যাশনালি প্রচার হবে। "

"আপনি জানেন, বাংলাদেশে যত এম্বেসি আছে, যতো বিদেশী নাগরিক ছিলেন, তারা কিন্তু ধীরে-ধীরে সবাই চলে গিয়েছেন। এটা হলো আগে থেকেই কিছুটা আস্থার সংকট ছিল।"

মি: আহমেদ বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশ থেকে যাদের বাংলাদেশে আসা দরকার, তাদের অনেকেই আসার জন্য ভরসা পাবে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে দেখাতে হবে যে স্বাস্থ্যখাতে এখানে বড় ধরণের সংস্কার হয়েছে। "কোন দেশে কী ঘটে সেটা কারো কাছে অজানা নয়," বলেন মি. আহমেদ।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, টেস্ট নিয়ে প্রতারণা বন্ধ এবং টেস্টের মান নিশ্চিত করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। টেস্ট নিয়ে প্রতারণা বন্ধ করার জন্যই উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল এবং জিকেজি নামের আরো একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। দৈনিক সংগ্রাম

১০ই জুলাই, ২০২০

এক শহীদ কাশ্মীরির ছবি ও একটি নির্মম বাস্তবতা

তিন বছর বয়সী একটা কাশ্মীরি শিশু রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা তার নিহত দাদার লাশের বুকের উপর বসে আছে – এই ছবিটি দেখে ক্ষুব্ধ হওয়ার জন্য কোন নৈতিক কম্পাসের প্রয়োজন পড়ে না। দুটো জিনিসের যে কোন একটা থাকলেই হয়- এক জোড়া চোখ বা একটা হৃদয়।

কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলীয় সোপোর শহরে ”জঙ্গি” আর ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির পর ৬৫ বছয় বয়সী বশির আহমেদ খানকে হত্যা করা হয়। খানের পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা ঠাণ্ডা মাথায় খানকে হত্যা করেছে। তার নাতি - যে শিশুটি এখন মালাউন বাহিনীর প্রচারণার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, সেও একই কথা বলেছে – পুলিশ তার ‘পাপাকে’ গুলি করেছে। পুলিশ বলার চেষ্টা করছে যে, ক্রসফায়ারে খান মারা গেছে।

কাশ্মীর নিয়ে ভারত রাষ্ট্র এবং তার মিডিয়াগুলো যে বিবরণের খেলা শুরু করেছে – সম্ভবত ‘বর্বরতা’', ‘বিকৃতি’, ‘অমানবিকতা’ – কোন শব্দ দিয়েই সেটাকে বর্ণনা দেয়া যাবে না।

আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে যে, ’জঙ্গিরা’ নাতিকে নিয়ে ড্রাইভিংরত এক বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। এরপর সজ্জন কোন ব্যক্তি প্রথমে হতভম্ব শিশুটির ছবি তুলেছে এবং এরপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

কিন্তু ভাইরালের যুগে একটা স্থির ছবিতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কেউ একজন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ক্রন্দনরত বাচ্চাটির একটি ভিডিও করেছে, যেটা করা হয়েছে পুলিশের গাড়ির মধ্যে। সেখানে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, “আমরা তোমাকে বিস্কুট দেবো”। ভিডিও সেখানেই থেমে থাকেনি।

এর সবটাই একটা মহান উদ্ধারের কাজ। কৌতুহলের ব্যাপারে হলো বাচ্চাটার জন্য এই করুণার সামান্যও তার দাদার জন্য দেখা গেলো না, যার লাশ একই ছবির মধ্যে ছিলো। সেখানে স্বাভাবিকভাবে একজন পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো মাত্র।

সশস্ত্র বাহিনী, সাংবাদিক, টিভি অ্যাঙ্কার, এবং একটি বার্তা সংস্থা সবাইকেই দেখা গেলো গাড়ির ভেতরে হতবিহ্বল হৃদয় ভেঙে যাওয়া একটা শিশুর ভিডিও দেখাতেই সবাই ব্যস্ত। এই পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এই দৃশ্য দেখানোটা একটা অপরাধ। কিন্তু কাশ্মীরিদের জীবন, বালক হোক বা বৃদ্ধ, সেটা একেবারে মূল্যহীন।

এটা তাই কোন বিস্ময় সৃষ্টি করেনি, যখন দেখা গেলো যে, ভারতীয় মিডিয়া, অপরিপক্ক সাংবাদিক আর রাজনৈতিক গণ্ডমুর্খরা ঠিক একই লাভ লোকসানের ভাষায় কথা বলছে: দাদার লাশের উপর কিভাবে তিন বছর বয়সী একটা শিশুকে বসাতে হয়, সেটা তাদের বক্তব্যের বিষয়।

মাটিতে আর আকাশে, সামরিকায়িত কাশ্মীর আর দিল্লীর ভাষ্যকারদের হলগুলো – সবখানেই কাশ্মীরিদের প্রতি অসম্মান আর অপমান করার মাত্রাটা এবার সম্পূর্ণ হলো।

ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়া ছবিটির যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সেখানে ভারতীয় সমাজ আর মিডিয়ার একটা বড় অংশের মধ্যে মৌলিক সভ্যতার মাপকাঠি, সাধারণ সভ্যতা, মানবিকতার সবশেষ অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রমাণ দিয়েছে।

সোপোরের বিপর্যয়কর ঘটনার পরপরি বেশ কিছু মিডিয়া এবং টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ভারতীয় পুলিশের বক্তব্য দাঁড়ি-কমাসহ প্রচার করা শুরু হয়। 'বাচ্চাকে উদ্ধার করলো পুলিশ!' নিহতের পরিবারের বক্তব্য, যে একজন বৃদ্ধকে তার গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে গুলি করে হত্যা করে, তার নাতিকে তার বুকের উপর বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, সেগুলোর কোনটাই মিডিয়ায় গুরুত্ব পায়নি।

এটা উল্লেখ করাটা জরুরি যে, কোন সাংবাদিক ফোরাম, সম্পাদক গিল্ড, বা মিডিয়া স্টাডিজের প্রতিষ্ঠান নয় বরং কাশ্মীরের ভারতীয় প্রশাসনিক বডি ঠিক করে দিয়েছে সংবাদ আর সাংবাদিকতার নীতিমালা কি হবে। এই আমলারা তাদের কাজের জন্য একমাত্র নিজের কাছেই দায়বদ্ধ। তাদেরকে অরওয়েলিয় বলা হলে সেটা এই আইনগুলোর প্রতি অন্যায় করা হবে।

গত বছরের আগস্টে ভারত অবৈধভাবে কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নেয়ার আগেও একই পরিস্থিতি ছিলো। কিন্তু গত বছর থেকে কাশ্মীরে আইনের দস্যুতা চলছে। হ্যাঁ, আইনের দস্যুতা চলছে। অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে আদালতে যত আবেদন করা হয়েছে, এর ৯৯ শতাংশই প্রায় এক বছর ধরে স্থগিত রাখা হয়েছে।

ভারতীয় টিভি স্টুডিওগুলো ভিডিও ফুটেজ আর বাচ্চাকে দেখানোর পর পুলিশের সাক্ষাতকারও দেখিয়েছে, যে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেছিলো বলে বলা হচ্ছে। বশির খানের পরিবারের বা সোপোরে প্রত্যক্ষদর্শী কারও কোন সাক্ষাতকার কোথাও নেই।

কাশ্মীরে একটি প্রবাদ রয়েছে, 'খুন দি বারাভ', যেটার অর্থ দাঁড়াবে 'রক্ত কথা বলবে'। এই শেষ 'বারাভ' শব্দটাই কাশ্মীরিদেরকে প্রতিটি জুলুম আর নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের বর্তমান বাস্তবতায়, এই অনুবাদকে নতুন করে সাজাতে হবে: রক্ত হাউমাউ করে কাঁদবে।

সূত্র: আল জাজিরা

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মালাউনদের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে আলজাজিরার প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী চলতি বছরটা শুরুই করেছিলো ভয়ঙ্কর রকমের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। তখন একমাসেই সীমান্তে ১৫ জনের বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে খুন করা হয়েছিলো। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয় থেকে সীমান্ত হত্যা বিষয়ে কথা বলা হয়েছিলো। এত বন্ধুত্বের পরেও সীমান্তের সীমাহীন হত্যাকাণ্ডে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে মাঠেও আন্দোলন। তবে থামেনি বিএসএফের আগ্রাসন।

‘দুই দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান এমন সীমান্ত থেকেও বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিবছর বিএসএফের হাতে বেশি মানুষ খুন হয়’। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এ বছর সংগঠিত হওয়া হত্যাকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সংবাদমাধ্যমটি জানাচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্তে এমন কোনো মাস অতিক্রান্ত হয় না যে মাসে অন্তত কয়েকজন বাংলাদেশি বিএসএফের হাতে প্রাণ হারান না।

“হত্যার ঘটনাগুলিও বড়ই পৈশাচিক। কাউকে পিটিয়ে, কাউকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে, কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কাঁটাতারে ঝুলিয়ে হত্যার নজির রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে”।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বরাতে আল জাজিরা আরও জানিয়েছে, চলতি বছরের সবে ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়েছে। এ ছয় মাসেই অন্তত ২৫ বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন সীমান্তে। মারাত্মক আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন।

প্রতিবেদনে বিএসএফের তথ্যে হত্যার শিকার বাংলাদেশিদের সীমান্ত অতিক্রমকারী হিসেবে দেখানোর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আল জাজিরা।

নিছক সীমান্ত অতিক্রম করার দায়ে মৈত্রী দেশের নাগরিকদের খুন করে ফেলার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে প্রতিবেদনে।

পাকিস্তান, চীন, এমনকি ক্ষুদ্র দেশ নেপালের সীমান্তে নমনীয় ভারতের অন্যরূপ দেখে বাংলাদেশিরা। সম্প্রতি উল্লেখিত তিনটি রাষ্ট্রের সীমান্ত বিরোধের মধ্যেও বাংলাদেশ সীমান্তে তারা চালিয়ে যাচ্ছে বর্বরতা। গত জুন মাসে অন্তত ১০ জন বাংলাদেশি হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

বিপরীতে বাংলাদেশের পদক্ষেপ পতাকা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেক সময় পতাকা বৈঠকের পরও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবি কাছে নিহতের লাশ হস্তান্তর করা হয় না।

সীমান্ত হত্যাকে পাশের রাষ্ট্রের প্রতি শান্তি বিঘ্নিত করার উস্কানি হিসেবেই দেখেন বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এবং বিশিষ্ট জনেরা।

পাকিস্তান | হিজবুল আহরার এর হামলায় ৬ নাপাক সেনা হতাহত।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম হিজবুল আহরান এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় নাপাক বাহিনীর কমপক্ষে ৬ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তানের খাইবার এজেন্সির বারাহ এলাকায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এর প্রাদেশিক সংসদ সদস্য মুরতাদ জুবায়ের আফ্রিদির বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে যখন উক্ত সংসদ সদস্য সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করছিলো।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় কমপক্ষে ৪ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

একই এলাকায় হিজবুল আহরার এর মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে আরো ২ সেনা সদস্য, হামলাটি সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, যখন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক সদস্য চেকপোস্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো, তখনই চেকপোস্টের সামনে আগে থেকে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা মাইন বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এতে নাপাক বাহিনীর ২ সেনা সদস্য আহত হয়।

হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র মুহতারাম আব্দুল আজিজ ইউসুফ যাই হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের গেরিলা হামলায় ৫ মুরতাদ সেনা নিহত।

তেহরিকে-ই-তালেবান এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদদের এক হামলায় ৫ পাকিস্তানি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র মুহতারাম আব্দুল আজিজ ইউসুফ যাই হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, গত ৯ জুলাই পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এর সীমান্ত এলাকায় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি গেরিলা অভিযান চালিয়েছেন হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদিন।

এই শক্তিশালী হামলায় পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা নিহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্, অভিযান শেষে মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরেছেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য নিহত হওয়ার সংবাদ নিশ্চিত করেছেন দলটির মুখপাত্র।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, ৯ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সেনা সদস্যদের টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদগণ। সেদিন সকাল ৬ টায় শরিয়াতের দুশমন মুরতাদ পাকিস্তানী সৈন্যদের টার্গেট করে মুজাহিদদের পরিচালিত সফল স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে ২ সেনা সদস্য।

০৯ই জুলাই, ২০২০

ফিলিস্তিনে অভিযান চালিয়ে নারীসহ ১৮ মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরস্থ রামাল্লাহ শহরে অনুপ্রবেশ করে শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) ভোরে ফিলিস্তিনের রামাল্লায় এই ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটির (পিপিএস)এর বরাতে সংবাদমাধ্যম ডাব্লিউএএফএ-র খবরে বলা হয়, আজ ভোরে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সেনাদের বিশাল একটি দল রামাল্লা নগরীতে অনুপ্রবেশ করে মূল শহরের আশপাশের এলাকাগুলোতে ধরপাকড় শুরু করে দেয়। এসময় তারা রুবা আ'সী নামী একজন মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের তথ্যমতে, রুবা আ'সী হচ্ছেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে দখল করতে প্রতিনিয়তই এমন জঘন্য অপরাধ করে যাচ্ছে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক, মানবতার শত্রু ইসরায়েল।

ধরা পড়লো সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগকারী সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলা খাদ্যগুদামের সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা আরিফুর রহমান মজুমদার দিলীপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা এবং তা ভিন্নখাতে প্রভাবিত করা হচ্ছে। কৌশল হিসেবে ওই নেতা অনলাইন নিউজ পোর্টালের কতিপয় নামধারী সাংবাদিককে দিয়ে উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাধরণ সম্পাদকসহ তাঁর (দিলীপ) বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশকারী সাংবাদিকদের চাঁদাবাজ আখ্যায়িত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করেছেন। এমনকি একটি স্থানীয় দৈনিকের উপজেলা প্রতিনিধি খাদ্যগুদামে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদসংলগ্ন সড়কে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। মানববন্ধন শেষে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুনতাসির হাসান বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানান।

গত রবিবার সুনামগঞ্জের শাল্লা থেকে কিনে আনা নিম্নমানের মোটা ধান অবৈধভাবে ধর্মপাশা খাদ্যগুদামে ঢোকানোর চেষ্টা চালান দিলীপ মজুমদারের ছোট ভাই সম্রাট মজুমদার। এ সময় কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিষয়টি ধর্মপাশা উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইসহাক মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক এম এম এ রেজা পহেলসহ স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিককে জানানো হলে তাঁরা বিষয়টি দেখতে সেখানে যান। এ সময় দেখা যায়, সম্রাট মজুমদার একটি বাল্কহেড নৌকা বোঝাই করে ৫৬ জন কৃষকের ধান নিয়ে এসেছেন। ৫৬ জন কৃষকের

ধান দেওয়ার জন্য ৫৬ জন কৃষক কার্ড নিয়ে আসবে কি না সাংবাদিকরা জানতে চাইলে খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) সুজন চন্দ্র রায় বলেন, কার্ডগুলো তিনি (সম্রাট) কৃষকদের ম্যানেজ করে এনেছেন। এতে আর অসুবিধা নাই।'

এ ছাড়া তিনি জানান, ৫৬টি কার্ডের মধ্যে ২০টি কার্ড পেয়েছেন এবং বাকি কার্ডগুলো সম্রাট পরে দেবেন। সাংবাদিকরা কৃষকদের উপস্থিতিতে ধান নেওয়ার জন্য ওসিএলএসডিকে বললে সম্রাট মজুমদার এসে বলেন, 'তোমরারে কি কৃষক আইন্যা দেহানি লাগব? আমার পয়সা দিয়ে আমি ব্যবসা করতে আইছি।'

পরে সম্রাট তাঁর ভাই দিলীপ মজুমদারকে খবর দিয়ে খাদ্যগুদামে আনেন। এ সময় সেখানে কোনো কৃষক উপস্থিত ছিলেন না। দিলীপ মজুমদার খাদ্যগুদামে পৌঁছেই উপস্থিত সাংবাদিকদের গালমন্দ, হুংকার ও চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। এ সময় দিলীপ মজুমদার বলেন, 'মাইর করলে লাঠি লইয়া আয়, ধান দিলে দেখি কে ফিরায়? আমরা কি বানের জলে ভাইস্যা আইছি। যদি কই খাইয়ালবাম খাইয়াই হালবাম।'

দিলীপ মজুমদারের উপস্থিতিতে সম্রাট প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এম এ রেজা পহেলের গায়ে একাধিকবার ধাক্কা দেন। এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ভাই অশোভন আচরণ করায় ওসিএলএসডি সুজন চন্দ্র রায় তাৎক্ষণিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। বিষয়টি নিয়ে পরদিন সমকাল, কালের কণ্ঠ, যায়যায়দিনসহ বিভিন্ন জাতীয় ও কয়েকটি স্থানীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। মঙ্গলবার তিনি কিছু স্থানীয় নামসর্বস্ব অনলাইন নিউজ পোর্টাল সাংবাদকর্মীদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশকারী সাংবাদিকদের চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

স্থানীয় সাংবাদিক চয়ন কান্তি দাস বলেন, আমি সেই দিন খাদ্যগুদামে উপস্থিত ছিলাম না। তবু আমাকে চাঁদাবাজ আখ্যায়িত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যা সত্যিই দুঃখজনক।

উপজেলা হাওর বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মজুমদার মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে বলেন, জানতে পেরেছি উপজেলা খাদ্যগুদাম কর্মকর্তা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দুর্নীতিমূলক কাজ করে আসছে। কৃষকের কাছ থেকে ধান নেওয়ার কথা থাকলেও নিম্নমানের ধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গুদামে ধান দিচ্ছে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা। কালের কন্ঠ

উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এম এ রেজা পহেল বলেন, 'দিলীপ মজুমদার তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সাংবাদিকদের পুলিশে দেওয়ার কথা বলেছেন। আর সাংবাদিক নামধারীরা তা বসে শুনেছেন। যা সত্যিই দুঃখজনক।

উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইসহাক মিয়া বলেন, দিলীপ মজুমদার সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন, তিনি খাদ্যগুদামে পৌঁছার আগেই সাংবাদিকরা সেখানে থেকে সটকে পড়েন। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দিলীপ মজুমদার নিজের অপকর্ম ঢাকতে সংবাদ সম্মেলন করে আমার ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মতো একটি ঘৃণ্য অভিযোগ তুলেছেন। যা অত্যন্ত হাস্যকর ও বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।'

অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম জলাবদ্ধতায় পানিবন্দি লক্ষাধিক মানুষ

মহামারী করোনার দুঃসময়েও দুর্ভোগে আছে ফতুল্লা ইউনিয়নের ৬টি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ। প্রায় একমাস ধরে কৃত্রিম জলাবদ্ধতায় কষ্টভোগ করতে হচ্ছে তাদের। এই ইউনিয়নের লালপুর, পৌষারপুকুপাড়, আলমবাগ, পাকিস্তানখাদ টাগারপাড়, গাবতলী গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ একমাস ধরে পানিতে তলিয়ে আছে। অথচ ডিএনডি বাঁধের ভেতরে হলেও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি এলাকাটি। টানা বৃষ্টি আর ডাইংসহ শিল্প কারখানার বর্জ্য এই জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জলাবদ্ধতার ফলে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। পয়ঃনিস্কাশনের পানি, ক্যামিকেলের পানি মিলে মিশে একাকার হয়ে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। জলাবদ্ধতার কারণে ঘরে ঘরে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধরা এই কষ্টের শিকার হচ্ছে বেশী। নোংরা, পচা, ময়লা, ক্যামিকেল ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি মাড়ানোর কারণে অনেকেরই দেখা দিয়েছে চর্মরোগ ও চুলকানি।

পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় ফতুল্লা-লালপুর-পৌষারপুকুরপাড়-পাকিস্তানখাদ ৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটি তলিয়ে গিয়ে সেখানে এখন হরহামেশাই ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। রাস্তার জায়গায় জায়গায় পানির নীচে লুকানো খানাখন্দ তৈরি হওয়ায় দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে পথচারী, রিকশাযাত্রী ও চালকরা। কোনো কোনো এলাকায় পানি উপচে রাস্তা ও বাসা বাড়িতে ঢুকে গেছে। ড্রেনের নোংরা পানি ও মলমূত্রের সাথে যোগ হয়েছে শিল্প-কারখানার কেমিক্যালযুক্ত বিষাক্ত পানি। অধিকাংশ এলাকার রাস্তাঘাট ডুবে গেছে নোংরা ও ডাইং কলখারখানার গরম পানিতে। রাতে রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছে অফিসগামী, মুসল্লি, দোকানিসহ পানিবন্দি প্রায় লক্ষাধিক মানুষ।

পৌষারপুকুরপাড় এলাকার গৃহিনী রেহেনা আক্তার (৩২) বলেন, পানির সাথে মলমূত্র ও শিল্প-কারখানার কেমিক্যালযুক্ত বিষাক্ত পানি মিশে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে শত শত মানুষ। ময়লা পানি বিশেষ করে যাদের একতলা ও নিচতলায় বাড়ি সেখানে ঢুকে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। রান্নাসহ নানা কাজ কর্মে সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে কথা বললে ফতুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খন্দকার লুৎফর রহমান স্বপন জানান, জলাবদ্ধতা নিরসনে পানির পাম্প ছাড়া উপায় নেই, কারণ এলাকা নিচু হওয়ায় ড্রেনগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে।

তিনি আরো জানান, এলাকাটি ডিএনডির ভিতরে হওয়ায় বিষয়টি আমরা স্থানীয় এমপি ও ডিএনডি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি। এলাকাটি ডিএনডি প্রকল্পের আওতায় নিলে এটার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। কালের কণ্ঠ

সড়ক নির্মাণ করতে ফিলিস্তিনিদের কৃষি জমি ধ্বংস করে দিচ্ছে ইসরায়েল

নিজেদের চলাচলের জন্য সড়ক নির্মাণ করতে বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তিনিদের কৃষি জমি ধ্বংস করে দিচ্ছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

সোমবার (৬জুলাই) ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের নাবলাস অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত হুওয়ারা শহরে এই ঘটনা ঘটে।

উত্তর পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনা পর্যবেক্ষণকারী ঘাসসান দাঘলাস সংবাদ সংস্থা ডাব্লিউএএফএ-কে বলেছেন, নিজেদের নাগরিকদের চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইসরাইলের কয়েকটি বুলডোজার ফিলিস্তিনের কৃষি জমির উপর দিয়ে চলে যায়। তারা ফসলি জমি ধ্বংস করার পাশাপাশি ফিলিস্তিনি কৃষকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে।

তিনি আরো বলেন, এসময় নিজেদের ভূমি ধ্বংসের প্রতিবাদ করায় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলি সেনারা টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে কয়েকজন হতাহতের ঘটনা ঘটে।

ইহুদীবাদী ইসরায়েলীদের একক চলাচলের জন্য নির্মাণাধীন রাস্তাটি ঝা’তারা গ্রাম থেকে শুরু হয়ে হুওয়ারা,বাইতা ও আওদালা গ্রামের ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ভূমি দিয়ে অতিক্রম করেছে।

উল্লেখ্য, ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে ফিলিস্তিনের সীমান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মূলক স্থাপনা তৈরি করেছে, যার সংখ্যা ১০০টিরও বেশি। শুধু তাই নয়, ওইসব এলাকা দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে নানাধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করে তারা ফিলিস্তিনিদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

ইহুদিবাদী ইসরায়েলের কারাগারে বিনা চিকিৎসায় ফিলিস্তিনি বৃদ্ধের মৃত্যু

ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের কারাগারে মূত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত সাদী গারবাল (৭৫) নামের এক প্রবীণ ফিলিস্তিনি বিনা চিকিৎসায় ইন্তেকাল করেছে। ইসরায়েলি কারাগারে তার যথাযথ চিকিৎসা মেলেনি বলে জানা যায়।

সোমবার (৬ জুলাই) ওই ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে বলে ডাব্লিউএএফএ-র খবরে বলা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি বন্দী কমিশন সূত্রে জানা যায়, সাদী গারবাল(৭৫) ফিলিস্তিনের উত্তর গাজা উপত্যকার শুজাইয়্যাহ গ্রামের বাসিন্দা। আমৃত্যু ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী এই প্রবীণ ফিলিস্তিনি মৃত্যুর আগে ২৬ বছর কারাভোগ করেছেন। ইসরাইলের অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও জড়িত থাকার কারণে ১৯৯৪ সালে তাকে বন্দী করা হয় এবং বন্দী করার পর তাকে পাঠানো হয় নির্জন কারাবাসে।

বন্দী কমিশন সূত্রে আরো জানা যায়, ২০০৬ সাল থেকে এই ফিলিস্তিনি ডায়াবেটিস, দৃষ্টি ও শ্রবণ জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রামাল্লার কারা ক্লিনিকে নেয়ার জন্য অবৈধ রাষ্ট্রের ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আপিল করা হলেও তারা তা নাকচ করে দেয়।

সর্বশেষ মূত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পরেও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্রের ইসরাইলী কারা কর্তৃপক্ষ। ফলে কারাগারেই নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন এই স্বাধীনতাকামী প্রবীণ ফিলিস্তিনি।

উল্লেখ্য, গারবালের ১০টি সন্তান রয়েছে। তার এক সন্তান আহমাদ(২০) ইসরায়েলী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ২০০২ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

মসজিদুল আকসার পুনর্গঠন কমিটির পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইসরাইল

মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পুনর্গঠন কমিটির পরিচালক বাসাম আল হাল্লাককে গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

বুধবার (৮ জুলাই) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভেতর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ইসরাইলী সেনাবাহিনী। ওয়াফা নিউজ ও আকসা মসজিদের ফেসবুক পেজে এ খবর দেওয়া হয়েছে।

খবরে বলা হয়, পশ্চিমতীরে বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ এনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আল-আকসা মসজিদ, মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস নামেও পরিচিত। এটি জেরুজালেমের পুরনো শহরে অবস্থিত ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। এটির সাথে একই প্রাঙ্গণে কুব্বাত আস সাখরা, কুব্বাত আস সিলসিলা ও কুব্বাত আন নবী নামক স্থাপনাগুলো অবস্থিত। স্থাপনাগুলোসহ পুরো স্থানটিকে হারাম আল শরিফ বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যাত্রা করেন।

সোমালিয়া |সোমালিয়াস্থ কাতার দূতাবাসের নিকট শক্তিশালী বোমা হামলা, নিহত-আহত ১২ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

কাতার সরকারের দূতাবাসের নিকট মুজাহিদদের পরিচালিত শক্তিশালী বোমা হামলায় ৩ সেনা নিহত এবং আরো ২ সেনা আহত হয়েছে। অন্য একটি হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে আরো ৭ সেনা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে "ওয়াইদু" এলাকায় গত ৮ জুলাই দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কারকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুরতাদ সৈন্যদের উক্ত ট্যাঙ্কারকে লক্ষ্য

করে মুজাহিদদের পরিচালিত সফল বোমা হামলায় ট্যাঙ্কারটি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত ও ৪ সদস্য আহত হয়েছে।

একই দিনে অর্থাৎ গত বুধবার, কাতার সরকারের দূতাবাসের পিছনে অন্য একটি শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর সেক্রেটারি-জেনারেলের গাড়ি লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল বোমা হামলায় নিহত হয়েছে সেক্রেটারি-জেনারেল সহ ২ পুলিশ সদস্য এবং আহত হয়েছিলো আরো ২ পুলিশ সদস্য।

সোমালিয়া | পোর্টল্যান্ড ও কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, হতাহত অনেক।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ পোর্টল্যান্ড ও কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন, এতে হতাহত হয়েছে অনেক ক্রুসেডার।

এর মধ্যে ৯ জুলাই সোমালিয়ার বারী রাজ্যের "বোসাসো" শহরে পোর্টল্যান্ড সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শক্তিশালি বোমা ও মিসাইল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে পোর্টল্যান্ড প্রশাসনের সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়াও কতক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অপরদিকে যুবা প্রদেশের "কালবায়ু" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এখানেও মুজাহিদদের সফল হামলায় ক্রুসেডার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকা | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, একটি সামরিক চৌকি বিজয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও কিনিয়াতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন একটি সামরিক চৌকি।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্য মতে, গত ৮ জুলাই কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিয়া ও কেনিয়ার সীমান্ত শহরে "হাউযানকো" তে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় দেশটির বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হওয়ার ছাড়াও সামরিক ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

একইদিনে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের "কাসমায়ো" শহরেও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলো সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চৌকি। মুজাহিদদের তীব্র লড়াইয়ের মোকাবেলা করতে নাপেরে মুরতাদ সৈন্যরা সামরিক চৌকিটি ছেড়ে পলায়ন করে। মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ সামরিক চৌকিটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেন।

মায়ানমার সামরিক বাহিনীর নির্যাতন বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন প্রকাশ

মিয়ানমারের সংঘাত বিক্ষুদ্ধ রাখাইন এবং চিন রাজ্যের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাত চলাকালে যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে নির্বিচার হামলা চালিয়েছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী। এ ধরনের হামলায় মারা গেছেন অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক; যাদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। এ অভিযোগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে শীর্ষস্থানীয় একটি বৈশ্বিক মানবাধিকার গোষ্ঠী।

গত বুধবার (৮ জুলাই) অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বা তাতমাদাও চিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি গ্রামে গত এপ্রিল এবং মার্চে ভয়াবহ বোমা বর্ষণ করে, এ সংক্রান্ত প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে। এসব হামলায় কয়েক ডজন মানুষ হতাহত হয়।

মানবাধিকার গোষ্ঠীটি প্রমাণ সংগ্রহে স্থানীয় বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নেয় ভার্চুয়াল মাধ্যম এবং মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গত ১৪ এবং ১৫ মার্চ পালেতাওয়া এলাকায় চালানো বিমান হামলায় তার ভাই এবং তার ১৬ বছরের এক বন্ধু মারা যায়।

একই গ্রামের অপর এক পরিবারের দুই প্রত্যক্ষদর্শী- তাদের পরিবারের অন্য নয় সদস্যের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। নিহতদের মধ্যে সাত বছরের এক বালক শিশুও ছিল।

শিশুটির বাবা অ্যামনেস্টিকে জানান, "বোমার আঘাতে আমার পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"

পালেতাওয়া গ্রামেই গত ৭ এপ্রিলের এক বিমান হামলায় আরও ৭ জন মারা যান, আহত হন কমপক্ষে আটজন। স্থানীয় এক কৃষকের বরাত দিয়ে যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করে অ্যামনেস্টি।

নির্বিচারে চালানো এসব বিমান হামলায় বেসামরিক প্রাণহানি ঘটায়, তা যুদ্ধাপরাধের সমান বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা এমন সময় বিমান হামলার পরিমাণ বাড়িয়েছে, যখন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং রাখাইনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে।

রাখাইন রাজ্যের সিংহভাগ অধিবাসী বৌদ্ধ হলেও, এই অঞ্চলই রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্মভূমি। এরসঙ্গে সীমান্ত রয়েছে চিন রাজ্যের। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই খ্রিষ্ট ধর্মালম্বী।

গত বছরের জানুয়ারি থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে চরম মাত্রায় সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ওই সময় আরাকান আর্মি স্থানীয় পুলিশের তল্লাশি চৌকিগুলোকে লক্ষ্য করে তীব্র আক্রমণ চালায়। এরপর গত মার্চে দেওয়া এক বিবৃতিতে,

আরাকান আর্মিকে দেশের শান্তি শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি বলে উল্লেখ করে, তাদের 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করে মিয়ানমার সরকার।

এ অবস্থায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নতুন ধরনের বর্বরতার বিষয়টি তুলে ধরেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক নিকোলাস বেকেলিন। তিনি বলেন, একদিকে যখন চলমান কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে মিয়ানমারের সরকার জনগণকে ঘরে অবস্থান করার আহ্বান জানাচ্ছে, ঠিক তখনই রাখাইন এবং চিন রাজ্যে তাদের সামরিক বাহিনী মানুষের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। নিরস্ত্র মানুষের রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে তারা। এ ধরনের আচরণ যুদ্ধাপরাধ ব্যতীত অন্যকিছু নয়।

এই অবস্থায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি মিয়ানমারের চলমান ঘটনা যুদ্ধাপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার করার আহ্বান জানান তিনি।

অ্যামনেস্টির এ আহ্বানের প্রেক্ষিতে দেশটির দেশটির অং সান সুচি সরকারের মুখপাত্র জো হাতেয়- এর সঙ্গে যোগাযোগ করে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা। তবে তিনি এই বিষয়ে তাৎক্ষনিক কোনো মন্তব্য জানাতে অস্বীকার করেন।

সূত্র: টিবিএস

কাশ্মিরে মালাউন বিজেপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

কাশ্মিরের বান্দিপুর জেলায় ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসীদল বিজেপি'র স্থানীয় এক নেতাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শেখ ওয়াসিম নামে ওই নেতার সঙ্গে খুন হয়েছেন তার বাবা ও ভাই। ওয়াসিম বিজেপি'র জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। বুধবার রাতে বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে এক দোকানে বসে থাকার সময়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি'র প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

মার্চের শেষদিকে ভারতজুড়ে কঠোর লকডাউন শুরু হলে কাশ্মিরে নিরাপত্তা অভিযান জোরালো করে দিল্লি। পুলিশের হিসাবে এ বছর কাশ্মিরে মালাউনদের অভিযানে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। গত মাসে বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছে অন্তত ৩৩ জন। তবে বেশ কয়েক দিন থেকেই কমে যায় সরকারী বাহিনী ও ভারত সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা।

স্থানীয় সময় বুধবার রাত নয়টার দিকে বান্দিপুর জেলা বিজেপি সভাপতি শেখ ওয়াসিম বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির বাইরে দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ওই সময় তাদের ওপর হামলা হয়। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়।

কাশ্মির পুলিশের প্রধান দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, ওই পরিবারের নিরাপত্তায় আট পুলিশ সদস্য নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ঘটনার সময়ে সেখানে কেউই উপস্থিত ছিল না।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

মালাউনদের গুলিতে নিরপরাধ মুসলিমের মৃত্যুকে ঘিরে নানা জল্পনা,কাশ্মিরি পরিবারে শোকের মাতম

রাস্তায় পড়ে থাকা বশির আহমেদের নিথর দেশ সামাজিক গণমাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুতভাবে এক শিশু বসে আছে তার বুকের উপর, অভাগা এক শিশু। যেকোন দিক থেকেই দেখা হোক না কেন ছবিটি উদ্বেগ সৃষ্টিকারী।
কাশ্মিরে মৃত্যু সর্বব্যাপী। এরপরও বুধবারের সকালটি ছিলো ব্যতিক্রম। রাস্তায় লাশের উপর বসে থাকা তিন বছর বয়সী শিশু, তারপর পুলিশের কোলে কাঁদতে থাকা, তারপর নতুন কাপড় পরিয়ে পুলিশের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়া। সামাজিক গণমাধ্যমে এই কাহিনীর অনেক সংস্করণ ছড়িয়ে পড়ে। আমি যখন ভাবছিলাম আসলে কি ঘটেছে তখনই হুট করে ঘরে প্রবেশ করেন আমার মা। তিনি বলেন, এইচটিএমের বশির সাহেবকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সে আমার চাচা।

তার বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় আমি সামজিক গণমাধ্যমে দেখা বশির সাহেব ও আমার ভাগিনা এবি (নাম প্রকাশ করা হলো না)'র ছবিটি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। প্রথমে আমি তাকে চিনতে পারিনি!

সকাল ছয়টার দিকে নাতিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন বশির আহমেদ খান (৬৫)। তিনি হান্দওয়ারা যাচ্ছিলেন একজন গৃহকর্মীকে নিয়ে আসার জন্য। সোপরি মডেল টাউন এলাকায় মালাউন পুলিশের ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়েন তিনি। সকাল সাড়ে আটটার দিকে এটি এ্যাম্বুলেন্স তার লাশ বাড়িতে দিয়ে যায়।

শিশুটির চাচি বলেন, তিনি বশির এবির নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলেন; তার নাতিকে নিয়ে এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ার চেয়ে বুলেটের আঘাত তার কাছে কম কষ্টের হতো। নাতি বেঁচে আছে এ কথা জানার আগেই সে মারা গেছে। জীবন দিয়ে নাতিকে বাঁচিয়ে গেছে সে।

পুলিশ অস্বীকার করলেও বশিরের মৃত্যুর জন্য সরকারি বাহিনীকেই দায়ি করছে তার পরিবার। যারা বশিরের বাড়িতে গেছে তাদের সবাই এ ব্যাপারে একমত। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) তাকে গুলি করেছে। সেখানে শোক প্রকাশের জন্য জড় হওয়া লোকজনের মধ্যে শরবত বিতরণকারী এক লোক বলে, যখনই মালাউন বাহিনীর কেউ নিহত হয় তখনই তারা কোন নিরপরাধ বেসামরিক লোককে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়।

পুলিশ বলছে, 'জঙ্গিদের' কাছ থেকে হুমকির কারণে পরিবারটি হত্যার দায় পুলিশকে দিচ্ছে। কিন্তু পরিবারটি এক কথা অস্বীকার করে। বশিরের ছেলে ফারুক আহমেদ বলেন, আমরা আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছি। আমরা প্রিয়জনকে হারিয়েছি। সত্য কথা বলতে কে আমাদেরকে বাধা দেবে? আমাদের আতঙ্ক কাশ্মির জুড়ে অগনিত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে।

পুরনো নগরীর কাফালি মহল্লায় খানের পূর্বপুরুষদের গোরস্তান। কিন্তু তার পরিবার তাকে ঈদগাহের কাছে শহিদি গোরস্তানে দাফন করেছে। সেখানে তিনটি নতুন কবর খোঁড়া হয়েছিলো। একটিতে পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত জুনিমারকে কবর দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু পুলিশ তাকে সেখানে কবর দিতে দেয়নি। পুলিশি হত্যাকাণ্ডের শিকার

হওয়ার কারণেই বশিরকে সেখানে কবর দেয়া হয়। কিন্তু পুলিশ যদি এই পরিকল্পনা টের পেতো তাহলে তাকেও সেখানে দাফন করতে দিতে না বলে খানের ছোট ভাই সাজাদ আহমেদ জানান।

সূত্র: দি ওয়্যার

দিল্লিতে স্বস্তি নেই নিপীড়িত মুসলিমদের, জুটছে দুর্ব্যবহার, অভিযোগ উঠেছে ভুরি ভুরি

উত্তর-পূর্ব দিল্লির পগরমে আক্রান্তরা ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন। তাদের সেই দাবিকে অশ্লীল ভাষায় সমালোচনা করেছেন কারওয়াল নগরের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট মালাউন পুনীত কুমার প্যাটেল। তাঁর বিরুদ্ধে আশু তদন্ত চেয়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শশী কৌসলকে চিঠি পাঠিয়েছেন দিল্লি সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান জাফারুল ইসলাম খান।

গত মঙ্গলবার ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো এই চিঠিতে জাফারুল বলেছেন, উত্তর-পূর্ব দিল্লির অনেক নিপীড়িত মুসলিম ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারেননি। এই প্রক্রিয়াকে পুনরায় শুরু করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়। তিনি আরও বলেছেন, অনেকে কারওয়াল নগরের এসডিএমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আবেদনপত্র জমা দিতে, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করেছেন। গেরুয়া সন্ত্রাসীদের নিপীড়িতরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেছেন। জাফারুল এই চিঠিতে আইনজীবী মিশিকা সিংহের একটি ট্যুইট জুড়ে দিয়ে দেখিয়েছেন যে কীভাবে এসডিএম প্যাটেল দুর্ব্যবহার করেছেন হিংসায় আক্রান্তদের সঙ্গে।

ওই ট্যুইটে মিশিকা লিখেছিলেন যে প্যাটেল পগরমে পীড়িতদের ৩-৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে 'নির্যাতন' করেছেন। মানসিকভাবে হেনস্থাও করেছেন। পগরমে আক্রান্তরা আইনজীবীকে ফোন করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। জাফারুল এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত চেয়েছেন এই চিঠিতে। দিল্লি সংখ্যালঘু কমিশনের প্রধান জানিয়েছেন, ইমেল, ফোন কল ও অন্যান্য সূত্র থেকে তিনি তথ্য জোগাড় করেছেন। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে। তাই তিনি বিষয়টি সকলের নজরে আনতে চেয়েছেন।

তিনি বলেছেন, চিন্তার বিষয় হল, এই এলাকার ১৮-৩০ বছরের ছেলেদের লকডাউনের সময়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ওই পগরমে জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগে। দিল্লি পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানায় যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকান্ডে যুক্ত থাকার প্রমাণ রয়েছে।

সূত্র: পুবের কলম

ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই মালভূমি অঞ্চলে অত্যাধুনিক অস্ত্র মোতায়েন করলো চীন

ভারতের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা চলার মধ্যে চীন তার পশ্চিমাঞ্চলীয় উচ্চভূমি এলাকায় যুদ্ধের উপযোগী বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র মোতায়েন ও মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। ওই এলাকায় প্রতিবেশী ভারতও অব্যাহতভাবে শক্তি বৃদ্ধি করছে।

সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস করার ব্যাপারে দুই দেশে সর্বশেষ একমত হওয়ার আগে থেকেই চীনের মোতায়েন শুরু হয়। দুই দেশ এখন ফ্রন্টলাইন সেনাদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

চীনের মোতায়েন করা অত্যাধুনিক অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে পিএইচএফ-০৩ ও পিএইচএল-১১ সেল্ফ-প্রপেলড মাল্টিপল রকেট ল্যান্সার সিস্টেম, পিসিএল-১৮১ ভেহিকেল মাউন্টেড হাউৎজার, এইচজে-১০ এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল, টোওড ৩৫এমএম এন্টি-এয়ারক্রাফট গান, টাইপ-১৫ লাইট ট্যাঙ্ক ও জেড-১০ অ্যাটাক হেলিকপ্টার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চ মরুভূমি এলাকা ও দক্ষিণ পশ্চিম চীনের কুইজ্ঘি-তিব্বত মালভূমিতে এগুলো মোতায়েন করা হয় বলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চীনের সেন্ট্রাল টেলিভিশনের বেশ কিছু রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্চপার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য এসব অস্ত্র খুবই কার্যকর এবং উপত্যকা অঞ্চলের জন্য এগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করার সময় সেখানকার স্বল্প অক্সিজেনের বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

মঙ্গলবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়, লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের কাছে ভারতীয় সেনারা মহড়া চালিয়েছে এবং তাতে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়। ভারত গালওয়ান উপত্যকায় টি-৯০ ট্যাংকও মোতায়েন করেছে বলে আলাদা আরেক রিপোর্টে বলা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চীনের এক সামরিক বিশেষজ্ঞ মঙ্গলবার গ্লোবাল টাইমসকে বলেন, উচ্চ-ভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য কার্যকর হবে এমন সতর্কতার সঙ্গে চীনা অস্ত্রগুলো বাছাই করা হয়েছে। শত্রুর যুদ্ধ ক্ষমতাও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়।

চীনের রকেট ও কামান দিয়ে স্থলভাগে শত্রুর দুর্গ ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুকে টার্গেট করা যায়, এন্টি-এয়ারক্রাফট গান আকাশকে মুক্ত রাখবে এবং অ্যাটাক হেলিকপ্টার শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করবে। এরপর নিজস্ব ট্যাঙ্কবাহিনী জায়গার দখল নেবে।

তবে দুই পক্ষের শক্তি বৃদ্ধির পরও চীনের বিশেষ প্রতিনিধি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ি এবং ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল গত রোববার বৈঠকে বসার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে।

সাম্প্রতিক সামরিক ও কূটনৈতিক আলোচনার ফলাফলকে উভয় পক্ষ স্বাগত জানিয়েছে।

গত জুন থেকে চীন ও ভারত কমান্ডার পর্যায়ে তিন দফা আলোচনা করে। সর্বশেষ আলোচনা হয় ৩০ জুন।

চীনা বিশ্লেষকরা বলছেন যে বেইজিং আলোচনা ও উত্তেজনা হ্রাসকে স্বাগত জানায়। তবে ভারতীয়রা যদি আবারো উস্কানিমূলক কিছু করে তার জবাব দিতে চীনা সেনাবাহিনী সবসময় প্রস্তুত থাকবে।

সূত্র: গ্লোবাল টাইমস

ভারতের ১০০ পরিবার একসাথে কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের ১০০ দলিত পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। জমি দখল এবং ধর্ষণের ঘটনায় উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার প্রতিবাদে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দিল্লির যন্তর-মন্তরে ২০১৪ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে সুবিচার চেয়ে দিচ্ছিলো।

আন্দোলনরত পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবশেষে গত শনিবার তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। আন্দোলনরতদের দাবি ছিল, ভাগানা ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং শামলাত ভূমি থেকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে হবে।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে দেখা করে দাবিও জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস না পেয়ে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভাগানা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ, সুবিচার পাওয়ার আশায় তারা মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে চারবার দেখা করেছেন।

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছেও অনেকবার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হিসার (হরিয়ানা) প্রশাসন নীরব থেকেছে। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ২১ মে হরিয়ানার ভাগানা গ্রামে উচ্চবর্ণের লোকদের স"ঙ্গে দলিতদের বিবাদ শুরু হয়। এ সময় ৫২ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শামলাতে একটি জমি থেকে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করার দাবিকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। গ্রামবাসীরা দলিতদের একঘরে করে দিলে তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। পরে ভাগানা গ্রামের ৪ দলিত নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

ভাগানা কা সংঘর্ষ সমিতি বা বিকেএসএসর প্রেসিডেন্ট বীরেন্দর বাগোরিয়া বলেছেন, উচ্চবর্ণের লোকেরা আমাদের মানুষ বলেই মনে করতে চায় না, তাই ওই ধর্মে থাকার আর যৌক্তিকতা কোথায়? তিনি বলেছেন, মৌলবি আব্দুল হানিফের মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারা কলেমা পড়ে নামাজ পড়েছেন বলেও জানান বীরেন্দর বাগোরিয়া।

০৮ই জুলাই, ২০২০

ল্যাবের সংখ্যা বাড়লেও কমছে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা

করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে এসে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ক্লান্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা আবু সাঈদ রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালের বাইরে দুটি অ্যাম্বুলেন্সের মাঝখানে বসে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা

করাতে ব্যর্থ হয়ে দুপুরের দিকে তাকে ফিরে যেতে হয়। করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট না থাকায় বেশ কয়েকটি ক্লিনিক তার জ্বর, সর্দি এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করেনি।

জুলাইয়ের প্রথম সাত দিনে দেশে নতুন ছয়টি আরটি-পিসিআর ল্যাব যুক্ত হয়েছে। এতে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো জুনের শেষ সাত দিনের চেয়ে কমেছে ১৫ হাজার ৪২৯টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ১৭৩টি নমুনা পরীক্ষায় তিন হাজার ২৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। করোনা পরীক্ষায় যুক্ত হয়েছে নতুন একটি ল্যাব। এ নিয়ে মোট ল্যাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৪ ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

জুলাইয়ের প্রথম সাত দিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, এই সাত দিনে করোনা পরীক্ষায় সংযুক্ত হয়েছে নতুন ছয়টি ল্যাব। গত ৩০ জুন পর্যন্ত ৬৮টি ল্যাবের পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হলেও ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত একটি করে, ৫ জুলাই দুটি ও আজ একটি নতুন ল্যাব যুক্ত হয়েছে।

সে অনুযায়ী দেশে বর্তমানে করোনা পরীক্ষায় মোট আরটি-পিসিআর ল্যাবের সংখ্যা ৭৪টি।

ল্যাবের সংখ্যা বাড়লেও গত সাত দিনে কমেছে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সংখ্যা।

গত ১ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঘোষিত ফলাফলে ১৬ হাজার ৮৯৮টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বলে জানানো হয়। আজ জানানো হয়েছে, মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৪৯১টি।

১ জুলাই দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোট পরীক্ষা হয়েছে ১৭ হাজার ৮৭৫টি নমুনা। আজ জানানো হয়েছে ১৩ হাজার ১৭৩টি পরীক্ষার ফলাফল। অর্থাৎ, ১ জুলাইয়ের তুলনায় আজ পরীক্ষা কম হয়েছে চার হাজার ৭০২টি।

চলতি মাসে প্রথম সপ্তাহে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষা হয়েছে ২ জুলাই। সে দিন মোট ১৮ হাজার ৩৬২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও, ৩ জুলাই ১৪ হাজার ৬৫০টি, ৪ জুলাই ১৪ হাজার ৭২৭টি, ৫ জুলাই ১৩ হাজার ৯৮৮টি ও ৬ জুলাই ১৪ হাজার ২৪৫টি নমুনা পরীক্ষার তথ্য জানানো হয়।

সব মিলিয়ে জুলাইয়ের প্রথম সাত দিনে মোট পরীক্ষা হয়েছে এক লাখ সাত হাজার ২০টি। যা জুনের শেষ সাত দিনের চেয়ে ১৫ হাজার ৪২৯টি কম।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় বলে জানায় সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। এরপর থেকে ধীরে ধীরে দেশে বাড়তে থাকে করোনা পরীক্ষার পাশাপাশি আক্রান্তর সংখ্যাও।

২ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চে মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তিন হাজার ৬৫টি। এরপর থেকে ক্রমাগত পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে এপ্রিলে ৬২ হাজার ৮২৬টি, মে মাসে দুই লাখ ৪৩ হাজার ৩৯টি ও জুনে চার লাখ ৫৭ হাজার ৫৩০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

জুনের শেষ সাত দিনে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা: ২৪ জুন ১৬ হাজার ৪৩৩টি, ২৫ জুন ১৭ হাজার ৯৯৯টি, ২৬ জুন ১৮ হাজার ৪৯৮টি, ২৭ জুন ১৫ হাজার ১৫৭টি, ২৮ জুন ১৮ হাজার ৯৯টি, ২৯ জুন ১৭ হাজার ৮৩৭টি ও ৩০ জুন ১৮ হাজার ৪২৬টি— মোট এক লাখ ২২ হাজার ৪৪৯।

সব মিলিয়ে সরকারি হিসেবে এ পর্যন্ত আট লাখ ৭৩ হাজার ৪৮০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬৮ হাজার ৬৪৫ জন। শনাক্ত রোগীদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৭৮ হাজার ১০২ জন এবং মারা গেছেন দুই হাজার ১৫১ জন। তবে বিভিন্ন বেসরকারি রিপোর্টে সরকারি হিসাবের চেয়ে বেশ তফাৎ দেখা গেছে ইতোমধ্যেই। দ্য ডেইলি স্টার

নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরদের বাঁচানোর চেষ্টা করেনি পুলিশ

ক্রাইস্টচার্চের দুটি মসজিদে সেই ভয়াবহ হামলার দিনটিতে অন্য এক মসজিদে হামলার হুমকির বিষয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে আগেই সতর্ক করেছিলো নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরা।

হুমকির বিষয়ে জানার পর পুলিশ চাইলে সব মসজিদের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেত বলে মনে করছেন তারা।

ইসলামিক উইমেন্স কাউন্সিল অব নিউজিল্যান্ড নামে দেশটির মুসলিম নারীদের একটি সংগঠন দুই মসজিদে ৫১ মুসল্লি নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে নিয়োজিত তদন্তকারীদের এমন তথ্য জানিয়েছে।

তদন্তকারীদের কাছে দেয়া বক্তব্যে তারা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে হ্যামিল্টনের একটি মসজিদের বাইরে কোরআন পুড়িয়ে দেয়ার হুমকিসহ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের হুমকির বিষয়ে তারা পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সতর্ক করে এসেছে।

হ্যামিল্টনের মসজিদে এ হুমকির সঙ্গে ক্রাইস্টচার্চের হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ না থাকলেও, হুমকির বিষয়ে জানার পর চাইলে সব মসজিদের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতো।

মঙ্গলবার এসব বক্তব্য জনসমক্ষে আসে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

১৩০ পৃষ্ঠার বক্তব্যের এক জায়গায় মুসলিম নারীদের সংগঠনটি বলেছে, পুলিশের কাছে এত তথ্য ছিল যে তারা ইচ্ছে করলেই এ বিষয়ে সমন্বিত জাতীয় কৌশল গ্রহণ করতে পারতো। যদি এরকম কোনো কৌশল থাকতো, তাহলে ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ একটি মসজিদে হামলার হুমকি সম্পর্কিত বার্তা অন্য মসজিদগুলোকে সতর্ক করতে পারতো এবং সব মসজিদের জন্যই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া যেত।

ইসলামিক উইমেন্স কাউন্সিল তাদের বক্তব্যে বলেছে, পুলিশ, নিরাপত্তা সংস্থা ও সরকারি প্রতিনিধিরা নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের উপর উদীয়মান কট্টর খ্রিস্টান ডানপন্থিদের হামলার হুমকি নিয়ে গা করেননি।

সংস্থাটির তথ্যমতে, নিউজিল্যান্ডে মাথায় স্কার্ফ পরা এমন এক মুসলিম নারীকেও পাওয়া যাবে না, যিনি কখনোই জনসম্মুখে হয়রানির শিকার হননি। যুগান্তর

---

৮০ জনের নামের পাশে শুধুই মেম্বারের মোবাইল নম্বর

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশেষ তহবিল থেকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন লোকদের আর্থিক সহায়তার নামের তালিকায় যশোরের শার্শা উপজেলায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শার্শা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরেজমিনে এসব অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

এই তহবিল থেকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় শার্শা উপজেলায় ৮ হাজার ৭০০ কর্মহীন লোকের জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। যার প্রথম পর্বে পাবে দুই হাজার ৭০০ লোক। প্রথম পর্বের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ২,৭০০ জনের নামের তালিকা যাচাই বাচাই চলছে। যাদের সিম কার্ড নেই তাদের সিম কার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, করোনাভাইরাসে এই তহবিল থেকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন লোকের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য শার্শার ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যরা নামের তালিকা তৈরি করেন। অভিযোগ রয়েছে নামের তালিকায় বেশির ভাগই ক্ষমতাসীন দলের কর্মী, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আত্মীয়-স্বজনদের নাম দেওয়া হয়। তালিকায় কর্মহীনদের নাম দেওয়ার কথা থাকলেও তা না দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে বিত্তবান ও ব্যবসায়ীদের।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শার্শা উপজেলায় যে তালিকা করে জমা দেওয়া হয়েছে তার ৯০ শতাংশ বাস্তবতার সাথে মিল নেই। যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে ঠিকানার মিল নেই। নেই মোবাইল ফোন নম্বর।

নামের তালিকায় স্থানীয় ইউপি সদস্য ও গ্রাম্য নেতাদের মোবাইল ফোন নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নামে দেওয়া হয়েছে। শার্শার ডিহি ইউনিয়নে ৮০ জনের নামের পাশে ইউপি সদস্যের মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। এভাবে প্রায় সব ইউনিয়নের মেম্বাররা একাজ করেছেন। যা নিয়ম বহির্ভূত। এসব বিষয় জানাজানি হলে শার্শা উপজেলা প্রশাসন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের দেওয়া নামের তালিকা বিভিন্নভাবে সরেজমিনে তদন্ত করে যাচাই বাছাই করছেন। তালিকায় অনেক অনিয়ম ধরা পড়ায় জনপ্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। কালের কণ্ঠ

---

৯ দিন ঘুরে নমুনা দিতে পারলেন না সাংবাদিক, অবশেষে করোনা পজিটিভ

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে নয় দিন ঘুরেও নমুনা দিতে না পারা স্থানীয় সাংবাদিক এ এস এম জসিমের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক সালামাতুল্লাহ খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে অসুস্থ শরীর নিয়ে বারবার হাসপাতালের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোনো সমাধান পাননি তিনি।

সাংবাদিক জসিম দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার পাথরঘাটা সংবাদদাতা ও স্থানীয় অনলাইন প্রোর্টাল পাথরঘাটা নিউজের বার্তা সম্পাদক। জসিম বলেন, 'গত মাসের ২৫ তারিখ থেকে আজ-কাল বলে ঘুরিয়ে, গতকাল বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ে আমাকে আবার যেতে বলে। বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে জানতে পারি পরিবহন সংকটের কারণে দুদিন ধরে করোনা পরীক্ষার কার্যক্রম বন্ধ। পরে অনেক অনুরোধ করে নমুনা সংগ্রহ করে নিজ উদ্যোগে বরগুনা জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার চুক্তি করি। রাজি হয়েও একপর্যায়ে তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আবুল ফাত্তাহ। পরে শুক্রবারও তিনি আমাকে যেতে বলেন, গিয়েও নমুনা দিতে পারিনি। তাই ব্যর্থ হয়ে হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি।'

এ নিয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দৈনিক আমাদের সময়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা গোলাম চৌধুরীর মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জসিমকে ডেকে শনিবার সকালে নমুনা সংগ্রহ করে বরগুনা পাঠায়। সেখান থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের একমাত্র পরীক্ষাগার বরিশাল পাঠানো হয়।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বরগুনা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সালামাতুল্লাহ খান মুঠোফোনে বলেন 'কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিক জসিমের করোনা পজিটিভ হওয়ার রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে।'

এ বিষয়ে সাংবাদিক জসিম বলেন, 'রাত ১০টার দিকে হাসপাতাল থেকে দায়িত্বরত এক চিকিৎসক ফোন করে ২১ দিন ঘরে অবস্থান করতে বলে। কিন্তু আমি যখন উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ৯/১০ দিন ঘুরলাম তখন তারা বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি।'

পাথরঘাটা প্রেসক্লাবে সভাপতি মোস্তফা গোলাম চৌধুরী বলেন, 'করোনার উপসর্গ নিয়ে ক্লান্ত শরীরে হাসপাতালের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করাতে না পেরে জসিম হতাশায় ভেঙে পড়লে বিষয়টি স্থানীয় সাংবাদিকরা গুরুত্ব সহকারে দেখে। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তারা বিষয়টি গুরুত্ব দেয়। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।' আমাদের সময়

নিউইয়র্কে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে তিনদিনে নিহত ১০

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতেও গত এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। শহরজুড়ে অপরাধ বেড়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় সেখানে গত তিনদিনে ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ ছাড়া ৬৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

নিউইয়র্কের স্থানীয় পত্রিকাগুলো জানিয়েছে, গতকাল সোমবার শহরের ব্রঙ্কসে শিশুসহ রাস্তা পারাপারের সময় এনথনি রবিনসন নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। সন্তানকে বাঁচাতে পারলেও বাবা মারা যান। এ ঘটনায় কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার সম্ভব হয়নি। নিউইয়র্ক পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত করছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হামলাকারীর মুখ ঢাকা ছিল। সে ফাঁকা গুলি করে ওই জায়গায় থেকে পালিয়ে যায়। শহরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। গত তিনদিনে গুলিতেই মারা গেছেন ১০ জন। বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৪ জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভর্তি হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের পর প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টির মতো গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে। গতমাসেও প্রায় পাঁচশ'র মতো গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে। শিকাগোতে গত ২ জুলাই পর্যন্ত ৩৩৬টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া নিউইয়র্কে জুনের শেষে ১৮১ জুন খুন হয়েছে।

এ অবস্থায় শহরের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও এবং নিউইয়র্ক পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে বলে মনে করছে নিউইয়র্ক টাইমস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার মেয়র এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, নগরীতে গোলাগুলির ঘটনাটি বেশ কয়েকটি কারণে হয়েছে। মূলত গত চারমাস ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনা করোনাভাইরাস এর জন্য দায়ী। পুলিশ-আদালত ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না।

অপরদিকে নিউইয়র্ক পুলিশ বলছে, সহিংসতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বর্তমান পরিকল্পনাকে দায়ী করছে। এ ছাড়া আইনজীবী ও প্রসিকিউটররা গত কয়েক বছরে কার্যকর হওয়া ফৌজদারি বিচার সংস্কারের জন্য দায়ী করেছেন। আমাদের সময়

দিল্লি হত্যাযজ্ঞঃ মুসলিম হলেই হত্যা করে ফেলে দেওয়া হত নর্দমায়

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে গনহত্যা চলার সময় একটি পিসিআর কল করা হয়েছিলো এবং সেই ফোন কল থেকে দিল্লি পুলিশ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ পেয়েছে। এই ব্যক্তি জানিয়েছেন সশস্ত্র গেরুয়া সন্ত্রাসীরা কীভাবে মুসলিমদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করে নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। এই গণহত্যার তিনজন নিহতের চার্জশিটে উঠে এসেছে এমনই লোমহর্ষক তথ্য।

তাঁরা হলেন আমিন, ভুরে আলি ও হামজা যাঁদের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টা ০৫ মিনিটে হত্যা করা হয়েছিলো। ওই কলার পুলিশকে আরও বলেছেন, এক মুসলিমের বাইকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই বাইকচালক প্রাণ বাঁচাতে নর্দমায় ঝাঁপ দেয়।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, ওই কলার দিল্লির গঙ্গা বিহারের বাসিন্দা। তাঁর বয়ানকে এখন অন্যতম প্রমাণ হিসাবে দেখা হচ্ছে। চার্জশিটের বিবরণে জানা গিয়েছে যে তিনজন মুসলিমকে যখন মেরে ফেলা হয় তখন ওই কলার প্রথম কল করেছিলেন। এই হিন্দু কলার ২০ মিনিট পর আবার কল করে বলেন, 'মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের বাইক জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

ওই কলার সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। গঙ্গা বিহারে এক দল দাঙ্গাকারী তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। আচমকা বাইকের ব্রেক কষায় তাঁর বাইক পিছলে যায় ও তিনি পড়ে যান। উঠে দেখেন তাঁর বাইকটি সেখানে নেই। তিনি পিসিআর কল করেন এবং তারপর গোকালপুরি থানায় হাজির হন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। পরের দিন আসতে বলা হয় তাঁকে।

যথারীতি পর দিন বিকাল ৪টায় গোকালপুরি থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দেখেন, জোহরিপুর পুলিয়ায় পাথর, লাঠি, তলোয়ার, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে এক বিশাল উগ্র হিন্দু জনতা 'জয় শ্রীরাম' ও 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি তুলছে। তারা প্রত্যেকের পরিচয় নিচ্ছিলো এবং মুসলিম পেলেই পিটিয়ে খুন করে নর্দমায় ফেলে দিচ্ছিলো। এই জনতার অধিকাংশেরই মুখ হেলমেট বা কাপড়ে ঢাকা ছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বাইকের সন্ধানে তিনি ভাগীরথী বিহারের নর্দমায় গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন যে লোনি থেকে আসা এক লোককে উন্মত্ত জনতা আটক করেছে। সওয়াল-জবাব করে নিশ্চিত হয় যে লোকটি মুসলিম। তারপর তাঁকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করে নর্দমায় তাঁর দেহ ফেলে দেয়। এরপর বাইকে করে আরও দুই আরোহী আসছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটানো হয়। ধর্মীয় পরিচয় জেনে অনেককে তারা হত্যা করে।

এই ফোন কলার বলেছেন যে, ওই জনতার কয়েকজনকে তিনি চিনিয়ে দিতে পারবেন। চার্জশিটে তাঁর বয়ান অনুযায়ী, সুমিত ও অঙ্কিত ফৌজ দাঙ্গাকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একই এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় এই কলার প্রায় সকলকেই চেনেন। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখে বাড়ি ফিরে তিনি পিসিআর নম্বর ১০০-তে কল করেন দু'বার।

দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী একই বয়ান দিয়েছেন। চার্জশিটে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, 'এই ঘটনা চাক্ষুষ করার পর এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে কাউকে জানাতে পারেননি। পরে পুলিশকে জানানো উচিত বলে মনে করেন।' এই পরিকল্পিত খুনের ঘটনায় পুলিশ ৯ জনের নাম করেছেন। এরা হল লোকেশ সোলাঙ্কি (১৯), পঙ্কজ শর্মা (৩১), অঙ্কিত চৌধুরি (২৩), প্রিন্স (২২), যতীন শর্মা (১৯), হিমাংশু ঠাকুর (১৯), বিবেক পাঞ্চাল (২০), ঋষভ চৌধুরি (২০) ও সুমিত চৌধুরি (২৩)।

ভারতে হাসপাতালের সামনে মুসলিম রোগীকে পিটিয়ে খুন

আমি ওদের কাছে আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, এভাবে মারবেন না। ও মরে যাবে। তবুও ওরা শুনল না। এতটুকু মায়া ওরা দেখালো না দেশের একজন মুসলিম নাগরিকের প্রতি। এই কথাগুলোই বলছিলেন মৃত সুলতানের স্ত্রী।

সুলতানের বয়স হয়েছিল ৪৪। এই বয়সের একজন ব্যাক্তিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। খুনি আলিগড়ের একটি প্রাইভেট হাসপাতালের স্টাফরা। আলিগড়ের কারেকা তেহসিলের বাসিন্দা ছিলেন সুলতান।

২ জুলাই তার স্ত্রী, পুত্র ও ভাইপো চমন আলিগড়ের এন বি হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর জন্য গিয়েছিলেন। পরিবারের বয়ান অনুসারে, সুলতান ডিসিউরিয়া (মূত্র সংক্রান্ত রোগ) রোগে ভুগছিলেন কিছুদিন থেকে। প্রাইভেট হাসপাতালগুলো মানুষের পকেট কাটে, ওরা কষাই, এমন কথা প্রায়শই শোনা যায়। এক্ষেত্রে অনেকটা সেটাই ঘটে। অতিরিক্ত অর্থের দাবি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এইসময় সেটা দিতে অস্বীকার করায় স্টাফরা সুলতানকে পেটাতে শুরু করে। মারতে মারতে আক্রোশে মেরেই ফেলে।

এইদিনই একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, একজন মানুষ হাসপাতাল থেকে দৌড়ে গিয়ে স্কুটিতে বসা মানুষকে মারছে। সুলতানের ভাইপো চমন জানান, আমি ও সুলতান স্কুটিতে ছিলাম। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় চমন একজনকে ধাক্কা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এই সময় তার কাকা প্রচণ্ড আহত। রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। প্রাণনাশের আশঙ্কায় চমন পালটা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। যেখানে মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যায়, সেখানে গিয়েই প্রাণ খোয়াতে হলো সুলতানকে।

পাকিস্তান | টিটিপির সাথে যুক্ত হয়েছেন কমান্ডার মুখলিস ইয়ার হাফিজাহুল্লাহ ও তাঁর সহযোদ্ধারা।

তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর কেন্দ্রীয় উমারাগণ তাদের অফিসিয়াল উমর মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।

বার্তাটিতে বলা হয়েছে, তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জিহাদী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সংগঠন, যা শরীয়তই মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং এই ত্যাগের ধারাবাহিকতা এখনও চলছে ...।

গত ৬ জুলাই 2020 ঈসায়ী সোমবার, তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর প্রাক্তন আমির শহিদ শাইখ হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ্ এর সহযোগীরা কমান্ডার মুখলিস ইয়ার হাফিজুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে পূণরায় টিটিপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা টিটিপির বর্তমান সাংগঠনিক আমির মুফতী আবু মানসুর আসীম হাফিজুল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বায়াত দিয়েছেন... এবং তাঁরা তেহরিকই তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এসময় তেহরিকই তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদিনরা তাদের স্বাগত জানান এবং অন্যান্য সমস্ত জিহাদি দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে এই বার্তা দেন যে, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া পাকিস্তানের জিহাদী ময়দানে সফলতা অসম্ভব।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৪ চাদিয়ান সেনা হতাহত, ২টি সামরিকযান ধ্বংস।

মালিতে ক্রুসেডার চাদিয়ান সেনাদের সামরিকযান লক্ষ্য করে জিএনআইএম এর জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৩জন। আহত আরো ১ সেনা।

৭ জুলাই সাবাত নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন চাদিয়ান সেনাদের একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

মালির কাইদাল রাজ্যে জিএনআইএম এর জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় চাদিয়ান সৈন্যদের সামরিকযানটি ধ্বংস হয়ে যায়, আর এসময় সামরিকযানে থাকা ৩ চাদিয়ান সৈন্য নিহত এবং আরো ১ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে জাতিসংঘ নামক ক্রুসেড সংঘের সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় চাদিয়ান বাহিনীর অন্য একটি ইউনিটও মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়েছে, যার ফলে চাদিয়ান সেনাদের আরো একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় বেশ কিছু সৈন্যও মুজাহিদদের হামলায় হতাহতের শিকার হয়েছে।

সোমালিয়া | আফ্রিকান জোট ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, হতাহত ৮ সৈন্য।

বৈশ্বিক জিহাদী জামায়াত আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক দুটি হামলায় কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৫ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আলীশা শহরে ৭ জুলাই ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর একটি সামরিক বহরে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে আফ্রিকান জোট বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি বিএমবি সামরিকযান।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর বালআদ শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অপর একটি হামলার শিকার হয়েছে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন মুরতাদ সদস্যদের কাছে থাকা যুদ্ধাস্ত্রগুলো।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৯ এরও অধিক উগান্ডান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত।

হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন এর পৃথক দুটি হামলায় ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

আল কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত শাহাদাহ নিউজ এজেন্সী থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ান রাজধানী মোগাদিশুর আলিশা অঞ্চলে ৭ জুলাই ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যের কারইউলী শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের সফল হামলায় ৩এর অধিক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খোরাসান |মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ জব্দ করার পর তা জনসমক্ষে পুড়িয়ে দিচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন ।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য কমিশন প্রায় সময়ই তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোর ফার্মেসী ও ক্লিনিকগুলোতে অভিযান চালিয়ে থাকেন, জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ এধরনের অভিযানগুলো চালান।

এরই ধারাবাহিকতায় ৭ জুলাই আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশের "বাকোয়া" জেলাতেও এধরনের অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় তালেবানদের স্বাস্থ্য কমিশনের সদস্যরা ফার্মেসী ও ক্লিনিকগুলোতে থাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধসমূহ জব্দ করেন এবং তা স্থানীয় বাজারের একটি মাঠে জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলেন।

অভিযান শেষে ফার্মেসী ও ক্লিনিক মালিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, পুনরায় যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ পাওয়া যায়, তাহলে মামলাটি ইসলামি ইমারতের শরিয়াহ আদালতে প্রেরণ করা হবে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকার এক মুরতাদ সৈন্য।

তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান টিটিপি এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, টিটিপির জানবায মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ৬ জুলাই পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর গাবরী-সার এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি টহল দলকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপি এর জানবায মুজাহিদিন। এতে নাপাক বাহিনীর এক সৈন্য ঘটনাস্থলেই স্নাইপার হামলার শিকার হয়ে মাটিতে টপকে পড়ে, আর বাকি সৈন্যরা জীবন বাঁচাতে দ্রুত উক্ত স্থান থেকে পলায়ন করেছে।

০৭ই জুলাই, ২০২০

হিন্দুদের কাছে কাশ্মীরের মুসলমানদের জমি বিক্রয় করা উচিত নয়: মুফতি তাকী উসমানী

কাশ্মীরে ডেমোগ্রাফিক চেইঞ্জ তথা মুসলমানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার মুফতি তাকী উসমানী।

উম্মাহর স্বার্থে ভারতীয় হিন্দুদের কাছে কাশ্মীরের মুসলমানদের জমি বিক্রয় উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন পাকিস্তানের এ আলেমে দ্বীন।

সম্প্রতি এক বয়ানে মুফতি তাকী উসমানী বলেন, ভারত সরকার কাশ্মীরের মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্পদায় হিসেবে পরিণত করতে চায়। সে মর্মে দীর্ঘদিন ধরেই তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে উপত্যকার কাগুজে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা সে ষড়যন্ত্রেরই অংশ। সর্বশেষ কাশ্মীরের বাইরের লোকদের নাগরিকত্ব প্রদান করে হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র অনেকদূর বাস্তবায়ন করে ফেলেছে। মুফতি তাকী উসমানী বলেন, তাই সকল মুসলমানের কর্তব্য হবে ভারতের এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা।

উল্লেখ্য,মালাউন মোদি দখলদার ইসরায়েলের কায়দায় কাশ্মীর দখল করতে চায়। সে লক্ষ্যে প্রায় ২৫ হাজার ভারতীয়কে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে নাগরিকত্ব সনদ দেশটির সরকার। এর মাধ্যমে বিজেপি সরকার কাশ্মীরে জনসংখ্যার বিন্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলো। এই নাগরিকত্ব সনদের ফলে এখন থেকে সেখানে অ-কাশ্মীরিরা স্থায়ী বসতি গড়তে পারবে এবং সরকারি চাকরির সুযোগ পাবে।

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সরকারের এই পদক্ষেপে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে কাশ্মীরের জনগণ। তাদের অভিযোগ, নতুন এই আইনকে হাতিয়ার করে দেশের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলানোর ছক করছে বিজেপি সরকার।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৫এ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের রাজ্য ও স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা কেড়ে নেয় বিজেপি সরকার। বাতিল করা হয় কাশ্মীরের নাগরিকত্ব সুরক্ষা আইনও। এর আগে জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান ছিল। সেই সংবিধান অনুযায়ী, বাইরের রাজ্যের কেউ ভূস্বর্গের স্থায়ী নাগরিক হতে পারতেন না। জমি, স্থাবর সম্পত্তির মালিকও হতে পারতেন না।

তবে এখন থেকে ভারতীয়রা কাশ্মীরের নাগরিকত্বের জন্য তহশিলদারের কাছে আবেদন করতে পারবেন। শর্ত পূরণ করলে যে কাউকে এই সনদ দিতে কোনো কর্মকর্তা অকারণে দেরি করলে তাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে।

গাজায় দুগ্ধ খামারে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলা

গাজা শহরের পূর্বে আল-জায়েতুন এলাকায় দখলদার ইসরাইল বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে কয়েকটি দুগ্ধখামার পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে।

মিডলইস্টে মনিটরের বরাতে জানা যায় গতকাল রাতে (৫ জুলাই)সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বিমানবাহিনী অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার পূর্বদিকে বেশ কয়েকটি এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে।এসব হামলায় সন্ত্রাসীরা হেলিকপ্টার এবং কমপক্ষে ৫টি এফ -১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করেছে।

হামলায় দুটি দুগ্ধখামার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েগেছে। আশপাশের বসতবাড়ি জানালা ও কৃষি জমি বরবাদ হয়েছে।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করতে প্রায়ই দখলদার ইসরাইল মুসলিমদের কৃষি জমি,খামার ও অন্যান্য স্থানে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়।অথচ এর জন্য দখলদার ইসরাইলকে কোন প্রকার বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না।

গ্রাম দখল করে নিচ্ছে ইসরায়েল, প্রতিরোধ গড়ায় গুলিবিদ্ধ ২ ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের সালফিত শহরস্থ বিদ'আ গ্রাম দখল করতে আসে ইহুদীবাদী ইসরায়েলের সৈন্যরা। খবর পেয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সেখানকার বেসামরিক জনগণ। এসময় দখলদার ইসরায়েলি সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দুজন ফিলিস্তিনি গ্রামবাসীকে আহত করে।

রবিবার (৫ জুলাই) ফিলিস্তিনের ওই গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়েছে।

সূত্রে বলা হয়, কিছু বেসামরিক ফিলিস্তিনি জনগণ তাদের গ্রামের একটি ভূমি ইসরায়েল কর্তৃক জবরদখল হতে দেখলে প্রতিরোধ করার জন্য সেই স্থানে অনেকে একত্রিত হতে শুরু করেন। এসময় ইহুদী সন্ত্রাসীরা খোলসে থাকা অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দুজন ফিলিস্তিনিকে আহত করে।

হামলার পর পর স্থানীয় লোকজন দুজনকেই খুব দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টি-ফোর ডটকম।

খোরাসান | এক মাসে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ৯০০ সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় যতটাই সন্নিকটে হচ্ছে, ততটাই মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর প্রতিটি বিভাগেই এর প্রভাব পড়ছে। কাবুল সরকার কার্যত বর্তমানে একজন মেয়রের ভুমিকায় আছেন বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

তালেবানদের বিজয়ের এই প্রভাব সবচাইতে বেশি পড়ছে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনীতে, যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই কাবুলের সামরিক বাহিনী হতে ডজনে ডজনে সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানদের কাতারে এসে শামিল হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণকারী সরকারি সৈন্য সংখ্যা প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তালেবানদের প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, শুধু গত জুন মাসেই মুরতাদ কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে প্রায় ৯০০ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়াও কয়েক হাজার সেনা তাদের সামরিক পদ ত্যাগ করে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে গেছেন।

শাম | স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে আসাদ সরকারের এক সিনিয়র অফিসার।

নুসাইরী শিয়া সরকার আসাদের নিয়ন্ত্রিত রাজধানী দামেস্কে স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে উচ্চপদস্থ এক সিনিয়র অফিসার।

গত ৫ জুলাই মুরতাদ আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত সারিয়ার রাজধানী দামেস্কে অজ্ঞাতপরিচয়ে এক ব্যাক্তির স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে "আলী জুম্বল্যাট" নামক এক উচ্চপদস্থ সিনিয়র শিয়া অফিসার। এই "আলী জুম্বল্যাট" ছিল বাশার আল-আসাদের ভাই মাহেরের খুবই কাছের লোক, যার নেতৃত্বে শহিদ করা হয়েছে হাজার হাজার নিরাপরাধ সিরিয়ান মুসলিমদেরকে। অবশেষে আল্লাহর এক বান্দা তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময় মুরতাদ আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত হিমস্ দ্বীর'আ, ও রাজধানী দামেস্কে গুপ্ত হামলার পাশাপাশি স্নাইপার হামলাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল হামলায় টার্গেটে পরিণত হচ্ছে মুরতাদ বাহিনীর সিনিয়র সেনা কমান্ডার ও উচ্চপদস্থ অফিসাররা। হত্যা করা হচ্ছে মুরতাদ আসাদ সরকারের ঘনিষ্ঠ ও কাছের মুরতাদ সদস্যদেরকে। অন্যদিকে মুক্ত এলাকাগুলোর সীমান্তে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করছেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা। মর্টার, মিসাইল, কামান ও স্নাইপার হামলার পাশাপাশি মাইন হামলাও চালাচ্ছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কাবুল সরকারের ৬২ সেনা সদস্য।

আফগানিস্তানের উত্তরের বালখ ও বাগলান প্রদেশের কয়েকটি জেলা থেকে ইমারতে ইসলামিয়ার কাছে নতুন করে আত্মসমর্পণ করেছে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীর ৬২ সেনা সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম "জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ" হাফিজাহুল্লাহ্ সোমবার (৬ জুলাই) তার টুইটার পাতায় গণমাধ্যমের কাছে একটি পাঠ্য বার্তা প্রেরণ করে বলেছেন যে, বালখ প্রদেশের চাহারবোলাক, চামতল, দৌলতাবাদ, কাশন্দী, জারা'আ, কালদার ও শুলগর জেলাগুলো থেকে ৪০ জন সরকারি সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এমনিভাবে বাগলান প্রদেশের "পুলখামারী" জেলা হতেও মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ২২ সেনা ও পুলিশ সদস্য তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তালেবান মুখপাত্র আরো লিখেছেন যে, তালেবানের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশন আত্মসমর্পণকারী সরকারী সৈন্যদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাদেরকে সাধারণ জীবনে ফিরে আসার ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন, এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে সুরক্ষা কার্ড দেওয়া হয়েছে।

০৬ই জুলাই, ২০২০

বেশিরভাগ প্রকল্পে দ্বিগুণ সময় বাড়িয়েও অগ্রগতি মাত্র ২৬ শতাংশ : খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ

উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি দেখে ধীরগতির প্রাণী কচ্ছপও যেন লজ্জিত হবে। তার চলার গতির চেয়ে ধীরে চলে বাংলাদেশের বেশির ভাগ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন। যার কারণে সময়ের সাথে সাথে অর্থও ঢালতে হচ্ছে দ্বিগুণ পরিমাণ। চার বছরে বাস্তবায়নের কথা ছিল বৃহত্তর ঢাকা টেকসই নগর পরিবহন প্রকল্প। দফায় দফায় সময় বাড়িয়ে সাড়ে ৭ বছরে সেটির কাজ হয়েছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ বা ২৬ দশমিক ২৪ শতাংশ। খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। দুই দফায় সময় বাড়িয়েও লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৭৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ পিছিয়ে আছে প্রকল্পটি। বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে দায়ী করছেন প্রকল্প পরিচালক। আর পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি বলছে, ঠিকাদারের দুর্বল অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করা এবং সঠিক পরিকল্পনা না করার জন্য এই দুর্গতি।

প্রকল্পের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, বৃহত্তর ঢাকার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে আধুনিক ও সমন্বিত করার প্রয়াসে ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রণীত কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা (এসটিপি-২০০৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক নগর পরিবহন বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ২০১১ সালে এডিবি সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষা জরিপে গাজীপুর-টঙ্গী-বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটি সড়ক নির্মাণ সম্ভব বলে বিবেচিত হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৩ গাজীপুর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ দশমিক ৫০ কিলোমিটার বাস করিডোর নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে গাজীপুর থেকে টঙ্গী হয়ে উত্তরাসহ রাজধানীর সাথে দ্রুত, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থায় ঘণ্টায় ২০ হাজার যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

সরকার ২০১২ সালের ২০ নভেম্বর একনেক সভায় গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) অনুমোদন দেয়। ২ হাজার ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকার এই প্রকল্পটি ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ করার অনুমোদিত মেয়াদ। ডিপিপির প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্প মেয়াদ পরিবর্তন না করে শুধু প্রকল্প সাহায্য ও স্থানীয় মুদ্রার সমন্বয় করা হয়। তবে প্রকল্প ব্যয়ের কোনো সংশোধনী করা হয়নি। এরপর ২০১৭ সালের ২ জানুয়ারিতে মেয়াদ ২ বছর বাড়ানো হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় বাড়িয়ে ৪ হাজার ২৬৮ কোটি ৩২ লাখ ৪৩ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। এখানে প্রকল্প সহায়তা ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত নেয়া হয়। অর্থায়নকারী সংস্থা হলো,

এডিবি, ফরাসী উন্নয়ন সংস্থা (এএফডি), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (ডিইএফ)। দুঃখজনক হলো প্রকল্প সাহায্য বৃদ্ধি পেলেও অতিরিক্ত এক হাজার ৩১৬ কোটি ১১ লাখ টাকা বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ এখনো পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি।

বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় সংশোধনীতে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় ৬৬ কোটি ৪৮ লাখ থেকে ২২৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় ১৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমানবন্দরে ভূগর্ভস্থ পথচারী টানেল নির্মাণে ৪২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়। এ ছাড়া ভৌত অবকাঠামোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, প্রাক্কলন প্রস্তুতে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) ২০১৫ সালের রেট শিডিউল ব্যবহারের কারণে ১০৯ শতাংশ ব্যয় বেড়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে ২০ দশমিক ৫০ কিলোমিটার পেইন করিডোর নির্মাণ। যার ১৬ কিলোমিটার এ্যাট গ্রেড, সাড়ে ৪ কিলোমিটার অ্যালিভেটেড। এ ছাড়া বিআরটি বাস ডিপোসহ বিভিন্ন স্থানে স্টপেজ নির্মাণ করা। পাশাপাশি মেইন করিডোর সংলগ্ন ১১৩টি বা ৫৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়কের উন্নয়ন। টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ড্রেন নির্মাণ ও ১০টি কাঁচাবাজার নির্মাণ। রয়েছে আর্টিকুলেটেড বাস ক্রয়।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অবকাঠামো কাজের ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রস্তুত, দরপত্রের মাধ্যমে প্রস্তুত এসব বিষয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসএমইসি ইন্টা. প্রাইভেট লিমিটেডকে ২০০৩ সালের মে মাসে নিয়োগ দেয়া হয়। বিস্তারিত ডিজাইন, দরপত্র আহ্বান এসব কাজ সম্পন্ন করে চারটি প্যাকেজে বিভক্ত ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করতেই ৫ বছর অতিক্রম করে। সিও-৪ চুক্তি ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, অ্যালিভেটেড সেকশনের সিও-২ চুক্তি হয় ২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর। সিও-৩ এবং সিও-৪ এর অগ্রগতি শতভাগ। মূল্যও পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু সিও-১ এর অগ্রগতি ৪২.৫২ শতাংশ এবং সিও-২ এর অগ্রগতি ২৯.২০ শতাংশ। ফলে ২০২০ সালের জুনে যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার কথা সেটার অগ্রগতি সমাপ্তির আগের মাস অর্থাৎ মে পর্যন্ত মাত্র ৩২ দশমিক ৪০ শতাংশ। যেখানে অর্থ ব্যয় হয়েছে ২৬ দশমিক ২৪ শতাংশ। দুদফায় সময় বাড়িয়েও লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৭৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ পিছিয়ে আছে প্রকল্পটি। এ দিকে চুক্তি সিও-১ শেষ করার জন্য ২০২১ সালের জানুয়ারি এবং চুক্তি সিও-২ এর কাজ শেষ করার জন্য ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানোর জন্য বলেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। আর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত সময় চেয়েছে বলে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে। গত মে পর্যন্ত খরচ হয়েছে এক হাজার ১১৯ কোটি ৯৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

২০২০ সালের মে পর্যন্ত কাজের সরেজমিন অগ্রগতি হলো, প্যাকেজ-১ এ ৬টি ফ্লাইওভারসহ ১৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ মাত্র ৪২ দশমিক ৫২ শতাংশ, যা ২০২০ সালে ১৯ জুন সমাপ্ত করার কথা ছিলো। প্যাকেজ-২ এর আওতায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার অ্যালিভেটেড বাস লাইন নির্মাণকাজ হয়েছে মাত্র ২৯.২০ শতাংশ, যা ২০২০ সালের ১৮ জুন শেষ করার কথা। প্যাকেজ-৩ এর আওতায় ১১৩টি সংযোগ সড়ক উন্নয়ন ও ১০টি কাঁচাবাজার নির্মাণ, যা ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। আর প্যাকেজ-৪ এর আওতায় গাজীপুরে একটি বিআরটি ডিপো নির্মাণ, সেটিও ২০১৯ সালে শেষ হয়েছে।

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও সমস্যা তুলে ধরে সরকারি সংস্থা আইএমইডি বলছে, প্রকল্প এলাকায় রাস্তার পাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টিসহ দৈনন্দিন ব্যবহারের পানি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। ফলে নির্মাণকাজে সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান স্ট্যাক ইয়ার্ডের যথেষ্ট জায়গা না পাওয়ায় পূর্ত কাজের দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি

হয়েছে। বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণেই প্রকল্পের খরচ বাড়ছে। বিগত চার বছরে তিনবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে নতুন পিডিকে কাজ বুঝতে সময় লেগেছে। ২০২০ সালে প্রকল্পটি কোনোভাবেই সমাপ্ত হচ্ছে না।

প্রকল্প পরিচালক জানান, একটি প্যাকেজের চুক্তি ঠিকাদার ৬.৫২ শতাংশ নিম্নদরে চুক্তিবদ্ধ হয়। যা কাজের অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলছে। ঠিকাদার নিজ দায়িত্বে এই নিম্নদর প্রদান করে। এ ছাড়া ঠিকাদারের অপর্যাপ্ত অর্থ প্রবাহও একটি কারণ। আইএমইডি বলছে, ডিপিপি প্রণয়নে অধিক মনোনিবেশ করা, ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে চুক্তির শর্তাবলীর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে নির্মিত ড্রেন কার্যকর রাখতে চাই আউটফল খালগুলো প্রতিনিয়ত খনন ও সংস্কার অব্যাহত রাখা। তাদের অভিমত, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দায়সারা সমীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে দফায় দফায় সময় ও ব্যয় বাড়ছে। তবে ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশদ সমীক্ষার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি জোরে বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

পাবনার বেড়া উপজেলার যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তীররক্ষা বাঁধ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অবৈধভাবে বালু তোলার কারণে এবারের বর্ষা মৌসুমে রূপপুর ইউনিয়নের ঘোপসিলেন্দা গ্রামে যমুনার ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া উপজেলার চরপেঁচাকোলা, মোহনগঞ্জ, দক্ষিণ চরপেঁচাকোলা, চরনাকালিয়াসহ কয়েকটি গ্রামও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বালু তোলার ফলে ২০১৭ সালে পেঁচাকোলা গ্রামে যমুনা নদীর তীররক্ষা বাঁধের ৫০ মিটারেরও বেশি অংশ ধ্বসে পড়ে। হুমকির মুখে পড়ে জেলা বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ। পরে বেড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) তড়িঘড়ি করে প্রায় অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে ধসে যাওয়া অংশ মেরামত করে। এবারের বর্ষা মৌসুমেও পেঁচাকোলা এলাকার তীররক্ষা বাঁধে ধস ও ফাটল দেখা দিয়েছে।

পাউবোর বেড়া কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল হামিদ বলেন, যমুনা নদীর যেসব এলাকা থেকে বালু তোলা হচ্ছে তার কাছেই রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তীররক্ষা বাঁধ।

অবৈধ বালু তোলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ওই দুটি স্থাপনা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ বিষয় আমরা প্রশাসন বরাবর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একাধিকবার চিঠি দিয়েছি। আর যমুনার ওই এলাকায় কোনোভাবেই বালুমহাল করা যাবে না বলে সপ্তাহখানেক আগে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন দিয়েছি।

সরেজমিন দেখা যায়, বেড়া উপজেলার মোহনগঞ্জ থেকে ঢালারচর পর্যন্ত যমুনা নদীর প্রায় ২০ কিলোমিটার অংশ থেকে অবাধে বালু তোলা হচ্ছে। প্রতিদিন দুই শতাধিক নৌযানে খননযন্ত্র (ড্রেজার) বসিয়ে বালু তোলা হয়। অথচ এ এলাকায় বালু তোলার জন্য কোনো বালুমহাল নেই। উপজেলার পায়না, মোহনগঞ্জ, পেঁচাকোলা,

নাকালিয়া, কৈতলা, রাকশা, নগরবাড়ী, কাজীরহাটসহ বিভিন্ন এলাকার অর্ধশতাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বালু তোলার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সময়

অবৈধ বালু তোলা বন্ধের দাবিতে গত এক বছরে বেশ কয়েকবার দক্ষিণ চরপেঁচাকোলা ও চরনাকালিয়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। নাকালিয়া বাজারে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিসহ বালু তোলার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার পরও অবৈধ বালু তোলা বন্ধ হয়নি।

মালদাপাড়া গ্রামের ওয়াদুদ সরকার, গোলজার মল্লিকসহ চার-পাঁচ কৃষক জানান, অবৈধ বালু তোলার কারণে এমনিতেই নদীভাঙনের ভয় রয়েছে। এর ওপর এবার তাদের ডুবে থাকা ফসলি জমি থেকে খননযন্ত্রের (ড্রেজার) মাধ্যমে বালু ও মাটি তোলা হচ্ছে।

করোনা সংক্রমণে ক্রমে ভারত এখন তৃতীয়

করোনাভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। এর আগে এ অবস্থানে ছিল রাশিয়া। গতকাল রোববার ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আক্রান্ত, মৃত ও সংক্রমিত এলাকাগুলোর তালিকা ঘোষণার পর এ তথ্য জানা গেছে।

গত শনিবার থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত গণনাকৃত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে আরও ২৪ হাজার ২৪৮ জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটার জানিয়েছে, ভারতে মোট সংক্রমণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় লাখ ৯৮ হাজার ২৩৩ জনে।

রাশিয়ায় বর্তমান আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা ছয় লাখ ৮১ হাজার ২৫১ জন। সে হিসাবে আক্রান্ত, মৃত ও সংক্রমিত অবস্থানে তালিকার চারে অবস্থান করছে দেশটি।

ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ব্রিটেনের মতো দেশগুলোকে ছাড়িয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই চতুর্থ স্থানে ছিল ভারত, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত গতিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে রাশিয়াকেও ছাড়িয়ে গেল।

চলতি বছর ৩০ জানুয়ারি কেরালায় প্রথম আক্রান্ত শনাক্ত হয় ভারতে। এর ১১০ দিনের মাথায় সংক্রমণ পৌঁছায় এক লাখে। মাঝে কড়া 'লকডাউন' ও 'জনতা কারফিউ' পালন করলেও সরকার কিছুটা শিথিলতা জারি করলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৫ দিনের মধ্যে আক্রান্ত শনাক্ত হয় দুই লাখ। পরবর্তীতে ১০ দিনে তিন লাখ, এর ৮ দিন পর চার লাখ, তার ৬ দিন পর সংক্রমণের হার বেড়ে পাঁচ লাখে পৌঁছায়। বাকি ১ লাখ ৯৭ হাজার ৪১৩ জনে করোনার সংক্রমণ হতে লাগে মাত্র পাঁচ দিন। আমাদের সময়

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি ভারতে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৯৩ জন ছিলো।

আক্রান্তের বিশ্বব্যাপী তালিকায় এখন ভারতের উপরে আছে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল। আজ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী শনাক্ত ২৮ লাখ ৮৮ হাজার ৭৩০ জন আক্রান্ত নিয়ে বিশ্বের শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র। আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১৬ লাখ তিন হাজার ৫৫ জন।

করোনায় মারা গেলো সন্ত্রাসী আ'লীগের সাবেক মেয়র

শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা সন্ত্রাসী সংগঠন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুল হালিম উকিল করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরায় কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আব্দুল হালিম উকিলের ছেলে ইয়াছিন আরাফাত প্রান্তিক। তিনি জানান, গত ২৫ জুন তার বাবার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর তাকে রাজধানীর কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সূত্র: আমাদের সময়

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি আহত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রত্নাই সীমান্তে মুশরিক ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী (বিএসএফ) গুলিতে মোহাম্মদ সোহেল (২৫) নামে এক বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। সোমবার ভোরে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর গোয়ালপুকুর থানার নোটুয়াটুলি ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে এ ঘটনা ঘটে। আহত গরু ব্যাবসায়ী সোহেল ওই উপজেলার আমজানখোর ইউনিয়নের বারাসাত এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে।

সোমবার ভোরে সোহেলসহ আরো কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী রত্নাই সীমান্তের তারকাটা অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্ত ৩৮২/এস পিলার এলাকায় প্রবেশ করলে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর গোয়ালপুকুর নাটুয়াটুলি ক্যাম্পের সন্ত্রাসী বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় অন্যান্যরা চলে আসতে সক্ষম হলেও সোহেল গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে। পরে তার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুরে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শহিদুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাটি শুনেছেন তবে আহত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এছাড়া সীমান্তে গুলি ও হত্যা বন্ধের বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফকে পত্র দেয়া হয়েছে। কালের কণ্ঠ

পাকিস্তান | এক গুপ্তচরকে হত্যা করার দায় স্বীকার করেছে টিটিপি এর মুখপাত্র।

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর একটি সীমান্ত এলাকায় মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের এক গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান টিটিপি এর জানবায মুজাহিদিন।

টিটিপি এর মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ গত ৫ জুলাই তাঁর এক টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, গত শুক্রবার বিকেলে পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "সালাহারজাই" এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম "ফজলে মান্নান" নামক পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর এক গোপ্তচরকে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ।

গুপ্তচর ফজলে মান্নান কে গত কয়েক বছর ধরে খোঁজছিল তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তান টিটিপি এর জানবায মুজাহিদিন। অবশেষে গত শুক্রবারে তালিবানদের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি টিআইএ এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুজাহিদিনরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ফজলে মান্নানকে হত্যা করতে সক্ষম হন। আলহামদুলিল্লাহ, ক্রুসেডারদের গোলাম এই গুপ্তচরের হত্যার সংবাদটি তাওহীদবাদী মুসলিম উম্মাহর অন্তরকে প্রশান্ত করেছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা নিহত, আহত আরো এক সেনা সদস্য।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদদের এক হামলায় ৩ সেনা নিহত এবং এক সেনা আহত হয়েছে।

তেহরিকই তালিবান পাকিস্তান এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৫ জুলাই মুজাহিদিনই

ইসলাম পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর চার্মাং বাবরা এলাকায় শরিয়তের শত্রু পাকিস্তানি মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, বহু সৈন্য হতাহত।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় বহুসংখ্যক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশে ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ৪ জুলাই মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় বেশ কিছু ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে ৫ জুলাই রাজধানী মোগাদিশুর উত্তরের "বালাদ" শহরে অন্য একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে হর্ষবিলি প্রশাসনের এক সংসদ সদস্য নিহত হয়েছে।

কেনিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, হতাহত অনেক সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৫ জুলাই কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় "ফাফী" শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে একটি তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের উক্ত আক্রমণে বেশ কিছু কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

চীন কর্তৃক লাদাখে দখল করে নেয়া জমি কবে ছাড়বে উত্তর নেই ভারতের

লাদাখে হঠাৎ সফরে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও মূল প্রশ্ন এড়াতে পারছেন না দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তা হল, লাদাখে দখল করা এলাকা থেকে চীনকে সরানো যাবে কবে, কী ভাবে?

কংগ্রেস নেতা শশী থারুর শনিবার ইন্দিরা গান্ধী, মনমোহন সিং এবং নরেন্দ্র মোদির লে এবং সিয়াচেন সফরের ছবি পোস্ট করে প্রশ্ন করেছেন,'১৯৭১-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে দু'টুকরো করে দেয়ার আগে লে-তে গিয়েছিলেন। ২০০৫-এ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সিয়াচেনে গিয়েছিলেন। সেটাই ছিল প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সিয়াচেন সফর। তার ফল হল, সিয়াচেন হিমবাহ এখনও ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ২০২০-তে ভারত কী আশা করবে? নিজেদের এলাকা ধরে রাখতে কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত কি দেখা যাবে?'

ভারতের সরকারি সূত্র বলছে, প্রধানমন্ত্রী মোদির আচমকা লে সফরের পিছনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের মস্তিষ্ক কাজ করেছে। মোদি কাল নীমুতে পৌঁছে সিন্ধু দর্শন পুজো করেন। তার পর সেনা অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রীর সেনা জওয়ানদের কথা বলে মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা চীনের সমর-কৌশলী সুন জু-র 'দ্য আর্ট অফ ওয়ার'-এর মন্ত্র মেনেই হয়েছে বলে বিজেপির দাবি।

রাম মাধবের যুক্তি,'সুন জু বলেছিলেন, সেনা জওয়ানদের নিজের সন্তান ভাবতে হবে। তা হলে তারা গভীর উপত্যকাতেও তোমাকে অনুসরণ করবে। তাদের প্রিয় পুত্রের মতো দেখবে। তা হলে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পাশে থাকবে।'

তা শুনে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের কটাক্ষ,‘জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রীরা কি সেনার মনোবল বাড়াতে সীমান্তবর্তী এলাকায় যাননি? কিন্তু বর্তমান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি তো সীমান্ত থেকে ২৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাদাখের রাজধানী লে শহরের নীমু নামক জায়গায় আটকে রইলেন!’

বিজেপি নেতারা বলছেন, ৬৯ বছর বয়সী মোদির ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলাও চাট্টিখানি কথা নয়। কংগ্রেস নেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ২০০৫-এ মনমোহন সিং ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় সিয়াচেন হিমবাহে গিয়েছিলেন ৭৩ বছর বয়সে, বাইপাস সার্জারির পরে।

কংগ্রেসের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী মোদি কি এখনও চীন লাদাখে ভারতের জমি দখল করে রেখেছে বলে অস্বীকার করছেন? তা হলে চীনের নাম না করে সম্প্রসারণবাদীই বা বললেন কেন? শুক্রবার রাহুল গান্ধী একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলেন, লাদাখিরাই বলছে যে চীন সেখানকার জমি দখল করে রেখেছে। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের দাবি, ওই ভিডিওতে যাদের সাধারণ লাদাখি বলে দেখানো হয়েছে, তাদের অনেকেই কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মী। কংগ্রেসের পাল্টা যুক্তি, লাদাখের বিজেপি সংসদ সদস্য জেমিয়াং শেরিং নামগিল, লে-র বিজেপির জেলা সভাপতি দোরজি আংচুক, লাদাখে স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য জেলা পরিষদের ডেপুটি মেয়র, বিজেপি নেতা কনচোক স্ট্যানজিন, লে-র নিয়োমা ব্লক উন্নয়ন পরিষদের বিজেপি নেত্রী উরগেই চদন এক সুরে বলেছেন, লাদাখে চীন জমি দখল করেছে। রাহুলের যুক্তি,‘দেশপ্রেমী লাদাখিরা চীনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। তাতে কান না দিলে মূল্য দিতে হবে।’

কংগ্রেসের কপিল সিব্বল গত ২২ মে ও ২৩ জুন প্যাংগং লেকের উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি তুলে ধরে মোদিকে প্রশ্ন ছুড়েছেন, চীন ফিঙ্গার-ফোর পর্যন্ত এলাকা দখল করে রেখেছে কিনা? গালওয়ান উপত্যকার জমি, হট স্প্রিংস এলাকায় জমি চীন দখল করেছে কি না? সিব্বলের বক্তব্য,‘মোদির এখন একমাত্র রাজধর্ম, চীনের চোখে চোখ রেখে বলুন, দখল করে রাখা ভারতীয় জমি ছাড়তে হবে।’ নয়া দিগন্ত

সামান্য বৃষ্টিতেই সড়ক ভেঙে ভোগান্তি!

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার কাড়াগাঁও বটতলা-আয়নাপুর সড়ক বৃষ্টির পানিতে ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সড়ক দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে স্থানীয়দের ভোগান্তি বেড়ে গেছে। এটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানায় স্থানীয়রা।

দুপুরে সরেজমিন দেখা যায়, উপজেলার কাড়াগাঁও বটতলা-আয়নাপুর সড়কে আয়নাপুর এলাকার ফর্সা মিয়ার বাড়ির সামনে বৃষ্টিতে ভেঙে ঢালাই ও বিটুমিন উঠে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, ভ্যান, মোটরসাইকেল যাতায়াত করতে পারছে না। অনেকেই এ অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে ঠেলে ঠেলে সড়কের ভাঙা অংশ পার করার চেষ্টা করছে।

এ ছাড়া এ সড়কের বিভিন্ন স্থানে ইট-বালি, ঢালাই ও বিটুমিন উঠে বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দ আর বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও সড়কের গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। সড়কে একটি গাড়ি আরেকটিকে অতিক্রম করতে পারে না।

জানা গেছে, কাড়াগাঁও বটতলা থেকে গুরুচরণ দুধনই বর্ডার সড়ক (আরএইচডি) পর্যন্ত ৫ দশমিক ৯ কিলোমিটার। এ সড়কের কাড়াগাঁও বটতলা-আয়নাপুর বাজার পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার। তিন বছর আগে এ সড়কটির সংস্কারকাজ করা হয়।

স্থানীয় সমাজকর্মী নাইম জাহান ও অটোরিকশাচালক হামিদুর বলেন, বটতলা থেকে আয়নাপুর বাজার পর্যন্ত সড়কে আগে থেকেই ইট-বালি, ঢালাই ও বিটুমিন উঠে কয়েকটি স্থানে গর্ত হয়েছে। গত শুক্রবারের বৃষ্টিতে সড়ক ভেঙে আরও ভোগান্তি বেড়ে গেছে। চলাচল করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আলমাছ বলেন, সকালে বৃষ্টিতে হঠাৎ করে রাস্তা ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় দ্রুত এ সড়কটি সংস্কার করার দাবি জানান তিনি। আমাদের সময়

সরকারি উদাসিনতায় বেড়েই চলছে সবজির দাম

রাজধানীর বাজারগুলোতে সবজির দাম যেন কমছেই না। উল্টো সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৃষ্টি-বন্যায় ক্ষেত নষ্ট হওয়ায় বাজারে সবজির সরবরাহ কম। তাই গত দুই সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে দাম। কিন্তু বাজার ভরা সবজি দেখে ব্যবসায়ীদের এমন কথা মানতে নারাজ সাধারণ ক্রেতারা। তাদের দাবি বাজারে সবজির অভাব নেই, মুনাফার লোভেই বাহানা দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে দাম।

গতকাল শনিবার রাজধানীর রায়েরবাগ, শনিরআখড়া, যাত্রাবাড়ী, খিলগাঁও, মালিবাগসহ বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা যায় আলু, পটোল থেকে শুরু করে বেগুন, বরবটি, ঢেঁড়স, ধুন্দল, ঝিঙে, করলা, পেঁপেসহ প্রায় সব ধরনের সবজিই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ করে বেড়েছে কাঁচামরিচ ও টমেটোর দাম। সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে ৩০-৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে পণ্য দুটি। দাম বেড়ে কাঁচামরিচ এখন বিক্রি হচ্ছে ১৪০-১৬০ টাকায়। অন্যদিকে প্রতি কেজি টমেটো ৭০-৮০ টাকা ও আকারে বড় এমন টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা। গাজরের দামও বেড়েছে প্রতিকেজি ১০০-১২০ টাকা।

কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়ে বরবটি বিক্রি হচ্ছে ৬০-৮০ টাকায়। করলা ৫০-৭০ টাকা, কাকরোল ৬০-৭০ টাকা, কচুরমুখী ৬০-৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে কেজিতে। দাম বেড়ে প্রতিকেজি বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৯০ টাকায়। এ ছাড়া চিচিঙ্গা ৫০-৬০ টাকা, ঝিঙা ৫০-৬০ টাকা, কচুরলতি ৪০-৬০ টাকা, পেঁপে ৪০-৫০ টাকা, পটোল ৩০-৫০ টাকা, ঢেঁড়স ৩০-৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি। দাম না বাড়লেও আগের সপ্তাহের মতো চড়াদামে বিক্রি হচ্ছে কলা, কচু, লেবু, পুদিনাপাতা, লাউ ও জালি কুমড়া। কেজিতে ৫-৭ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আলুর দাম। বাজারে প্রতিকেজি ডায়মন্ড আলু বিক্রি হচ্ছে ৩২-৩৫ টাকা, ছোট আলু ৪০-৪৫ টাকায়।

সবজির দাম বাড়লেও আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে শাক। বাজারে প্রতি আঁটি লালশাক ১৫ টাকা, মুলাশাক ১৫-২০ টাকা, কচুশাক ১০-১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া লাউ ও কুমড়া শাক ৩০-৪০ টাকা, পুঁইশাক বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকায়। আমাদের সময়

০৫ই জুলাই, ২০২০

ভারতকে পরোয়া না করে সীমান্তে নতুন চারটি পোস্ট বসিয়েছে নেপাল

নতুন মানচিত্র নিয়ে বিতর্কের মাঝেই উত্তরাখণ্ড সীমান্তে চারটি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট বসিয়েছে নেপাল। গোয়েন্দা সূত্রে এ সংবাদ পাওয়া গেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার নেপালের স্বশস্ত্র পুলিশ ফোর্সের ডিআইজি হরি শঙ্কর বুধাথোকি উত্তরাখণ্ড সীমান্তের ওপারে থাকা জুলজিবি, লালি, ডুমলিঙ্গ ও পাঞ্চেশ্বর এলাকায় চারটি বর্ডার আউট পোস্টের উদ্বোধন করেছেন। তারপর থেকে ওই এলাকায় তৎপরতা বেড়েছে নেপালের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর।

তবে, ভারতের জন্য চিন্তার কারণ কারণ হচ্ছে, নেপালের সাতটি জেলায় চীনা সৈন্যদের অবাধ যাতায়াত শুরু হওয়ার খবর। প্রায় ৩৩ হেক্টর এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে পিএলএ।

এমননি সংশ্লিষ্ট এলাকার ভিতরে রাস্তা বানানোও শুরু করে দিয়েছে চীন। এমন তথ্যও হাতে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নেপালের গা ঘেঁষে চীন বর্ডার আউটপোস্ট তৈরি করতে পারে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

গত ৮ মে উত্তরাখণ্ডের ধারচুলা থেকে চীন সীমান্তঘেঁষা লিপুলেখ পর্যন্ত ভারতের রাস্তা তৈরি নিয়ে প্রথম আপত্তি জানায় কাঠমান্ডু। ওই ভূখণ্ড তাদের বলে দাবি করে ক্ষমতাসীন ওলি সরকার। কিন্তু, নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই অঞ্চল ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত। এরপরই দেশের মানচিত্র বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি বিতর্কিত এলাকার সীমান্ত বরাবর সাতটি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট বানিয়েছে নেপাল।

শুধু তাই নয়, ভারতীয় গোয়েন্দাদের দেওয়া খবর অনুযায়ী, ভারতের সঙ্গে থাকা ১৭৫০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় ১২০টি পোস্টের বদলে ৫০০টি বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে নেপাল। পাশাপাশি এতদিন পর্যন্ত যে বর্ডার আউটপোস্টগুলিতে নেপালের পুলিশকে টহলদারি চালাতে দেখা যেত সেখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে মোতায়েন করা হচ্ছে।

সূত্র: টাইমস নাউ

থামছেই না ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসীদের হত্যা: চাঁপাইনবাবগঞ্জে খুন করা হলো আরেক মুসলিমকে

থামছেই না সীমান্তে বাংলাদেশি মুসলিম হত্যা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি সীমান্তে বেধড়ক পেটানোর পর এক বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

নিহত জাহাঙ্গীর (৪৫) শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের তেলকুপি গ্রামের আইনাল হকের ছেলে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, শনিবার সকাল ১০টার দিকে তেলকুপি সীমান্ত ফাঁড়িসংলগ্ন এলাকায় মাঠে পাখি ধরার জন্য অবস্থান করছিলেন জাহাঙ্গীর। এ সময় ভারতের চুরিঅনন্তপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে জেরা করে।

জাহাঙ্গীর বার বার তাদেরকে পাখি শিকারের কথা বললেও বিএসএফ সদস্যরা তাকে চোরাকারবারি বলে সাব্যস্ত করছিল। এ নিয়ে তিনি বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

এসময় বিএসএফ সন্ত্রাসী সদস্যরা তাকে ধরে বেধড়ক পেটানোর পর গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মোফাজ্জল হোসেন ঘটনার সত্যতা গণমাধ্যম যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আপনাদের মতো আমিও বিএসএফের গুলিতে একজন নিহত হওয়ার কথা শুনেছি।

ময়মনসিংহের কালভার্ট নির্মাণে রডের বদলে বাঁশ!

কালভার্ট নির্মাণে যেখানে রড ব্যবহার করে ঢালাই করতে হয়, সেখানে রডের পরিবর্তে বাঁশের ফালি দিয়েই ঢালাই করার ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, দুটি কালভার্টের একটিতে আবার কিছুই ব্যবহার করা হয়নি।

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার আছিম পাটুলী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের গুদারবন্দ নামে একটি দুর্গম এলাকায় ঘটেছে এ ঘটনা। সেখানে স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের (এলজিএসপি) আওতায় নির্মাণাধীন দুটি কালভার্টের একটিতে রডের বদলে বাঁশের ফালি ও আরেকটিকে কিছুই ব্যবহার করা হয়নি।

জানা গেছে, ওই ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মাদ আলীর তত্ত্বাবধানে একটি কালভার্ট নির্মিত হচ্ছে। শুধু তিনিই নন, একই সড়কে আরেকটি প্রকল্পে একই রকম অনিয়ম করেছেন নারী ইউপি সদস্য রাশিদা বেগম। তবে এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আলী বাঁশের ফালি ব্যবহার করলেও রাশিদা কোনো কিছু না দিয়েই ঢালাই সম্পন্ন করেছেন!

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ থেকে আছিম পাটুলী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের দুটি প্রকল্পে সাড়ে ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২ লাখ টাকা বরাদ্দে ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলীকে একটি এবং দেড় লাখ টাকা বরাদ্দের একটি প্রকল্পে ইউপি সদস্য রাশিদাকে দায়িত্ব হয়।

তাদের মধ্যে রাশিদার প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ। সেখানে রড বা বাঁশ কোনটিই ব্যবহার করা হয়নি। আর মোহাম্মদ আলীর প্রকল্পে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার করে শুক্রবার বন্ধের দিন নিচের অংশের ঢালাই শেষ করে।

গতকাল শনিবার এমন দৃশ্যের ছবি তুলে বায়েজিদ আহমেদ নামে স্থানীয় এক যুবক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশ করেন। এরপরই বিষয়টি নিয়ে জেলাজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। অনেকেই সেই ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

এভাবে দেশের প্রতিটি প্রান্তেই উন্নয়নের নামে জনগণের অর্থ লোপাট করছে আওয়ামী প্রশাসন। জবাবদিহিতার অভাবে যে যেভাবে পারছে, চুরি করছে দেশের সম্পদ।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ১১টি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমপক্ষে ১৮ সেনা নিহত এবং ১৪ সেনা আহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ এর এক টুইটার বার্তা থেকে জানা গেছে, আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "পশতুন জারঘুন" জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গত ৩ দিন (৭২ ঘন্টা) যাবৎ টানা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। দীর্ঘ সময়ের এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে হেরাত প্রদেশের পুলিশ প্রধানসহ মুরতাদ কাবুল সরকারের ১৮ সেনা সদস্য, আহত হয়েছে আরো ১৪ সেনা। মুজাহিদদের এই তীব্র হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ১১টি সাঁজোয়া গাড়ি। তালেবান মুজাহিদগণ হেরাত প্রদেশের পুলিশ প্রধানকে হত্যার পর তার পরিচয়পত্রও প্রকাশ করেছেন।

মালি | মুসলিমদের চারটি গ্রামে হামলা চালিয়ে 34 জনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মধ্য মালির চারটি মুসলিম গ্রামে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে 34 জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে।

গত শুক্রবার "আফ্রিকা ইনফু"এ প্রকাশিত এক সংবাদ সূত্র থেকে জানা গেছে, মালি মুপতি অঞ্চলের "বানকাস" জেলায় ২০২০ সালের ১ জুলাই বুধবার এক সাথে চারটি মুসলিম গ্রামে আক্রমণ করেছে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা, এসময় বন্দুকধারীরা ৩৪ জন নিরপরাধ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করেছে।

ঐদিন বিকাল ৩টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মুসলিম গ্রামগুলোতে হামলা চালানো হয়। এসকল হামলায় দুটি গ্রামে নিহত হয়েছেন যথাক্রমে ১৬ ও ১৪ জন মুসলিম।

স্থানীয় এলাকাবাসী জানিয়েছেন যে, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার পাশাপাশি অপরাধীরা গ্রামগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এলাকাবাসী মনে করেন, এসকল হামলা পূর্বের হামলাগুলোর ন্যায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের ইশারায় করা হয়েছে। কারণ মালির মুসলিমরা ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তাদের গোলাম মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন এবং মুজাহিদদের সমর্থন দিচ্ছেন।

জাতিসংঘের প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশটিতে সশস্ত্র হামলার ফলে এই বছরের শুরুর দিকে (মে পর্যন্ত) কমপক্ষে ৩৮০ বেসামরিক লোক মারা গিয়েছেন। সর্বশেষ গত ৩ জুলাই "আফ্রিকা ইনফো" এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডার ফ্রান্সের ইশারায় এবং মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর সহায়তায় ৫৮৯ জন নিরপরাধ মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত ১০ এরও অধিক

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা যোদ্ধাদের ২টি পৃথক হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত হয়েছে আরো প্রায় এক ডজন ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ৪ জুলাই শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশটিতে অবস্থানরত ক্রুসেডার ও স্বদেশীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৭ টায় সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি টিমকে লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত অভিযানের সময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর বেশকিছু সামরিক স্থাপনা ও যুদ্ধসরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে গেছে।

অপরদিকে বাইবুকুল রাজ্যের "বাইদাওয়ে" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের অন্য একটি সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানীর "হারোয়া" শহরে ক্রুসেডার "আফ্রিকান ইউনিয়ন" জোট বাহিনীর একটি ঘাঁটিকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, ধ্বংস হওয়া সামরিকযানটিতে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

০৪ঠা জুলাই, ২০২০

খোরাসান | ২১৩৪টি অভাবী পরিবারের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছে তালেবান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর তালেবান সদস্যরা গত ১ জুলাই ও ৩ জুলাই আফগানিস্তানের কোহিস্তান জেলা ও জালকাই জেলার ২১৩৪ টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছেন।

তালেবানদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আল-ইমারার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লুএফপি) এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "ইনস্টিটিউশনাল" কমিশনের সহায়তায় কোহিস্তান জেলার এক হাজার একশত অভাবী পরিবারের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "প্রতিটি পরিবারকে ২ ব্যাগ ময়দা, ৮ কেজি ডাল এবং ১ কেজি লবণ দেওয়া হয়।"

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তালেবানরা এর আগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভাবী পরিবারগুলোর মাঝে খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করেছিল। তবে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে তালেবানদের সম্পর্কের প্রসারিত হওয়ার কারণে জাতিসংঘ এখন তালেবানের অধীনে থাকা বেসামরিক লোকদের সহায়তা বিতরণ করছে।

এবিষয়ে তালেবান ইতিপূর্বে তাদের বার্তায় জানিয়েছিল যে, যদি কোন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আফগান জনসাধারণকে কোন ধরণের সহায়তা দিতে চায়, তাহলে তালেবান তাদেরকে এখানে সাধুবাদ জানাবে এবং এসকল সংস্থার সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত ছিলো যে কোন এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণের আগে প্রথমে তালেবানদের অনুমতি নিতে হবে এবং তা তালেবানদের "ইনস্টিটিউশনাল" কমিশনের দ্বারা পরিক্ষা করার পর তালেবানদের অধীনে থেকেই ঐসকল ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে হবে।

এমনিভাবে গত দু'দিন আগেও ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের "জালকাই" জেলায় তালেবানদের "ইনস্টিটিউশনাল" কমিশন ১০৩৪টি দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছে।

ইসরাইলের নতুন অবৈধ সংযুক্তি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রামাল্লাসহ বিশ্বের ৩০টি স্থানে বিক্ষোভ

ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলের নতুন অবৈধ সংযুক্তি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রামাল্লাসহ বিশ্বের ৩০টি স্থানে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিডলইস্ট মনিটরের বরাতে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জর্ডান উপত্যকা, উত্তর মৃত সাগর এবং পশ্চিম তীর জুড়ে অবৈধ ইসরাইলি জনবসতিসহ দখলকৃত পশ্চিম তীরের একটি বড় অংশকে সংযুক্ত করার ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে বুধবার (১ জুলাই) ঝাঁকে ঝাঁকে ফিলিস্তিনি নাগরিক রামাল্লা নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অংশ গ্রহণ করেছে।

নিন্দা ও ধিক্কার সম্বলিত বিভিন্ন আকারের প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভকারীদেরকে এসময় দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের নব পরিকল্পিত সংযুক্তিকরন ও অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, উক্ত অবৈধ সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনাটি বুধবার ১ জুলাই কার্যকর করার কথা ছিলো।

সমাবেশটির প্রধান সমন্বয়কারী বলেন,বিশ্বের প্রায় ৩০ টি স্থানে একই ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সব বিক্ষোভ মিছিলেই সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

অপরদিকে গাজা সিটিতে ইসরাইলি জোটবদ্ধকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি ছোট বড় সব দলের অংশগ্রহণে শত শত লোকের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই বিক্ষোভ সমাবেশেও ইসরাইলি পরিকল্পনার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের সুপেয় পানি চুরি করছে দখলদার ইহুদীরা

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী উগ্র ইহুদীবাদী উদবাস্তুরা পশ্চিম তীরের উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত শহর নাবলাসের একটি গ্রামের কূপে সংরক্ষিত থাকা ফিলিস্তিনিদের সুপেয় পানি,গোপনে পানির পাম্প দিয়ে উত্তোলন করে তার সবটুকুই নিয়ে যায়।

পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের তদারকি ও নজরদারির দায়িত্বে থাকা 'ঘাসসান দাঘলাস' বলেছেন, অবৈধ ইয়েতঝার কলোনির উগ্র ইহুদীবাদী উদবাস্তুরা ফিলিস্তিনে বসবাসকারীদের সংরক্ষিত অতি প্রয়োজনীয় সুপেয় পানির কূপে একটি পানির পাম্প স্থাপন করে কূপে সংরক্ষিত থাকা সবটুকু পানিই পাম্প দিয়ে উত্তোলন করে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য,সুপেয় পানি পান করার ক্ষেত্রে উক্ত কূপটি আশপাশের ফিলিস্তিনিদের একমাত্র ভরসা।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্ট-ফোর ডটকম।

গাফিলতির ফলে পাকিস্তানে যাত্রীবাহী বাসে ট্রেনের ধাক্কায় ২০ জনের মৃত্যু

পাকিস্তানে যাত্রীবাহী বাসে ট্রেনের ধাক্কায় ২০ জন নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে পাঞ্জাব প্রদেশের শেখপুরা নামক এলাকার একটি রেলক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ডন সূত্রে জানা যায়, নানকানা সাহেব থেকে ২৫ থেকে ৩০ জন শিখ তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল বাসটি। আর ঘাতক শাহ হুসেন এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহোর থেকে করাচি যাচ্ছিল। পাঞ্জাবের শেখপুরার ফারুকবাদ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। কোনও বাধা না থাকায় বাসটি রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে আসছিলো। ক্রসিংয়ের কাছে ট্রেনটি বাসে ধাক্কা মারে। এতে ২০ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়ে

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরো আটজন। রেল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছে, এই ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গাফিলতির অভিযোগ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভারতের আসামে মালাউন পুলিশের হেফাজতে বাংলাদেশী জেলের মৃত্যু

ভারতের আসামে গিয়ে লকডাউনের মধ্যে ফেরার পথে আটক হওয়া বাংলাদেশি জেলেদের একজন মারা গেছেন। লোকটির নাম বকুল মিয়া (৫৫)। কুড়িগ্রামের চিলমারি উপজেলার বাসিন্দা তিনি। দুই মাস আগে বকুলসহ ২৬ বাংলাদেশিকে আটক করে ধুবড়ি পুলিশ। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, বাকিদের বিরুদ্ধে মামলা ও আইনী প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। আগামী ৬ জুলাই আদালতে শুনানি রয়েছে।

তবে বকুলের স্বজনদের অভিযোগ, তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে।

বৈধ পাসপোর্ট ও ভ্রমণ ভিসা থাকলেও ভারতে লকডাউন চলার মধ্যে গত ২ মে ২৬ বাংলাদেশি দুটি মিনিবাসে করে আসামের জোরহাট জেলা থেকে দেশে ফেরার উদ্দেশে রওনা দেন। ভারতে জেলে ও খামারকর্মী হিসেবে কাজ করা এসব বাংলাদেশিকে লকডাউন ভঙ্গ করায় বাহালপুর এলাকা থেকে আটক করে আসামের ধুবড়ি পুলিশ। করোনা পরীক্ষার পর তাদের পাঠানো হয় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে।

এরপর গত ৫ মে তাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং পাসপোর্ট আইন লঙ্ঘনের মিথ্যে মামলা করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাসপোর্টধারী এসব বাংলাদেশি ভ্রমণ ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং রাজ্যের জোরহাট, গোলাঘাট ও শিবসাগর এলাকায় কাজ করার মাধ্যমে ভিসার শর্ত ভঙ্গ করেছে।

০৩রা জুলাই, ২০২০

পাকিস্তান | তীব্র লড়াইয়ের পর শহীদের কাফেলায় যুক্ত হলেন দুজন মুজাহিদ।

মার্কিনপন্থী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে কয়েক দফা লড়াইয়ে দুই মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর সীমান্তবর্তী এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী।

এসময় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয় ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদদের। মুজাহিদদের জবাবি হামলায় নিহত-আহত হয় কতক পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্য।

ঐদিন রাত আড়াইটার দিকে মুজাহিদদের ঘাঁটিটিতে হামলা চালায় মুরতাদ সৈন্যরা। এদিকে ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য আসা "টিটিপির" অন্য একটি বেসের সাথেও ঘাঁটির বাহিরে তীব্র লড়াই শুরু হয় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে ঘাঁটিতে থাকা মুজাহিদগণ নিজেদেরকে অতি সহজেই মুরতাদ বাহিনী থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ করতে ।

কিন্তু ঘাঁটির বাহিরী সাহায্যকারী মুজাহিদ টিমটির সাথে তখন তীব্র লড়াই চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দু'জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তবে মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ছাড়তে বাদ্ধ হয়, এবং কতক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

মুজাহিদদের দিক থেকে শাহাদাত-বরণকারীরা হলেন, শহীদ ইসহাক ওরফে আসাদুল্লাহ ও শহিদ আবদুল্লাহ। যারা উভয়েই ছিলেন সোয়াত অঞ্চলের বাসিন্দা।

পাকিস্তান | এক গুপ্তচরকে হত্যা করলেন "টিটিপির" মুজাহিদগণ।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদগণ একটি সফল হামলা চালিয়ে হত্যা করেছেন নাপাক বাহিনীর ১ গোপ্তচরকে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ২৮ জুন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "এনায়েত" নামক এলাকায় "বাদশাহ মুহাম্মদ আরিফ" নামক এক মুরতাদকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" এর জানবাজ মুজাহিদিন।

তেহরিকে তালেবান (টিটিপি) এর গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী পরিচালিত মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় টার্গেটকৃত উক্ত মুরতাদ গোপ্তচর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হামলায় সংশ্লিষ্ট মুরতাদ সদস্য আমেরিকান গোলাম পাকিস্তানি এজেন্সিগুলির গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট ছিলো এবং তাদের সাহায্যার্থে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতো।

ফটো রিপোর্ট | খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন একদল তরুণ তালেবান।

খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কয়েক ডজন তরুণ তালেবান মুজাহিদিন।

আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের "জারমাত" জেলার প্রশিক্ষণ শিবির হতে এসকল তরুণ তালেবান মুজাহিদগণ নিজেদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/07/03/39478/

ফটো রিপোর্ট | আফগানিস্তানে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে তালিবান সরকারের কার্যক্রম

আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল এখন ইসলামী ইমারতের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন ইসলামী ইমারত কর্তৃপক্ষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, শিক্ষকদের দক্ষ করতে সেমিনারের আয়োজন করাসহ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তালিবান নেতৃত্বাধীন ইসলামী ইমারত প্রশাসন।

সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি মায়দান ওয়ার্দাক প্রদেশে একটি বক্তব্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সায়েদাবাদ জেলায় অবস্থিত আন্দখেলো হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপস্থিত থাকা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

অন্যদিকে ইসলামী ইমারতের শিক্ষাবিভাগ আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশের রাজধানী এবং মুহাম্মাদ আগা জেলায় কিছু মাদ্রাসায় বই বিতরণ করেন। বই বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকা স্থানীয় উলামা এবং মুরুব্বিগণ নিজেদের বক্তব্যে এরকম সাহায্য কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তাঁরা বলেন, আফগানিস্তান একটি মুসলিম দেশ। এদেশের মানুষের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। একটি ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অধিকারও দেশবাসীর আছে।

এভাবে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে দেশজুড়ে উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য পরিশ্রম করছেন ইসলামী ইমারত প্রশাসন। দেশটির জনসাধারণও একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়ায় বসবাস করার প্রতি আগ্রহী।

https://alfirdaws.org/2020/07/03/39475/

০২রা জুলাই, ২০২০

বাড়ছে চালের দাম, ক্ষোভ সাধারণ জনগণের

ভরা মৌসুমেও বাড়ছে চালের দাম। সম্প্রতি প্রতিকেজি চালের মূল্য ২ থেকে ৫ টাকা বেড়েছে। বাজার স্থিতিশীল করতে মিলমালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে বাণিজ্য সচিবের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাবলু কুমার সাহা।

ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে চালের বাজার স্থিতিশীল করতে মিলমালিকদের সঙ্গে আলোচনার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

মহামারী করোনার মধ্যে যখন বিশ্ব স্থবির। ঠিক সেই সময়ে কৃষির ওপর ভর করে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। কিন্তু সেখানে গলদ রয়েছে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে কোনোভাবেই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

জানা গেছে, বোরোর ফলন হয়েছে দুই কোটি টন। আর বড় কোনো বিপর্যয় ছাড়াই সব ধান কাটতে পেরেছিলেন কৃষক। কিন্তু তার পরও সব ধরনের চালের দাম উর্ধ্বমুখী। বোরো ওঠার পর ধান-চালের দাম না কমে উল্টো বাড়ছে কেন এমন প্রশ্ন সাধারণ মানুষের।

সূত্র: আমাদের সময়

দিনে মাত্র দুজনের নমুনা সংগ্রহ, তাও বন্ধ ২ দিন ধরে

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় দুই লাখ মানুষের বসবাস। দেশের করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে এ উপজেলা থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিদিন দুজনের নমুনা সংগ্রহ করার কথা থাকলেও গত দুদিন ধরে তা বন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে করোনা উপসর্গ নিয়ে আগত রোগীরা।

পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বেসরকারি এনজিও পি এইচ বি এর অর্থায়নে পাথরঘাটা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে একটি গাড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পৌঁছে দিতো। তাদের প্রজেক্ট ৩০ জুন শেষ হওয়ার কারণে নমুনা পরিবহন বন্ধ রেখেছে তারা।

তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তার অব্যবস্থাপনার কারণেই তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

করোনা উপসর্গ নিয়ে নমুনা দিতে আসা সাংবাদিক জসিম জানান, ‘গত পাঁচদিন পূর্বে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে সিরিয়াল দিয়ে যাই। আজকে তাদের দেওয়া তারিখ মতো এসে জানতে পারি দুদিন ধরে পাথরঘাটা থেকে কোনো নমুনা যাচ্ছে না। পরে বিভিন্ন মাধ্যমে অনেক রিকোয়েস্ট করে নমুনা সংগ্রহ করে নিজ খরচে জেলা হাসপাতালে পাঠানোর চুক্তিতে নমুনা দিয়েছি।’

এ বিষয়ে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডা. আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘পরিবহন সংকটের কারণে নমুনা সংগ্রহ করেও তা বরগুনার হাসপাতালে পাঠাতে পারছি না।’

তবে সিভিল সার্জন ডা. হুমায়ূন খাঁ সাহিন জানান, ‘পাথরঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিষয়টি আমি অবহিত হয়েছি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধানকে নমুনা সংগ্রহ করে মোটরসাইকেল যোগে বরগুনায় পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
আমাদের সময়

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক সালামাতুল্লাহ খান জানান, এ পর্যন্ত পাথরঘাটা থেকে ২৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তাদের মধ্যে ১৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করছে।

করোনায় আরো এক সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতার মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বগুড়ার এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত আশিকুর রশিদ হেলাল (৬০) ধুনট পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

ধুনট উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মহসীন আলম জানান, আশিকুর রশিদ হেলালের করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এলে গত ২৩ জুন তিনি বগুড়া টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমাদের সময়

দোকান খোলা রাখায় বাবা-ছেলেকে যৌন নির্যাতন করে হত্যা করলো ভারতীয় পুলিশ

ভারতের তামিলনাড়ুতে একজন প্রৌঢ় দোকানদার ও তার ছেলেকে পুলিশ হেফাজতে অকথ্য যৌন নির্যাতন করে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সারা দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে।

৬২ বছর বয়সী পি জেয়রাজ ও তার ছেলে জে বেনিক্সের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা করোনাভাইরাস লকডাউনে নির্ধারিত সময়ের পরেও নিজেদের মোবাইল ফোনের দোকান খুলে রেখেছিলেন।

তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন শহরের কাছে সাথানকুলামের বাজারে একটি ছোটখাটো মোবাইল ফোনের দোকান চালাতেন পি জেয়রাজ।

লকডাউনের সময় পুলিশের বাড়াবাড়ি নিয়ে তার কোনও মন্তব্য স্থানীয় এক অটোচালক পুলিশের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো – পরদিন ১৯ জুন সন্ধ্যায় পুলিশ এসে তাকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে যায়।

অভিযোগ করা হয়, তিনি সন্ধ্যাবেলা নির্ধারিত সময়ের পরও নাকি দোকান খুলে রেখেছিলেন।

যেভাবে চালানো হয় অত্যাচার ও মারধর:

বাবাকে আটক করার খবর পেয়ে তার ছেলে জে বেনিক্স (৩২) থানায় ছুটে গেলে দেখতে পান, সেখানে তাকে প্রচন্ড মারধর করা হচ্ছে।

তিনি বাধা দিতে গেলে তাকেও পুলিশ লকআপে ঢুকিয়ে নেয় – এবং পরবর্তী কয়েক ঘন্টা ধরে দুজনের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন। ঠিক চারদিন পর জেয়রাজ ও বেনিক্সের লাশ পায় তার পরিবার।

জেরাজের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, "ওরা যেভাবে বাবা ও ভাইকে মেরেছে তা বর্ণনা করা যায় না। ১৯ তারিখ সারা রাত থানার বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা ওদের আর্তনাদ শুনেছি।"

"২০ তারিখ সকালে পুলিশ যখন ওদের হাসপাতালে নিয়ে যায়, বাবার ভেস্তি (লুঙ্গি) আর ভাইয়ের প্যান্ট তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পুলিশ আমাদের বলে, গাঢ় রঙের লুঙ্গি দিতে।"

"সে দিনই জেল হেফাজতে নিয়ে তাদের ওপর আবার অত্যাচার শুরু হয়।"

পি জেয়রাজের শ্যালক জোসেফ পরে জানিয়েছেন, পুলিশ যখন ২০ তারিখ তাদের আদালতে নিয়ে যায় তখন ম্যাজিস্ট্রেট দোতলা থেকেই হাত নেড়ে তাদের জেল হেফাজত মঞ্জুর করেছিলেন – পুলিশ ভেতরে পর্যন্ত ঢোকেনি।

পরের প্রায় ৭২ ঘন্টা পরিবার আর তাদের কোনও খোঁজ পায়নি। ২৩ জুন জেয়রাজ ও বেনিক্সের লাশ পাওয়ার পর দেখা যায়, তাদের দুজনেরই যৌনাঙ্গ থেকে প্রবল রক্তক্ষরণ ও সারা শরীরে ব্যাপক মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট।

অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবি পুলিশের হেফাজতে এই নির্মম হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রাজ্যে প্রতিবাদ শুরু হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, যার রেশ এখন দিল্লি-সহ সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছে।

তামিলনাড়ুতে বিরোধী দল ডিএমকের সিনিয়র এমপি কানিমোরি বলেন, "এটা আসলে একটা খুন – পুলিশের হাতে ঠান্ডা মাথায় খুন। সেভাবেই এর তদন্ত করতে হবে। এই চরম অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের সাসপেন্ড করাই যথেষ্ঠ নয়, তাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তারও করতে হবে।"

"ঠিক সময়ে দোকান বন্ধ করা হয়নি, এই অপরাধে কারও বিরুদ্ধে বড়জোর এফআইআর হতে পারে – কিন্তু কীভাবে পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে সারা রাত লক-আপে নির্যাতন করে?", প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

পুলিশি নির্যাতনের সংস্কৃতি কবে বন্ধ হবে?

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সিনিয়র গবেষক জয়শ্রী বাজোড়িয়া বলেন, "আসলে পুলিশে সংস্কারের প্রক্রিয়া ভারতে বহুদিন ধরেই বন্ধ হয়ে গেছে। জেয়রাজ ও বেনিক্সের মৃত্যুকেও কিছুতেই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে না।"

"জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এদেশের পুলিশ আখছার নির্যাতনের আশ্রয় নেয়, গ্রেপ্তারির যে সব নিয়মকানুন আছে তার কোনও ধার ধারে না।"

"আমরা শুধু আশা করতে পারি, জেয়রাজ-বেনিক্সের মৃত্যুতে যে ধরনের তুমুল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে পুলিশের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার হয়তো এবার কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে।"

নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের যে সনদ আছে, ভারত তাতে স্বাক্ষর করলেও আজ পর্যন্ত নিজের দেশে তা র‍্যাটিফাই বা অনুমোদন পর্যন্ত করেনি।

বিবিসি

কাশ্মীরে মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত দাদুর উপর বসে কাঁদছে শিশু, ভিডিও ভাইরাল

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের লক্ষ্য করে ভারতীয় মালাউন সেনাদের ছোঁড়া গুলিতে নিহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ বেসামরিক লোক। মৃত দাদুর রক্তমাখা দেহের উপর বসে অসহায়ভাবে কাঁদছে তিন বছরের শিশু। গত বুধবার সকাল থেকে এই ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অসহায় শিশুটির ছবি দেখে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নাগরিকরা। চোখের সামনে গুলি চলার ঘটনা দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠে ছোট্ট শিশুটি।

সকালে গাড়ি করে দাদুর সঙ্গে শ্রীনগর থেকে হান্ডওয়ারা যাচ্ছিলো বাচ্চাটি। এসময় ভারতীয় সেনারা কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের ধাওয়া করছিলো। এসময় গুলির ঝাঁকের মধ্যে পড়ে যায় গাড়িটি। তাতেই ঝাঁঝরা হয়ে যায় ওই বাচ্চাটির দাদুর দেহ।

https://twitter.com/i/status/1278200176029687808

উইঘুর মুসলিম নারীদের ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে জোরপূর্বক গর্ভপাত করছে চীন

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে চীনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়কে জোরপূর্বক জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করছে চীন সরকার। বার্তা সংস্থা এপির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এসব তথ্য। জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদেরকে গর্ভপাত ও ভ্রুণ হত্যার মতো জঘন্য কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। বেশি সন্তান থাকায় আটকও করা হচ্ছে। সরকারি তথ্য, রাষ্ট্রীয় নথি বিশ্লেষণ আর বন্দী শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া প্রায় অর্ধশতাধিক উইঘুরের স্বাক্ষাতকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করে এপি।

উইঘুর মুসলিমসহ সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাপকভাকে জোরদার করেছে চীনের কমিউনিস্ট সরকার। সরকারি তথ্য, খবরে বলা হয়, দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলেই দিতে হচ্ছে মোটা অংকের অর্থ। করতে হয় কারাভোগ।

জাতিসংঘের হিসেবে, সংশোধনের নামে ১০ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে বন্দী শিবিরে আটকে রেখেছে চীন। তবে, এবার সি চিনপিং সরকারের বিরুদ্ধে এই জনগোষ্ঠিকে কৌশলগতভাবে নির্মূলের অভিযোগ উঠেছে। বার্তা সংস্থা এপির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, উইঘুর মুসলিম নারীদের জোর করে জন্মরোধক ওষুধ সেবন, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম চালাচ্ছে দেশটির সরকার।

গুলনার অমিরজাখ বলেন, 'তারা হুটহাট বাড়িঘরে তল্লাশী চালাতে আসে। আমার তিন সন্তান থাকায় প্রায় তিন হাজার ডলার জরিমানা দিতে বলে। টাকা না থাকায় আমার স্বামীকে বন্দীশালায় নিয়ে যায়। আমাকেও আটকের হুমকী দেয়।'

উইঘুর মুসলিমদের অভিযোগ, প্রশাসনের ভয়ে তারা এতোটাই ততস্থ হয়ে থাকেন যে, সন্তান নিতেই ভয় পান অনেকে। গেল বছর সারা দেশে জন্মহার চার দশমিক দুই শতাংশ কমলেও; শিনজিয়াং প্রদেশেই কমেছে, ২৪ শতাংশ। আর উইঘুর অধ্যুষিত হোতান আর কাশগার প্রদেশে ৩ বছরে কমেছে, ৬০ শতাংশ।

জুমরেত দাউত বলেন, 'বেশি সন্তান থাকায় আমাকে বন্দীশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। জোর করে আমার স্টেরিলাইজেশন অপারেশন করা হয়। যেন চাইলেও সন্তানের মা হতে না পারি। তারা আমাদের শেষ করে দিতে চায়। জানে মেরে ফেলতে পারছে না তাই কৌশলে, ধাপে ধাপে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।'

বিশ্লেষকরা বলছেন, কঠিন পরিকল্পনা আর কৌশল খাটিয়ে উইঘুর মুসলীমদের নিয়ন্ত্রণ করছে চিনপিং সরকার। একে ডেমোগ্রাফিক জেনোসাইডও বলছেন অনেকে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক আদ্রিয়ান জেন বলেন, 'খুব কৌশল খাটিয়ে উইঘুর মুসলীমদের দমন করা হচ্ছে। জন্মহার কম থাকলে তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখা সহজ হবে, সেইসাথে বহির্বিশ্বের চোখও ফাকি দেয়া যাবে তাই এই পথে হাঁটছে চীন সরকার। জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী এটি পরিস্কারভাবে গণহত্যার সামিল।'

সূত্র : চ্যানেল ২৪।

সিরাজগঞ্জে আ.লীগ সন্ত্রাসীর হামলার শিকার ২ সাংবাদিক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শালুয়াভিটা কোরবানির পশুর হাটের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ডিবিসি নিউজের সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি রিফাত রহমান (৩৩) ও ক্যামেরা পারসন আশরাফুল ইসলাম (২৮) হামলার শিকার হয়েছেন। তাদের বেধড়ক মারধর এবং ক্যামেরা ও মাবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে।

এ ঘটনায় সাংবাদিক রিফাত রহমান বাদী হয়ে ১১ জনকে আসামি করে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে সাংবাদিক রিফাত রহমান জানান, কোরবানির পশুর ওপর প্রতিবেদন করতে এ দিন বিকেলে ওই পশুর হাটে যাই। ভিডিও ধারণ করার সময় অতর্কিত সদর উপজেলার খোকশাবাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন নেতৃৃত্বে মো. খলিলুর রহমান, সেরাজুল, মিজান, ইসমাইলসহ ১৫/১৬ জন এসে আমাদের ঘিরে ধরে। এ সময় তারা ক্যামেরা ও মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ভাঙচুর করে। এছাড়া আমাদের টেঁনে-হিঁচড়ে হাট কমিটি অফিসে নিয়ে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে। এরপর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রবিন বলেন, এ ঘটনায় রিফাত রহমান বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

জামিন মঞ্জুরের পরেও ভারতের বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়েছে তাবলীগের বহু বিদেশি মুসলিমকে

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলীগ জামাতের সমাবেশে যোগ দিতে আসা ১২৯ জন বিদেশী মুসলিমকে চেন্নাইয়ের একটি বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়েছে। জামিন পাওয়া সত্ত্বেও আটক তাবলীগ সদস্যদের ছাড়া হয় নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভারতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিদেশী তবলীগ সদস্য আটক আছেন, কিন্তু চেন্নাইয়ের মতো বন্দী শিবিরে তাদের রাখা হয়নি কোথাও।

চেন্নাইয়ের পুল্লাল কারাগারের ভেতরেই একটি ভবনকে বন্দী শিবির নাম দেওয়া হয়েছে। যেখানে ৯টি দেশের ১২৯ জন তাবলীগ জামাতের সদস্য আটক আছেন।

গত মার্চের শুরুর দিকে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ১২৯ বিদেশি তাবলীগ জামাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা। এদের মধ্যে ১২ জন নারীও আছেন।

গ্রেফতারের পর তাদেরকে চেন্নাইয়ের দুটি কারাগারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পুল্লাল জেলখানার চত্বরেই একটি ভবনকে ডিটেনশান সেন্টার বা বন্দী শিবির বানিয়ে সেখানে রাখা হয় তাদেরকে।

'তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাদের সবাইকে চেন্নাইয়ের পুল্লাল জেলের শিশু-কিশোর বন্দীদের থাকার জন্য একটি ভবনে রাখা হয়।

মাঝে একবার সবাইকে সইদাপেট জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন আবার পুল্লাল জেলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ৫টি বন্দীশালাতেই আটক রাখা যায়। যে কোনও জেলে তাদের রাখার নিয়ম নেই। এখন আবার তাদের চেন্নাই জেলের সেই শিশু-কিশোর বন্দীদের ভবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু জেলের ভেতরে হলেও বিশেষ আদেশ বলে সেটিকে বন্দী শিবির বা ডিটেনশান ক্যাম্প নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানেও আইন ভাঙ্গা হয়েছে' - বলছিলেন আইনজীবি মি. জাওয়াহিরউল্লাহ।

৮ নারীসহ ৯৮ তাবলীগ সদস্যকে জামিন দিয়েছে বিভিন্ন আদালত। জামিন পাওয়ার পরেও তাদের বন্দী শিবির থেকে ছাড়া হয়নি।

আর বাকি ৩১ জন তাবলীগ সদস্যকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ। কিন্তু তাদেরকেও পুলাল জেলের আরেকটি ভবনে রাখা হয়েছে, যেটিকে বিশেষ নাম দিয়ে বন্দী শিবির বানানো হয়েছে।

এম এইচ জাওয়াহিরউল্লাহ বলছিলেন, 'একটি ভবনে বড়জোর ৩০ কি ৪০ জন থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে ৯৮ জনকে রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী নারীদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা করার কথা, সেটা মানা হয় নি।'

'পানীয় জলের সমস্যা আছে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের ঐ শিবিরে। জেলের অন্য বন্দীদের যে খাবার দেওয়া হয়, সেই একই খাবার তাবলীগ সদস্যদেরও দেওয়া হয়।'

'বাকি যে ৩১ জন, তাদেরকে এই ভবনটিতে আর রাখা হয় নি – সেটা সম্ভব হত না। তাই অন্য একটি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিটা ব্যাপারেই তামিলনাড়ু সরকার আইন ভঙ্গ করেছে।'

বিদেশি তাবলীগ জামাতের সদস্যদের বিষয়টি এখন সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছেছে।

শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে ওই বিদেশি নাগরিকদের যদি কালো তালিকাভুক্ত করে ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কেন এখনও ভারতে রেখে দেওয়া হয়েছে? কেন তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয় নি।
বিবিসি বাংলা।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত, হতাহত ৭

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় ৪ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে আরো ৭ ক্রুসেডার। গত ১লা জুলাই পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার কেনিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এই হামলা পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল সংবাদমাধ্যম হতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

০১লা জুলাই, ২০২০

কাশ্মীর| মুশরিক সিআরপিএফের গাড়িতে মুজাহিদদের হামলা, ২ কুফফার নিহতসহ আহত আরো ৩ এরও অধিক মুশরিক সেনা

কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় বুধবার (১জুলাই) সকালে সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফরসের পেট্রলিং পার্টির উপর গুলি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের এই হামলায় ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর ২ সিআরপিএফ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৩ এরও অধিক মুশরিক সৈন্য।

এই ঘটনার পরে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী ঘিরে ফেলেছে পুরো এলাকাটিকে এবং সেখানে তারা ইতিমধ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করেছে বলেই জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের মালাউন ডিজি দিলবাগ সিং।

মুজাহিদদের হামলায় আহত সকল সৈন্যদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর জানা গেছে আহতদের মধ্যে ২ মুশরিক সৈন্য ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরও তিন সিআরপিএফ মুশরিক সৈন্য গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় রয়েছে, যাদের মধ্যে দুই মুশরিক সৈন্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে চলতি সপ্তাহের গত ২৭ জুন আল-কায়েদা কাশ্মীর ভিত্তিক শাখা 'আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ' এর মুজাহিদদের অপর একটি সফল হামলায় নিহত হয়েছিল ভারতীয় মুশরিক 'সিআরপিএফ' এর দুই সৈন্য, আহত হয়েছিল আরো ২ সেনা।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৪৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত ১০ এরও অধিক

আফগানিস্তানের জাউজান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৪৪ সেনা নিহত এবং ১০ সেনা আহত হয়েছে।

তালেবানদের সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানা গেছে, ১ জুলাই বুধবার জাউজান প্রদেশের "খামাব" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের একটি চৌকিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী। এদিকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিনও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর। মুজাহিদদের তীব্র হামলায় এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে কাবুল সরকারের মুরতাদ বাহিনী, অবশেষে মুজাহিদদের হাতে ২টি চেকপোস্ট ছেড়েই পলায়ন করতে হয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে।

এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল সরকারের ৩৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য, ২ কমান্ডারসহ আহত হয়েছে আরো ১০ সেনা এবং মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেছেন কাবুল প্রশাসনের আরো ৬ সেনাকে।

এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ১টি মিসাইল, ২টি মেশিনগান, ১টি রকেট লঞ্চার, ৪টি m+12 তোপকামান, ৬টি ক্লাশিনকোভ, ২০টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ১১টি m4 রাউন্ড গ্রেনেডসহ প্রচুরপরিমাণ গোলাবারুদ।

অপরদিকে এই অভিযানের সময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন ২ জন তালেবান মুজাহিদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শহিদ হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

এদিকে একই প্রদেশের কারকাইন জেলা থেকে প্রাপ্ত খবর থেকে জানাগেছে, তালেবান মুজাহিদগণ গতকাল জেলাটির দিনার এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক ফোর্সের বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন।

এতে মুরতাদ কাবুল সরকারের ১১ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সেনা ও পুলিশ সদস্য।

শুধু নবীনগরেই ৬ মাসে ১০ খুনসহ ৩৬ লাশ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরেই সাম্প্রতিক সময়ে ঘটেছে বেশ ক'টি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, খুন, ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা। গত ৬ মাসে ১০ খুন ও ২৬টি অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বছরের প্রথম দিন শুরু হয়েছিলো খুন দিয়ে, আর জুন মাস শেষ হলো তিনটি খুন ও এক ভারসাম্যহীন নারীকে ধর্ষণের ঘটনা দিয়ে।

গত কয়েক মাসে আলোচিত ঘটনা ছিলো, থানাকান্দি গ্রামের সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের লোকজন মোবারকের পা কেটে হাতে নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে উল্লাস করা, ১২ মে নবীনগর সদরে এক ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্য অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদা দাবি, চাঁদা না পেয়ে বাসায় গুলি করা, ১৫ মে ফতেহপুর গ্রাম থেকে ৪৭ রাউন্ড গুলিসহ একটি বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করার ঘটনায় সারা দেশে আলোচনায় ছিলো নবীনগর উপজেলা। এসব ঘটনায় এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, এ বছরের প্রথম দিনে এক হাজার টাকার দেনা পাওনাকে কেন্দ্র করে ১ জানুয়ারি পৌর এলাকার জাহিদুল ইসলাম সানি নামে একজন খুন হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ছেলের দায়ের কোপে খুন হন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য আলমগীর হোসেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সলিমগঞ্জ জান্নাতুল ফেরদৌস মহিলা মাদরাসা থেকে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা, ৫ মার্চ উপজেলার বড়াইল ইউনিয়নের গোসাইপুর গ্রামে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষে হেকিম মিয়া মারা যায়, ১৬ মার্চ সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের নিলখি গ্রামে এক বখাটের হাতে আকলিমা বেগম নামে এক গৃহবধূ খুন। ১২ এপ্রিল কৃষ্ণনগরের থানাকান্দি গ্রামের সংঘর্ষের ঘটনায় প্রতিপক্ষের লোকজন পা কেটে নিয়ে যায় মোবারক মিয়ার, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ এপ্রিল মারা যান মোবারক। ১৫ মে উপজেলার সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের বাড্ডা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। ২৩ জুন উপজেলার শ্রীরামপুর পশ্চিম পাড়া জমি থেকে গোপালপুর গ্রামের শিরিন আক্তারের লাশ উদ্ধার। ২৩ জুন লাউর ফতেহপুর গ্রামে এক সংঘর্ষের ঘটনায় আহত জয়নাল আবেদীন ২৮ জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ২ জুন সাহেবনগর গ্রামের দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হানিফ মিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ জুন মারা যান। এ ছাড়া গত কয়েক মাসে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে থানাকান্দি, সাহেবনগর ও বাজে বিশারা গ্রামে। ওইসব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় দুই শতাধিক বাড়িঘড় ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, আহত হয়েছে কয়েক শ' মানুষ।

অপরদিকে, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপানে ও গলায় ফাঁসসহ বিভিন্ন ঘটনায় অপমৃত্য হয়েছে ২৬ জনের। এরমধ্যে জানুয়ারি মাসে পাঁচজন, ফেব্রুয়ারিতে চারজন, মার্চে তিনজন, এপ্রিলে তিনজন, মে মাসে ছয়জন ও জুন মাসে পাঁচজন।

কয়েকটি ধর্ষণ, অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৮ জানুয়ারি নবীনগর কলেজ পাড়ায় সাত বছরের শিশুকে কেক খাওয়ানোর কথা বলে ধর্ষণ করে এক বখাটে। ৫ মার্চ বড়াইল গ্রামে স্কুল মাঠে পাতা

কুঁড়াতে গিয়ে কিশোরী ধর্ষিত, ২৭ জুন থোল্লাকান্দি গনিশাহ মাজারে পাশে একটি ঘরের তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এক ভারসাম্যহীন নারীকে ধর্ষণ করে দুজন। ৬ এপ্রিল নবীনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামে ছয় বছরের এক শিশু নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ এখনো উদ্ধার হয়নি। ১২ জুন নবীনগর উপজেলার বাড়িখলা গ্রামের এক স্কুলছাত্রী অপহরণ হওয়ার তিন দিন পর উদ্ধার। এ ছাড়া শ্যামগ্রামে দুটি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সচেতন মহল বলেন, প্রতিটি খুনের ঘটনার সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার জড়িত রয়েছে। এসব খুনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ও গ্রাম্য নেতাদের মাঝে চলে রমরমা বাণিজ্য। অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় খুনের মামলায়। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর মদদে চলছে এসব অনাচার। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে এসব ঘটনার নিরসন করতে হবে। নয়া দিগন্ত

সমীক্ষা ছাড়াই ব্যয় নিরুপণ, ঘুমিয়েই বছর পার ১২১ প্রকল্পের

রাজনৈতিকসহ বিভিন্নভাবে অনুমোদন নিয়ে চলমান এবং নতুন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি ঘুমিয়ে থাকে। এমনই অনুমোদন নিয়ে ঘুমিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর কাটিয়েছে দেশের ১২১টি উন্নয়ন প্রকল্প। পুরো অর্থবছরে কোনো ধরনের অগ্রগতি নেই এসব প্রকল্পের।

এসব প্রকল্পের মধ্যে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি প্রকল্প, দেশের তিনটি বিমানবন্দরের উন্নয়ন, রেলের উন্নয়ন, ডিপিডিসি এলাকায় বিদ্যুৎ সিস্টেম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার প্রকল্পও রয়েছে। আবার এক হাজার ১৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও শতাধিক প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা একটি টাকাও খরচ করতে পারেনি। ৫৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে অর্থ ব্যয় করার সক্ষমতা কম আছে ৩৪টির। অথচ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প টাকার অভাবে নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করা যায় না।

দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি এবং বারবার সংশোধনের সংস্কৃতির অবসান হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

উন্নয়ন কার্যক্রম বছরের পর বছর চলমান থাকার কারণ সম্পর্কে আইএমইডির পর্যবেক্ষণ হলো, যথাযথ সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা হচ্ছে। অথচ বিনিয়োগ প্রকল্পের ব্যয় ২৫ কোটি টাকার বেশি হলেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সার্বিক পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয় না। পাশাপাশি বেজলাইন ডাটা সংরক্ষণ ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্য দিকে, বৈদেশিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নানা রকম শর্ত অনেকসময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের সাথে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয়হীনতাও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর দক্ষ জনবল না থাকায় প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রায়ই বিদেশী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সেবা ক্রয় চুক্তি করতে হয়। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত আইএমইডির প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ঘুমিয়ে বছর কাটানো ১২১ প্রকল্পের মধ্যে কিছু প্রকল্প ২০১৫, কিছু প্রকল্প ২০১৭ এবং কিছু ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রোহিঙ্গা, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর উন্নয়নের প্রকল্পও আছে।

প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ২০ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিডিসি এলাকায় বিদ্যুৎ সিস্টেম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা, ৫১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, এক হাজার ২৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ শ' মেগাওয়াটের আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট, দুই হাজার ২৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, ২৩ জেলায় তিন হাজার ৬৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, এক হাজার ২২২ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধিক ছাত্র ভর্তির জন্য বাড়তি সুবিধা উন্নয়ন, তিন হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কে চার লেন নির্মাণ, এক হাজার ৬৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের পার্বতীপুর টু কাউনিয়া সেকশনে মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, তিন হাজার ৫০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের খুলনা টু দর্শনা জংশনে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ, পাঁচ হাজার ৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ রেলের ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ, ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার নদীবন্দর স্থাপন, তিন হাজার ৭০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ, দুই হাজার ৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, ৫৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে শক্তিশালী করা, ৯৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৩৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহজিবাজার ৭০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টকে ১৫০ কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর, ৫১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ মেগাওয়াট বাঘাবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর, ১০ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুতের ইভেক্যুয়েশন সুবিধার অবকাঠামো উন্নয়ন, এক হাজার ১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে কুমিল্লাতে ব্যাক টু ব্যাক স্টেশন নির্মাণ, সাড়ে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাওরান বাজারে আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন নির্মাণ, প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিডিসির বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৬৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিডিসি এলাকায় সাড়ে আট লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।

এ ছাড়া ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আইসিবি'র বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প, প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে থিম্পুতে বাংলাদেশ চ্যান্সেরি ভবন নির্মাণ, প্রায় ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জামার্নিতে চ্যান্সেরি ভবন ও রাষ্ট্রদূতের বাসভবন নির্মাণ, প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রুনাইতে বাংলাদেশ চ্যান্সেরি কমপ্লেক্স ও রাষ্ট্রদূতের আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৩৪০ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ে র‌্যাবের ভোকেশনাল ও কারিগরি দক্ষতা, ১২৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটনিং প্রকল্প, ৩৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজিবির ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, প্রায় ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজিবির বর্ডার এলাকায় ৬০টি বিওপি নির্মাণ, ৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জে শেখ রাসেল হাইস্কুল ও সূত্রাপুরে শের-ই-বাংলা মহিলা কলেজ উন্নয়ন, ৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন, ১৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ বেডের জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হসপিটাল নির্মাণ, ৪৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রিমোট এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে রমনা পার্ক উন্নয়ন ও লেকের সৌন্দর্যবর্ধন, প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আজিমপুরে সরকারি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৪২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০তলা বিশিষ্ট সচিবালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রামে এক হাজার ১৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারি

আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, এক হাজার ৩৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ছয়টি পরিপূর্ণ স্টেশন নির্মাণ, ৬৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প, ৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেনী নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক জোনের লিংক রোড প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটির জন্য ৪৪২ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে সড়কে এলইডি লাইট, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন, সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় তিনটি হোলসেল বাজার স্থাপন, চার হাজার ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী ওয়াসার সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৪২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পল্লী জনপদ প্রকল্প, ১১০ কোটি ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের ডিজাইন নির্মাণ, রোহিঙ্গা সঙ্কট মোকাবেলায় ৩৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প।

আর্থিক অগ্রগতিহীন ১০৬ প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ ছিল এক হাজার ১৬৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা। কিন্তু ওই সব প্রকল্পের কোনো অর্থই এক বছরে খরচ হয়নি। অগ্রগতি না হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে, অর্থ ছাড় না হওয়া, দেরিতে অর্থ ছাড় করা, ভূমি অধিগ্রহণ না হওয়া, দরপত্র আহ্বানে বিলম্ব, দরপত্র রেসপন্সিভ না হওয়া, প্রকল্পের ঋণ না পাওয়া, নামমাত্র বরাদ্দ, মামলাজনিত সমস্যা, সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব, দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি হতে দেরি ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে আইএমইডির মহাপরিচালক ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি এস এম হামিদুল হকের মন্তব্য হলো, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ বারবার সংশোধনের প্রবণতা রয়েছে। কোনো একটি প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে না পারলে ওই প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তিতে যেমন বিলম্ব ঘটে, একইভাবে প্রকল্প ব্যয়ও বেড়ে যায়। তিনি বলেন, উন্নয়নকে কাংক্ষিত মানে পৌঁছাতে হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বারবার সংশোধনের সংস্কৃতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। যেসব কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়, তা চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

ঠুনকো অজুহাতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ করলো ভারত

করোনাভাইরাসের অজুহাত দেখিয়ে ভারতের রাজ্য সরকার বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নেয়ায় বুধবার সকালে পুনরায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশী রফতানিকারকরা। করোনা প্রাদুর্ভাবের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সাথে প্রায় আড়াই মাস আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকার পর গত ৭ জুন এ পথে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বাণিজ্য শুরু হয়েছে।

ভারতের রাজ্য সরকার করোনাভাইরাসের নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে তিন মাস ১০ দিন বাংলাদেশের সাথে রফতানি বাণিজ্য বন্ধ রেখেছে। বেনাপোল বন্দর দিয়ে রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে বলে কাস্টমস সূত্র জানায়।

রফতানি বাণিজ্য চালু করার জন্য কাস্টমস, বন্দর, মালিক অ্যাসোসিয়েশন, স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন মিলে নো ম্যান্স ল্যান্ড এলাকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কয়েক দফায় বৈঠক করলেও চালু করতে পারেনি রফতাণি বাণিজ্য।

রফতানিকারক আমিনুল হক আনু জানান, বেনাপোল বন্দর দিয়ে দীর্ঘদিন পর আমদানি বাণিজ্য চালু হয় জুন মাসের ৭ তারিখে। ভারত আমদানি চালু করলেও করোনার অজুহাত দেখিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য নিচ্ছে না। বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নেয়ার কারণে আজ বুধবার সকাল থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নিলে আমদানি বাণিজ্যও চালু করতে দেয়া হবে না।

বেনাপোল বন্দরের ডেপুটি পরিচালক মামুন তরফদার জানান, আজ সকাল থেকে আমদানি বন্ধ করে দেয়ায় জটিলতার সৃস্টি হয়েছে। দুপুরে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক আছে। বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ ট্রাক পণ্য রফতানি হয়ে থাকে।

বেনাপোল কাস্টমসের কার্গো অফিসার নাসিদুল হক জানান, বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের বড় বাজার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত। দেশে স্থলপথে যে রফতানি বাণিজ্য হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় তার ৭০ শতাংশ হয়ে থাকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে। প্রতিবছর এ বন্দর দিয়ে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা মূল্যের নয় হাজার মেট্রিক টন পণ্য ভারতে রফতানি হয়। করোনাভাইরাসের কারণে ভারত সরকার গত ২২ মার্চ থেকে স্থলপথে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ রেখেছেন। ৭ জুন ভারতীয় পণ্যের আমদানি বাণিজ্য শুরু হলেও বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি বাণিজ্য এখনো বন্ধ রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ভারতীয়রা এই মুহূর্তে রফতানি পণ্য নিতে চাচ্ছে না। তিন মাস ১০ দিন রফতানি বন্ধ থাকায় বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। নয়া দিগন্ত

ভারতের পেট্রাপোল স্টাফ ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক চন্দ জানান, বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে দুই দেশেই করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থাকায় রাজ্য সরকার বাংলাদেশের পণ্য আপাতত ভারতে ঢোকাতে নিষেধ করেছেন। বাংলাদেশী পণ্য ঢোকানোর অনুমতি চেয়ে রাজ্য সরকারকে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি সম্মতি দিলে বাংলাদেশী পণ্য ভারতে ঢুকবে।

বেনাপোল স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক সাজেদুর রহমান জানান, রফতানি চালু করার জন্য আমরা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করেছি। কিন্ত তারা করোনার অজুহাত দেখিয়ে রফতানি চালু করছেন না। ভারতীয়রা বলছেন রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া রফতানি চালু সম্ভব নয়। এদিকে রফতানি চালু না হওয়ায় রফতানিকারকরা বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানী বাণিজ্য সকাল থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। গত মার্চ মাস থেকে বেশ কিছু পণ্যবাহী ট্রাক বেনাপোল বন্দরে আটকে আছে। আজ থেকে পুনরায় আমদানি বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আটকে গেছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক। যার অধিকাংশ গার্মেন্টস শিল্পের কাচামালসহ পচনশীল পণ্য।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতিকে কোপালো সন্ত্রাসী যুবলীগকর্মী

পটুয়াখালীর বাউফলে মোমিনুল হক (৩০) নামে এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে জাহিদ হোসেন কালা নামের এক সন্ত্রাসী যুবলীগকর্মী ও তার সঙ্গীরা। এ সময় মোমিনুলকে বাঁচাতে

গিয়ে গুরুতর জখম হন তার বোন শারমিন নাহার (৫০)। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিম বিলবিলাশ গ্রামের গাজী বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মোমিনুল বাউফল সদর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি। গুরুতর আহত মোমিনুলকে বরিশাল শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও বোন শারমিন নাহারকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বিলবিলাস গ্রামের যুবলীগকর্মী জাহিদ হোসেন কালা তার সঙ্গীদের নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতো। এ ঘটনার জেরে হামলার শিকার হন মোমিনুল। সূত্র: আমাদের সময়

বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশে বাধা দিচ্ছে ভারত

নানা দেন-দরবার শেষে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে বন্ধ থাকা আমদানি-রফতানি কার্যক্রম চালু করতে সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলো খুলে দেয়া হয়। কিন্তু ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য প্রবেশ স্বাভাবিক থাকলেও বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ বন্দর দিয়ে ট্রাক ঢুকতে দিচ্ছে না ভারত। বিষয়টি দুদেশের মধ্যকার চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে দেখছে ঢাকা।

এ বিষয়ে নৌ সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন জাগো নিউজকে বলেন, 'আমরা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছি। আপাতত এটুকু বলতে পারি যে, বাংলাদেশি পণ্য ভারতে প্রবেশের বাধা দূর করতে কূটনৈতিকভাবে চেষ্টা চলছে। আশা করছি, দ্রুতই সমস্যার সমাধান হবে।'

সূত্র জানায়, করোনা পরিস্থিতির কারণে মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে বেশ কিছুদিন দুদেশের মধ্যকার বাণিজ্য বন্ধ থাকায় দুই দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাণিজ্য স্বাভাবিক করতে প্রথমে উদ্যোগ নেয় ভারত। দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ও উন্নয়নে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বাণিজ্য, পররাষ্ট্র এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক হয়।

এ ছাড়া একাধিক ফোনকল ও ভার্চুয়াল বৈঠকে বাণিজ্য স্বাভাবিক করার বিষয়ে জোর দিতে থাকে ভারত। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য নিয়ে বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ জুন থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি শুরু করে ভারত। তবে বাংলাদেশি পণ্য দেশটিতে প্রবেশে বাধা পেতে থাকে।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে বাধা পাওয়া নিয়ে ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে কয়েক দফা যোগাযোগ করা হয়েছে। ভারতীয় পণ্য আমদানির মতো বাংলাদেশি পণ্য রফতানিও যাতে নির্বিঘ্নে হয় সে বিষেয়ে দিল্লিকে চিঠিও দেয়া হয়েছে। তবে সমস্যার সমাধান হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনও। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমরা দুপক্ষই বাণিজ্য চালু করতে একমত হয়েছি। দুদেশের চুক্তি অনুযায়ী সমানভাবে পণ্য আমদানি ও রফতানি চলবে। কিন্তু কেন বাংলাদেশ পণ্য রফতানি করতে পারছে না।

তিনি বলেন, 'এর আগে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার রাজি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের বাধায় কিছুদিন দুদেশের স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ রাখতে হয়। তখন বাংলাদেশি সীমানায় পণ্য দিতে আসা ট্রাক চালকদের বাধ্যতামূলক ১৪দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখার কথা বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এরপর দুদেশের জিরো পয়েন্টে পণ্য নামানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ওই স্থানে সব পণ্য নামিয়ে আবার বাংলাদেশি ট্রাকে তোলার মতো পরিস্থিতি না থাকায় এই সিদ্ধান্ত কাজে দেয়নি।'

'বাধ্য হয়ে তখন আমরা রেলপথে পণ্য পরিবহনের কথা ভাবি। এরপর নানা আলোচনার মাধ্যমে আবারও বন্দর খোলার সিদ্ধান্ত আসে। কিন্তু এরপরেও বাংলাদেশি পণ্য ভারতে প্রবেশ করতে না পারা দুঃখজনক। আশা করি, আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে,'- বলেন ড. মোমেন।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি-রফতানি হয়ে থাকে। করোনার এ পরিস্থিতিতে পণ্য আসাটাও জরুরি। এজন্য রফতানির বিষয়ে আমরা কিছুটা ধৈর্য ধারণ করছি। তবে পরিস্থিতি না বদলালে শক্ত অবস্থানে যেতে সময় লাগবে না।

পশ্চিবঙ্গের ব্যবসায়ীদের একটি সূত্র জানায়, যারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে ব্যবসা করেন তারাও বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত। কিন্তু এখনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তারা কিছু বলতে বা কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইছেন না।

তবে স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানিতে জড়িত বাংলাদেশি সিঅ্যান্ডএফের (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং) সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার (৩০ জুন) এ নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত আসতে পারে যে, আমরা পণ্য রফতানি না করতে পারলে ভারতীয় পণ্য আমদানিও করব না। এ ছাড়া প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমদানি-রফতানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও আসতে পারে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশিদার বাংলাদেশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্য ১০ দশমিক ২৫ বিলয়ন ছাড়িয়েছে।

আল-জায়ায়ের | মুজাহিদদের হামলায় এক কর্নেলসহ এক সেনা সদস্য নিহত।

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখা (একিউআইএম) এর জানবায মুজাহিদদের অসাধারণ একটি সফল হামলায় এক কর্নেলসহ আল-জাযায়েরের আরেক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আল-জাযায়েরে গত ২৮ জুন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা "একিউআইএম" এর জানবায মুজাহিদিন। দেশটির "মাদিয়াহ" রাজ্যে আল-কায়েদা মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় এক কর্নেলসহ আরো এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আফ্রিকা ভিত্তিক "হারাক" সংবাদ মাধ্যম জানায়, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় নিহত সৈন্যরা হল নাকিব বিন ইসমাঈল (কর্নেল) ও খালেদ জাকারিয়া।

খোরাসান | নিরাপরাধ আফগানীদের উপর মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ২৩ জন নিহত

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের একটি বাজারে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২৩ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা এবং আরও ১৫ এরও অধিক নিরাপরাধ লোককে গুরুতর আহত করেছে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনী।

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কাবুল প্রশাসনের মুরতাদ বাহিনী গত ২৯ জুন আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের একটি বাজারে নির্মমভাবে ভারি মর্টার হামলা চালিয়ে হত্যা করে নিরাপরাধ আফগান নাগরিকদের।

আফগান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে হতাহতদের সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকাটিতে কোন সাংবাদিককে যেতে দেয়নি মুরতাদ কাবুল প্রশাসন। তবে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের যেতে না দিলেও স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো হতাহতদের বিভিন্ন সংখ্যা জানিয়ে পোস্ট করেছেন। হতাহতদের বেশ কিছু ছবিও তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয় অনেক জনসাধারণ জানিয়েছেন যে, মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীর উক্ত হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন নিরাপরাধ আফগানী নিহত এবং ১৫ জনেরও অধিক লোক গুরতর আহত হয়েছেন। হতাহতদের প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা গেছে, এই অমানবিক হামলার শিকার হয়েছেন অনেক শিশুও।

https://alfirdaws.org/2020/07/01/39398/